বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ- এর ভূমিকা ঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা

GIFT

এম.ফিল. থিসিস

382785

Dhaka University Library
382785

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

১৯৯৯

M.Phil

382785

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

UNIVERSITY OF DHAKA

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

প্রত্যয়নপত্র

জনাব, মুহাম্মদ আবু ইউসুফ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ- এর ভূমিকা ঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা,, শীর্ষক গবেষনা সন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে.

১। এটি আমার ও ড: এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী (অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডি বিভাগ) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নিদের্শে লিখিত হয়েছে।

২। এটি সম্পুর্নরূপে উক্ত গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম, কোনরূপ যুগ্মকর্ম নয়।

৩। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম, আমার জানামতে ইতিপুর্বে কোথায় ও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চুড়ান্ত কপিটি আদ্যান্ত পাঠ করেছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

382785

এ. কে.এম. শহীদুল্যাহ
অধ্যাপক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Arts Building
Dhaka-1000, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ভূমিকা ঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা শীর্ষক থিসিস রচনায় যাদের কাছে আমি যুগপৎভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁরা হলেন রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষনা তত্বাবধায়ক জনাব, অধ্যাপক, এ,কে,এম,শহিদুল্লা, এবং ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক, আমার গবেষনা যুগ্ম তত্বাবধায়ক ডঃ এ,বি,এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী। পরম শ্রদ্ধার সাথে আমি তাঁদের উভয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মুলতঃ তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও তত্বাবধান ব্যাতিরেকে বর্তমান গবেষনা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হতনা।

পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ সাইফুল্যাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ডঃ এম, নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক, আফতাব আহমেদ এবং সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জনাব, কামরুল আহসান চৌধুরীকে, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আন্তরিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের নিকট ও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আরো দুইজনের নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁরা হলেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার শ্রদ্ধেয় জনাব, এম, আজিজুল হক এবং আমার স্ত্রী নার্গিস ফারহানা শিউলী, যার গবেষনা কর্মের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে, আমি বিশেষ ভাবে তার কাছে ও ঋণী।

গবেষনা কর্মটি সম্পাদনে মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তারা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সরবরাহ করে আমাকে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ ভাবে মুসলিম এইডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মাহফুজুর রহমান প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করেছেন গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং বিশেষ ভাবে এই সংস্থাটির কর্ম এলাকায় তথ্য সংগ্রহের সময়ে পাবনা শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রজেক্ট ইনচার্জ জনাব আব্দুল বাতেন, সিনিয়র মাঠ সহকারী মোঃ আব্দুস সবুর, মাঠ সহকারী মোঃ গোলাম মোস্তফা ও নাটোর শাখার প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশন অফিসার মোঃ নজরুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখযোগ্য। আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা পেয়েছি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জনাব মোঃ আমান উল্যা, আবু তাহের ও সিদ্দিকুর রহমান ভাইয়ের। বিভিন্ন সময়ে বই সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করায় এদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

আমি বিশেষ ভাবে তাদের কাছে ও ঋণী যাহারা সব সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাকে তাড়া দিতেন ও অনুপ্রেরনা যোগাতেন।

382785

সর্ব শেষে আমি আমার সশ্রদ্ধ মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ, যাদের সব সময়ের সাধনা ছিল আমার উচ্চশিক্ষাও ভাল মানুষ হওয়া।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম দরিদ্র্য দেশ। ক্ষুদ্র একটি ভূখন্ডে অধিক সংখ্যক লোকের বাস। বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, ঘূর্নিঝড় সহ প্রাকৃতিক দূর্যোগে এই দেশটি বার বার দুর্ভিক্ষ, অভাব অনটন সহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। নানা কারনে এখানকার অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা যুগপৎভাবে চলে আসছে। বৃটিশ আমল থেকে সরকারী প্রচেষ্টা শুরু হলেও বেসরকারী প্রচেষ্টা মূলত ৭০ এর দশক থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে আরম্ভ হয়। এনজিওদের মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টা ৮০ এর দশকে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৯০ এর দশকে এর সর্ব ব্যপকতা পায়। বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে বিশেষতঃ বিদেশী দাতা সংস্থার নিকট সরকারী কর্ম প্রচেষ্টার চেয়ে ও বেসরকারী প্রচেষ্টা বেশী গুরুত্বের দাবীদার।

বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও সমুহকে প্রকৃত পক্ষে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত যারা সনাতন ও সেক্যুলার পদ্ধতিতে কাজ করছেন তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। দ্বিতীয়তঃ যারা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করছেন, তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদেশে কর্মরত প্রথম প্রকারের এনজিওদের উপর এই পর্যন্ত ব্যাপক গবেষনা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের এনজিওদের উপর তেমন একটা গবেষনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যারা কাজ করছেন, তারা একদিকে সংখ্যায় কম অন্যদিকে তারা বয়সে একেবারে নবীন। ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের গৃহীত পদ্ধতি কতটুকু কার্যকরী, ফলপ্রসু ও সাধারন মানুষের নিকট গ্রহনযোগ্য আলোচ্য গবেষনায় তা বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্য উপরোক্ত পদ্ধতির অনুসরনকারী সংস্থা গুলির মধ্য থেকে মুসলিম এইড বাংলাদেশকে বেছে নিয়ে উহার কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়।

দারিদ্র্য একটি প্রাচীন ও অতি পরিচিত শব্দ । এর সহিত মানুষের একটি আদিম সম্পর্ক বিরাজমান এবং সেই প্রাচীনকাল থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রচেষ্টা চলে আসছে, যা ক্ষনিকের তরে ও বন্ধ হয়নি।

একটি অতি দরিদ্র্য দেশ হিসাবে বাংলাদেশে ও এর বিরূদ্ধে বিরামহীন চেষ্টা সাধনা চলছে। এবং এই চেষ্টা সাধনায় দেশী বিদেশী প্রচেষ্টাকারীগন ব্যাপক হারে অংশীদার।

আলোচ্য গবেষনায় প্রথমত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে দারিদ্র্য কাকে বলে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য কি? এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে ইসলাম কিভাবে দেখছে। এক কথায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে এখানকার দারিদ্র্যতার প্রকৃত স্বরূপ। এবং এই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার ধরন এবং কারা, কখন থেকে, কিভাবে এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত। তৃতীয় পর্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কি কি মডেল রয়েছে এবং তা কিভাবে ও কতটুকু কার্যকরী। চতুর্থ পর্যায়ে গবেষনার সুবিধার্থে গৃহীত মুসলিম এইড বাংলাদেশ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী উপস্থাপনের চেষ্টা চালানো হয়েছে। এবং ৫ম পর্যায়ে মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর উপকারভোগীদের, সমিতি সমুহের নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রচলিত ও ইসলামী ধারার তুলনামূলক গবেষনা করতে গিয়ে মুসলিম এইড বাংলাদেশের উপকারভোগীদের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের উপর প্রশ্ন পত্র জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয় এবং একই সাথে ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কয়েকটি বিষয়ের সু স্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায়। প্রথমত ম্যাব এর সদস্যগন এই সংস্থাকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য পছন্দ করে। এখানে সুদ নেই। সুদকে পছন্দ না করার কারনে তাদের আশে পাশে অনেক দিন থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সেক্যুলার সংস্থা থাকার পর ও তারা সেখানে যায়নি। দ্বিতীয়ত ৩/৪ বৎসরের ব্যাবধানে এদের অনেকেই (যারা কর্মঠ) বিনিয়োগের অর্থ থেকে গরু, গাভী, ঘর, ভ্যান, জমি বন্ধক রাখা এবং জমি ক্রয়, ব্যবসা শুরু ও ব্যবসায়ে উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন। সুদী পদ্ধতিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদান করতে হয় বলে তা উন্নয়নের পথে ততখানি সহায়ক নহে। আর ইসলামী পদ্ধতিতে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় এটি উন্নয়নের পথে সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	I
সার সংক্ষেপ	II
সূচী পত্র	III
পরিশিষ্ট গ্রন্থপঞ্জী	VIII
সারনী তালিকা	IX
চিত্র তালিকা	XI
শব্দ সংক্ষেপ	XIII

প্রথম অধ্যায়

১.১	ঃ	ভূমিকা	২
১.২	ঃ	গবেষনার উদ্দেশ্য	৩
১.৩	ঃ	গবেষনার তাৎপর্য	৩
১.৪	ঃ	গবেষনার পদ্ধতি	৪
১.৫.১	ঃ	তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ	৪
১.৫.২	ঃ	উপাত্ত বিশ্লেষন	৫
১.৬	ঃ	গবেষনার সীমাবদ্ধতা	৫
১.৭	ঃ	গ্রন্থ পর্যালোচনা	৬
১.৮	ঃ	গবেষনা মনোগ্রাফের বিন্যাস	৯

২য় অধ্যায়

২.০০	ঃ	দারিদ্র ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	১২
২.০১	ঃ	দারিদ্র্যের সাধারন সঙ্গা	১৪
২.০২	ঃ	দারিদ্র্যের ইসলামী সঙ্গা	১৬
২.০৩	ঃ	ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য	১৭
২.০৪.	ঃ	দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা	১৮

৩য় অধ্যায়

৩.০১.	ঃ	বাংলাদেশের দারিদ্র্য	২২
৩.০২	ঃ	বাংলাদেশের দারিদ্র্যের ধরন	২২
৩.০২.১	ঃ	ভূমি দারিদ্র্য	২৩
৩.০২.২	ঃ	শিক্ষা ক্ষেত্রে দারিদ্র্য	২৪
৩.০২.৩	ঃ	অর্থনৈতিক দারিদ্র্য	২৫
৩.০২.৪	ঃ	স্বাস্থ্য পরিস্থিতি	২৮
৩.০৩	ঃ	বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	২৯
৩.০৪	ঃ	বৃটিশ আমলে গৃহীত উদ্যোগ	২৯

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় বস্তু			পৃষ্ঠা নং
৩.০৫	ঃ	পাকিস্তান আমলে গৃহিত উন্নয়ন কর্মসূচী সমুহ	২৯
৩.০৫.১	ঃ	গ্রামোন্নয়নে কুমিল্লা মডেল	২৯
৩.০৫.২	ঃ	টিটিসিএ কেএসএস (TTCA - KSS) সমবায় সমিতি	৩০
৩.০৫.৩	ঃ	টিটিডিসি (TTDC)	৩০
৩.০৫.৪	ঃ	আরডব্লিউপি (RWP - Rural works programme)	৩০
৩.০৫.৫	ঃ	টিআইপি (TIP – Thana Irrigation Programme)	৩০
৩.০৬	ঃ	বাংলাদেশ আমলে গৃহীত কার্যক্রম	৩১
৩.০৬.১	ঃ	সমন্বিত গ্রামীন কর্মসূচী (IRDP – International Rural Development Programme)	৩১
৩.০৬.২	ঃ	ভূমিহীনদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম	৩২
৩.০৬.৩	ঃ	স্বনির্ভর আন্দোলন	৩২
৩.০৬.৪	ঃ	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার	৩৩
৩.০.৬.৫	ঃ	দারিদ্র বিমোচনে এনজিওদের ভূমিকা	৩৩
৩.০৭	ঃ	প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব	৩৩
৩.০৮	ঃ	আশির দশক	৩৩
৩.০৯	ঃ	বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সরকারী অধ্যাদেশ সমুহ	৩৩
৩.১০	ঃ	এনজিও কার্যক্রমের প্রকৃতি ও ধরন	৩৬
৩.১০.১	ঃ	এনজিও ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা	৩৭
৩.১০.২	ঃ	এনজিও কার্যক্রমের বিকাশ ও ব্যাপ্তি	৩৭
৩.১০.৩	ঃ	এনজিওদের উন্নয়ন ক্ষেত্র সমুহ	৩৮
৩.১০.৪	ঃ	বেকারত্ব দূরীকরন	৩৮
৩.১০.৫	ঃ	শিক্ষা কার্যক্রম	৩৯
৩.১০.৬	ঃ	বনায়ন	৩৯
৩.১০.৭	ঃ	স্বাস্থ্য, পানীয় জল, সাইক্লোন সেন্টার নির্মান, কুটির শিল্প	৩৯
৩.১০.৮	ঃ	বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	৩৯
৩.১০.৯	ঃ	ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও ত্রান কার্যক্রম	৩৯
৩১০	ঃ	পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)	৩৯
৩.১১	ঃ	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)	৪০

৪র্থ অধ্যায়

৪.০০	ঃ	ভূমিকা	৪৫
৪.০১	ঃ	ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের ইসলামী মডেল	৪৫
৪.০১.১	ঃ	যাকাত (ফরয বা ওয়াজিব পদ্ধতি সমুহ)	৪৬
৪.০১.২	ঃ	যাকাতের শরিয়তী গুরুত্ব (ফরজ বা অপরিহার্যতা)	৪৬
৪.০১.৩	ঃ	যাকাতের নিসাব বা পরিমান	৪৭
৪.০১.৪	ঃ	খনিজ দ্রব্যের যাকাত	৪৯
৪.০১.৫	ঃ	যাকাত আদায়ের পন্থা	৪৯
৪.০১.৬	ঃ	যাকাত বন্টনের পন্থা ও খাত	৫০
৪.০১.৭	ঃ	বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা	৫১

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় বস্তু			পৃষ্ঠা নং
৪.০২.১	ঃ	ওশর	৫৩
৪.০২.২	ঃ	ওশর শব্দের অর্থ	৫৪
৪.০২.৩	ঃ	ওশর ও ওশরের অর্ধেক (নিসবে ওশর)	৫৪
৪.০২.৪	ঃ	বাংলাদেশের ভূমির অবস্থা (ভূমির ক্ষেত্রে)	৫৫
৪.০৩	ঃ	খারাজ	৫৬
৪.০৪	ঃ	মীরাস	৫৬
৪.০৫	ঃ	সদকায়ে ফিতর	৫৭
৪.০৬	ঃ	কুরবানী	৫৮
৪.০৭	ঃ	সাদাকা (নফল বা অতিরিক্ত পদ্ধতি সমুহ)	৫৮
৪.০৮	ঃ	করযে হাসানা	৫৯
৪.০৯	ঃ	অসিয়ত	৫১
৪.১০	ঃ	বাই মেকানিজম বা ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি সমুহ	৫২
৪.১০.১	ঃ	মুদারাবা	৬১
৪.১০.৩	ঃ	মুশারাকা	৬২
৪.১০.৪	ঃ	মুরাবাহা	৬২
৪.১০.৫	ঃ	বাই মু' আজ্জিল	৬২
৪.১০.৬	ঃ	বাই সালাম	৬৩
৪.১০.৭	ঃ	ইজারা	৬৩
৪.১০.৮	ঃ	ইসলামী মডেলের বিশেষত্ব	৬৩
৪.১০.৯	ঃ	দারিদ্র্য বিমোচনে উক্ত মডেলের কার্যকারীতা	৬৪

৫ম অধ্যায়

৫.০১.	ঃ	ভূমিকা	৬৯
৫.০১.১	ঃ	ম্যাব এর পরিচিতি	৬৯
৫.০১.২	ঃ	ম্যাব এর কর্মতৎপরতার সূচনা	৭০
৫.০১.৪	ঃ	ম্যাব এর পরিচালনা পরিষদ	৭০
৫.০১.৫	ঃ	ম্যাব এর প্রকল্প পরিচিতি	৭০
৫.০১.৫	ঃ	ম্যাব এর তহবিলের উৎস।	৭১
৫.০১.৬	ঃ	ম্যাব এর কর্মসূচী সমুহ	৭২
৫.০১.৭	ঃ	ম্যাব এর কর্মতৎপরতা	৭৩
৫.০১.৮	ঃ	ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী	৭৪
৫.০১.৮.১	ঃ	ম্যাব এর শিক্ষা কর্মসূচী	৭৫
৫.০১.৮.২	ঃ	ম্যাব এর বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃ প্রনালী কর্মসূচী	৭৭
৫.০১.৮.৩	ঃ	ম্যাব এর জরুরী ত্রান ও পূর্নবাসন সেবা কর্মসূচী	৭৭
৫.০১.৮.৪	ঃ	ম্যাব এর রিলিফ কর্মসূচী	৭৮
৫.০১.৮.৫	ঃ	ম্যাব এর শীত বস্ত্র কর্মসূচী	৭৮
৫.০১.৮.৬	ঃ	ম্যাব এর কুরবানী কর্মসূচী	৭৮
৫.০১.৮.৭	ঃ	ম্যাব এর ইফতারি কর্মসূচী	৭৯
৫.০১.৯	ঃ	এক নজরে ম্যাব এর কর্মতৎপরতার খতিয়ান	৮০
৫.০১.১০	ঃ	এক নজরে ম্যাব এর প্রাপ্ত তহবিল	৮১
৫.০১.১১	ঃ	ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর দৃষ্টিভঙ্গি	৮১

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় বস্তু			পৃষ্ঠা নং
৫.০১.১২	ঃ	দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ম্যাবের আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী সম্পর্কিত নীতিমালা	৮২
৫.০১.১৩	ঃ	ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে মোটিভেশন	৮২
৫.০১.১৪	ঃ	ম্যাব এর গৃহীত এই পদ্ধতিতে কি দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে	৮৩
৫.০১.১৫	ঃ	ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির মূল্যায়ন	৮৩
৬ষ্ঠ অধ্যায়			
৬.০১	ঃ	ভূমিকা	৮৭
৬.০২	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী	৮৭
৬.০৩	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের বয়স ভিত্তিক বন্টন চিত্র	৮৮
৬.০৪	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের শিক্ষাগত অবস্থান	৮৮
৬.০৫	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের পেশা ভিত্তিক বন্টন চিত্র	৮৯
৬.০৬	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের পরিবারের আকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৯০
৬.০৭	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের উপার্জনশীল সদস্য সম্পর্কিত	৯১
৬.০৮	ঃ	ম্যাব এর উপকাবভোগীদের মাসিক আয় ব্যয়ের বন্টন চিত্র	৯২
৬.০৯	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের আয়ের উৎসের বন্টন চিত্র	৯৩
৬.১০	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ব্যয়ের খাত সমুহের বন্টন চিত্র	৯৪
৬.১১	ঃ	সদস্যদের ম্যাবের সাথে সম্পর্কিত সময়ের বন্টন চিত্র	৯৫
৬.১২	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এর সাথে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে	৯৫
৬.১৩	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাবের পুর্বে অন্য সংস্থার সাথে সম্পর্কের বিবরন	৯৬
৬১৪	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এ জড়িত হওয়ার কারন প্রসঙ্গে	৯৭
৬.১৫	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাবে আসার ফলে উদ্দেশ্যের সফলতা প্রসঙ্গে	৯৭
৬.১৬	ঃ	ম্যাবে জড়িত হওয়ার কারন সমুহের উদ্দেশ্য সফলতা প্রসঙ্গে	৯৮
৬.১৭	ঃ	ম্যাব এব উপকারভোগীদের ম্যাবের সদস্য হবার নিয়ম সম্পর্কে মতামত	৯৮
৬.১৮	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত	৯৯
৬.১৯	ঃ	ম্যাব এর সদস্যদের কার্যকর ভাবে প্রতিফলিত উদ্দেশ্যের বিশ্লেষন	১০০
৬.২০	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিও সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা	১০১
৬.২১	ঃ	অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্তব্য	১০২
৬.২২	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের সাথে জড়িত লোকদের শ্রেনী বিন্যাস	১০২
৬..২৩	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে উক্ত এলাকায় কর্মরত এনজিও সমুহের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে	১০৩
৬.২৪	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্মরত এনজিওদের কার্যকর ভাবে কাজ করার কারন	১০৩
৬.২৫	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্মএলাকায় কর্মরত এনজিওদের কার্যক্রমে ধর্মানুভুতির উপর প্রভাব	১০৪
৬.২৬	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্মএলাকায় ম্যাবের সাথে তুলনীয় সংগঠন সম্পর্কে বিশ্লেষন	১০৫
৬.২৭	ঃ	ম্যাব এর উপকার ভোগীদের মতে ম্যাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রমের তুলনা	১০৫
৬.২৮	ঃ	ম্যাব এর উপকার ভোগীদের মতে দেশের উন্নয়নে ম্যাবের কার্যক্রমের সহায়তা প্রসঙ্গে	১০৬
৬.২৯	ঃ	ম্যাবের মাধ্যমে এর সদস্যদের উন্নতির ধরন	১০৬
৬..৩০	ঃ	ম্যাব এর উপকার ভোগীদের মতে কর্ম এলাকার জন্য এর গৃহিত উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরন প্রসঙ্গে	১০৮
৬.৩১	ঃ	ম্যাব এর উপকার ভোগীদের মতে কর্ম এলাকার জন্য গৃহিত কর্মসূচী সমুহের সঠিক বাস্তবায়নের চিত্র	১০৮
৬.৩২	ঃ	ম্যাব এর উপকার ভোগীদের মতে এর সদস্যদের স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে	১০৯
৬.৩৩	ঃ	ম্যাব এর কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে	১০৯
৬.৩৪	ঃ	ধর্মীয় মূল্যবোধের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য ম্যাবের কর্মসূচী সম্পর্কে মতামত	১১০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় বস্তু

৬.৩৫ ঃ ম্যাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের পার্থক্য সম্পর্কে এর সদস্যদের মতামত ১১০
৬.৩৬ ঃ ম্যাব এর বর্তমান কার্যক্রম ব্যতিত ভবিষ্যতে গৃহিত হতে পারে এমন সম্ভাব্য কার্যক্রম প্রসঙ্গে ১১১
৬.৩৭ঃ ম্যাবের বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে এর সদস্যদের মতামত ১১২
৬.৩৮ ঃ ম্যাব এর সদস্যগন কতবার এবং কি পরিমান বিনিয়োগ নিয়েছেন ১১৩
৬.৩৯ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে তাদের বিনিয়োগ গ্রহন সম্পর্কে মতামত ১১৩
৬.৪০ ঃ এই সংস্থায় যোগদানের পূর্বে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র ১১৫
৬.৪১ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগীদের এর সদস্য হবার পূর্বের ও পরের আয়ের তুলনামূলক চিত্র ১১৬
৬.৪২ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগীদের পূর্বাপর সম্পদের হিসাব ১১৭
৬.৪৩ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগী কয়েকজনের জীবন চিত্র ১১৯
৬.৪৪ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব থেকে গৃহিত টাকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র ১১৯
৬.৪৫ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগীদের বিনিয়োগের টাকার কিস্তির বিবরন ও গৃহীত টাকার উপকারিতা সম্পর্কে মতামত ১১৯
৬.৪৬ ঃ উপকারভোগীদের মতে ম্যাবকে ভাল লাগার কারন ১২০
৬.৪৭ ঃ ম্যাব এর উপকারভোগীদের ইসলাম সম্পর্কে ধারনা সম্পর্কিত মতামত ১২০
৬.০২ ঃ ম্যাব এর সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নমালা ১২১
৬.০২.১ ঃ ম্যাব এর জরিপকৃত সমিতি সমুহের নাম ১২১
৬.০২.২ ঃ সমিতি সমুহের সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরন ১২১
৬.০২.৩ ঃ সমিতি সমুহের কার্যকরী পরিষদ সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত ১২২
৬.০২.৪ ঃ সমিতি সমুহের নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন চিত্র ১২৩
৬.০২.৫ ঃ ম্যাব এর সমিতি সমুহের সাধারন সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন চিত্র ১২৩
৬.০২.৬ ঃ ম্যাব এর জরিপকৃত সমিতি সমুহের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত কর্মসূচী ১২৪
৬.০২.৭ ঃ সমিতি সমুহের উন্নয়ন কর্মসূচী সমাপ্ত না হবার কারন সম্পর্কিত মতামত ১২৪
৬.০২.৮ ঃ সমিতি সমুহের কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত বিবরন ১২৫
৬.০২.৯ ঃ ম্যাব এর জরিপকৃত সমিতি সমুহের নির্বাহী কর্মকর্তাদের পেশাগত অবস্থান ১২৬
৬.০২.১০ ঃ ম্যাব এর জরিপকৃত সমিতি সমুহের নির্বাহী সদস্যদের মাসিক আয় ব্যয়ের চিত্র ১২৭
৬.০২.১১ ঃ ম্যাব এ জড়িত সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার বন্টন চিত্র ১২৮
৬.০২.১২ ঃ ম্যাব এর সদস্যদের ম্যাব ত্যাগ করা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ১২৮
৬.০২.১৩ ঃ ম্যাব এর সদস্যদের অন্য কোন সংস্থায় জড়িত হওয়া সম্পর্কিত তথ্য ১২৯
৬.০২.১৪ ঃ ম্যাব এর সদস্যদের কর্মসূচী সম্পর্কিত মতামত ১২৯
৬.০২.১৫ ঃ ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির অগ্রগতি সংক্রান্ত বিবরন ১৩০
৬.০২.১৬ ঃ ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির প্রতি জনগনের মনোভাব সম্পর্কিত মতামত ১৩০
৬.০২.১৭ ঃ ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে মতামত ১৩১
৬.০২.১৮ ঃ ম্যাব এর কর্মকর্তাদের মতামত জরিপ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা ১৩২

৭ম অধ্যায়

উপসংহার

৭.১ ঃ ভূমিকা ১৩৭
৭.২ ঃ উপসংহার সম্পর্কে বক্তব্য ১৩৭
৭.৩ ঃ কতিপয় বিশেষ সুপারিশ ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট গ্রন্থপঞ্জী

পরিশিষ্ট - ১	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের প্রশ্নমালা	১৫১
পরিশিষ্ট - ২	ঃ	ম্যাব এর সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নমালা	১৫৬
পরিশিষ্ট - ৩	ঃ	ম্যাব এর কর্মকর্তাদের সম্পর্কিত প্রশ্নমালা	১৫৮
পরিশিষ্ট - ৪	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ব্যবহৃত পাশবহি	১৪৯
পরিশিষ্ট - ৫	ঃ	ম্যাব এর ম্যানুয়েলের সূচী পত্র	১৫৯
পরিশিষ্ট - ৬	ঃ	লেকচার মডিউলের সূচীপত্র	১৬২
পরিশিষ্ট - ৭	ঃ	বিনিয়োগ আবেদন পত্র	১৬৩
পরিশিষ্ট - ৮	ঃ	বিনিয়োগ চুক্তি পত্র	
পরিশিষ্ট - ৯	ঃ	দৈনিক কালেকশান সিট	১৬৪
পরিশিষ্ট - ১০	ঃ	সমিতি ভিত্তিক আর্থিক হিসাব ফরম	১৬৫
পরিশিষ্ট - ১১	ঃ	মাসিক কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন ফরম	১৬৬
পরিশিষ্ট - ১২	ঃ	মাসিক আয় ব্যয়ের বিবরন ফরম	১৭০

Dhaka University Institutional Repository

সারনি তালিকা

ক্রমিক নং		বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
৩.০১	ঃ	আঞ্চলিক দারিদ্র্যের চিত্র২৩	
৪.০১	ঃ	বাংলাদেশের ভূমিহীনদের চিত্র২৪	
৪.০২	ঃ	দক্ষিন এশিয়ার শিক্ষার চিত্র২৫	
৪.০৩	ঃ	সার্কভূক্ত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের চিত্র২৬	
৪.০৪	ঃ	অধিক জনসংখ্যা ভিত্তিক রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের চিত্র	২৬
৪.০৫	ঃ	আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার বন্টন চিত্র	২৭
৪.০৬	ঃ	বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার চিত্র২৮	
৪.০৭	ঃ	এনজিও ব্যুরো থেকে ১৯৯০-৯৩ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প সমূহ	৩৬
৪.০৮	ঃ	এক নজরে বাংলাদেশের এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত এনজিও তৎপরতা	৩৭
৫.০১	ঃ	সম্ভাব্য যাকাতের উৎস	৫২
৬.০১	ঃ	একনজরে ম্যাব এর কর্মতৎপরতার খতিয়ান	৮০
৬.০২	ঃ	একনজরে ম্যাব এর প্রাপ্ত তহবিল	৮১
৬.০৩	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের বয়স ভিত্তিক বন্টন চিত্র	৮৮
৬.০৪	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের শিক্ষাগত অবস্থান	৮৯
৬.০৫	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের পেশাভিত্তিক বন্টন চিত্র	৯০
৬.০৬	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের পরিবারের আকার সম্পর্কিত	৯০
৬.০৭	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত	৯১
৬.০৮	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের মাসিক আয় ব্যয়ের বন্টন চিত্র	৯২
৬.০৯	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের আয়ের উৎসের বন্টন চিত্র	৯৩
৬.১০	ঃ	ম্যাব এর উপকারভোগীদের ব্যয়ের খাত সমুহের বন্টন চিত্র	৯৪
৬.০১১	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবের সাথে সম্পর্কিত সময়ের বন্টন চিত্র	৯৫
৬.০১২	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে	৯৫
৬.০১৩	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবের পূর্বে অন্য সংস্থার সাথে সম্পর্কের বিবরন	৯৬
৬.০১৪	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবে জড়িত হওয়ার কারন প্রসঙ্গে	৯৬
৬.০১৫	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবে আসার ফলে উদ্দেশ্যের সফলতা প্রসঙ্গে	৯৭
৬.০১৬	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবে জড়িত হওয়ার উদ্দেশ্যে ও এর সফলতা প্রসঙ্গে	৯৭
৭.০১৭	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবের সদস্য হবার নিয়ম সম্পর্কে মতামত	৯৮
৭.০১৮	ঃ	উপকারভোগীদের ম্যাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত	৯৯
৭.০১৯	ঃ	উপকার ভোগীদের ম্যাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত ও এর সংখ্যা বিশ্লেষন	৯৯
৭.০২০	ঃ	উপকারভোগীদের মতে ম্যাবের কার্যকর ভাবে প্রতিফলিত উদ্দেশ্যের বিশ্লেষন	১০০
৭.১৯	ঃ	কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিও সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী	১০১
৭.২০	ঃ	কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের সাথে জড়িত লোকদের শ্রেনী বিন্যাস	১০২
৭.২১	ঃ	উপকার ভোগীদের মতে উক্ত এলাকায় কর্মরত এনজিও সমূহের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে	১০৩
৭,২২	ঃ	উপকার ভোগীদের মতে কর্মরত এনজিওদের কার্যকর ভাবে কাজ করার কারন	১০৩
৭.২৩	ঃ	কর্মরত এনজিওদের কার্যক্রমে ধর্মানুভূতির উপর প্রভাব	১০৪
৭.২৪	ঃ	কর্ম এলাকায় ম্যাবের সাথে তুলনীয় সংগঠন সম্পর্কে বিশ্লেষন	১০৫
৭.২৫	ঃ	ম্যাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের কার্য ক্রমের তুলনা	১০৬
৭.২৬	ঃ	দেশের উন্নয়নে ম্যাবের কার্যক্রমের সহায়তা প্রসঙ্গে	১০৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং		বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
৭.২৭	ঃ	ম্যাবের মাধ্যমে সদস্যদের উন্নতির ধরন	১০৭
৭.২৮	ঃ	কর্ম এলাকার জন্য এর গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরন প্রসঙ্গে	১০৮
৭.২৯	ঃ	কর্ম এলাকায় গৃহীত কর্মসূচী সমূহ সঠিক বাস্তবায়নের চিত্র	১০৮
৭.৩০	ঃ	ম্যাব এর সদস্যদের স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে	১০৯
৭.৩১	ঃ	কর্ম এলাকার অন্যান্য এনজিওদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে	১০৯
৭.৩২	ঃ	ধর্মীয় মূল্যবোধের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য ম্যাবের কর্মসূচী সম্পর্কে মতামত	১১০
৭.৩৩	ঃ	ম্যাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের পার্থক্য সম্পর্কে মতামত	১১০
৭.৩৪	ঃ	ভবিষ্যতে গৃহীত হতে পারে এমন সম্ভাব্য কার্যক্রম প্রসঙ্গে	১১১
৭.৩৫	ঃ	ম্যাবের বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত	১১২
৭.৩৬	ঃ	ম্যাবের সদস্যগন কতবার কি পমিান বিনিয়োগ নিয়েছেন	১১৩
৭.৩৭	ঃ	উপকার ভোগীদের বিনিয়োগ গ্রহন সম্পর্কে মতা	১১৩
৭.৩৮	ঃ	ম্যাবে যোগদানের পূর্বে উপকার ভোগীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার চিত্র	১১৩
৭.৩৯	ঃ	ম্যবের উপকারভোগীদের এর সদস্য হবার পূর্বের ও পরের আয়ের তুলনা মুলক চিত্র	১১৫
৭.৪০	ঃ	ম্যবের উপকারভোগীদের পূর্বাপর সম্পদের হিসাব	১১৬
৭.৪১	ঃ	ম্যবের উপকারভোগীদের গৃহীত টাকার বিনিয়োগের হিসাব	১১৯
৭.৪২	ঃ	ম্যাব থেকে গৃহীত টাকার কিস্তির বিবরন এবং উপকারিতা সম্পর্কে মতামত	১১৯
৭.৪৩	ঃ	উপকার ভোগীদের ম্যাবকে ভাল লাগার কারন	১২০
৭.৪৪	ঃ	ইসলাম সম্পর্কে ম্যাবের সদস্যদের ধারনা সম্পর্কে মতামত	১২০
৭.৪৫	ঃ	উপকাররভোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের অনুশীলন	১২২
৭.৪৬	ঃ	ম্যাবের সমিতি সমূহের নির্বাহী পরিষদ সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরন	১২২
৭.৪৭	ঃ	ম্যাবের কার্যকরি পরিষদ সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত	১২৩
৭.৪৮	ঃ	ম্যাবের সমিতি সমূহের নিবাহী পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন চিত্র	১২৩
৭.৪৯	ঃ	ম্যাবের সমিতি সমূহের সাধারন সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন চিত্র	১২৩
৭.৫০	ঃ	ম্যাবের সমিতি সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত কর্মসূচী	১২৪
৭.৫১	ঃ	ম্যাবের সমিতি সমূহের কর্মসূচী সমাপ্ত না হবার কারন সম্পর্কিত মতামত	১২৫
৭.৫২	ঃ	ম্যাবের কার্য নিবাহী পরিষদ সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থান	১২৬
৭.৫৩	ঃ	ম্যাবের নির্বাহী কর্মকর্তাদের পেশাগত অবস্থার বন্টন চিত্র	১২৬
৭.৫৪	ঃ	সমিতি সমূহের নির্বাহী সদস্যদের মাসিক আয় ব্যয়ের চিত্র	১২৭
৭.৫৫	ঃ	সমিতি সমূহের সাথে জড়িত সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার চিত্র	১২৮
৭.৫৬	ঃ	ম্যাবের সদস্যদের সমিতি ত্যাগ করার বিভিন্ন কারন	১২৮
৭.৫৭	ঃ	সমিতি সদস্যদের একই সাথে অন্য কোন সংস্থায় জড়িত হওয়া	১২৯
৭.৫৮	ঃ	ম্যাব এর কর্মসূচী সংক্রান্ত মতামত	১২৯
৭.৫৯	ঃ	ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির অগ্রগতি সংক্রান্ত বিবরন	১৩০
৭.৬০	ঃ	ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির প্রতি জনগনের মনোভাব সম্পর্কিত মতামত	১৩০
৭.৬১	ঃ	ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত	১৩১

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

SARC – South Asian Ragional Co-Operation
ADB – Asian Development Bank
V.AID –Village Agriculture Industrial Development
USICA – United State Institution Co-Operation Administration
KSS - Krishak Sambay Somity
ARD – Academy For Rural Development
TCCA – Thana Central Co Operation Association
TTDC – Thana Training & Development Center
RWP – Rural Works Programme
TIP – Thana Irrigation Programme
IRDP – Integrated Rural Development Programme
N.G.O – Non Government Organization

নেসাব ঃ- অর্থ পরিমান, কোন সামর্থবান মুসলমানের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ জমা থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। এই নির্দিষ্ট পরিমানকে নিসাব বলে।

তবীয়া ঃ- এক বৎসরের গরুর বাছুর

মুসিন্না ঃ- দুই বৎসর বয়সের গরুর বাছুর

খুমুস ঃ- পাঁচ ভাগের এক ভাগ

ওশর ঃ- উৎপাদিত ফসলের এক অংশ সরকারকে প্রদান

মিরাস ঃ- উত্তরাধিকার

খারাজ ঃ- টেক্স

অসিয়ত - সুপারিশ বা উপদেশ

সাদকা - দান বা অনুদান

করযে হাসানা - উত্তম ঋণ, যে ঋণে মুনাফা বা বিনিময় নেয়া হয়না।

বাই - ক্রয় বিক্রয়

রিবা - সূদ

মুদারাবা - একজনের অর্থ অন্য জনের শ্রম যুক্ত করে ব্যবসা করা।

মুশারাকা - অংশীদারী কারবার

বাই মুয়াজ্জিল - মুনাফার ভিত্তিতে বাকীতে বিক্রয় করা।

বাই সালাম - অগ্রিম ক্রয়

ইজারা - ভাড়ার ভিত্তিতে অন্যকে ভোগ বা ব্যবহার করতে দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

চিত্র ১ ঃ ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে প্রদত্ত তাঁত ৭৩

চিত্র ২ ঃ ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে প্রদত্ত রিকশা ৭৪

চিত্র ৩ ঃ ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে প্রদত্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সামগ্রী (কাপড়) ৭৫

চিত্র ৪ ঃ ম্যাবের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাদানের চিত্র ৭৬

চিত্র ৫ ঃ ম্যাবের চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার রোগী দেখার চিত্র ৭৬

চিত্র ৬ ঃ দুস্থদের মাঝে ঔষধ বিতরন করার দৃশ্য ৭৬

চিত্র ৭ ঃ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ম্যাবের স্থাপিত নলকুপ ৭৭

চিত্র ৮ ঃ ঘূর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় স্থাপিত ম্যাবের আশ্রয় কেন্দ্র ৭৭

চিত্র ৯ ঃ ঘূর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ত্রান বিতরন করার দৃশ্য৭৮

চিত্র ১০ ঃ দুস্থ ও গরীবদের মাঝে ম্যাবের কোরবানীর গোস্ত বিতরন৭৮

চিত্র ১১ ঃ ম্যাবের রোযাদারদের শিক্ষা প্রদান ও ইফতারী বিতরনের দৃশ্য ৭৯

চিত্র ১২ ঃ ম্যাবের দুধাল গাভী

চিত্র ১৩ ঃ ম্যাবের চিংড়ী প্রকল্পের দৃশ্য

চিত্র ১৪ ঃ গৃহহীনদের জন্য ম্যাবের নির্মিত গৃহ সমূহের দৃশ্য

চিত্র ১৫ ঃ ম্যাবের আর্থিক সহায়তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত আব্দুস সিদ্দীক সরদারের গরু ও বাগান ১২৭

চিত্র ১৬ ঃ ম্যাবের আর্থিক সহায়তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত আব্দুল কুদ্দুসের ভ্যান, গরু ও ঘরের দৃশ্য ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ - ভূমিকা ঃ

দারিদ্র্য একটি আদিম অথচ অতি পরিচিত শব্দ। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে এটি দিবা রাত্রির ন্যায় সমান্তরাল গতিতে চলে আসছে। যেখানে মানুষ ও মানব সমাজ রয়েছে। সেখানে দারিদ্র্য আছে এবং থাকবে। মানুষের সাথে এর যেন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং একে মানুষের নিত্য সঙ্গী বললেও তেমন অত্যুক্তি হবে না। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে এর বিরুদ্ধে চলে আসছে নিরন্তন প্রচেষ্টা, যা আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। দারিদ্র্য কখনো মানব সমাজকে পরাস্থ করে বীর দর্পে সামনে এগিয়ে গেছে, আবার কখনো মানুষ দারিদ্র্যকে কুপোকাত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আজও এটা অমিমাংসিত কে জয়ী আর কে পরাজিত।

আলোচ্য গবেষনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দারিদ্র্যকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা চালানো হবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্বিকদের বক্তব্য ও দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে সাথে ইসলাম দারিদ্র্যকে কিভাবে দেখছে, দারিদ্র্য সম্পর্কে কোরআন হাদিস ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলাম কি ভূমিকা পালন করছে। ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কি কি মডেল রয়েছে, এই সব মডেল গুলি বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটুকু কার্যকরী, ফলদায়ক এবং সাধারন মানুষের জন্য উপযোগী তুলে ধরা উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ কি ? বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে গৃহীত সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টার ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা এবং বর্তমানে এটি কি অবস্থায় রয়েছে তাহা দেখানোর প্রয়াস চালানো হবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত তুলে ধরার পর বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী তুলে ধরার কারন হল, বাংলাদেশের **Micro credit** প্রোগ্রাম বিশ্বব্যাপি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে এদেশ সকল দেশের শীর্ষে রয়েছে। আজ অনেকের দৃষ্টি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল ও প্রচেষ্টার দিকে। একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এর ধারনা গত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার প্রায় সবটুকু সেক্যুলার ধারা বা মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই ধারার বিপরীত ধারা হিসাবে সাম্প্রতিক কালে ইসলামী মডেলের ও প্রাকটিস চলছে। তুলনামূলক ভাবে সংখ্যায় কম হলেও বেশ কিছু সেচ্ছাসেবী সংস্থা ইসলামী আদর্শের প্রয়োগ করছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ তেমন একটি সংগঠন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ২টি জেলা পাবনা ও নাটোর জেলায় ম্যাব কাজ করছে। তাদের কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করে এর কার্যকারিতা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো আলোচ্য গবেষনার মূল লক্ষ্য এবং এরই সাথে মুসলিম এইড বাংলাদেশের উপকারভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গঠিত সমিতিসমুহের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মুসলিম এইডের কর্মকর্তাদের উপর পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে এই সংস্থাটির কর্মসূচী কর্মপদ্ধতির ভাল মন্দ দিক, এর উপযোগীতা, উপকারভোগীদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ যাবতীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। পক্ষান্তরে ইসলামী পদ্ধতি কতখানি কার্যকরী আলোচ্য গবেষনায় তাও বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এখানকার শতকরা ৮৭জন লোক মুসলমান। ইসলামের প্রতি রয়েছে তাদের অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। সেক্যুলার পদ্ধতির চাইতে ইসলামী পদ্ধতি তাদের নিকট অধিকতর গ্রহন যোগ্য। সুতরাং ইসলামী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারলে কার্যকরী ফল পাওয়া সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। আবার অন্যদিকে ইসলামী মডেলের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র দারিদ্র্য বিমোচনই নহে বরং নৈতিক উন্নয়ন। আজ আমাদের সমাজে নৈতিকতার সবচেয়ে বড় অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী মডেলের অনুসারী এনজিও গুলো ও সৎ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সবচেয়ে বড় ঘাটতি পূরন করা সম্ভব। নৈতিকতা সম্পন্ন লোক তৈরি করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব পড়বে। যা আলোচ্য গবেষনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে বলে আশা করি।

১.২ - গবেষনার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা অনেক আগ থেকে শুরু হলেও ৮০ এর দশকে এর বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী সাহায্য সংস্থা (এনজিও) ও সমভাবে ময়দানে অবতীর্ন হয়। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এনজিওদের ভূমিকা অগ্রগন্যতা লাভ করে। ক্রমে ক্রমে এনজিওরাই দারিদ্র্য বিমোচনের এই ময়দানে একক ভূমিকা পালনকারী রূপে বিবেচিত হতে থাকে। তখন থেকে বেসরকারী সংস্থার উপর গবেষনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সেক্যুলার পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওদের উপর এ পর্যন্ত অনেক বেশী গবেষনা হলেও ইসলামী পদ্ধতির প্রয়োগকারী এনজিওদের উপর তেমন একটা গবেষনা কার্যক্রম হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কারন একেতো ইসলামী মডেলের অনুসরনকারী এনজিওদের তৎপরতা দেরীতে শুরু হয়। অন্যদিকে এই প্রকৃতির সংগঠনের সংখ্যাও তেমন বেশী নহে।

সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিকল্প মডেল হিসাবে ইসলামী পদ্ধতি কতখানি কার্যকর এবং ফলদায়ক তাহা গবেষনার মাধ্যমে যাচাই করা এই গবেষনার আসল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সরকারী বেসরকারী সংস্থা সমুহ যথেষ্ট পরিমান শ্রম ও অর্থ এই খাতে ঢাললেও এখন পর্যন্ত দারিদ্র্যের মাত্রা সেই তুলনায় কমেনি বরং অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার দিন দিন ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলেছে। এই কারনে আজ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। আসলে প্রচলিত পদ্ধতি কতখানি কার্যকরী না ভিন্ন কোন মডেলের প্রয়োজন রয়েছে ? আমাদের আলোচ্য গবেষনার মাধ্যমে উত্থিত সমস্যার সমাধান করে একটি নূতন পন্থার উদ্ভোধন হতে পারে। নিম্নে আলোচ্য গবেষনার উদ্দেশ্যগুলি ব্যাক্ত করা হল।

প্রথমত ঃ দারিদ্র্য কি? উহাকে সঙ্গায়িত করা এবং এর শ্রেনী বিন্যাস ।

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের দারিদ্র্যের স্বরূপ উদঘাটন করা এবং এর প্রকৃত চিত্রাংকন অঙ্কন ।

তৃতীয়ত ঃ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কি কি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এর সফলতা কতখানি তার বিশ্লেষন

চতুর্থত ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামে কি কি মডেল রয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা কি ভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে তাহা তুলে ধরা।

পঞ্চমত ঃ প্রচলিত এনজিওদের পাশাপাশি মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর কার্যক্রমের সফলতা যাচাই করা

ষষ্ঠত ঃ তুলনামূলক আলেচনার ভিত্তিতে সঠিক ও সার্বজনীন পন্থা বের করে আনা ।

১.৩ - গবেষনার তাৎপর্য ঃ

যে কোন দেশ, অঞ্চল ও এলাকার জন্য দারিদ্র্য একটি সমস্যা। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির জন্য এই সমস্যা আরো প্রকট। যেখানে ৮০ ভাগ লোক দরিদ্র। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চলে আসলে ও দারিদ্র্য তেমন একটা কমেনি। এত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর পর ও কেন তা না কমে বরং বাড়ছে ? এর ত্রুটি কোথায় ? এই জন্য পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক নাকি প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন পরিবর্ধন করে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। উপযুক্ত গবেষনার মাধ্যমে এর জন্য বাস্তব সম্মত ব্যাবস্থা গ্রহন করা সহজ। দারিদ্র্য একটি নারাত্নক অভিশাপ। এই কারনে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়। দারিদ্র্যতার কষাঘাতে পড়ে ৫০/-পঞ্চাশ টাকায় কোলের শিশুকে বিক্রি করতে এবং উপবাস করে ট্রেনের নীচে গিয়ে আত্মহত্যার মত ঘটনা বাংলাদেশের এই সমাজে ঘটছে অহরহ। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ও মানুষের প্রয়োজনীয় উপায় উপকরনের বস্তুর অভাব। স্থান, কাল, অঞ্চল ও দেশের ভিত্তিতে পার্থক্য হলেও দারিদ্র্য নামক দৈত্যটির চেহারা সর্বত্র এক ও অভিন্ন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একাধারে মানুষ, মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও অভাব অনটনের হাত থেকে বাঁচার জন্য পথ ও পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। একটি বিষয় আমাদের নিকট পরিষ্কার ও

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্ট তা হল, এক মানুষ এক ধরনের বিধান দিয়ে এর মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধানের কথা বলে দেন। আর অমনি এর বিপক্ষে যাবতীয় যুক্তির পাহাড় রচনা করা হয়। উদাহরন স্বরূপ আমরা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ব্যাবস্থার কথা বলতে পারি। একটি মতবাদের ব্যর্থতার দায় থেকে মুক্তির জন্য অন্যটির জন্ম হলেও মহান আল্লাহর দেয়া বিধান আল ইসলাম যাবতীয় বিতর্কের উর্ধে। আরো একটি বিষয় হলো প্রচলিত ব্যবস্থার কোথাও যেন একটি ত্রুটি রয়েছে। যে কারনে আমরা দেখি এত শত চেষ্টার পরও আমাদের দারিদ্র্য ব্যবস্থা না কমে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক শ্রেনীব লোক আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, কলা গাছ ফুলে বটগাছ হচ্ছে। আবার একই সাথে এক বিরাট একটি শ্রেনী আট চালা থেকে কেন গাছ তলায় যাচ্ছে। এই জন্য আমাদেরকে গবেষনার মাধ্যমে সেই ত্রুটি খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই সাথে সমাধানের পন্থা ও। আমার মতে প্রচলিত ব্যবস্থায় সৃষ্ট ত্রুটি উদঘাটনের সাথে সাথে ইসলামের বাতলানো সমাধানের সহজ উপায় ও পন্থা বেরিয়ে আসবে আলোচ্য গবেষনার মাধ্যমে।

১.৪ - গবেষনা পদ্ধতি ঃ

প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ন নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে গবেষনা বলা হয়। গবেষনা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নূতন জ্ঞানের সংযোজন করে। গবেষনার উদ্দেশ্য এবং নীতিমালা ঠিক রেখে প্রথমে আলোচ্য গবেষনার বিষয় বস্তু নির্বাচন করা হয়। দারিদ্র্য একটি মারাত্মক ব্যাধি এবং এর সাথে মানুষের আমরন সংগ্রাম অব্যাহত থাকার পর ও দারিদ্রের উচ্ছেদ না হওয়ায় প্রচলিত পন্থার বাহিরে বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনের জন্য এবং বিশেষত এনজিওদের এই ময়দানে তেমন একটা গবেষনা হয়নি বলেই আলোচ্য গবেষনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে নানা ধরনের বন্ধাত্য বিরাজমান। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষনামূলক প্রতিষ্ঠানে গতানুগতিক পন্থা ও নূতন নূতন তাত্বিকদের ধারনার বার বার বিশ্লেষন করে চর্বিত চর্বন করা হলে ও ইসলামের উপর গবেষনা করাকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে অবমূল্যায়ন করে সব সময় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কখনো কখনো কেউ উদ্যোগ গ্রহন করলেও পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গির কারনে এদিকে এক কদম বাড়িয়ে দু কদম পিছিয়ে যেতে হয়। বিশ্বব্যাপি গ্রামীন ব্যাংক মডেল খ্যাতি লাভ করলেও দেশী বিদেশী অনেক গবেষক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এই মডেল যথেষ্ট নহে বলে মন্তব্য করেছেন। এবং বাংলাদেশের বড় এনজিও গুলো একই রাস্তার এপিট ওপিট করে বিকল্প তালাশ করেছেন। তথাপিও তারা ইসলামী মডেলের কাছে যাচ্ছেন না। অথচ এই মডেলের উপস্থাপন একান্ত দরকার মনে করে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী মডেলের প্রয়োগ বিষয়ক গবেষনার বিষয় নির্বাচন করা হয়। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিক ভাবে গবেষনার নক্সা তৈরি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই গবেষনা কাজের উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য আদর্শ এবং উপযুক্ত ভৌগলিক ও আর্থ সামাজিক গবেষনা পদ্ধতি অনুসরন করা হয়।

১.৫.১ - তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ঃ

গবেষনা কাজের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ করা। এ কাজ দু ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ।
দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ।

প্রথম পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নানা বিষয়কে বিবেচনা করে চিহ্নিত করা হয়, মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্মএলাকায় পাবনা জেলার সদর থানা ও নাটোর জেলার লালপুর থানাকে। কেননা মুসলিম এইড বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর টেকসই প্রোগ্রাম হিসাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প চলছে এ দুটি জেলার উপরোক্ত এলাকাতে। শিক্ষা দিক্ষায় অনগ্রসর ও আর্থ সামাজিক ভাবে অনুন্নত বলে উক্ত এলাকাকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং মুসলিম এইডের সফল কর্মসূচী হিসাবে এই এলাকাকে প্রাথমিক ভাবে বাছাই করা হয়েছে। পাবনা জেলার সদর থানার ১১টি গ্রামের মোট ৩৪টি সমিতি এবং নাটোর জেলার লালপুর থানার ১০টি গ্রামের মোট ১৯টি সমিতির সর্বমোট ১৫০জন লোকের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা গুলো হচ্ছে ঃ

জেলার নাম	থানার নাম	মোট গ্রাম	মোট সমিতি	জরিপকৃত জনশক্তি
পাবনা	সদর থানা	১১	৩৪	৯০
নাটোর	লালপুর থানা	১০	১৯	৬০

মোট = ১৫০

পাবনা জেলার সদর থানার ১১টি সমিতির মোট ৯০ জন এবং নাটোর জেলার লালপুর থানার ১০টি গ্রামের ১৯টি সমিতির মোট ৬০জনের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। যেহেতু মুসলিম এইড বাংলাদেশের গঠিত সমিতির সদস্য গন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত এবং যে কোন আনুষ্ঠানিক কথা বার্তায় নিজেদেরকে অপ্রস্তুত করে তোলে সেহেতু প্রকৃত তথ্য বের করে আনার জন্য প্রশ্নমালা এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে করে সমিতির সদস্যগন সহজে উত্তর প্রদান করতে পারে, এমনকি লিখিত ও মৌখিক ভাবে উত্তর সংগ্রহের জন্য তাহাদের নিজেদের ভাষাকেও গ্রহন করা হয়। উল্লেখ্য এই সকল সমিতির সদস্যগন অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত হওয়ার কারনে প্রশপত্র জরিপের সময় প্রত্যেক উত্তরদাতার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হয়।

উপাত্ত সংগ্রহের সময় কতিপয় ক্ষেত্রে সমিতির সাপ্তাহিক সভায় কখনো সদস্যদের দোকানে, কখনো কৃষি ক্ষেত্রে, কখনো রাস্তায় আবার কখনো উত্তর দাতার বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে তাদের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষন করা হয়। এ সময় উত্তরদাতাদের পূর্বাপর আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়। একই সাথে কতিপয় উত্তরদাতার মুসলিম এইড বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগীতায় সাধিত উন্নতির আলোকচিত্র গ্রহন করা হয়। একই সাথে মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর উল্লেখিত দুইটি জেলার সর্বমোট ২৩টি সংগঠনের (সমিতি) ৭৫জন নির্বাহী কর্মকর্তার উপর এবং উক্ত সংগঠনের এলেশের পরিচালক সহ মাঠ পর্যায়ের সর্বমোট ১১জন কর্মকর্তার উপর একই পদ্ধতিতে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলিম এইড বাংলাদেশের লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত বই, পত্র পত্রিকা, সাময়িকী, গবেষনা প্রতিবেদন সহ বিভিন্ন উপায় উপকরন কাজে লাগানো হয়।

১.৫.২ - উপাত্ত বিশ্লেষন ঃ

প্রশ্নপত্র জরিপে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রথমে সংকেতের মাধ্যমে শ্রেনীবদ্ধ করা হয়। তারপর সারনীবদ্ধ করে বিশ্লেষন করা হয়। প্রয়োজনে একাধিক উপাত্তকে একটি সারনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষন কাজে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি, গ্রাফিক পদ্ধতি ও ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কতিপয় ক্ষেত্রে উপাত্তকে বর্ননামূলক পদ্ধতিতে ও বিশ্লেষন করার চেষ্টা করা হয়।

১.৬ - গবেষনার সীমাবদ্ধতা ঃ

আলোচ্য গবেষনার বিষয়বস্তু হল, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় ইসলামী মডেলের কার্যকারিতা। এত বিস্তৃত একটা বিষয়ে গবেষনা করতে গিয়ে নানা রকম সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিম্নে সীমাবদ্ধতা সমুহ তুলে ধরা হল ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় **(Micro Credit Programme)** ইসলামী মডেলের প্রয়োগ খুববেশী দিন থেকে শুরু হয়নি। মাত্র ৫/৬ বৎসর পূর্ব থেকে এই মডেলের প্রয়োগ শুরু হলেও এখনো পর্যন্ত এর জন্য যথেষ্ট পরিমান গবেষনা ও সাহিত্য রচিত হয়নি। এই পদ্ধতির প্রয়োগকারী সংস্থা আলোচ্য গবেষনার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমান সাহিত্য উপস্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের গবেষনা বাস্তবে সত্যিই কঠিন। এ বিষয়ে গবেষনার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ সহ প্রাথমিক পর্যায়ের উৎসের উপর বেশী জোর দিতে হয়েছে।

দারিদ্র্য একটি ব্যাপক বিষয়। স্বল্প সময় ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এর উপর বিস্তারিত গবেষনা সম্ভব নহে। অথচ এ দুটির কারনে পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম দেয়া সম্ভব হয়নি। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করা হয়েছে। আবার একই কারনে মুসলিম এইড বাংলাদেশের কয়েক হাজার সদস্যের মধ্য থেকে মাত্র ১৫০ জন উপকার ভোগী ও মাত্র ৭৫জন সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তার উপর নমুনা জরিপের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যুক্তি যুক্ত নহে। কেননা এই পন্থায় সঠিক ভাবে নমুনায়ন করা ও সম্ভব নয়। এই ভাবে এত অল্প সংখ্যক লোকের উপর তথ্য সংগ্রহ করলেও সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়না, এই কারনে আলোচ্য গবেষনায় সঠিক চিত্র তুলে ধরতে এটিও একটি সমস্যা। সময়ের স্বল্পতা ও আর্থিক সংকটের কারনে গবেষনাকে আরো বেশী তথ্য বহুল করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

১.৭ - গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ

দারিদ্র্য ও বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার উপর প্রচুর পরিমান বই, প্রবন্ধ, গবেষনা ও সাময়িক প্রতিবেদন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় ইসলামী মডেলের প্রয়োগের উপর তেমন গবেষনা হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গা, বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও গ্রামীন দারিদ্র্য এবং ইসলামী মডেলের মৌলিক নীতিমালা ভিত্তিক কিছু গ্রন্থ রয়েছে সে গুলোর পর্যালোচনা করা হল,

কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি (১৯৯২) নামক গ্রন্থে দারিদ্র্য বিষয়ক ধারনা তুলে ধরতে গিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গা পরিমাপ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে দারিদ্র্য গবেষনার অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের দারিদ্র্যের অবস্থা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গবেষনা পদ্ধতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দানের পর উৎপাদক শক্তি সমুহ, যেমন - খাদ্য গ্রহনের মাত্রা, স্বাস্থ্য, পানি ব্যবহার ও পয়ঃ প্রনালীর অবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যা উৎপাদনের জন্য সহায়ক শক্তি যোগান দেয়। উৎপাদন ও বিনিময় সম্পর্ক বর্ননা করতে গিয়ে তিনি জরিপকৃত এলাকা ও পাশ্ববর্তী এলাকার ভূমির মালিকানা এবং ভূমি ও ভূমি উৎপাদনের সাথে জড়িত সরকারী বেসরকারী ব্যাক্তি ও সংস্থার অনাকাঙ্খিত আচরনের চিত্র তুলে ধরেছেন। বন্টনের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে তিনি পরিবারের অর্থনৈতিক মাপকাঠি বা ধরন বর্ননা করার পর দরিদ্র্যতার কারন সম্পর্কে জরিপকৃত জনগোষ্ঠির নিজস্ব মূল্যায়ন দেখিয়েছেন। উপরিকাঠামো ও দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের কৌলিন্য প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির সাথে গ্রামীন পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ননা দিয়েছেন। জনাব সিদ্দিকী তার নমুনা জরিপের জন্য বাছাইকৃত এলাকা যশোর জেলার জগৎপুর নামক এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তার বিশদ বর্ননা দিয়েছেন। দারিদ্র্যদের প্রতিক্রিয়া বর্ননা করতে গিয়ে তিনি তাদের নিজস্ব মতামত সহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বলেছেন। সবশেষে তিনি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছেন শহর এবং গ্রামীন দারিদ্র্যের অবস্থা এবং সরকারী বেসরকারী সুযোগ সুবিধার কথা, এখানে তিনি মুলত যে বিষয়টি পরিস্কার করে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা হলো গ্রামীন জনগনের তুলনায় শহরের লোকেরা বেশী পরিমান নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।একই সময়ে গ্রামের লোকেরা সব সময় অবহেলিত। আবার গ্রামীন দারিদ্র্যের বৈদেশিক প্রেক্ষিতের বিষয় বর্ননা করতে গিয়ে তিনি বৈদেশিক শোষনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। সেখানে এই সব শোষন কৌশল যদিও একটি দেশের প্রেক্ষিতে সাধারনত বিবেচিত হয়ে থাকে এতদ্বসত্তেও একথা সত্য যেহেতু গ্রামে অধিকাংশ লোকের বাস এবং সেখানে সব কিছুই সংখ্যায় বেশী সুতারাং বৈদেশিক শোষনে গ্রামীন জনগোষ্ঠীই সর্বাধিক শোষিত ও বঞ্চিত হয়।

পি, কে, মতিউর রহমান **Prverty issues in Rural Bangladesh** (১৯৯৪) নামক বইতে গ্রামীন দারিদ্র্যের স্তর, গতি প্রকৃতি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। এই বইতে তিনি দারিদ্র্যের উৎপত্তি, পূর্বের ধারনা এবং দারিদ্র্যের কল্পনা প্রসুত ইস্যু, দারিদ্র্য পরিমাপের বিকল্প পদ্ধতি এবং তথ্য উপাত্তের পদ্ধতির বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের চিত্র অংকন করতে গিয়ে তিনি অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্নগতি, অপ্রর্যাপ্ত গ্রামীন উন্নয়ন, ভূমির স্বল্পতা, শিক্ষিতের হার কম হওয়া, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিকে এর কারন হিসাবে দেখিয়েছেন। গ্রামীন দারিদ্র্যের জন্য তিনি বেকারত্বকে গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গ্রামের কর্মক্ষম লোকদের একতৃতীয়াংশ লোক বেকার। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩.৭ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ব্যাষ্টিক এবং সমষ্টিক পর্যায়ে জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যতা সম্পর্কে তিনি গৃহস্থালীর এবং লিঙ্গ, হিসাবে ও দারিদ্র্যতার শ্রেনী বিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ দারিদ্র্যতার হার কি পুরুষদের মাঝে, না কি মহিলাদের মাঝে, নাকি শিশু অথবা বৃদ্ধদের মাঝে বেশী তাহা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তার মতে মহিলাদের মাঝে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশী এবং ৫০% এর ও কম সংখ্যক মহিলা তুলনামুলক ভাবে বেশী আয় করেন। এছাড়া ও তিনি ভূমি দারিদ্র্যতা, কর্মসংস্থান ও পেশাগত মর্যাদার দারিদ্র্যতা এবং শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা বিষয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা ব্যাবস্থা এ দক্ষতা, ছাত্র ছাত্রী ভর্ত্তি ও স্কুল ত্যাগের বিষয়ে আলোচন করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি (১৯৮৭) নামক গ্রন্থে অর্থনীতির সঙ্গ পরিচয় মানব জীবনে এর গুরুত্ব, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামের একটি তুলনামুলক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। উৎপাদনের উৎস ও এর উপকরনের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক কথায় উৎপাদনের যতগুলি উপকরন আছে
তার প্রায় সব গুলির উপরই আলোচনার চেষ্টাকরেছেন। অর্থ উৎপাদনের পন্থা আলোচন করতে গিয়ে সম্পদের মালিকানা, প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রকারভেদ জাতীয়করন নীতি এর কুফল, ব্যক্তি মালিকানায় সরকারী হস্তক্ষেপের ফলাফল ইত্যাদি আলোচনা করে ইসলামী নীতি মালার শ্রেষ্টত্বের কথা বলেছেন। ইসলাম মনে করে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ, মানুষ এর সংরক্ষনকারী মাত্র। সুতরাং ইসলমী অর্থনীতিতে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হলে ও তা অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী মূলক নহে। শিল্প নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক, সরকারী নিয়ন্ত্রন, পুঁজিবাদী, সমাজ তান্ত্রিক ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার তুলনামুলক আলোচনা করেছেন। ভূমি ব্যবস্থার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি ইসলমী অর্থনীতিতে জমির গুরুত্ব, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ভূমি বন্টন নীতি সহ ভূমি উন্নয়ন ও বন্টনের বিষয়ে পরিস্কার ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ধন বিনিময় ও বন্টন ব্যাবস্থা সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগত দান নিকটাত্বীয়দের জন্য ব্যয়, যাকাত, সদকা, মিরাসী আইনসহ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামী মডেলের উপস্থাপন করে পবিত্র কোরআনের সুরা আযথারিয়াতের ১৯নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। তাহাদের ধনীদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও অভাব গ্রস্থদের অধিকার রয়েছে। এই ভাবে মোটামুটি কোরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় আয়, ব্যয় ও বায়তুলমালের বিষয়ে উপস্থাপনের পর ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংকের গুরুত্ব, ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব, রূপরেখা, আধুনিক ব্যাংকের ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কোন কোন বিষয় বা বস্তুর উপর যাকাত আদায় হতে পারে, সে সব অতি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি প্রয়োগিক পন্থার নির্দেশ করেছেন। প্রতি বৎসর যদি সরকারী ভাবে যাকাত আদায়ের পর অন্তত স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত ভাবে দান করার মাধ্যমে সত্যিকার ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয় তবে নির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য পরিমান লোকের নিশ্চিত ভাবে দারিদ্র্য মোচন করা সম্ভব হবে। এই ক্ষেত্রে জমি খরিদের দাম, কারখানা স্থাপন, ব্যাবসায়ে পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা এবং শারিরীক ভাবে অক্ষম লোকদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা গেলে তাঁর দেখানো হিসাব মোতাবেক (জমি খরিদ বাবদ দশ হাজার, কারখানা স্থাপন বাবদ পঁচিশ হাজার, ব্যবসায়ে পুঁজি বাবদ ৯০ হাজার, ব্যক্তিগত ভাবে দান বাবদ ৬লক্ষ ২০হাজার) ৭লক্ষ ৪৫ হাজার পরিবারকে প্রতিবছর আত্ম-নির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলে দারিদ্র্য মুক্ত করা সম্ভব। দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ইসলমী নীতিমালা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি শরিকানা ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বানিজ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। সে সময়ে যখন গ্রামীন ব্যাংকের মডেল ছিলনা এবং হয়ত অনেকেই এর চিন্তা ও করতে পারত না। পরিস্কার ভাষায় তিনি সাহায্য সংস্থার কথা বলে., কৃষি, ক্ষুদ্রব্যবসা ও

Dhaka University Institutional Repository

কুটির শিল্পের জন্য মেয়াদী ঋন দান এবং অভাব গ্রস্থ লোকদের সাহায্য সহযোগিতাকে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত বলে বর্ননা করেছেন।

আল্লামা ইউসুফ আলকারযাভী রচিত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনুদিত ইসলামের যাকাত বিধান নামক বইতে তিনি যাকাত সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়াবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শুরুতে তাফসীর কারক, হাদিস বিশারদ ও ফিকাহবিদদের যাকাত সম্পর্কিত বক্তব্য কোরআনের আয়াত, হাদিসে রাসুল সাঃ এর ভূমিকাকে বর্ননা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে এবং ইসলামে এর অবস্থান সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দানের পর প্রাচীন সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের অবদান বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা এবং দরিদ্র্য অভাব গ্রস্থ ও দূর্বল অক্ষম লোকদের প্রতি কর্তব্য পালনে ইসলামের নীতি ও অবদান অন্য কোন আসমানী ধর্ম বা মানব রচিত বিধানই তার সমতূল্য হতে পারেনা। দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কে মক্কী যুগের অবদান বর্ননা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মক্কী যুগে নাজিল করা আয়াতে কাফিরদের শাস্তি ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া সম্পর্কে মুমিনদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ব্যাপারে বলা হয়, তাহাদের আযাবের মূল কারন হচ্ছে মিসকিনদের অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন।

মক্কী যুগ ও মাদানী যুগে যাকাত আদায়ের বিধানের ভিন্নতা বলে তিনি যাকতের হিসাব ও পরিমান সম্পর্কিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাদিসের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন কি পরিমান বস্তুর উপর কি পরিমান যাকাত ফরজ হিসাবে আদায় করতে হয়। হযরত আবু বকর রাঃ এর সময়ে যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, এসব হাদিস অকাট্য ভাবে প্রমান করছে
যে, যাকাত দিতে অস্বীকার কারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষন না তারা তা দিয়ে দেয়। যাকাত ফরজ হওয়ার মেয়াদ সম্পর্কে তিনি লেখেন, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কেবলমাত্র শর্ত করা হয়েছে পশু, নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়ের পন্যের উপর। কিন্তু কৃষি ফসল, ফলফাকড়া, মধু, খনি ও গচ্ছিত ধন ইত্যাদির উপর এক বৎসরের কোন শর্ত নেই। তবে শর্ত হল উৎপাদনের উপর।

পশুর যাকাতের হার নির্ধারন করতে গিয়ে তিনি ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতামতের পর্যালোচনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা যে হাদিসের উপর ভিত্তি করে মতামত দান করেছেন উট ১২০ টির বেশী হলে নূতন ভাবে যাকাত সাব্যস্ত হবে এবং ছাগল দিয়ে যাকাত আদায় করতে হবে। আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী অন্যান্য ইমাম ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবু হানিফার এই মতকে নাকচ করে দেন।এর পর তিনি বিভিন্ন ধরনের পশুর যাকাত নির্ধারন করেন। অবশ্য এটা তিনি হাদিসের আলোকেই করেছেন। একই সাথে তিনি স্বর্নালংকার ব্যাবসায়ী পন্য ইত্যাদির যাকাত নিয়ে আলোচনা করেছেন। পন্যের যাকাত দানের সময় কোন দর হিসাব করা হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বিভিন্ন হাদিস বিশারদ ও ফকীহদের মতামত পর্যালোচনা করে অধিকাংশের মত হিসাবে তখনকার বাজার দর হিসাব করে যাকাত দানের কথা বলেছেন। কেননা প্রয়োজনে খুব কম দরে ও পন্য বিক্রয় হয়ে যেতে পারে। ওশরের আলোচনা করতে গিয়ে কোন ধরনের জমিতে কি ধরনের যাকাত দিতে হবে এবং কোন কোন ফসলের উপর যাকাত দিতে হইবে তাহাও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

ইমারত ও কারখানার যাকাতের হিসাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি এটাকে জমির আয়ের সাথে তুলনা করে নগদ মূল্যে তা পরিশোধ করার কথা বলেছেন। স্বাধীন ও পেশাভিত্তিক উপার্জনের যাকাত নির্ধারন করতে গিয়ে তিনি দামেস্কের একটি সেমিনারে উপনীত হওয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উল্লেখ করেন, কাজ ও পেশাগত উপার্জন থেকে ও যাকাত গ্রহন করা হবে, যদি তা নিসাব পরিমান হয় ও এক বৎসর হাতে থাকে। কোম্পানীর আয় , শেয়ার ও শেয়ার বন্ডের যাকাত সহ এমন কোন একটি ছোট খাট বিষয় ও তিনি ছেড়ে দেননি যা কিনা আলোচনা করা দরকার ছিল। এক কথায় যাকাত সম্পর্কিত বিষয়ের এটি একমাত্র ও পূর্নাঙ্গ রচনা বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যবস্থা (১৯৯৬) ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি বর্ননা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন ১৯৭০ সালে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এর ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকের বিস্তার ঘটতে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। সুদের সঙ্গা, বৈশিষ্ট ও শ্রেনী বিন্যস্ত করার পর মুনাফার সাথে সুদের পার্থক্য বর্ননা করেন। অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদীদের দৃষ্টি ভঙ্গি ও তুলে ধরেন। সুদের কুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশেষত এর অর্থনৈতিক কুফল, জাতীয়, আন্তজাতিক কুফল এবং বন্টনের উপর এর কুফল বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের চারটি উপাদান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের কাজের বিনিময়ে ন্যায্য অংশ পায়না। এই ক্ষেত্রে সুদ দারুন অবিচার, শোষন ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের বর্ননা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের সাথে যাকাতের কথাও বলেছেন।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের কথা বলতে গিয়ে বাই মেকানিজম সমুহের সাথে সরাসরি ও শেয়ার বিনিয়োগের কথা এনেছেন। প্রথমে মুদারাবা বিনিয়োগ সম্পর্কে বলেছেন ব্যাংক যখন গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তখন গ্রাহক সাহিব আলমাল ব্যাংক হল মুদারিব কিন্তু আবার যখন ব্যাংক এই টাকা বিনিয়োগ করবে তখন সাহিব হল, আলমাল ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহনকারী হন মুদারিব, মুশারাকা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন, এই জাতীয় কারবারে গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ে পুঁজির যোগান দেবে এবং কারবারে অংশ নেবে। লাভ হলে উভয়ে আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয় আর লোকসান হলে তা ও আনুপাতিক হারে বহন করে। বাই মোয়াজ্জিল ব্যাংকের অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন যে, ব্যাংক কোন বস্তু ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট কিছু মুনাফা সহ বাকীতে বিক্রী করে দেয়। গ্রাহক পরে চুক্তি মোতাবেক কিস্তিতে অথবা এক কালীন মুনাফা সহ তা আদায় করে দেন। বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী আদর্শের অনুসারী এনজিও গুলিও ব্যাংকের একই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১.৮- গবেষনা মনোগ্রাফের বিন্যাস ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশের ভূমিকা ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা নামক আলোচ্য প্রবন্ধটিকে যে ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তাহা নিম্নরূপ ঃ-

গবেষনার প্রথম অধ্যায়ে গবেষনার বিষয় বস্তু, ভূমিকা, গবেষনার উদ্দেশ্য যৌক্তিকতা, সীমাবদ্ধতা, গ্রন্থ পর্যালোচনা ও গবেষনা মনোগ্রাফের বিন্যাস ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দারিদ্র্যের একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। একই সাথে দারিদ্র্যের সাধারন ও ইসলামী সঙ্গা তুলে ধরা হয়েছে সিবোহম রাউন্ট্রি চার্লস বুথ প্রমুখ তাত্ত্বিক শারিরীক সামর্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বা আয়ের অপ্রযাপ্ততাকে দারিদ্র্য বলে বুঝিয়ে থাকেন।

সাধারন ভাবে অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব ঘটলে তাকে দারিদ্র্য বলে গন্য করা হলে ও ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি মোতাবেক উপরোক্ত এই পাঁচটি জিনিসের অতিরিক্ত আকিদা যানবাহন, পরিবার গঠন ও বিনোদনকে দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য অর্থাৎ দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের ধারনা কি? ইসলাম দারিদ্র্যকে ঘৃনা করে এবং মনে করে দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়। দারিদ্র্যকে সর্বাত্মক ভাবে উচ্ছেদ করার জন্য ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে এই সব লোকেরা এখনো ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি আর তুমি কি জান সে ধর্মের ঘাঁটি কি? সে ধর্মের ঘাঁটি হল দরিদ্র্যদের অন্নদান এবং ইয়াতিম মিসকিনদের খাবার খাওয়ানো। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যে মানুষের কল্যানের চিন্তা করেনা সে মুসলমানই নহে। সুতরাং ইসলাম নানা ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে জোর তাকিদ দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনার তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের চিত্র অংকন করার চেষ্টা করা হয়েছে। পৃথক ভাবে এদেশের ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক দারিদ্র্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের ভূমি দারিদ্র্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক গবেষনায় দেখা গেছে। গ্রামাঞ্চলে ১০ শতাংশ পরিবার ঝুপড়িতে বাস করে। ৩২ শতাংশ পরিবার একটি মাত্র কক্ষ বিশিষ্ট ঘরে স্ত্রী পরিবার পরিজন সহ বাস করে। দেশের ৫৬.৫ ভাগই ভূমিহীন। দেশের চাষাবাদ যোগ্য জমির অনুপাতে শ্রমশক্তির যোগানের হার বেশী হওয়ার ফলে ছদ্ম বেকারের সংখ্যা বহু গুন বেড়েগেছে। শতকরা ১০ ভাগ লোকের হাতে মোট জমির উনপঞ্চাশ ভাগ রয়েছে। এবং নীচের দশ ভাগ লোকের হাতে মোট জমির ২শতাংশ রয়েছে। এদেশে মাত্র ৩২.৪ ভাগ লোক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। বি আই ডি এস এর এক ওয়ার্কিং পেপারে দেখানো হয়েছে গ্রামীন জনগোষ্ঠির ৫০ শতাংশ দারিদ্র্য পীড়িত। ৬২টি গ্রামের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখাগেছে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর ৫৫ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। ১১.৫ মিলিয়ন লোকের এদেশে মানুষের চিকিৎসা সুবিধার জন্য যে পরিমান, ডাকতার,হাসপাতাল, হাসপাতালের বেড থাকা দরকার ছিল, তা আদৌ নেই।

গবেষনার এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমুহের বর্ননা তুলে ধরা হয়েছে। মূলত বৃটিশ আমল থেকে সরকারী পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং পাকিস্তন ও বাংলাদেশ আমলে এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে এর সাথে বাংলাদেশ আমলে বেসরকারী পর্যায়ের (এনজিও) প্রচেষ্টা যুক্ত হয়। মোটামুটি ভাবে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ের প্রচেষ্টার একটা চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামের উপস্থাপিত মডেলের আলোচনা করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। পুরো বৎসরের যাবতীয় পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের পর যদি নেসাব পরিমান সম্পদ বাকী থাকে, তবে তাহাকে শতকরা ২.৫০ টাকা হিসাবে যাকাত আদায় করতে হয়। ইসলামী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি ব্যাংকের ডাইরেকটর গভর্নর জনাব শাহ আব্দুল হান্নানের পরিচালিত গবেষনা মোতাবেক ধনীদের নগদ অর্থ থেকে প্রতি বছর ২৫০০কোটি, খাদ্যশস্য থেকে ৬০০কোটি, অন্যান্য শস্য থেকে ২৫কোটি, ব্যবসায়ী শিল্পপন্য থেকে ২০০কোটি এবং স্বর্নালংকার থেকে ৫০কোটি টাকা সহ প্রায় ৩৩৭৫কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। আদায়কৃত এই সব টাকা আন্তরিকতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক যদি ব্যয় করা হয়, তবে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক লোকের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। একই ভাবে ওশর ,সাদাকা, সাদাকয়ে ফিতর, খারাজ, মিরাস, কোরবানী ও এর চামড়া ইত্যাদি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। এই সব ছাড়া ও ইসলামে কতগুলি বাই মেকানিজম রয়েছে যেগুলিরও মূল লক্ষ্য সম্পদের বিকেন্দ্রীকরন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওদের মধ্যে ইসলামী মডেলের অনুসরনকারী সংগঠন মুসলিম এইড বাংলাদেশের পরিচিতি, কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি, এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে উক্ত সংস্থার কার্যক্রমের গুনগত পার্থক্য ও দেখানো হয়েছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ মুসলিম এইড লন্ডনের একটি শাখা সংগঠন। এটি ১৯৯১ সাল থেকে এদেশে কাজ করছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম এইডের উপকারভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গঠিত সমিতি সমুহের নির্বাহী প্রধান ও বাংলাদেশের হেড অফিসের কর্মকর্তাদের উপর পরিচালিত প্রশ্ন পত্র জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মুসলিম এইড এবং কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি ও এযাবৎকাল গৃহীত আর্থিক বিনিয়োগ গ্রহন করে উপকারভাগীরা কত টুকু লাভবান হয়েছেন। একই সাথে উক্ত এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিও সম্পর্কে তাদের ধারনা ও মতামত।

সপ্তম অধ্যায় উপসংহার ও কতিপয় প্রাসঙ্গিক সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে এবং পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গি তথ্যাবলী সাজানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারিদ্র্য একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায়

২.০০ - দারিদ্র্য একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ঃ

আজকের পৃথিবীতে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী আলোচিত হচ্ছে তা হল দারিদ্র্য। বর্তমান পৃথিবীতে দারিদ্র্য সবচেয়ে বড় এবং জটিল সমস্যা। অনুন্নত উন্নয়নশীল এমন কি উন্নত দেশেও চলছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। বর্তমানে যত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা আলোচনা সভা, পরিকল্পনা গ্রহন ও প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে তার সিংহ ভাগই দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমুহ তাদের দারিদ্র্য দূরীকরনের জন্য যতখানি চিন্তিত ও ব্যাতিব্যস্ত উন্নত দেশ সমুহ ও এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অথবা এই সুযোগে বিনিয়োগের চিন্তায় কম ব্যস্ত নহে। এক কথায় আজ সর্বত্র দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চলছে অবিরাম সংগ্রাম। আমাদের মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র এই দারিদ্র্য অনুন্নত ও দরিদ্র দেশেই বিরাজমান নহে বরং উন্নত দেশগুলিতে ও বিদ্যমান রয়েছে। এই দারিদ্র্য পৃথিবীর আদি কালে যেমন ছিল আজ ও তেমন আছে এবং ভবিষ্যতে ও থাকবে, হয়ত এর ধরন পাল্টাতে পারে। যেখানে সমাজ আছে, আছে মানুষের বাস সেখানে দারিদ্র্য থাকবে। দারিদ্র্য ও মানুষের সম্পর্ক আলো আধাঁরি মত।

এটা পরিস্কার যে, দারিদ্র্যের সূচক হিসাবে যা কিছু হিসাব করা হয়, তা সব দেশে এক ধরনের নহে। ফিনল্যান্ডের মত দেশের শিক্ষিতের হার যেখানে শত করা ৯৯ জন সেখানে বাংলাদেশ ও নেপালে মাত্র গড়ে শতকরা ৩০ জন। আবার ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডে যেখানে মাথাপিছু আয় ২২ বা ২৩ হাজার মার্কিন ডলার সেখানে বাংলাদেশের ২৪০ ও নেপালের মাত্র ১৬০ মার্কিন ডলার।

এখানে দেখা যাচ্ছে ফিনল্যান্ডের মাথাপিছু আয় গড়ে ২৩,১৫৩ ডলার সেখানে হয়ত একজন দরিদ্র লোকের আয় ৭০০ অথবা ৮০০ ডলার যা নেপালের এক জন ধনী হিসাবে বিবেচিত লোকের আয়ের অনেক বেশী। আমরা ধরে নেই যেখানে নেপালের মাথাপিছু গড় আয় ১৬০ ডলার সেখানে হয়ত একজন ধনী হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তির আয় হতে পারে ৫০০ ডলার যা উন্নত দেশের একজন দরিদ্রের আয়ের চেয়ে ও অনেক কম। কাজেই এ কথা পরিস্কার যে পৃথিবীর সব স্থানের দারিদ্র্যের চিত্র এক রকম নহে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও জনগোষ্ঠি আজ দারিদ্র্য সমস্যায় জর্জরিত। কোন কোন দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ জনকল্যান প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধান করার ব্যাপক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। অপর দিকে কোন কোন দেশ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থার কিছু কিছু নীতির মিশ্রন ঘটানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যা থেকে নিস্তার পাবার প্রয়াস চালাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশই দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে। এই দেশগুলির অধিকাংশই আবার দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল। বর্তমানে কয়েকটি দেশ ইসলামী পদ্ধতি অনুসরন করে দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা চালালেও অধিকাংশই পুজিবাদী বা বাজার অর্থনীতির অনুসারী, যদি ও এদের কয়েকটি আগে সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরন করত। বর্তমানে কেউ কেউ মিশ্র অর্থনীতির অনুসারী। এমতবস্থায় বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংস্থা সমুহ, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক ও উন্নয়ন সংস্থা, আভ্যন্তরীন ব্যাংক ও অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন সমুহ (এনজিও) দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রনয়ন ও উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ বরাদ্ধ ও ব্যয় করেছে। উন্নত দেশ গুলি উন্নয়নশীল দেশ সমুহকে প্রদেয় সাহায্যের জন্য অধিকাংশ অর্থ দারিদ্র্য বিমোচনখাতে ব্যায়ের শর্ত জুড়ে দিচ্ছে।

২.০১ - দারিদ্র্যের সাধারন সঙ্গা ঃ

দারিদ্র্য এই প্রত্যয়টির কোন সুনির্দিষ্ট, যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত সঙ্গা নেই। উন্নয়ন কর্মকান্ডের দর্শন, কোন বিশেষ সময়ের অবস্থার পেক্ষাপট, ইত্যাদি ক্রমাগত পরিবর্তন হবার প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের ধারনাগত বিবর্তন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে। ভৌগলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলে। কেননা একস্থানের জন্য যে বিষয় বা বস্তুকে অতীব প্রয়োজনীয় বা জরুরী বলে মনে করা হয় অন্য জায়গায় তাহা তেমন জরুরী নাও হতে পারে। অন্যদিকে জীবন যাত্রার চাহিদা সর্বত্র এক নহে। যেমন জাপান, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় একজন সাধারণ মানুষের নূন্যতম পক্ষে যা না হলে চলে না বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি গরীব দেশের একজন সাধারণ মানুষ ততখানি নহে বরং তার চেয়ে অনেক কম হলেও সন্তুষ্ট হয়। সুতারাং এই কারনে তাত্বিকগন দারিদ্রোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করেছে । নীচে দারিদ্র্যতার কতিপয় সঙ্গা দেয়া হল।

সিবোহম রাউন্ট্রি (Seebohm Rowntree) তার "Poverty a study of Town Life" ১৯৯১ নামক গ্রন্থে দারিদ্র্য বলতে বুঝিয়েছেন, শারিরীক সামর্থ রক্ষার জন্য নুন্যতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুহের অর্পযাপ্ততা (১) এই সব দ্রব্যের মাঝে আছে খাদ্য, খাদ্য বর্হিভূত বস্তু এবং সেবা। এই সঙ্গানুসারে কোন ব্যক্তি অথবা পরিবারকে দারিদ্রের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করা যায় একক ব্যাক্তি কিংবা পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুহের অপ্রর্যাপ্ত পরিমান দ্বারা।

চার্লস বুথ (Charles Booth) তার Life & Labour of The People in London (১৮৮৫) নামক গ্রন্থে তাদেরকে দারিদ্র্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করেন, যারা দু'বেলা অন্ন সংস্থানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। এবং পর্যাপ্তভাবে ও নিয়মিতভাবে ও আয় করেন। (২) অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রম করে ও যারা দুবেলা অন্নের সংস্থান করতে পারে না এবং সব সময় খুব অভাব গ্রস্থ থাকেন, বুথ তাদেরকে খুব দারিদ্র্য **Very Poor** বলেছেন বা থাকে আমরা বর্তমান ভাষায় চরম দারিদ্র্য বলে থাকি।

নিলায় এবং রোবি সমাজের সর্ব নিম্ন ১০%-২০% লোকের অবস্থাকে দারিদ্র্যের সমার্থক হিসাবে গন্য করেন। (৩) উন্নত অনুন্নত সকল সমাজের জন্য যদি দারিদ্র্যের এই একই মানদন্ড প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহা কখনো ঠিক হবে না, এতে বরং দারিদ্র্য এক প্রকার প্রবঞ্চনার নামান্তর হয়ে পড়ে। কারন সমাজের উচ্চ শ্রেনীর জীবন যাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের তুলনায় নিম্ন শ্রেনীর ১০%-২০% লোকের জীবন যাত্রার ব্যয় অনেক কম। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেনীর ব্যয় নির্বাহের সামর্থের এই ব্যাবধান উন্নত সমাজগুলিতে অনেক কম এবং তুলনামুলক ভাবে উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে অনেক বেশী এই কথা সর্বজন বিধিত যে, উন্নত দেশে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস কারীদের সংখ্যা ২০% হতে পারে কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই সংখ্যা কখনো অনুরুপ হতে পারে না। কাজেই এই সংজ্ঞা যুক্তি যুক্ত হতে পারে না।

টাউনসেন্ড (Townsend) ১৯৫৪ দারিদ্র্য বলতে সম্পদের এমন নুন্যতম মালিকানা বুঝান ,যা দিয়ে পরিবারগুলোর পক্ষে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করা ক্রমশঃ দুরহ হয়ে পড়ে। এই সঙ্গায় খাদ্য বহির্ভূত ভাবে অন্যান্য বস্তুকে ও যেমন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এমন কি বিনোদন ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (৪)

১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ইউনেস্কো এর যৌথ প্রচেষ্টায় আয়োজিত সভায় বিশেষজ্ঞদের এক কমিটি ন্যুনতম জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপাদানকে (Minimum Living Standard) চিহ্নিত করেন।

সে সকল উপাদান সমুহ নিম্নরূপ ঃ-

ক) স্বাস্থ্য।
খ) খাদ্য ও পুষ্টি।
গ) শিক্ষা, স্বাক্ষরতা ও কর্মদক্ষতা।
ঘ) কাজের শর্তাবলী। ।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) কর্ম সংস্থানের অবস্থা।
চ) সামগ্রিক ভোগ ও সঞ্চয়।
ছ) পরিবহন ব্যবস্থা।
জ) গৃহায়ন ও গৃহস্থালীর সুবিধাদি।
ঝ) বস্ত্র।
ঞ) আমোদ প্রমোদ
ট) সামাজিক নিরাপত্তা
ঠ) মানবীয় স্বাধীনতা (৫)

উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদের মতে উল্লেখিত সকল বস্তু বা কোন কোনটির অপর্যাপ্ততাকে দারিদ্র্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য সঙ্গাটি বহু চিন্তাশীল ব্যাক্তি বর্গের সমন্বয়ে প্রদত্ত বলে আমরা এটাকে মোটামুটি একটি পূর্নাঙ্গ সংজ্ঞা হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। কারন এখানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, গৃহায়ন, আমোদ প্রমোদ ও সামাজিক নিরাপত্তা সহ একজন বা একাধিক ব্যাক্তির জীবন যাপনের জন্য প্রায় সকল বস্তুই অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ অমার্ত্যসেন ১৯৮১,দারিদ্র্যকে পণ্য **(Commodities)** এবং বৈশিষ্ট **(characteristics)** এই দুইটি প্রত্যয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। পন্য বলতে তিনি খাদ্য দ্রব্য যেমন চাল, গন, আলু ইত্যাদিকে এবং বৈশিষ্ট বলতে ক্যালরী, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদিকে বুঝান, তবে কিছু পণ্য আমাদের বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা বা ঔষধের সংস্থান করে। (৬) সেদিক থেকে পণ্য বলতে একদিকে খাদ্য দ্রব্য অন্যদিকে খাদ্য নয় এমন প্রয়োজনীয় জীবন উপকরনকে বুঝায়। তবে যে কোন এলাকার দারিদ্র্য নির্ধারন করতে গেলে স্থানীয় জনগোষ্ঠির খাদ্যভ্যাস, জীবনাচার ইত্যাদি বাস্তবতাকে বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

কামাল সিদ্দিকী মাঠ পর্যায়ে গবেষনা পরিচালনা করতে গিয়ে দারিদ্র্যকে নিম্নোক্ত উপাদান সমুহের অপর্যাপ্ততার সমার্থক হিসাবে দেখেন।
উপাদান সমুহ হল।
ক) খাদ্য, পোষাক, আশ্রয়, শিক্ষার মত কিছু মৌলিক চাহিদা পুরনের সুযোগ।
খ) স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের মালিকানা অর্জন।
গ) আয় ব্যায়ের বিন্যাস।
ঘ) লাভজনক কর্মস্থানের সুযোগ। (৭)

মাথা পিছু গড় ভূমির মালিকানা, দৈনিক মাথাপিছু ক্যালারী বা প্রোটিন গ্রহনের গড় টাকার অংকে বসত বাড়ীর অবস্থা, গৃহস্থালীর গড় আয়, গড় পোষাক ভোগ ইত্যাদি বিষয়কে তিনি দারিদ্র্য বিশ্লেষনে মূল নির্ধারক উপরোক্ত হিসাবে ব্যবহার করেন।

জার্মানির ফেডারেল গর্ভমেন্ট দারিদ্র্যকে নিম্নোক্ত ভাবে সঙ্গায়ীত করেছেন, **Proverty means not having enough to eat, A high rate of in fant mortality, A low life expectancy, Low educational opportunities, Poor drinking water, In adequate health care, Unfit housing and a clock of active participation in decision making process.** (৮)

১৯৫৩ সালে ইটালীর সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটি দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য পরিভাষা দুইটিকে বর্ননা করেন নিম্নোক্তভাবে নুন্যতম জীবন ধারন করার জন্য প্রয়োজনীয় আয় সীমা কিংবা নুন্যতম ভোগসীমায় অব্যাহত ভাবে অবস্থান করা হল। দারিদ্র্য এবং উক্ত সীমার নীচে অবস্থান করা হল চরম দারিদ্র্য, (৯) খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত জীবন ধারনের মৌলিক প্রয়োজন গুলোকে উক্ত কমিটি দারিদ্র্যের নির্দেশক হিসাবে গ্রহন করে। তারা দারিদ্র্যের চারটি কারন কে চিহ্নিত করে। যেমন (ক) বেকারত্ব (খ) অনিয়মিত ভাবে বা ঋতুতে কৃষিতে নিযুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বার্ধক্য এবং কর্মে অসামর্থতা (ঘ) প্রধান উপার্জনকারীর উপরে বহু সংখ্যক সদস্যের নির্ভরতা। বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা নিরংকুশ দারিদ্র্যের সঙ্গা এভাবে দিয়েছেন, ''নিরংকুশ দারিদ্র হল, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, রোগ গ্রস্থতা, শিশু মৃত্যুর উচ্চহার, স্বল্পায়ু এবং প্রতিকূল পরিবেশের এমন একটি স্তর যা কোন ক্রমেই মানবিক সৌকর্যের মধ্যে পড়ে না। (১০) বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৯০ সালের সমীক্ষানুযায়ী যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৭০ ডলারের নীচে তারাই দরিদ্র্য। আর যাদের মাথাপিছু আয় ২৭৫ ডলারের নীচে তারা হল, চরম দরিদ্র। (১১) বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩৭০ ডলার হল ১৬,৬৫০ টাকা (এক ডলার সমান ৪৫ টাকা) এই হিসাব অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারে বার্ষিক আয় যদি ৮২,৩৫০ টাকার কম হয় অর্থাৎ মাসিক আয় যদি ৬,৯৩৭.৫ টাকার কম হয় তাহলে সেই পরিবারকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বলে বিবেচনা করতে হবে।

উপরোক্ত সঙ্গা বিভিন্ন তাত্বিকের বিশ্লেবন ও বিভিন্ন দেশের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দারিদ্র্যকে সহজ ভাষায় নিম্নোক্ত ভাবে বর্ননা করা যায়, একজন ব্যাক্তি কিংবা একটি পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরনের অসামর্থতাই হল দারিদ্র্য। দারিদ্র্য প্রধানত দুই প্রকার (ক) তুলনামূলক দারিদ্র্য (খ) চরম দারিদ্র্য, তুলনামূলক দারিদ্র্য হল, সমাজের উচ্চ শ্রেনী সমুহের তুলনায় নিম্ন মানের জীবন ধারন করা এবং তাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনে অসামর্থতা। অর্থ্যাৎ উচ্চ শ্রেনী বলতে যাদের মৌলিক প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সম্পদ রয়েছে আর নিম্নমানের হল যাদের মৌলিক প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ কম পরিমান রয়েছে। অপর দিকে চরম দারিদ্র্য হল জীবন ধারনের জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমাগ্রী ক্রয়ের অসামর্থতা। উন্নত দেশগুলিতে তুলনামুলক দারিদ্র্যের এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চরম দারিদ্র্যের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগনের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। ভুমিই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। অনেকের ধারনা মতে বাংলাদেশের ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামীন দরিদ্র্য। সাধারণভাবে গ্রামে বসবাসকারী ক্রমাগত অর্ধাহারে অপুষ্টি রোগাক্রান্ত নিরক্ষর কিংবা স্বল্প শিক্ষিত যাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয় ক্ষমতা সীমিত বিধায় সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম তাদেরকে দরিদ্র বলা যায়। এদের মাঝে আছে গ্রামে বসবাসকারী কিংবা পশ্চাৎপদ অধিবাসী ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, গ্রামীন কারিগর মৎস্যজীবি ইত্যাদি শ্রেনী। এদের সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই অথবা যে সামান্য সম্পদ আছে তার উৎপাদন ক্ষমতা নিতান্তই কম। এদের স্থায়ী কর্মসংস্থান নেই কিংবা যে সংস্থান আছে তার মজুরী অত্যান্ত কম। যা দিয়ে কোন রকমে ও জীবন ধারন করা যায় না। রাষ্ট্র পরিচালিত বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমে যেমন, চিকিৎসা, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, কৃষি উপকরন, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, যানবাহন, ইত্যাদি এবং প্রযুক্তি বঞ্চিত গ্রামীন জনগোষ্ঠিকে ও গ্রামীন দরিদ্র্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আয় সংস্থান এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন দেশের দারিদ্র্যকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করলে সহজে বোধ গম্য হবে। যেমন ঃ (ক) এরা চরম দরিদ্র অথবা এও বলা যায় যে, এরা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এদের সংখ্যা প্রায় ২০ -২৫ ভাগ। (খ) এদের হার শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ (গ) এদের হার শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ। এদেরকে অবশ্য পরিমিত দরিদ্র্য বলে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশের গ্রামীন দরিদ্র জনগনের দারিদ্র্য বিশ্লেষন করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

(ক) চাকুরী বা কর্ম সংস্থানের সুবিধা।

(খ) জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজানীয় ন্যুনতম মাথাপিছু গড় আয়।

(গ) বেঁচে থাকার জন্য নুন্যতম গড় ক্যালরি বা খাদ্য ও পুষ্টিগত অবস্থা।

(ঘ) স্বাস্থ্য সুবিধা অর্থ্যাৎ ডাক্তার, হাসপাতাল, প্রয়োজনীয় ঔষধ, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি।

(ঙ) গৃহায়ন ও গৃহস্থালীর সুবিধা।

(চ) ভূমি মালিকানা ও ভূমহীনদের কর্মসংস্থান। (১২)

এ সব মানদন্ড সমুহ হল গুনগত (**Qualitative**)। এবার দারিদ্র্য বিষয়ে কিছু পরিমানগত আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশের একজন পূর্ন বয়স্ক মানুষের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অথবা তার স্বাভাবিক

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ধারনের জন্য দৈনিক গড়ে কত কিলোক্যালরীর প্রয়োজন তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এক জন পুর্ন বয়স্ক বাংলাদেশীর কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য দৈনিক গড়ে ২১৫০ কিলোক্যালরী গ্রহনের পরামর্শ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্ঠি ও খাদ্য ইনষ্টিটিউট একজন পূর্নবয়স্ক বাংলাদেশী পুরুষের জন্য দৈনিক গড়ে ২,৬৯৬ কিলোক্যালরি ও মহিলাদের জন্য ২,১৫১ কিলোক্যালরি সমমান খাদ্য গ্রহনের পরামর্শ দেয়। ব্র্যাকের রিপোর্ট ১৯৯৩। প্রয়োজনীয় কিলোক্যালরির পরিমান ২,২৭০ বলে উল্লেখ করা হয়। (১৩) উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতে মোটিমুটি ভাবে আমরা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জীবন মানরক্ষা ও কর্মক্ষম রাখার জন্য ক্যালরির পরিমান ২,১৫০ কে দারিদ্র্য সীমার সমর্থক হিসাবে ধরতে পারি।

বাংলাদেশের একজন মানুষের দারিদ্র্যসীমা মাথাপিছু আয় ১৯৮৭-৮৮ সালে গ্রামীন খুচরা মূল্যে বার্ষিক ৪,৬০৮টাকা ধরা হইয়েছিল। পরবর্তীতে ও বর্তমানে প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে অবশ্যই দারিদ্র্য সীমার আয় পূর্বপেক্ষা বেশী হবে। প্রতি মাসে বর্তমান বাজার মূল্যে কমপক্ষে ১০০০টাকা করে হিসাব করলে ও এক জন ব্যক্তির বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় ১২,০০০টাকা দাঁড়ায়। খাদ্য বহির্ভূত প্রয়োজনীয় বিষয় সমুহের জন্য সামগ্রিক খরচের ২৫% কে ন্যুনতম পরিমান হিসাবে ধরা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খন্ডিত জরিপ, পরিসংখ্যান গত ভুল এবং সুনির্দিষ্ট মানদন্ডের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব কারনে এই গবেষনায় দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ের আলোচনায় পরিমানগত মানদন্ড সমুহের পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত গুনগত মানদন্ড সমুহের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

২.০২ দারিদ্র্যের ইসলামী সঙ্গা ঃ

ইসলাম আল্লাহর প্রদত্ত ও মনোনীত জীবন বিধান ইহা মানব জীবনের সামগ্রীক দিক ও বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যাপক অর্থে মানব কল্যানের কথা চিন্তা করে থাকে। সুতারাং কোন বিষয় বা বস্তুর সনাতন সঙ্গা যে ভাবে দেয়া হয়ে থাকে, ইসলাম দারিদ্র্যকে সেভাবে সঙ্গায়িত করে নাই। তবে এ বিষয়ে ইসলাম ব্যাপক ভাবে জোর দিয়ে কথা বলেছে। সনাতন ভঙ্গীতে ইসলাম একে সঙ্গায়িত না করলে ও কোরান, সুন্নাহ ও ফেকাহ শাস্ত্রের মাধ্যমে দারিদ্র্যের স্বরূপ উৎঘাটন করে তা উচ্ছেদ করার জন্য সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে তাকিদ দিয়েছে। ইসলাম দারিদ্র্যকে দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত করেছে, একটি হল চরম দারিদ্র্য সীমা **(Hard care poverty)**, যার মধ্যে পড়ে ফকির ও মিসকিন। ফকির দ্বারা চরম দারিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে বুঝানো হয়েছে, যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা সমূহ পূরন করার মত পর্যাপ্ত পরিমান সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। আবার মিসকিন হল তারা যাদের অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হলেও তারা যাকাত দানের নেছাব পরিমান সম্পদের অধিকারী নহে। মিসকিন বলতে একেবারে নিস্ব লোকদের বুঝায়। অপরটি হল, সাধারণ দারিদ্র্য **(General Poverty)** ইসলামের বিধান মোতাবেক সাহেবে নেসাব নন অর্থাৎ যাকাত আদায় যোগ্য পরিমান সম্পদের মালিক নন। এমন ব্যাক্তি বা জনগোষ্ঠি সাধারণ দারিদ্র্য শ্রেনীর আওতাভূক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, সাধারণ দারিদ্র্য হল, এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষের ন্যুনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরন হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে যা অবশ্যই যাকাতের নেছাবের চাইতে কম। (১৪)

দারিদ্র্যকে সঙ্গায়িত করতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালীর তার আলমোয়াফেকাত ও ইমাম শাতেবী (রঃ) তার আল মোসতাসফা নামক গ্রন্থে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় বা চাহিদাকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। তা হল প্রথমত জরুরীয়াত বা অত্যাবশ্যকীয় **(Necessities)** হাদিয়াত **(Convence)** ও তাহসিনিয়াত **(Beautification)** ইমাম শাতেরী (রাঃ) মানুষের জরুরীয়াত গুলিকে নিম্নরূপভাবে সাজিয়েছেন।

১। আকীদা **(Idcology/ Faith)**
- ক- খাদ্য **(Food)**
- খ- বস্ত্র **(Cloths)**
- গ-বাসস্থান **(Dwelling Place/Shelter)**
- ঘ-চিকিৎসা **(Medicine)**
- ঙ- যানবাহন **(Transport)**

Dhaka University Institutional Repository

চ- অবসর (Leisure)

ছ - কর্মসংস্থানের সুযোগ (Service facility)

২। নফস-(Personal)

৩। আকল- Intellect

৪। মাল- Property

৫।নছল- Family formation

৬। হুররিয়াত –Freedom (১৫)

সাধারনভাবে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানকে মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবে গন্য করা হয়ে থাকে, এবং এর অপ্রতুলতাকে দারিদ্র্য বলে বিবেচনা করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। ইসলাম মানুষকে অন্যান্য প্রানীর মত পেট সর্বস্ব প্রানী বলে মনে করে না। যার জন্ম দিয়ে শুরু আর মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অতি বৃহৎ ও উদার। ইসলাম মানুষের জন্য এমন এক সমাজ রচনা করতে চায়, যাতে মানুষের স্থায়ী সুখ ও ইহকালীন কল্যান এবং পরকালীন মুক্তি নিহিত। বস্তুবাদ মানুষের জীবনে সুখও স্বাচ্ছন্দ তালাশ করে থাকে, কেবল মাত্র সম্পদ ও আয়ের মধ্যে সেখানে নৈতিকতা অনৈতিকতা কোন কিছুরই বিচার করে না। কিন্তু ইসলাম নৈতিকতার ভিত্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যতার সীমা অনেক বড়। সুতরাং ইমামদ্বয় জীবন ধারনের এই সব জরুরীয়াত সমুহ পূরন করতে না পারাকে দারিদ্র্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে প্রয়োজন সমুহ পূরন করতে না পারলে অন্যান্য গুলি প্রায়শ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

২.০৩ ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য ঃ

ইসলাম দারিদ্র্যকে ঘৃনা করে এবং এর মুল উৎপাটনের জন্য কখনো উৎসাহ, কখনো নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরায়ে বনী ইসরাঈলের ২৯নং আয়াতে বলা হয়েছে (ব্যয়ের ব্যাপারে) "তোমার হাত এতখানি উন্মুক্ত করিয়া দিও না, যার ফলে তুমি লজ্জিত, লাঞ্চিত, তিরস্কৃত, এবং দুঃখীত হইতে পার।" আলোচ্য আয়াতে বেহিসাবে সম্পদ ব্যয় করে দারিদ্র্য হয়ে লাঞ্চিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ জোর তাকিদ দিয়েছেন। অনুরুপ ভাবে পবিত্র কোরআনের সুরায়ে নিছায় আল্লাহ বলেন ''তাদের ভয় করা উচিৎ যাহারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশংকা করে সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংযত কথা বলে। সুরায়ে বনী ইসরাঈলের আলোচ্য আয়াতে ও দারিদ্র্যতার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র নিজের দারিদ্র্যতার কথাই নহে বরং সন্তান সন্ততি ও যাতে দারিদ্র্যতার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে তার জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা গ্রহনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরায়ে আরাফে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "খাও পান কর, কিন্তু বেহুদা খরচ করিও না। কারন বেহুদা খরচকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" সুরায়ে আরাফ আয়াত -১৩ এই আয়াতে ও অপচয় করে দারিদ্র্য হয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ যাতে না করতে হয় সে জন্য অপচয় করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। দারিদ্র্যতা সম্পর্কে হুজুর (সঃ)বলিয়াছেন ''দারিদ্রতা মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়।'' (মুসলিম শরীফ) এই দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নবী সদা সর্বদা আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। দারিদ্র্যতার হাত থেকে বাঁচার জন্য উপার্জনের দরকার আর তাই কোরআন ও হাদিসে কাজ করার জন্য যুগপৎভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ''অতপর যখন নামাজ সমাপ্ত হবে তোমরা জমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে রিজিকের অনুসন্ধান কর, সুরা জুম্মাহ আয়াত নং ১০। আল্লাহ রাসুল সাঃ বলেন ''উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু'' (হাদিস), উপরোক্ত কোরআন ও হাদিসের মর্মবানী হল কাজ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম আঃ কে ও দারিদ্র্য সম্পর্কে পরিস্কার ভাষায় সতর্ক দিয়েছেন, পবিত্র কোরআনের বলা হয়েছে ''তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্থ হবে না এবং বস্ত্রহীন হয়ে না, তোমার পিপাসা ও লাগবে না এবং রৌদ্রে ও কষ্ট পাবে না, সুরা তোয়াহা ১১৮ -১১৯ আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) এর অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের মত মৌলিক প্রয়োজনের কথা অত্যান্ত জোর দিয়ে বলেছেন, যাতে

Dhaka University Institutional Repository

করে হযরত আদম আঃ দারিদ্র্যতার কষাঘাতে নিস্পৃষ্ট না হন। সুতরাং একথা পরিস্কারভাবে বলা যায়, ইসলাম দরিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে খুব বেশী তাকিদ দিয়েছে। ইসলাম দারিদ্রকে মানুষের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং কর্মের মাধ্যমে এই শত্রুর মোকাবেলা করার তাকিদ দিয়েছে।

২.০৪ - দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা ঃ

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে এবং কোরআন হাদিসে এ বিষয়ে এত বেশী জোর দিয়েছে যে, অন্যান্য আসমানী ধর্ম অথবা মানব রচিত কোন মতবাদে তেমনটি আর দেখা যায় না। শুধু লালন পালন, শিক্ষন, প্রশিক্ষন, আইন প্রনয়ন, সবদিক থেকে ইসলামের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ন। এদিক থেকে ইসলামের সাথে অন্য কিছুরই তুলনা হতে পারে না। (ইসলামের যাকাত বিধান ৬০-৬১পৃষ্ঠা) পবিত্র কোরান ও হাদিসে দারিদ্র্য বিমোচনের এতবেশী তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, অনেক সময় ইহাকে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। ''অতপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি কি জানেন সে ধর্মের ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্যদান এতিম আত্মীয়কে অথবা ধুলি ধুসরিত মিসকিনকে'' সুরা বালাদ আয়াত ১২-১৭। এই আয়াতে মানুষের স্বাধীনতা ও দারিদ্র্য বিমোচনকে এতবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, একে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোরানে বলা হয়েছে ''আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে। সে সেই ব্যক্তি যে এতিমদিগকে গলা ধাক্কা দেয় এবং এবং মিসকিনদিগকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না । (সুরা মাউন ১ - ৩ আয়াত)। পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে ও এতিম মিসকিনকে যারা খাবার দেয় না অথবা যারা দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় তৎপর নহে, তাদেরকে পরকালে অবিশ্বাসী অথবা কাফের হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। ''প্রতিটি প্রানী তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কিন্তু দক্ষিন হস্তওয়ালারা ব্যতিত। তারা তো জান্নাতে অবস্থান করিবে। সেখানে তাহারা অপরাধী লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। কোন জিনিসটি তোমাদিগকে জাহান্নামে নিয়ে গিয়েছে। তারা বলবে আমরা নামাজ পড়া লোকদের মাঝে শামিল ছিলান না, মিসকীন দিগকে খাবার খাওয়াতাম না, এবং মিথ্যা কথা রচনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরা ও তাই করতাম এবং পরকালে কোন বিশ্বাস করতাম না। সুরায়ে মুদ্দাসির ৩৯-৪৬ আয়াত) আলোচ্য আয়াতে ও দারিদ্রদেরকে খাবার না দেয়ার পরিনাম জাহান্নাম , যা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে পরিস্কার করে বলা হয়েছে। দারিদ্র্যদেরকে বঞ্চিত করার খেয়াল করাতে আল্লাহ ক্ষেতের ফলান ফসল সম্পূর্ন রূপে ধবংস করে দিলেন, এই সম্পর্কিত ঘটনাটি সুরায়ে কালামে এসেছে। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে উপস্থিত হল, যখন তারা নিদ্রিত ছিল, ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্ন বিছিন্ন তৃনসম। সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরন করতে চাও তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। অতপর তারা চলল ফিস ফিস করে কথা বলতে বলতে। অদ্য যেন কোন মিসকিন ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে ''তোমাদের ধারনা সত্য নয় (তোমরা বরং অপরাধ করেছ এই যে,) প্রকৃতবস্থা তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান করনা এবং মিসকিনদিগকে খাবার দিতে উৎসাহিত করনা। পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন কাজকে এবং দুঃখী দরিদ্র, দীনহীন, ইয়াতীম মিসকিনদেরকে অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান সহ যাবতীয় বিষয়ে সহযোগীতা করাকে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম একটি পুর্নাংঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও কল্যানকর করার জন্য ইসলাম অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করেছে। সমাজের উঁচু নিচুর ব্যবধান দুর করার জন্য ধনীদেরকে দরিদ্রদের প্রতি সহযোগিতার হস্তপ্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং একে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

অনাথ দরিদ্র্য মিসকিন ও দুঃস্থ্য মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের খাবার দানের এবং তাদের দুঃখ দুরীকরনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে, পবিত্র কোরআন তাদের প্রতি অবহেলা ও নির্মমতা প্রর্দশনের পরিনতির ভয় দেখিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি, বরং তা অতিক্রম করে অনেক দূর সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক মুমিনের উপর মিসকিনের অধিকার ধার্য করে দিয়েছে। তাদের খাবার দেয়ার এবং তাদের দুঃখ মোচনের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার জন্য। অন্যদের উৎসাহিত করা ও তাদেরই দায়িত্ব বলে ঘোষনা করা হয়েছে। আর এই কাজ না করাকে আল্লাহর প্রতি কুফরীর সমতুল্য এবং আল্লাহর ক্রোধ - অসন্তোষ ও পরকালীণ আযাব উদ্রেককারী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। (ইসলামের যাকাত বিধান - আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, ৬৩ পৃষ্ঠা)।
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবাদতের সমতুল্য হিসাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "অতপর যখন নামাজ সমাপ্ত হবে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে রিজিকের অনুসন্ধান কর।" (সুরা জুমাহ ১০ নং আয়াত)। আলোচ্য আয়াতটিতে প্রথমত আজান হলে নামাজের জন্য মসজিদে দৌড়াতে বলা হয়েছে এবং নামাজ সমাপনান্তে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে একই ভাবে মসজিদে যাওয়া এবং কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়াকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেছেন মহান আল্লাহ ।
এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে উঠে তা হল কেউ যদি কর্মঠ হয় এবং কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তাহার দারিদ্র্য থাকতে পারে না। কোরআনের মত হাদিসে ও দারিদ্র্য দূরীকরনের প্রচেষ্টাকে সমগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আবু আব্দুল্যাহ যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, " রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে পাহাড়ের উপর চলে যাক, নিজের পিঠে করে কাঠের বোঝা নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক। এটা তার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়ানো এবং মানুষ তাকে ভিক্ষা দিক বা না দিক তার চাইতে উত্তম। (বোখারী) আলোচ্য হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ভিক্ষা করার চেয়ে কাজ করা যে উত্তম, কেবল তাই বুঝাতে চাননি বরং ভিক্ষাকে ঘৃনা করে তাকে শাস্তিযোগ্য বলেছেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরো বলেছেন, হযরত মিকদাদ বিন্ মাদীকারা (রাঃ) থেকে বর্নিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চাইতে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আঃ নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। (বোখারী)। আলোচ্য হাদিসে আল্লাহর নবী কাজ করে খাওয়াকে উত্তম এবং নবীদের আদর্শ হিসাবে অভিহিত করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ বলেছেন, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়। (মুসলিম) এই কারনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ) মুসলমানদেরকে দারিদ্র্যতার হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগন এই মতের পক্ষে কাজ করেছেন। হযরত আবুজার গিফারী রাঃ মন্তব্য করেছেন যে, "দারিদ্র্য এমন জায়গায় আসে যেখানে খোদাহীনতা তার সহযাত্রী হয়।" হযরত আলী রাঃ বলেছেন "দারিদ্র্য যদি মানুষে হত তবে আমি তাকে হত্যা করতাম।" (১৬) উপরোক্ত হাদীস সমুহ খুবই পরিস্কার ভাবে মুসলমানদিগকে দারিদ্র্যের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছে। হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক ঈমান রক্ষা করার মত সমান গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল দারিদ্র্যতার কষাঘাত থেকে বাঁচা। বাস্তবিকই দারিদ্র্য ব্যক্তির নিকট ঈমানের চেয়েও জীবন রক্ষা মূখ্য হয়ে দেখা দেয়। সে সময় নীতি নৈতিকতার বালাই থাকেনা। অতএব, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। P.K. Matiur Rahaman, Poverty issues in Rural Bangladesh, Dhaka University Press Limited p.2

২। Ibid page . 1

৩। Ibid page . 5

৪। Ibid page . 6

৫। United Nations Report on International Definition And Measurement 0f Standards Of Levels Of Living, New York 1954, Para 199

৬। Amarty Sen Poverty And Famine

৭। কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের দারিদ্র্য স্বরূপ ও সমাধান পৃষ্ঠা - ২৫

৮। Renate Schubert, "Proverty In Developing Countries its Definition, Extent And Implications Economics Vol. 49/50, 1994 P- 17. Institute For Scientific Co – Operation, Tubing Federal Republic Of Germany.

৯। ILO. Proverty And Living Standers : the role of the ilo.1970. P- 12(report of the director General to the international labour conference, 54th session, international labour office Geneva)

১০। দৈনিক ইনকিলাব ০৮/০৩/৯৫ইং বিশেষ সম্পাদকীয়

১১। প্রাগুক্ত

১২। এ, এইচ, আব্দুল করিম ঃ দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী সংস্থা সমূহের ভূমিকা ঃ ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি মূল্যায়ন, পৃষ্ঠা - ২০।

১৩। প্রাগুক্ত

১৪। Proverty eradication an islamic prespective, A.H.M. Sadeq

১৫। আল কোরআন ও দারিদ্র্য বিমোচন ঃ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন

১৬। ইসলাম ও দারিদ্র্য বিমোচন ষ্ট্রাটেজী ঃ এম, তাজুল ইসলাম ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের দারিদ্র্য

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

৩.০১ - বাংলাদেশের দারিদ্র্য ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। ১,৪৩,৯৯৯ বর্গ কিলোমিটারের এদেশে প্রায় ১,২৫,১৪৯ মিলিয়ন লোক বাস করে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৮৫ জন লোকের বাস। (১) জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২.১৭ প্রত্যাশিত আয়ু ৫৭.১ বৎসর । মোট জনসংখ্যার ৮৫% ভাগের ও বেশী গ্রামে বাস করে। বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২২৫ ডলার। (বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৩৩ ডলার। (**Statistical year book**) গড়ে ৫/৬ জন বিশিষ্ট একটি পরিবারের সাপ্তাহিক গড় আয় মাত্র ৪০ টাকা। জি ডি পিতে কৃষির অবদান ৪৭% এবং মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৬৫.৮% কৃষি খাতে নিয়োজিত। (২) আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় এক সময়ের সোনার বাংলা আজ অভাব অনটনের দেশ অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও হতাশার দেশ বলে পরিচিত। সুলতানী আমলে এই এলাকা ধন ধান্যে পূর্ণ ছিল। ইবনে বতুতা এদেশের সম্পদের প্রাচুর্য্য দেখে এটিকে প্রাচুর্য্যের দোজখ বলে বর্ননা করে গেছেন। মোঘল আমলের শেষ দিকে ও শায়েস্তা খানের শাসন আমলে এদেশের সাধারন মানুষ ধন সম্পদের প্রাচুর্য্য সুখে শান্তিতে বসবাস করত। এদেশের সম্পদ লুটে নিতে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, মগ ও মারাঠারা বার বার এদেশে এসেছে। (৩) অথচ আজ সেই দেশটির করুন অবস্থা, এর খানিকটা চিত্র আমরা আলোচ্য গবেষনার দেখতে পাব। নিম্নে কয়েকটি বিষয়ে দারিদ্র্যতার চিত্র পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল।

৩.০.২ - বাংলাদেশের দারিদ্র্যের ধরন ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর একটি অন্যতম দারিদ্র্য দেশ । ১,৪৩,৯৯৯ বর্গ কিলোমিটারের ছোট এই দেশটিতে প্রায় ১২৫,১৪৯ মিলিয়ন লোক ঠাসাঠাসি করে বাস করছে ।প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৮৭০ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭। শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং গ্রামীন অধিবাসীদের শতকরা ৯০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি লোক চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। শহরের ৫৬ ভাগ এবং গ্রামের ৫১ ভাগ মানুষ নিরংকুশ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে।

এদেশের প্রায় ২কোটি ৫০ লাখ লোক পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র। বিগত দু'বৎসরে উত্তরাঞ্চলের ১৬ টি জেলায় ৫ লাখ নরনারী ও শিশু ভাসমান ও ছিন্ন মূল হয়ে বসবাস করছে। ২ কোটি ১৭ লাখ শিশু (৯৪.৪ শতাংশ) বিভিন্ন মাত্রায় অপুষ্টির শিকার। ৩৫-৫০ ভাগ শিশু প্রয়োজনীয় ওজনের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্মায়। প্রতি বৎসর ৩০-৪০ হাজার শিশু ভিটামিন 'এ' এর অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। শতকরা ৭০ ভাগ মা ও শিশু রক্ত স্বল্পতায় ভোগে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ভাগ মানুষের আয়োডিনের ঘাটতি রয়েছে। ৮৭ভাগ মানুষের ক্যালরি ঘাটতি রয়েছে এবং প্রায় ৭৭ শতাংশ পরিবারে আমিষের অভাব রয়েছে। অর্থাৎ জনসংখ্যার ৫.৫ কোটি মানুষের মাথাপিছু জন প্রতি নিম্ন দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালারি খাদ্য যোগাড়ে সামর্থ নাই। বর্তমানে দেশের কর্মক্ষম ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ সম্পূর্ন বেকার এবং কর্মক্ষম ৭০ লক্ষ নারী ও সম্পূর্নরূপে বেকার।

প্রতি ৪ জন অধিবাসীর মধ্যে ১ জনের ভাল বাসস্থান নেই। ভূমিহীনদের শতকরা ৯৬ ভাগের থাকার জন্য কোন ঘর নেই। শহরের এক তৃতীয়াংশ এবং গ্রামের এক চতুর্থাংশ মানুষের কোন বাসস্থান নেই। ভূমিহীনদের শতকরা ৩০ জনেরই দুটি জামা নেই। ৪০ জনের কোন শীত বস্ত্র নেই এবং ৪৪ জনের জুতা নেই। (৪) গ্রামের ৫৪ শতাংশ মানুষ কার্যত ভূমিহীন এদের ৮৬% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩২.৪ ভাগ শিক্ষিত। এর মধ্যে ৩৮.৯ পরুষ ২৫.৫ মহিলা। বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব মোতাবেক মাথাপিছু আয় ২২৫ ডলার (অবশ্য) বর্তমানে সরকারী হিসাব মোতাবেক মাথাপিছু ২৪০ডলার। নিম্নের স্বারনী থেকে আঞ্চলিক দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পরিস্কার হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক দারিদ্র্যের চিত্র ঃ

দেশের নাম	দরিদ্র্য সীমার নীচে	মোট জনসংখ্যা
ভারত	৪০%	৩৫.০০কোটি
চীন	৯%	১০.৫৩ ,,
ইন্দোনেশিয়া	২৫%	৭.৭৮ ,,
ভিয়েতনাম	৫৪%	৩.৭৬ ,,
ফিলিপাইন	৫৪%	৩.৭৬ ,,
পাকিস্তান	২৮%	৩.৫০ ,,
বাংলাদেশ	৭৮%	৯.৩২ ,,

(৫)

উৎস ঃ- এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিবেদন মোতাবেক ১৯৯২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কয়েকটি দেশের দারিদ্র্য সীমার নীচে গরীবদের শতকরা হার ও গরীব লোকের সংখ্যা উপরোক্ত সারনীতে দেখানো হল।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমরা খুব একটা অগ্রসর হতে পারি নাই। এর অনেক গুলি কারন রয়েছে। যেমন জাতীয় সংহতি বা ঐক্যমতের অভাব সঠিক ও সময় প্রযোগি পরিকল্পনা যোগ্য, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরন, সর্বপরি দেশ প্রেমের অভাবে আছে বলে অনেকে মনে করেন। কেবলমাত্র সার্ক অঞ্চলের মধ্যে তুলনা করলে ও আমাদের অবস্থা খুব বেশী ভাল বলে মনে হবে না।নিম্নে সার্কভূক্ত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের চিত্র তুলে ধরা হল।

সার্কভূক্ত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের চিত্র ঃ

দেশ	মাথাপিছু আয়
ভারত	৪১৫
নেপাল	১৮০
পাকিস্থান	৪৪০
শ্রীলংকা	৫৫০
বাংলাদেশ	২৪০
মালদ্বীপ	৪৭০

উৎস ঃ- জাতি হিসাবে আমরা অশিক্ষিত। প্রায় ৬৮ভাগ লোক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বাকী ৩২.৪ ভাগ যারা শিক্ষিত, তাদের প্রকৃত অবস্থা এই সংখ্যার ভিতর টিপসই ও অন্তর্ভূক্ত হল, উপমহাদেশের এই এলাকার শিক্ষার চিত্রের দিক থেকে ও বাংলাদেশের অবস্থান মোটে ও সুখকর নহে। নিম্নে সারনী থেকে তা পরিস্কার হবে।

৩.০২.১ ঃ ভূমি দারিদ্র্য ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম একটি দরিদ্র্য দেশ। শতকরা ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠি গ্রামে বাস করে এবং গ্রামীন অধিবাসীদের ৯০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। (৬) একটি সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ১০ শতাংশ পরিবার ঝুঁপড়িতে বাস করে এবং ৩২ শতাংশ পরিবার একটি মাত্র কক্ষ বিশিষ্ট ঘরে স্ত্রী পরিবার পরিজন সহ মানবেতর জীবন যাপন করে। শহরে ও বিশেষ করে রাজধানী শহর ঢাকায় বহু লোক স্বাস্থ্য সম্মত ঘর বাড়ীতে বসবাস করতে পারছেনা। রাস্তার পাশে, ড্রেনের পাশে ও অন্যান্য স্থানে বস্তিতে যে ভাবে লোক বসবাস করছে তা অত্যান্ত নিম্ন মানের। শহরে বসবাস কারী দারিদ্র্যদের ৯০ শতাংশের ও বেশী গ্রাম থেকে এসেছে দারিদ্র্যের বোঝা

Dhaka University Institutional Repository

মাথায় নিয়ে। (৭) কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয়ে, নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে, বেকারত্ব অথবা কর্মসংস্থানের অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় তারা ছুটে এসেছে শহরে। জীবিকার্জনের জন্য কেবলমাত্র দুটি হাত কাজে লাগাতে অথবা একটু মাথা গোঁজার আশ্রয়ের জন্য তাদের প্রতিনিয়ত প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। টিকে থাকার জন্য তারা জীবন সংগ্রামে অবতীর্ন।

এক কালে যাদের গ্রামে বা শহরে আবাসন ছিল, ভিটেমাটি ছিল, তারা ক্রমশঃ আর্থিক বিপর্যয়ের দরুন সে সব বিক্রী করে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিবার নিয়ে ছিন্নমূল অবস্থায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। এ ছাড়া নদী ভাঙ্গনের ফলে আবাসন বিলুপ্ত হচ্ছে। ফলে স্বচ্ছল কৃষক হচ্ছে সহায় সম্বলহীন, দীন, দরিদ্র ভবঘুরে। এই কারনে বেড়ে চলেছে গৃহহীনদের সংখ্যা। বেড়ে চলছে আবাসন সংকট ও বস্তির সংখ্যা। (৮) ভূমি বন্টন ব্যাবস্থা সর্বজন স্বীকৃত ভাবে চরম বৈষম্য মূলক। ভূমি উন্নয়ন কর, রেজিষ্ট্রেশন ও মিউটেশন, রেকর্ড সংরক্ষন ও আধুনিকীকরন, হাট বাজার ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মানের জন্য ভূমি অধিগ্রহন, জলমহাল, ব্যবস্থাপনা, ইট, বাটা নির্মান, সহ ভুনির সহিত সম্পর্কিত প্রায় সব বিষয় গুলির অবস্থাও ব্যবস্থাপনা ত্রুটিযুক্ত। গ্রামীন জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশের ও অধিক কার্যতঃ ভুমিহীন। এ জন গোষ্টির প্রায় এক দশমাংশের বসবাসের কোন ঘরবাড়ী নেই। বাংলাদেশের ভূমির চিত্র নিম্নের সারনী থেকে পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠে।

বাংলাদেশের ভূমিহীনদের চিত্র ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা (হাজারে)	পরিবার (শতকরা)
যাদের ভিটেমাটি ও কোন ধরনের চাষাবাদযোগ্য জমি নেই।	১,১৯৮	৮.৭%
কেবলমাত্র ভেটেমাটি আছে চাষাবাদ যোগ্য কোন জমি নেই।	২,৭১৪	১৯.৬%
ভিটেমাটি ও চাষাবাদযোগ্য জমি আছে তবে তা ০.৪৯ একরের বেশী নহে	৩,৮৯৮	২৮.২%
মোট	৭,৮১০	৫৬.৫%

(৯)

তথ্য সুত্র - দারিদ্র্য দুরীকরন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।

উপরোক্ত সারনী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমাদের ৫৬.৫ ভাগ জনগোষ্ঠিই ভূমিহীন। দেশের চাষাবাদযোগ্য জমির অনুপাতে শ্রমশক্তির যোগানের হার খুব বেশী হবার ফলে ছদ্ম বেকারের সংখ্যা বহুগুন বেড়েছে। শতকরা ১০ ভাগ লোকের হাতে মোট জমির উনপঞ্চাশ শতাংশ রয়েছে। এবং নীচের দশ শতাংশ লোকের হাতে মোট জমির মাত্র ২শতাংশ রয়েছে। (১০) বিগত ২ বৎসরে অন্তত ৫ লাখ নরনারী ও শিশু উত্তরাঞ্চলের ১৬ টি জেলায় ভাসমান ছিন্নমুল হয়ে বসবাস করছে। এদেশের প্রতি ৪ জন অধিবাসীর মধ্যে একজনের ভাল বাসস্থান নেই। ভূমিহীনদের শতকরা ৯৬ ভাগের থাকার জন্য কোন ঘর নেই। শহরের এক তৃতীয়াংশ এবং গ্রামের এক চতুর্থাংশ মানুষের কোন বাসস্থান নেই। ভূমি হীনদের শতকরা ৩০ জনেরই দুটি জামা নেই। ৪০ জনের কোন শীত বস্ত্র এবং ৪৪ জনের কোন জুতা নেই, গ্রামীন মানুষের ৫৪ % কার্যত ভূমিহীন এবং এদের ৮৬ % মানুষের অবস্থান মুলত দারিদ্র্য সীমার নীচে।

৩.০২.২ - শিক্ষা ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ঃ

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ব্যাতিত কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। জাতি হিসাবে আমরা অশিক্ষিত। আমাদের বর্তমান শিক্ষার হার শতকরা ৩২.৪ ভাগ। প্রায় ৭৩ ভাগ লোকই অশিক্ষিত। যাহারা শিক্ষিত হিসাবে আমরা ৩২.৪ ভাগ ধরেছি, তাদের মধ্যে এমন লোকেরা ও অর্ন্তভূক্ত, যাহারা কেবল মাত্র স্বাক্ষর। স্বাধীনতার ২৬ বৎসর অতিক্রান্ত হলে ও আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার হার কাঙ্খিতমানে পৌছাতে পারি নাই। আমাদের প্রতিবেশী কেরলা রাজ্যের শিক্ষিতের হার ১০০ ভাগ। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিতের হার ৬০%

Dhaka University Institutional Repository

এর নত অথচ আমাদের শিক্ষিতের হার তার অর্ধেক। শ্রীলংকার শিক্ষিতের হার ৯০% অথচ আমরা তাদের তিন ভাগের একভাগ মাত্র। এই দেশটি দীর্ঘ দিন গৃহযুদ্ধ মোকাবেলা করে ও এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের অবস্থান কি তা দক্ষিন এশিয়ার দেশ কয়টির শিক্ষার হারের সাথে তুলনা করলে বেরিয়ে আসবে। নিম্নের সারনীতে আমরা তা দেখতে পাব।

দক্ষিন এশিয়ার শিক্ষার চিত্র ঃ

দেশ	জনসংখ্যা কোটিতে	শিক্ষার হার
বাংলাদেশ	১১.৫	৩২.৪%
ভারত	৯০.২	৫২%
শ্রীলংকা	১.৮	৯২%
পাকিস্তান	১৩.৩	৩৫%
মালয়েশিয়া	১৭.০৫	৭৮%
সিঙ্গাপুর	.২৭	৯১%

(১১)

সময়পোযোগী ও সুশিক্ষা আমাদেরকে জাতীয়ভাবে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে। উদ্দেশ্যহীন কর্ম বিমুখ ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার কারনে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের মিছিল যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। লেখা পড়া শেষ করে বেঁচে থাকার জন্য নুন্যতম চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকায় শিক্ষিতদের কেহ কেহ অনৈতিক পথে পা বাড়াচ্ছে, ফলে নিঃশেষ হচ্ছে আমাদের সে সকল মানব সম্পদ যাহারা দেশের জন্য মূল্যবান সম্পদ হওয়ার কথা ছিল। উৎপাদন মূখী ও কারিগরী শিক্ষার স্বল্পতার কারনে আমাদের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ অর্জনকারী জনশক্তি রফতানীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক আয় ও কাঙ্খিত মানের নহে। পেশাগত দক্ষতার অভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমুহে একজন ফিলিপিনী শ্রমিক যেখানে বেতন পায় ৫০০-৫৫০ ডলার সেখানে একই সাথে একই পেশায় একই স্থানে বাংলাদেশের শ্রমিক পাচ্ছে ২০০-২২০ ডলার মাত্র। এটাও আমাদের পেশাগত দারিদ্র্যের একটি বাস্তব চিত্র বৈকি। জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের সর্বস্তরে যে পরিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , শিক্ষক এবং অন্যান্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন ছিল, সে তুলনায় আমাদের যোগান একেবারেই অপ্রতুল। শিক্ষার দারিদ্র্য দুর করতে পারলে সহজেই আমরা আমাদের জাতীয়ভাবে চিহ্নিত সবকয়টি সমস্যা দূর করতে পারি। সে জন্য প্রথমে আমাদের জাতির মধ্যে একটি শিক্ষা ও সচেতনতার বিপ্লব ঘটাতে হবে। সামগ্রিকভাবে জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৩.০২.৩ - অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র্যতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দরিদ্র্য দেশ। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারনে আমরা দরিদ্র্যদের তালিকায় শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছি। জাতীয় আয় আমাদের খুবই কম। জাতীয়, মানব, প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের যা কিছু যত আছে তার ও যথাযথ ব্যবহার করতে আমরা অনেকাংশে ব্যর্থ। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি, দলপ্রীতি যেন আমাদেরকে এক পা ও সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। জাতীয় আয় বন্টনের ক্ষেত্রে ও চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরের মাত্র ১০ শতাংশ লোকের হাতে রয়েছে মোট জাতীয় আয়ের ২৫.৯ ভাগ । (১২) জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশের মালিকানা মাত্র ৫ শতাংশ লোকের হাতে বর্তমান । বাংলাদেশে সরকারের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) বলা হয় যে, দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। ১৯৭৩ সালের হিসেবে মোতাবেক মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশকে দরিদ্র্য হিসাবে পরিগনিত করা যায়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ লোক। কিন্তু এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এ ডি বি) এর মতে বিগত ৩১ বৎসর ধরে বাংলাদেশের ৭৮ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমায় অবস্থান করছে। আবার বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (বি আই ডি এস) এর এক ওয়ার্কিং পেপারে দেশের নয় কোটি আশি লাখ গ্রামীন জনগনের মাঝে ৪ কোটি থেকে সাড়ে চার কোটির মাঝামাঝি একটি সংখ্যাকে অর্থাৎ গ্রামীন জনগনের ৫০ শতাংশকে দারিদ্র্য পীড়িত বলে গন্য করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এই দারিদ্র্য পীড়িতদের মাঝে দু'কোটি জনগন আবার চরম দারিদ্র্যর মধ্যে কালাতিপাত করছে। (৫৪) ৬২টি গ্রামের উপর গবেষনা চালিয়ে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, গ্রাম সমুহের গড়ে ৫৫ শতাংশ গৃহস্থালী দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে। (১৩) অনুমান ও প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেশের গ্রামীন জনগনের প্রায় ৬০ শতাংশ পরিমিত দারিদ্র্য কিংবা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছে। দারিদ্র্যের এই ভয়াবহ চিত্রের কারনে বাংলাদেশকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাত্বিক বিভিন্ন অভিধায় আখ্যায়িত করেছে যেমন, ''আন্তজার্তিক ভিক্ষার ঝুলি'' ম্যালথালাসের দেশ, ভুমি দাসের দেশ, উন্নয়নের টেষ্টকেস, পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রামীন বস্তি, তলাবিহীন ঝুড়ি, ইত্যাদি

আমাদের মাথাপিছু আয় ও খুব ভাল নহে। সার্ক অঞ্চলের সাথে তুলনা করলে এ সত্যটি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠবে। নিম্নে তা দেখানো হল ঃ-

সার্ক ভুক্ত দেশ গুলির মাথাপিছু আয়ের চিত্র ঃ

দেশের নাম	মাথা পিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)
ভারত	৪১৫
নেপাল	১৮০
পাকিস্তান	৪৪০
শ্রীলংকা	৫৫০
বাংলাদেশ	২৩৩
মালদ্বীপ	৪৭০

আমরা অর্থনৈতিকভাবে কত বেশী পিছিয়ে আছি উপরোক্ত সারনী থেকে পরিস্কার বোঝা যায়। পূর্ব এশিয়ার টাইগারদের তুলনায় আমাদের অবস্থা অত্যান্ত করুন, কারন সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু আয় প্রায় ১০,০০০ মার্কিন ডলার এবং মালয়েশিয়ার মাথাপিছু ৩২৩০ ডলার, আর সেখানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ২৩৩ ডলার। (১৪) অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের পিছিয়ে থাকার কতগুলি কারন আমরা চিহ্নিত করতে পারি তার মধ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, জাতীয় সংহতি, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, রাজনৈতিক পতিষ্ঠানিকীকরন না থাকা, সুযোগ্য জাতীয় নেতৃত্বের অভাব, দেশ প্রেমের অভাব, সর্বোপরি সততা ও নৈতিকতার অভাব অন্যতম। আমাদের দেশের রাজনীতি যেন কেবল মাত্র ক্ষমতা দখলের জন্য এবং দেশের কল্যানের চিন্তা যেন আজ অতি গৌন বিষয়ে পরিনত হয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহন এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের অভাবে আমরা অনগ্রসরতাকে যেন নিত্য সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছি । আমরা আমাদের জন শক্তিকে আজো সম্পদে পরিনত করতে পারিনি। অথচ চীন প্রায় একশত কোটি জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্র গুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ও পাকিস্তান আমাদের চেয়ে বেশী জনসংখ্যা নিয়ে মাথাপিছু আয় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। বাস্তবমূখী পদক্ষেপ এবং নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা ব্যতিত উন্নতি সম্ভব নহে। জনসংখ্যা যে আপদ নহে এবং এটাকে যে সম্পদে পরিনত করা যায়, তার যথেষ্ঠ প্রমান আমাদের সামনে রয়েছে। নিম্নের সারনী থেকে এ বিষয়ে আমরা একটা ধারনা পেতে পারি।

অধিক জনসংখ্যা ভিত্তিক রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের চিত্র ঃ

দেশ	জনসংখ্যা (হাজারে)	মাথা পিছু আয় (ডলারে)
বাংলাদেশ	১১৭৯৭৬	২৩৩
ইন্দোনেশিয়া	১৯১২৬৬	৮৮০
নাইজেরিয়া	১১৮৮৬৫	৩১৫
পাকিস্তান	১১৩১৬৩	৪৪০
চীন	১,১৩,০০৬৫	৩৬০০

Dhaka University Institutional Repository

১৯ কোটি জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়ার মাথা পিছু আয় বাংলাদেশের তুলনায় ৪ গুনই বেশী। আবার প্রায় সমসংখ্যক জনসংখ্যা নিয়ে পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় আমাদের দ্বিগুন। বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং শহরের ৫৬ ভাগের ও বেশী মানুষ চরম দরিদ্র্য।

বংলাদেশের দারিদ্র্যতার অন্য আরো কারন হল, একটি ছোট ভু-খন্ডে ঠাসাঠাসি করে বহু লোক বাস করে। ঘনবসতির দিক থেকে এ দেশটি পৃথিবীর একটি অন্যতম দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৮৫৫ জন লোক বাস করে। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র, যার লোক সংখ্যা বাংলাদেশের দেড় গুন বেশী অথচ আয়তন বাংলাদেশ থেকে ১৪/১৫ গুন বেশী। অপর দিকে নাইজেরিয়ার লোকসংখ্যা বাংলাদেশের প্রায় সমান হলে ও আয়তন প্রায় ৭/৮ গুন বেশী। এত ছোট একটি ভূখন্ডে এত বেশী লোক বাস করা ও আমাদের দারিদ্র্যতার একটি কারন। নিম্নের সারনী থেকে জনসংখ্যার ও আয়তনের একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটে উঠবে।

আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার বন্টন চিত্র ঃ

দেশের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জন সংখ্যা (হাজারে)	মাথাপিছু আয় (ডলারে)
বাংলাদেশ	৫৫,৫৯৮	১,১৭,৯৭৬	২৩৩
আফগানিস্তান	২,৫০,০০০	১৬,৫৯২	১৫০
আলজেরিয়া	৯,১৯,৫৯৫	১৫,৭৯৪	২৩৬০
বারকিনাফাসো	১,০৫,৮৪০	৮,৯৪১	
ইন্দোনেশিয়া	৭,৩৫,২৬৮	১,৯১,২৬৬	৮৮০
সৌদি আরব	৮,৬৫,০০০	১৬,৭৫৮	৭,১৫০
নাইজার	৪,৮৯,২০৬	৭,৬৯১	৩১০
ব্রুনাই	২২৬	৩৭২	১৮,৫০০
কাতার	৪,০০০	৪৯৮	১৭,০৭০
সুদান	৯,৬৭,৪৯১	২৬,১৬৪	৩৪০
নাইজেরিয়া	৩,৫৬,৭০০	১,১৮,৮৬৫	৩১৫

(১৫)

আমাদের দেশ আয়তনে অনেক ছোট। জনসংখ্যায় অনেক বেশী এবং মাথাপিছু আয় ও যথেষ্ট কম। উল্লেখিত কারনগুলি সহ আরো অনেক কারনে আমাদের দারিদ্র্যর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে কোন দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় শিল্পায়নকে। এবং শিল্পায়নের সাথে উন্নয়ন একই সুত্রে গ্রথিত হয়ে সমান্তরাল ধারায় অগ্রসর হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পুর্বে এদেশে অনেক বৃহৎ ও ভারী শিল্প স্থাপিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় খাতে যৌথ উদ্যোগে সহ কমবেশী ৭০ টি বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এ সময় ঔষধ শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগের অধিক্য দেখা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিল্পনীতির দরুন বাংলাদেশের শিল্প লাটে উঠতে শুরু করে। প্রথমে জাতীয়করন নীতির কারনে কাজ না করে সবাই বেতন নিতে থাকে। এর ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি লোকসান দিতে দিতে এক পর্যায়ে বন্ধ ঘোষনা অথবা বিক্রী করে দিতে হয়। অন্যদিকে চোরাই পথে ভারতীয় জিনিসপত্রের অবাধ অনুপ্রবেশের দরুন অসম প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি টিকে থাকতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। বর্তমানে নীতি নৈতিকতা বিহীন ও স্বীম স্বার্থে বিবেচনা বিহীন মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে এই অবস্থা আরো প্রকট আকার ধারন করছে। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশে বর্তমানে ছোট বড় প্রায় ১০০০ টি রুগ্ন শিল্প আছে। এই রুগ্নতার জন্য অনেক কিছুই দায়ী। এই বিশাল রুগ্নতা বেসরকারী খাতকে নুতন বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে। (১৬) এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় যখন ফেডারেশনের সভাপতি ইউসুফ আব্দুল্যাহ হারুন প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত শিল্পপতিদের সমাবেশে বলেন, '' আসুন আমরা তওবা করি আর কখনো শিল্প স্থাপন করব না। এ পর্যন্ত যা করেছি চরম অন্যায় করেছি।'' বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ গুলির তুলনায় অতুলনীয়। অন্য কথায় বিদেশীদেরকে যে সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে তা

Dhaka University Institutional Repository

সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এ জন্য বিনিয়োগ সেল খোলা হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশী মিশন গুলিকে ইকনমিক ডিপ্লোমেসী মুখী করা হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে ডেলিগেশন পাঠানো হচ্ছে। (১৭) তার পর ও বিনিয়োগের জোয়ারের পরিবর্তে ভাটার কারন সম্ভবত আমাদের অপরিকল্পিত শিল্পনীতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা স্বার্থ কেন্দ্রিক রাজনীতি ও নৈতিকতার অভাব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব, লুৎফুর রহমান সরকার বলেছেন, দেশে বর্তমানে প্রায় বাইশ হাজার কোটি কালো টাকা রয়েছে। (১৮) আমাদের ধনকুবের গন বিখ্যাত হবার প্রচেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের কৃত কাজের কথা পত্র পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়। বৃটেনের শ্রমিক দলকে কোটি পাউন্ড ষ্টার্লিং দানের প্রস্তাব, আজমীর শরীফে এক কোটি টাকা দানের ঘোষনা, পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শহর নির্মান, শতকোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল তৈরী, লাখ লাখ টাকার আতশবাজী, সুরম্য অট্টালিকা সুদৃশ্য এডুকেশন কমপ্লেক্স নির্মানের মাধ্যমে পত্রিকার শিরোনাম হওয়ার মধ্যে হয়তো জনসেবার ইচ্ছা থাকলে ও আমাদের নিকট তা অপরিস্কার।

সমস্যার পাহাড় নিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে, এমতবস্থায় আমরা কিভাবে আমাদের দারিদ্র্য নিরসন করতে পারব। আমাদের কৃষির অবস্থাও অত্যন্ত করুন। শিল্পের চেয়ে ও কৃষি অনেক বেশী অবহেলিত। বৈদেশিক সাহায্য আমাদের কৃষির উন্নয়নে আসে না। আসে রঙ্গিন টিভি প্রকল্পে। কৃষিকে অন্ধকারে ঠেলে দেবার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক বিদ্যুৎ, গ্যাসের মুল্য বাড়ানোর জন্য এবং সারের দাম বাড়ানোর জন্য এবং কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়া চলবে না বলে ফি বৎসর উপদেশ খয়রাত করেন। এই ধরনের চর্তুমুখী জালে জড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছি।

৩.০২.৪ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ঃ

যে দেশের অর্ধেকের ও বেশী লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, সে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার যে বেহাল অবস্থা হতে পারে তাতে আর অবাক হবার কি থাকতে পারে। এ দেশের শিশুদের ৯৪.৪ শতাংশ অর্থাৎ ২ কোটি ১৭ লাখ শিশু বিভিন্ন মাত্রার অপুষ্টির শিকার। ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ শিশু প্রয়োজনীয় ওজনের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্মায়। প্রতি বৎসর ৩০-৪০ হাজার শিশু ভিটামিন এ এর অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। ৭০% মা ও শিশু রক্ত স্বল্পতায় ভোগে। মোট জনসংখ্যার শতকরা দশ শতাংশের আয়োডিনের ঘাটতি রয়েছে। ৮৭% মানুষের ক্যালরি ঘাটতি রয়েছে এবং প্রায় ৭৭% পরিবারের আমিষের অভাব আছে। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ৫.৫ কোটি মানুষের মাথাপিছু সর্বনিম্ন জনপ্রতি দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরী খাদ্য যোগাড়ে সামর্থ নয়। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৫ ভাগ স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। রাতকানা, ও মারাত্মক চোখের অসুখে ভোগে এদের প্রায় ৫ লাখ শিশু প্রতি বছর আংশিক বা স্থায়ী ভাবে অন্ধ হয়ে যায়।

সর্বমোট ১১.৫ মিলিয়ন লোকের এদেশে মানুষের চিকিৎসা সুবিধার জন্য যে পরিমান ডাক্তার, হাসপাতাল, হাসপাতালের বেড থাকা দরকার ছিল, সে রকম আদৌ নেই। যা আমরা নিম্মের সারনী থেকে সহজেই অনুমান করতে পরি।

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সেবার চিত্র ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা
মোট হাসপাতাল (থানা গ্রাম্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ)	৯৩৩ টি
মোট হাসপাতাল বেড	৩৭,১৩১ টি
হাসপাতাল বেড ১টি	৩,২২৯ জনের জন্য
মোট রেজিষ্টার ডাক্তার	২৪,৬৩৮ জন
১ জন রেজিষ্টার ডাক্তার	৪,৮৬৬ জনের জন্য
১ জন রেজিষ্টার ডাক্তার	৮১০ পরিবারের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

৩.০৩ - বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশক থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর সূচনা ঘটেছিল বৃটিশ আমলে । বৃটিশ সরকার কতৃক ১৯০৪ সালে সূচীত সমবায় আন্দোলন এবং ১৯৩৮ সালে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক ঋন সুবিধা প্রদান, ফসল গবেষনা কার্যক্রম, কৃষি সম্পসারন সেবা এবং গ্রামীন পুনগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা ছিল দারিদ্র্য বিমোচনের এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দেশের পুর্নগঠনে বিদেশী সাহায্য আসে। এ সময় সরকারের সাথে ২/১টি সেচ্ছাসেবী সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন মুখী কাজে অংশ নেয়। পরবর্তিতে আশির দশক থেকে এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বর্তমানে সরকারের চেয়েও কতিপয় ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা ব্যাপকতর। (বেসরকারী সংগঠন)।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ঃ

৩.০৪ - বৃটিশ আমলে গৃহীত উদ্যোগ (সরকারী)ঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশক থেকেই কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০৪ সালে সূচিত সমবায় আন্দোলন এবং ১৯৩৮ সালে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক ঋন সুবিধা প্রদান, ফসল গবেষনা কার্যক্রম ,কৃষি সম্প্রসারন সেবা , **(Agricultural Extension services)** এবং গ্রামীন পুর্নগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা ছিলো এক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ। (৬৯) কার্যকর গ্রামীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও উপনিবেশিক সরকারের আন্তকিতার অভাবে উপরোক্ত পদক্ষেপ সমুহ সফল হতে পারেনি। একদিকে বৃটিশরা এদেশে বানিজ্য করতে এসে শাসন ও শোষনের কাজে ব্যস্ত থাকায়, অন্যদিকে কলকাতা রাজধানী হওয়ায় যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম কালকাতা কেন্দ্রীক হতে থাকে । কারন হিন্দুরা বৃটিশদের সহযোগী ও সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করে। আর মুসলমানগন ক্ষমতা হারানোর বেদনায় বৃটিশদের বিরুদ্ধে আমরন সংগ্রাম করে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.০৫ পাকিস্তান আমলে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচী সমুহ (সরকারী) ঃ

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত গ্রামীন, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচী সমুহের সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যায়, ভি এইড কর্মসূচী (ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভালাপমেন্ট প্রোগ্রাম বা গ্রামীন কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসুচী)। এক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতো ইউসিকা **(USICA -United state International Corporation Administration)** পরবর্তীকালে এ সংস্থাটির নামকরন করা হয় ইউএস এইড এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশন। এটি ছিল এক বহুমুখী কর্মসূচী। এর লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কৌশল সমুহ ছিলো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নতমানের কৃষিজ উপাদান সরবরাহ করা, গ্রামে রাস্তা ও বাঁধ নির্মান করা, খাল খনন করা, তরুন ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। (২০) ১৯৫৩ - ৫৪ সালের দিকে এ কর্মসূচীর সূচনা করা হয় এবং ১৯৫৮ সালের দিকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক এলাকায় পরীক্ষামুলক ভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় অর্থ, যথাযথ প্রশিক্ষন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে এ কর্মসূচী সফল হতে পারেনি। ফলে১৯৬১ সালে এ কর্মসূচীর বিলোপ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে যেকোন ভাল উদ্দ্যোগই যথাযথ পরিবেশে ও আন্তরিকতার অভাবে বেশী দূর আগাতে পারেনা। যে কোন সরকার কর্তৃক গৃহিত উদ্দ্যোগের সফলতার জন্য সরকারী দৃঢ়তার সাথে সাধারণ মানুষের স্বতস্ফুর্ত সমর্থন ও সহযোগীতা অপরিহার্য। অন্যথা এর সফলতা সম্ভব নহে।

৩.০৫.১ গ্রামোন্নয়নের কুমিল্লা মডেল ঃ

গ্রামোন্নয়নের জন্য বাস্তব ভিত্তিক ও পদ্ধতি সম্মত কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর নাম ছিলো ' একাডেমী ফর রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট' সংক্ষেপে

Dhaka University Institutional Repository

BARD। গ্রামীন দরিদ্র জনগন বিশেষতঃ ক্ষুদে কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ একাডেমির প্রারম্ভিক নেতা আখতার হামিদ খান নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী থানায় সীমিত পরিসরে গৃহীত নতুন কৌশলগুলোকে পরীক্ষা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞানীরা কুমিল্লা একাডেমীর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে উপদেষ্টা হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। কোতয়ালী থানায় পরিচালিত পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে গ্রামীন জনগনের বিশেষতঃ কৃষকদের কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। এ সব সমস্যাগুলো হলো গ্রামাঞ্চলে কার্যকর কৃষি সম্প্রসারন সেবা কর্মের অভাব, সঠিক নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাব, কৃষি উপকরন ও ঋন ব্যবস্থায় ক্ষুদে কৃষকদের সীমিত প্রবেশাধিকার এবং মুলধন ও প্রশিক্ষনের অভাব। (২১) এ সব সমস্যা অতিক্রম করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার জন্য কুমিল্লা মডেলে সমবায় পদ্ধতিকে গ্রহন করা হয়। গ্রামীন কৃষকদের সর্বপ্রথমে 'কৃষক সমবায় সমিতি' (কে এস এস) নামক সংগঠনের অধীনে সংগঠিত করা হতো। এ সব কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে থানা পর্যায়ে সমন্বিত করা হতো। 'থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশান'(TCCA) এর অধীনে। কুমিল্লা উন্নয়ন মডেল মুলত দুই স্তর বিশিষ্ট সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিলো, এ মডেলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ফলনশীল বা উফশী পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এটি স্থানীয় সমাজকে সমবায় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রথমে নিজেদের কৃষক সমবায় সমিতির অধীনে সংগঠিত হতে হতো। তার পর নিজেদের মাঝ হতে একজন ম্যানেজার বাছাই করন, নিয়মিত সভা কার্যক্রম পরিচালনা, এবং যৌথ পরিকল্পনা গ্রহন ইত্যাদি কাজ করতে হতো। কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি তত্বাবধানশীল ঋন ব্যবস্থা, কৃষি উপকরন সমুহের সরবরাহ, কৃষি সম্প্রসারন সেবা বৃদ্ধি ও উন্নতিকরন, সমবায় কৃষক ও নেতাদেরকে প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে। কোতয়ালী থানায় গৃহীত গ্রাম উন্নয়ন মডেল ছিলো চার- উপাদান বিশিষ্ট। সে চারটি উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৩.০৫.২ - (ক) টিসিসিএ, কেএসএস (TCCA, KSS) সমবায় পদ্ধতি ঃ

কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীন কৃষকদেরকে গ্রাম ভিত্তিক কৃষক সমবায় সমিতির অধীনে সংগঠিত করা হতো। কে, এস, এস, গুলোর মাধ্যমে গভীর নলকুপ ও হালকা হস্ত চালিত কলের যৌথ ব্যবহার পরিচালনা করা হতো। কৃষকদের থেকে সামান্য সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋন প্রদান ও কৃষি উপকরন সমুহ সরবরাহ করা হতো। থানা পর্যায়ে কে, এস এস, গুলোকে সমন্বয় সাধন করতেন টি,সি,সি এ বা থানা সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ এসোসিয়েশন এটি ছিলো কে, এস, এস, গুলোর সমন্বয় সাধনকারী ও সহযোগিতা মূলক সংগঠন।

৩.০৫.৩ - (খ) টি,টি,ডি,সি, (TTDC- Thana Training and Development centre) : টিটিডিসি কৃষকদেরকে সকল ধরনের সেবা মুলক সরঞ্জামাদি সরবরাহ, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও নুতন প্রযুক্তি প্রশিক্ষন সুবিধা প্রদান করতো। এ কেন্দ্রে উন্নয়ন কার্যক্রমে জড়িত সরকারী এজেন্সী গুলোকে থানা পর্যায়ে সমন্বিত করার দায়িত্ব পালন করতে হতো।

৩.০৫.৪ (গ) আর ডব্লিউ পি (RWP- Rural Works Programme) ঃ- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মান এবং কর্মহীন ঋতুগুলোতে গ্রামীন লোকদের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহন করা হয়।

৩.০৫.৫ (ঘ) টি আই পি (TIP- Thana Iirigation programme) ঃ- কৃষকরা যাতে চাষাবাদ সরঞ্জাম যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারে সে জন্য কৃষকদেরকে চাষাবাদ গ্রুপের অধীনে সংগঠিত করা হতো। ষাটের দশকের শেষের দিকে এ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে এ গ্রুপগুলোকে কে এস এস হিসেবে টিসিসি এ এর অধীনে রেজিষ্টীভুক্ত করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ - বাংলাদেশ আমলে গৃহীত কর্মসূচী (সরকারী) ঃ

কুমিল্লা কর্মসূচীতে সরকারী এজেন্সীগুলো কৃষকদেরকে উচ্চ ভর্তুকীতে সার, বীজ, সেচ ও কৃষি সম্প্রসারন সুবিধাবলী প্রদান করতো। ফলে, কৃষকরা অধিক ধান উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম দিকে মধ্যম ও ক্ষুদে কৃষকরা এ সকল সুবিধা গ্রহন করে কিছু লাভবান হয়, কিন্তু ক্রমান্বয়ে ধনী কৃষকরা এ কর্মসূচীর প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে সমবায় গুলোর নিয়ন্ত্রন ওসরকারী সুবিধা সমুহ ধনী কৃষক বা জোতদারদের হাতে চলে যায়। থানা সেচ কর্মসূচী (টি আই পি) এবং গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচী (আরডব্লিউ পি) তে ধনী কৃষকদের অন্তর্ভুক্তির ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয় ও কৃষি উৎপাদনের সিংহভাগ তাদের হাতে চলে যায়। এ কর্মসূচী গুলোর কার্যক্রমে প্রতারনা ও দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।

কুমিল্লা মডেলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু এ কর্মসূচী হতে লাভবান ধনী কৃষকরা তাদের লব্দ অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না করে জমি ক্রয়, সুদে টাকা খাটানোর মত অনুৎপাদন-শীল খাতে ব্যয় করে। ফলে, ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ভুমিহীনতার হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। যে সব কৃষকের নুন্যতম এক একর জমির মালিকানা ছিলো তারা কৃষক সমবায় সমিতি গুলোর সদস্য হতে পারতো।

কুমিল্লা উন্নয়ন মডেলে ভুমিহীন কৃষকদের অংশ গ্রহনের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে, কুমিল্লা মডেলের বাস্তবায়নের পরে ভুমিহীনদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মডেলের উপদেষ্টা মার্কিন তাত্ত্বিকগনের গ্রাম বাংলার ভুমি ব্যবস্থার রায়তি স্বত্ব, অর্থ ব্যবস্থায় মহাজনী ঋন প্রথা ও সামাজিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক মক্কেল **(Patron client)** সম্পর্ক বিষয়ে পরিস্কার ধারনা না থাকায় তারা কৃষকদেরকে আমেরিকান সমাজ ব্যবস্থার 'স্বাধীন পুজিবাদী কৃষক' হিসেবে ধরে নিয়ে কুমিল্লা মডেলের মত একটা উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে-যেখানে ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষক ও ভুমিহীনদেরকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। এ কারনে 'কুমিল্লা মডেল' গ্রামীন উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়।

৩.৬.১ -সম্বনিত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসুচী (আইআরডিপি- ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম) ঃ

গ্রামীন জনগনের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কুমিল্লা মডেল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পরিলক্ষিত ত্রুটি সমূহ দুর করার মাধ্যনে কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে সরকার ' সমন্বিত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী'' (আইআরডিপি) গ্রহন করে। এ কর্মসুচীর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছিলো কুমিল্লা মডেলের মত। অর্থাৎ এটিও ছিলো 'কৃষক সমবায় সমিতি' (কে, এস, এস) ও থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ)- এ দু'য়ের সমন্বয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ কর্মসূচীর ব্যাপক সম্প্রসারন ঘটে। কিন্তু কৃষক সমবায় সমিতিগুলো হতে ঋন প্রাপ্তির জন্য ভুমি মালিকানা শর্ত থাকায় এবং এ কর্মসুচীতে বর্গা চাষী, ভুমিহীন, ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষনে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় এটিও কুমিল্লা মডেলের মত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

কৃষক সমবায় সমিতি গুলোকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ধনী কৃষকদের একান্তসংঘ **(Closed clubs of kulaks)** হিসেবে আখ্যায়িত করে । (২২) সমন্বিত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসুচীর অধীনে গৃহীত সবুজ বিপ্লব উদ্যোগ হতে একই ভাবে বৃহৎ-চাষীরা উপকৃত হয় । তারা ও তাদের লাভের অর্থ সুদে খাটানো, ভূমি সন্নিবেশ করনের মত অনুৎ-পাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষকদের নিঃস্বকরন প্রক্রিয়ার গতি মন্থর না হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। এ সংকট দুরীকরনের লক্ষ্যে একই কর্মসূচীতে ১৯৭৪ সালে সমন্বিত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী' প্রথমবারের মত ভূমিহীনদেরকে এই কর্মসূচীতে কৃষক সমবায় সমিতি গুলোর অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.০৬.২ - ভূমিহীনদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম ঃ

ভুমিহীনদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সমুহের মধ্যে রিক্সা চালানো, গরু মোটা তাজাকরন, মৌমাছি চায, ধান ভানা, মৎস চায ইত্যাদি। কিন্তু বিত্তহীন সমবায় গুলোতে বিদ্যমান অবস্থা,ভূল পরীক্ষা, সঠিক মুল্যায়নের ও দিক নির্দেশনার অভাবে এবং সর্বোপরি ভুমিহীনদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করায় গ্রামীন অসহায় শ্রেনীর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ সফলতা বয়ে আনতে পারেনি। কৃষক সমবায় সমিতি ও থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সংস্থা গুলোর দ্রুত সম্পসারন ও প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে সংযোগের কারনে এ সব সংগঠনের আমলাতান্ত্রিকতা প্রসার লাভ করে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে সংগঠিত সমিতি গুলো গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে মাধ্যম না হয়ে নিজেরা লক্ষ্যে পরিনত হয়। গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীকে কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে আই আর ডি পি কে, বি আর ডি বি বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড, বা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নামকরণ করে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিনত করা হয়। এ বোর্ড নতুন কৌশল অবলম্বন করে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান করে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড, কৃষক সমবায় সমিতির (কে এস এস কার্যক্রমের পাশাপাশি অসহায় মহিলাদের জন্য মহিলা সমবায় সমিতি (এম এস এস) সহায় সম্বলহীনদের জন্য বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বি, এস, এস) নামক দুটি সংগঠনের উদ্দ্যোগ গ্রহন করে। পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীগুলোর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ন কর্মসুচী হলো গ্রামীন দরিদ্র কর্মসূচী।

গ্রামীন দরিদ্র কর্মসুচী এবং গ্রামীন ব্যাংকের আয় বর্ধন কর্মসংস্থান কার্যক্রম গুলো প্রায় একই ধরনের । এ গুলো নিম্নরুপ ঃ-

১। খাস জমিতে ধান উৎপাদন ২। ক্ষুদ্র সব্জি বাগান, ফলমুল ও মসলা উৎপাদন ৩। দুগ্ধবতী গাভী পালন, বাছুর মোটাতাজাকরন, ছাগল- হাঁস মুরগী -ও মৌমাছি পালন ৪। খাস পুকুরে , অন্যান্য জলাশয়ে ও ধান ক্ষেতে মৎস চাষ ৫। তাঁতের কাপড় তৈরী ও চাপমারা ৬। সেলাই ও পোষাক তৈরী। ৭। মাছের জাল তৈরী ৮। ধান- ডাল ভাংগানো ও চিড়া মুড়ি তৈরী ৯। চামড়ার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ ও নারিকেলের আঁশ শিল্প ১০। কৃষিজ ক্ষুদ্র ব্যবসা ও মুদি দোকান ১১। মৃৎশিল্প ও কাঠের কাজ ১২। তৈল ঘানি ১৩। রিক্সা চালনা, সাইকেল রিকসা, অটো রিকসা, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনা বেক্ষন ১৪। নৌকা, গরু, মহিষের গাড়ী, ভ্যান তৈরী, মেরামত ও রক্ষনা বেক্ষন প্রভৃতিঅ (২৩) সাধারনত মহিলাদের জন্য দুগ্ধবতী গাভী পালন, ধানও ডাল ভাঙ্গানো, ছাগল পালন ও হাঁস মুরগী পালন, বাছুর মোটাতাজাকরন, মুদি দোকান, ধান চালের ব্যবসা, চিড়ামুড়ি তৈরী, সেলাই ও পোষাক তৈরী, তাঁতের কাপড় তৈরী ও ছাপ দেয়া, মাদুর তৈরী, বাঁশ বেতের কাজ, মাছের জাল তৈরী ইত্যাদি অকৃষিজ আয় বর্ধনকারী কাজের জন্য ঋন প্রদান করা হয়ে থাকে।

কুমিল্লা মডেলের মত সমন্বিত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসুচী ও ব্যর্থ হবার পিছনে প্রধান দু'টি কারন হলো প্রথমত ঃ সরকারের দেয়া সুবিধাবলীতে ধনীদের সহজ অংশগ্রহন এবং ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকা। দ্বিতীয়ত ঃ উৎপাদনের উপর অত্যান্ত গরুত্ব প্রদান এবং এর বন্টনের সমতার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক শ্রেনীদ্বন্ধ, সামাজিক কাঠামো জলবায়ু, পয়ঃ প্রনালী ব্যবস্থা, ভূমিহীনতার মাত্রা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ইত্যাদি বিবেচনা না করে সর্বত্র একই পদ্ধতিতে এ কর্মসুচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৩.৬.৩ - স্বনির্ভর আন্দোলন ঃ

এ কর্মসুচী ১৯৭৫ সালে গৃহীত হয় ।এতে স্থানীয় সংগঠন প্রসাশন ও পরিকল্পনায় গ্রামীন জনগনের অংশ গ্রহন এবং জনগন ও সরকারী কর্মচারিদের সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদকে ব্যবহার করে জনগনের অভাব পুরনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় । এ কর্মসুচীর অধীনে গৃহীত প্রকল্প গুলোর মাঝে যশোরের 'উলশী-যদুনাথপুর প্রকল্প' একটি সফল উদ্যোগ ছিলো।এ প্রকল্পের প্রধান কর্মসুচী ছিলো

Dhaka University Institutional Repository

খালকাটা, এর উদ্দেশ্য ছিল, বন্যার পানি সহজে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং দরিদ্র জনগনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৩.৬.৪ ঃ স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ঃ

গ্রামীন জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মানের অভিপ্রায়ে জিয়াউর রহমান সরকার আশির দশকের প্রথম দিকে এ কর্মসূচী গ্রহন করে। এ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।প্রশাসনকে বিকেন্দ্রকিরন ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র সরকার গঠনে গ্রামীন জনগনকে কৃষিজীবি, ভূমিহীন মহিলা,যুবক ও অন্যান্য পেশাজীবি এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। (২৪) গ্রাম সরকারে তৃতীয় ভাবে সমাজের প্রতিটি শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব থাকার কথা ছিল। গ্রাম সরকার কর্মসূচীর কার্যক্রমের মাঝে ছিলো অধিক খাদ্য উৎপাদন, নিরক্ষরতা দুরীকরন, আইন শংৃখলা রক্ষা ও জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রন, কিন্তু গ্রাম সরকার কার্যতঃ স্থানীয় প্রভাবশালীদের একটি সংগঠনে পরিনত হয়। এ কর্মসূচী সম্যকভাবে বাস্তবায়িত হবার আগেই এরশাদ সরকার (১৯৮২) স্বনির্ভর গ্রাম সরকার কর্মসূচী বিলোপ সাধন করে।

৩.০.৬.৫ - দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের ভূমিকা (বেসরকারী প্রচেষ্টা) ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র্যতম দেশগুলির অন্যতম। এনজিওদের বাজার হিসাবে পরিচিত এদেশটিতে বিশ হাজারের ও বেশী এনজিও কাজ করছে। এদেশের সরকারী কর্মকর্তাদের দূর্নীতি ও কর্মে অবহেলা করার জন্য আজ বিদেশী সাহায্য উন্নয়ন কার্যক্রম ও এনজিওদের মাধ্যমে করা হয়। তারা আজ প্যারালাল সরকার অথবা সরকার নিয়ন্ত্রক। আজ উন্নয়নের এজেন্ট হিসাবে এনজিরা সমধিক সমাধৃত। দিন দিন তাদের দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতা বেড়েই চলেছে। এই ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসনের দূর্নীতী ও অদক্ষতাই সর্বাধিক দায়ী।

৩.০৭ - প্রাক স্বাধীনতা পর্ব ঃ

স্বাধীনতার পুর্বে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহের (এনজিও) কর্মতৎপরতা তেমন লক্ষনীয় ছিল না। ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা গতানুগতিকভাবে প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করে আসছিল। তার মধ্যে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী, সি, আর, এস ক্রিশ্চিয়ান মিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে মার্কিন কেয়ার সংস্থা পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকেই এতদঞ্চলে উন্নয়ন মুলক বিভিন্ন ধরনের গ্রামীন প্রকল্প সরকারের অনুমোদনে বাস্তবায়ন করে আসছিল। বিশেষ করে ১৯৭০ সালের উপকূলীয় ঘুর্নিঝড় ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর এ দেশের জনসাধারনের মধ্যে ত্রাণ, ঔষধ, স্বাস্থ্যসেবা ও আশ্রয় জনিত পুর্নবাসনের কাজে নিয়োজিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী এনজিও। মুলত সে সময় থেকেই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহ নিছক সেবা মূলক কর্মকান্ড থেকে উন্নয়ন মুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক অংশগ্রহন শুরু করে এবং দিন দিন তাদের কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশে বৃহৎ এনজিও সমুহ যেমন ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য ইত্যাদি এসময়ই সংঘবদ্ধ হয়। গ্রামীন ব্যাংক যেটি প্রকৃতপক্ষে এনজিও নয় কিন্তু এনজিও হিসাবে ব্যাপক ভাবে পরিচিত তেমন একটি সংস্থা, যা এ সময় পরীক্ষা- নিরীক্ষা শুরু করে। বর্তমানে এটি বিশ্ববাপী পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছে।

৩.০৮ - আশির দশক (১৯৮০-১৯৮৪) ঃ

১৯৮০ সালের পর থেকে এনজিওর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।বিশেষ করে গ্রামীন জনগোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষন, দারিদ্র্য বিমোচন সহ সামগ্রিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওরা বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহন করে এবং জনসাধারনের দোরগোড়ায় এদের সেবা ধর্মী কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিলক্ষিত হতে থাকে। (২৫)

৩.০৯ - বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সরকারী অধ্যাদেশ সমুহ ঃ (৩৬)

বাংলাদেশ সরকারের যে সকল বিভাগ, দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও বিষয়ক কার্যক্রমের ব্যাপারে নীতি নির্ধারন ও সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সমাজ কল্যান

Dhaka University Institutional Repository

অধিদপ্তর, অর্থমন্ত্রনালয়, অর্থনৈতিক বহিঃসম্পদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়, নিরাপত্তা দপ্তর সমুহ যেমন জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা দপ্তর এন, এস, আই, এস, বি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও বুরো, বেসরকারী সংস্থা বিষয়ে জারীকৃত প্রথম অধ্যাদেশ ছিল ১৯৬১ সালের **XLVI** নং অধ্যাদেশ।এই অধ্যাদেশে সমাজ কল্যান অধিদপ্তরের পরিচালককে বেসরকারী সংস্থা গুলোর অনুমোদন, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে বলা হয় কোন এনজিও যদি ভূয়া কাগজ পত্র দেখিয়ে রেজিষ্ট্রেশন নিতে চায় তবে তার শাস্তি স্বরুপ ৬ মাসের কারা দন্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে বেসরকারী বিষয়ে প্রথম অধ্যাদেশ জারী করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে। এর নাম হল, বৈদেশিক সাহায্য (স্বেচ্ছা কার্যক্রম) বিধি অধ্যাদেশ ১৯৭৮। ১৯৭৮ সালের ১৫ই নভেম্বর জারীকৃত এই অধ্যাদেশের অধীনে চার্চ সমুহকে ও অন্তর্ভূক্ত করা হয়।এর বিধানাবলী ছিল নিম্নরূপ।

ক) বেসরকারী সংস্থাকে অবশ্যই রেজিষ্ট্রীভূক্ত হতে হবে।

খ) বৈদেশিক সাহায্য গ্রহনের পূর্বেই সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

গ) সরকারী অনুমোদন ব্যাতিত কোন সংস্থা অধ্যাদেশ লঙ্গন করে অর্থ গ্রহন করতে চাইলে গৃহীত অর্থের দিগুন পরিমান অর্থ জরিমানা কিংবা ৩বৎসরের কারাদন্ড অথবা উভয় শাস্তি ভোগ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ঘ) কোন বেসরকারী সংস্থাকে আর্থিক অনুদান পেতে হলে প্রথমে সমাজ কল্যান দপ্তরের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে হবে। এর প্রক্রিয়া হিসাবে **FD From (Foreign Donation) FD From 1, FD- 2, FD- 4,** পুরন করা এই কর্মে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম, অর্থের উৎস ও ব্যবহার পদ্ধতির বিস্তারিত উল্লোখ করতে হবে।বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত **ERD** এর ষ্ট্যান্ডিং কমিটি পুনর্বিবেচনা করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সমাজ কল্যান দপ্তরের মহাপরিচালককে রেজিষ্ট্রেশন অথবা **FD** এর ব্যাপারে অনুরোধ জানাবে।

এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে চার্চভত্তিক এনজিও গুলোর কার্যক্রমকে খানিকটা নিয়ন্ত্রন করার এবং এরা যাতে সরকারকে বাদ দিয়ে দাতাদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে সরকারকে বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি এর ফলাফল হয় সম্পূর্ন বিপরীতটাই। স্বাধীনতার পরবর্তী সরকার যে কারনে এদেশের ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে একই কারনে তারা মুসলিম দেশ গুলির সাথে ও সম্পর্কচ্ছেদ করে পাশ্চাত্য মুখী বিশেষত সেক্যুলার মুখীনীতি গ্রহন করে এই সুযোগে চার্চভিত্তিক ও সেক্যুলার ও বামঘেযা এনজিওরা লাগামহীন প্রভাব বিস্তার করে যা আজ ও ক্রমাগত ভাবে বর্ধিত হচ্ছে।

১৯৭১-৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী বেসরকারী সংস্থার ময়দানে উপস্থিতি না থাকলে ও এ সময়ে ৯টি খৃষ্টান মিশনারী দল বাংলাদেশে প্রবেশ করে। (২৬) এই সকল মিশনারীদের মূল কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা। চার্চ ভিত্তিক সংস্থাগুলির তৎপরতা এই সময় বহুগুনে বেড়ে যায়। এ সময় এবং বর্তমানে ও তাদের দুঃস্থ্যদের সেবামূলক কার্যক্রম মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হলে ও তাদের মূল্যবোধ প্রচারনা, বিশ্বাস ও মোটিভেশন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রান জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় এদের ব্যাপারে একধরনের ঘৃনাও ক্ষোভ বিরাজমান।

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমাতাসীন হয়ে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী আনেন এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতির পরিবর্তন ঘটান। সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর প্রতি পূর্ন আস্থা ও বিশ্বাসের কথা সংযোজন করেন। মুসলিম দেশগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়ন ঘটান । এ সময়ে একদিকে তৈল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলি থেকে সাহায্য আসা শুরু হয় এবং ইসলামী বেসরকারী সংস্থাগুলি কাজ করতে শূরু করে। এক পর্যায়ে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক সংস্থাগুলি নিষিদ্ধ করার কথা সরকার ভাবলে ও দাতাদের চাপের মুখে তা পরিহার করেন।

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ, ক্ষমতা দখল করার পর সর্ব প্রথম দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেন। একই সাথে খৃষ্টান মিশনারী সংগঠনের তৎপরতা কমানোর এবং ইসলামী সংস্থাগুলির কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারনের কথা চিন্তা করেন। অনেকের ধারনা এতে মুসলিম দেশগুলির প্রভাব ছিল। বেসরকারী সংস্থা সম্পর্কিত এরশাদের জারীকৃত প্রথম অধ্যাদেশটি ১৯৮২ সালে জারী করা হয়। এই অধ্যাদেশে সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতিত অর্থ গ্রহনকারীদের শাস্তি ৩ বৎসর থেকে কমিয়ে ৬ মাস করা হয়। অবশ্য এতে সংস্থা কতৃক সরাসরি নিয়োগ দান, অর্থগ্রহন, বিতরন ও ভ্রমন সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের উপর কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। বেসরকারী সংস্থাকে বিদেশ থেকে কোন সুনির্দিষ্ঠ প্রকল্পে টাকা আনার জন্য অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধীন অর্থনৈতিক বর্হিসম্পদ বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হত। এই সব কড়াকড়ির কারনে বিদেশ নির্ভর সংস্থাগুলি চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা তাদের দাতাদের মাধ্যমে সরকারের উপর এই সব বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এমনকি ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দাতা দেশগুলির সম্মেলনে ৩ টি দাতা দেশ সরকারের বেসরকারী সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রন সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনার অন্তর্ভক্ত করেন। সরকার দাতাদের এই বলে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্য তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা নহে বরং সরকারী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং সমন্বয় সাধা করা। দাতারা আপাতত চুপ হয়ে গেলে ও পরবর্তী পর্যায়ে আরো বেশী চাপ সৃষ্টি করে সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এমতবস্থায় সরকার ও ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, এনজিওদের শক্তি এবং তাদের খুঁটি জোর কোথায় এবং দাতা সংস্থা ও এনজিওদের ক্ষেপালে অর্থনৈতিক সাহায্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সরকার ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এনজিওদের ব্যাপারে আর কোন ধরনের উচ্চবাচ্য করেননি, এমনকি কোন অধ্যাদেশ ও জারী করেননি। এই সুযোগে এনজিওগুলি বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং সরকারী নীতিমাল লঙ্গন করা শুরু করে। সরকারকে তোয়াক্কা না করার ধারাবাহিকতা আজজ ও চলে আসছে।সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলির দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ আনার এবং খরচের এই কাজ যখন ব্যাপক গতিতে চলছিল, সে সময়ে১৯৮৬ সালের ১৩ ই মে অর্থ মন্ত্রনালয়ের বহিঃসম্পাদ বিভাগের এনজিও শাখা এক সার্কুলারে জারী করেন।এবং ঘোষনা করেন, এটা সরকারের দৃষ্টি গোচর হয়েছে যে, অধিকাংশ এনজিও এবং তাদের এজেন্সী গুলো স্বেচ্ছা কর্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহনের বিষয়ে বিধৃত আইন মেনে চলছেন না। এটা সংশ্লিষ্ট সকলের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

১৯৮৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বহিঃসম্পদ বিভাগ এক নোটিশ জারী করেন,তাতে বলা হয় সকল বেসরকারী সংস্থাগুলো তাদের কর্মসূচীর পাশা পাশি নিজস্ব উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম অনুযায়ী অলাভজনক কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা উচিত। যাতে লক্ষিত জনগোষ্টি ৩ থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ পায়। এই সময় অর্থনৈতিক সম্পদ বহির্বিভাগকে এনজিও কতৃক বৈদেশিক অর্থ গ্রহনের ব্যাপারে এই সময়ে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এতে বেসরকারী সংস্থা সমুহ নাখোশ হয়ে উঠে। তারা প্রথমে মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এবং পরে তৎকালীন রাষ্টপতি হুসাইন মোঃ এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘোষিত অধ্যাদেশের বিধি নিষেধের কঠোরতা শিথিল করার দাবী জানায়।

উল্লেখিত দাবী বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৭ সালে ২৪ ও ২৫ শে জুন বাংলাদেশের এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা এডাব জাতীয় ভিত্তিতে দুই দিন ব্যাপী একটি সম্মেলন করে। এতে ৬ শতাধিক সংস্থার ১২০০ শত প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করে। ইড এস এইডের সহায়তায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে রাষ্টপতিকে প্রধান অতিথি করে কতিপয় দাবী আদায় করা হয়। প্রথম সরকারকে এনজিও সমন্বয় করার জন্য একটি সেল গঠন করা তৃতীয়তঃ পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য প্রতি বৎসর ৫ টি সংস্থাকে পুরুস্কৃত করা। (২৭) একই বৎসর ১লা জুলাই ভূমি মন্ত্রনালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ভূমিহীনদের মাঝে সরকারী জমি বন্টনে এনজিওদের সম্পৃক্ত করার কথা ঘোষনা করা হয়। জাতীয় সংসদের ৫২ জন বিরোধী দলীয় সদস্য এব বিরোধীতা করলে ঐ বৎসরের ২৮ শে সেপ্টেম্বর ভূমি সংস্কার মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খান এনজিওদের সম্পৃক্ত না করার কথা বলে মোটামুটি ভারসাম্য নীতি রক্ষার চেষ্টা চালান। এইভাবে সরকারের গৃহীত প্রতিটি, পদক্ষেপের সাথে এনজিওদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লড়াই চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০ - এনজিও কার্যক্রমের প্রকৃতি ও ধরন ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমুহ বহুমুখী উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিগত বছর গুলোতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন করছে উদাহরন হিসাবে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল।

টেবিলঃ ২.১ ঃ এনজিও ব্যুরো থেকে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩, পর্যন্ত খাত ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প।

ক্রমিক নং	সেক্টর/খাত	প্রকল্প সংখ্যা		
		৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩
১।	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন	৮২	৮২	১৫৪
২।	পরিবার পরিকল্পনা	৪৭	৫৫	১৮৫
৩।	আয়বর্ধন মূলক	৩২	৩৩	১৭১
৪।	স্বাস্থ্য	৩৮	৩৮	৭৬
৫।	মহিলা উন্নয়ন	৩৪	৮৮	২৩৮
৬।	শিক্ষা	৪৭	৫৮	
৭।	বয়স্ক শিক্ষা	০৭		
৮।	ত্রান ও পুর্নবাসন	২৪		
৯।	উদ্বুদ্ধকরন		১৩	৪০
১০।	কৃষি	১০	২	
১১।	মৎস ও পশুপালন	০৫	১১	২২
১২।	আইনী সহায়তা	১০	০৫	
১৩।	শিশু মঙ্গল	১১	০৯	
১৪।	অন্ধ পুর্নবাসন	১৪	০৫	০৫
১৫।	শিশু সদন	১১	১০০	৪৫
১৬।	বন ও পরিবেশ	০৭	১১	
১৭।	জন স্বাস্থ্য	০৫	০৫	
১৮	পল্লী ও শহর উন্নয়ন		১০০	৩০
১৯	অবকাঠমো নির্মান		১১	০২
২০	ত্রান ও পরিবেশ		১৫	৮২
২১	যুব উন্নয়ন		০১	৭৯
২২	মৎস্য		২৭	২৭
২৩	মানব সম্পদ উন্নয়ন			০১
২৪	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা			১৭
২৫	পানীয় জল ও পয়ঃ প্রণালী			
২৬	মাদকাসক্ত পুর্নবাসন			
২৭	অন্যান্য			
	মোট	৩৯৯	৬৭৯	১২১৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০.১ ঃ এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠা ঃ

১৯৮৮ সালে তৎকালীন সরকার সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষনা করার ফলে চার্চভিত্তিক এবং স্যাকুলার সংস্থা গুলি ভয় পেয়ে যায় পাছে তাদের অবাধ ও বেপরোয়া কার্যক্রমে কোন ধরনের বাধা এসে না যায়। এ সময় দেশব্যাপি ভয়াবহ বন্যার ধরুন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে ত্রান ও পুর্নবাসন কার্যক্রমে বিদেশী দাতাদের নিকট এনজিওদের কার্যক্রমে ব্যাপক সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং সরকারের প্রশাসন দূনীতি ও অদক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে। বিদেশী দাতারা সরকারকে বাদ দিয়ে এনজিওদের আর্থিক সাহায্য করে। এতে তারা অধিক পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্বে গঠিত মন্ত্রনালয় বিভাগের এনজিওদের বিলুপ্ত করে ১৯৯০সালের জুলাই মাসে বেসরকারী সংস্থা সমুহের তাবৎ কার্যক্রম অনুমোদন তত্বাবধান, সরকারী আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রধান হিসাবে একজন ডাইরেক্টর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। যা এনজিও গুলোকে তত্বাবধানের যাবতীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা গুলির মধ্যে প্রধান। এনজিও ব্যুরোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব, এম, এ মান্নান বলেন, সরকারের এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল সারাদেশে অসংখ্য এনজিওর কর্তব্য ও কাযংক্রম নির্দিষ্ট করন, কার্যক্রমের সচ্ছতা আনয়ন, পরীক্ষা নীরিক্ষা এবং সর্বপরি বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তি ও তার সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৮সালে বৈদেশিক অনুদান আইন প্রনয়ন করা হয়। এরপর ৯০এর জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত হয় এনজিও ব্যুরো। (২৮)

৩.১০.২ - এনজিও কার্যক্রমের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঃ

৭০-এর দশকের শুরুতে দক্ষিন বাংলায় সমুদ্র উপকুলবর্তী বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী জলোচ্ছাস ও ঘুর্নিঝড় বিধ্বস্ত জন পদে নিগৃহীত মানুষের তাৎক্ষনিক সমস্যা সমুহ নিরসনের নিমিত্তে স্বল্প পরিসরে যে এনজিও কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়, তা এখন আর শুধু ত্রানকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম , উন্নয়ন বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নের এক শক্তিশালী কর্মসুচী হিসাবে বিকশিত হয়েছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন কর্মতৎপরতার সাথে এনজিও সমুহ সামগ্রিক ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই এনজিও কার্যক্রমের বিকাশ ধারার একটি তুলনামুলক চিত্র নিম্মোক্ত ছকে তুলে ধরা হল।

টেবিলঃ ২.২ ঃ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত এনজিও সমুহ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সমুহের জন্য নিদ্ধারিত ব্যয়ের পরিমান ঃ

সময়কাল	অনুমোদিত অর্থের পরিমান	এনজিও সংখ্যা		মোট	অনুমোদিত প্রকল্প
		দেশী	বিদেশী		
জুন, ৯০-ডিসেঃ৯০	২৭০,৩১,৫৪,৩০৭/৭৫	৩৯৫	৯৯	৪৯৪	২৩৮
জানু,৯১- ডিসেঃ৯১	১১৮০,৪৯,০৪,৯৮২/৭৬	১২৭	১২	১৩৯	৫৯৩
জুন, ৯০ -ডিসেঃ৯১	১৪৫০,৮৭,৫৯,২৯০/৫১	৭৫	১৫	৯০	৮৩১
জানু, ৯২- ডিসে-৯২	১৪২৯,৯০,৪৫,৯৮৩/৭৭	১৪৮	০৮	১৫৬	৫৪০
জুন, ৯০-ডিসেঃ৯২	২৮৮০,৭৮,০৫,২৭৪/২৮	৭৪৫	১৩৪	৮৭৯টি	১৩৭১
জানু, ৯৩- ডিসে,৯৩	১৬৬,২১,৮১,৮৮৮/৩৪				৫৯০
জুন, ৯০-ডিসেঃ৯৩	৩৮৪৬,৯৯,৮৭,১৬২/৬২				১৯৬১
জানু, ৯৪-ডিসেঃ৯৪	২১১১,২২,৮৬,৯৯০/৫০				৫২৭
জুন,৯০-ডিসেঃ৯৪	৬০৩৮,২২,৭৪,১৫৩/১৬				২৪২৮

(মোট ঃ প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা)

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ছকে যে সমস্ত এনজিও কার্যক্রমের তালিকা সন্নিবেশিত করা হয়েছে সে গুলি শুধু এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে নিবন্ধীত। এ ছাড়া ও সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগসমুহ অন্যান্য সরকারী বিভাগের সাথে প্রায় ২০ সহস্রাধিক এনজিও নিবন্ধিত হয়ে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে স্থাপিত পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ১০৫ টি বাংলাদেশী এনজিওর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রাখছে। এ যাবৎ পি কে এস এফ ৪৩,৩৭,৮৯,৫০০০০/ টাকা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঋন কার্যক্রম পরিচালনায় বিনিয়োগ করেছে।

৩.১০.৩ - এনজিওদের উন্নয়ন ক্ষেত্র সমুহ ঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও সমুহ বর্তমানে যে তাৎপর্যপূর্ন ও অর্থবহ ভূমিকা রাখছে তার খাতওয়ারী একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন নিম্নে বিধৃত হলঃ

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত জনবিস্ফোরন নিয়ন্ত্রনে আনয়ন এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশাল নিরক্ষর ও অসংগঠিত জনগোষ্ঠির মাঝে যে কার্যক্রম চলছে এবং গনসচেতনতা সৃষ্টির যে কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকার গ্রহন করেছেন, তা দেশে ও বিদেশে ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অর্জিত বিশাল সাফল্যে এনজিও ও সমুহ গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছে এ কথা সর্বজনবিদিত।

৩.১০.৪ - বেকারত্ব দুরীকরন ঃ

এ দেশের প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা বিস্ফোরন রোধে প্রায়োগিক কার্যক্রম গ্রহনের পাশাপাশি আরেকটি অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকারত্বে পতিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের সম্মুখে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টিসহ আত্মকর্মসংস্থানের যে টেকসই সম্ভাবনার দ্বার এনজিওরা উন্মোচন করেছে তা বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সুদুর প্রসারী সুফল বয়ে আনবে একথা নিদ্বিধায় বলা যায়। বেকারত্বের এই সর্বব্যাপী অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তিদানের মহান ব্রতে এনজিও সমুহ নিম্নোক্ত দুটি উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে বেকারত্ব দুরীকরনে সহায়তা প্রদান করেছে।

চাকুরী সৃষ্টি ঃ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমুহ এদেশের বেকার লোকদের একটি বিরাট অংশকে চাকুরীতে নিয়োগদানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানের সুষ্ঠু ভুমিকা পালন করছে। দিন দিন যতই এনজিওর সংখ্যা বাড়ছে ততই বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সৃষ্টি হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এ পর্যন্ত এনজিও সেক্টরে ২ লক্ষেরও বেশী লোক চাকুরী নিয়েছেন। এ সকল চাকুরীজীবির এক বৃহৎ অংশ মহিলা। (৩১)

স্ব-কর্ম সংস্থান ঃ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলি কেবল মাত্র চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। গ্রাম বাংলার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠি যাদের একমাত্র সম্পদ কায়িক শ্রম তা পুর্বে বিক্রির কোন সুযোগ ছিলনা, ছিল না সমান্য মুলধন যা দিয়ে একটি জাল কিনে মাছ ধরে অথবা অন্য কোন ছোট খাটো ব্যবসা পরিচালনা করে ঘরের অন্নের সংস্থান করবে, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহ এসব লোকদেরকে সামান্য পুঁজি প্রদান ও আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন দিয়ে বিধবা থেকে শুরু করে কামার, তাঁতী, কৃষক , জেলে এরকম এক কোটির বেশী লোককে দিয়েছে স্ব-কর্ম সংস্থানের সন্ধান। এর ফলে কম করে হলে, ৩ থেকে ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন এই বিশাল জনগোষ্ঠীর পুর্বে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুলধারার বাইরে অবস্থান ছিল। এনজিওদের দেয়া স্বল্পপুঁজি ও প্রশিক্ষন এদেরকে অর্থনৈতিক মুলধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আশার সুযোগ করে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০.৫ - শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ সরকার ''সবার জন্য শিক্ষা'' কর্মসুচী ইতোমধ্যে হাতে নিয়েছে। সরকারী কর্মসুচীর পাশাপাশি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ ও শিক্ষা কর্মসুচীর প্রসার ঘটাচ্ছে ব্যাপকভাবে। এক হিসাবে দেখা গেছে, বেসরকারী সংস্থাসমুহ ও শিক্ষাকর্মসুচীর প্রায় ১ লক্ষ স্কুল পরিচালনা করছে। এই ১ লক্ষ স্কুলে কম করে হলেও ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। তাছাড়া এন জি ও সমুহের রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসুচী, যার মাধ্যমে বয়স্কদেরকে দেয়া হচ্ছে শিক্ষার আলো। ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনিন স্বাক্ষরতা অর্জনের জাতীয় অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করতে হলে এনজিওদের সহায়তা প্রয়োজন হবে বলে নিংসন্দেহে বলা যেতে পারে।

৩.১০.৬ - বনায়ন ঃ

বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ বৃক্ষরোপন কর্মসুচীর মাধ্যমে পথে প্রান্তরে বিপুল পরিমান বৃক্ষরোপন করছে। এ কর্মসুচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা এ ক্ষেত্রে সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন সহ দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিরাট ভুমিকা রাখছে।

৩.১০.৭ - স্বাস্থ্য, পানীয় জল, সাইক্লোন সেন্টার নির্মান,কুটির শিল্প ঃ

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অঙ্গিকার হল ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এনজিও সমুহ শহর থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক এনজিও পরিবার পরিকল্পনা, কুষ্ঠ রোগ নিরাময়, শিশু ও মায়ের সেবা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরাট এক জনগোষ্টির মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের এক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দাবী করা অসঙ্গত হবেনা যে জাতির প্রধান সম্পদ ''মানব সম্পদ'' উন্নয়নে এনজিওরা সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৩.১০.৮ - বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ঃ

পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে প্রতিটি অঞ্চলে নিদিষ্ট দুরত্বে টিউবওয়েল স্থাপন ও স্বল্পমুল্যে লেট্রিন স্থাপনে সরকার ও ইউনিসেফ যৌথ কর্মসূচীর সমান্তরাল কর্মসূচীর মাধ্যমে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহ বাংলাদেশ সরকারের ''সবার জন্য পানীয় জল'' ও গ্রামীন লেট্রিন স্থাপন কর্মসুচী বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশ গ্রহন করছে। বর্তমান বছরে বাংলাদেশে এনজিওরা গ্রামাঞ্চলে বিশ লক্ষ লেট্রিন স্থাপন করবে এর জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে ৪০ কোটি টাকা মুল্য, ভর্তুকী হিসাবে মঞ্জুরী পাবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এ কাজে সরকারের পক্ষে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে।

৩.১০.৯ - ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও ত্রান কার্যক্রম ঃ

বন্যা দুর্গত ও উপকুলীয় জলোচ্ছাসের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের নিমিত্তে উপকুলীয় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে অনেক সাইক্লোন সেন্টার, যার মাধ্যমে অসহায় ও আশ্রয়হীন মানুষকে দেয়া হয়েছে আপতকালীন আশ্রয়ের ব্যবস্থা। এনজিওরা এ পর্যন্ত উপকুলীয় জেলা সমুহে ২৭০ টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে। (৩২)

৩.১১ - পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ঃ

গঠন ঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশ সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ন খাত। সরকার এই জন্য ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ হিসাবে এবং নিজস্ব সত্তা ও ভাবমূর্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ১৯৯০সালে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করেন। তৃনমূল পর্যায়ের দারিদ্র্য বিমোচন ও মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রামের ব্যাপক ভিত্তিক সহায়তা দান এর অন্যতম লক্ষ্য। ফাউন্ডেশন লক্ষিত জনগোষ্টির মাঝে তাদের কর্মসূচীকে বিস্তৃত

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য সম্ভাবনাময়ী এনজিওদের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। ফাউন্ডেশনের পরিভাষায় এদেরকে সহযোগী সংস্থা **(Patner Organization)** বলে।

সহযোগী সংস্থা ঃ ফাউন্ডেশনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল গ্রামীন দারিদ্র্য দূরীকরন, সঞ্চয়ী গ্রুপ তৈরি, জামনত বিহীন ঋণদান। ফাউন্ডেশন ১৯৯৫ - ৯৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট ১২৬টি সংস্থাকে সহযোগী সংস্থা হিসাবে নির্বাচন করে। এর মধ্যে ২৩টিকে ১৯৯০ - ৯১ সালে, ২৭টিকে ১৯৯১ - ৯২ সালে, ৩১টিকে ৯২ - ৯৩ সালে, ১৮টিকে ৯৩ - ৯৪ সালে, ১৫টিকে ৯৪ - ৯৫ সালে, ২২টিকে ৯৫ - ৯৬ সালে নির্বাচন করা হয়। নতুন নীতিমালার ভিত্তিতে ফাউন্ডেশান ১৯৯৬ - ৯৭ সালে আর ও ২২টিকে নির্বাচন করায় এই পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের সহযোগীর সংখ্যা ১৪৮টিতে দাঁড়ায়।

অর্থ বন্টন ঃ ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসর পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বাজেট ছিল ১১২,৯৮৫কোটি টাকা। তার মধ্যে এই সময়ে টাকা বন্টন করা হয় মাত্র ৯৭,১৮৫কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের বাজেট বাস্তবায়িত হয়নি।

তহবিলের উৎস ঃ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন গঠনের পর প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশ সরকার প্রারম্ভিক তহবিল হিসাবে ১১০কোটি টাকা প্রদান করে। ১৯৯৬ - ৯৭ সালে ফাউন্ডেশন সরকারের সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে মাইক্রো ফাইন্যান্স এর জন্য আইডি এর সহায়তায় চুক্তি স্বাক্ষর করে ২১৫কোটি টাকা সরকার থেকে এবং ২৮.৫৭কোটি টাকা আইডি এর কাছ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহন করে। ৩৫কোটি টাকা **USAID** থেকে মঞ্জুরী হিসাবে একই সময়ে লাভ করে। এডিবির সাথে পিকেএস, এফ পশু সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। (৩৩)

উপকারভোগীদের সংখ্যা ঃ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদৃঢ় ও কঠোর নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করে চলছে। প্রথমে সহযোগী সংস্থা হিসাবে বাছাই করে তাদের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠির মাঝে ঋণ বিতরন করা হয়। এই পর্যন্ত সর্বমোট ১৪৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বমোট ৫৩টি জেলার ৩০৪টি থানার ১৫৮০টি ইউনিয়নের ২০,৬৩১টি গ্রামে কাজ করেছে। ১৯৯৬ - ৯৭ সাল পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের সর্বমোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা হল ৬,৭২,১১৯জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬,০৪৯১জন, এর শতকরা হার ৯%এবং মহিলা ৬,১১,৬২৮জন। যার শতকরা হার হল ৬১%। (৩৪)

৩.১২ - বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড **(BRDB)** ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহত্তম সংস্থা। পল্লী এলাকার জনগনকে সমবায় এবং অনানুষ্ঠানিক দলে সাংগঠনিক সংগঠিত করা এর মূল লক্ষ্য। বৃত্তহীন জনগোষ্ঠি, পল্লীর পেশা জীবি শ্রেনী, মহিলা ও কৃষকদের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি এর অন্যতম কাজ। বিআরডিবির কর্মসূচীর আওতায় এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশ ঘটেছে এবং ১৯৭২সাল থেকে জাতীয় ভাবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামীন জনগনের ভাগ্যন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কুমিল্লা মডেল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পরিলক্ষিত ত্রুটি সমুহ দুর করার মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৭০সালে সরকার সমন্বিত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী (আই,আর,ডিপি) গ্রহন করে। কুমিল্লা মডেলের মত এখানেও দুই স্তর বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছিল। থানা কৃষক সমবায় সমিতি **(KSS)** ও থানা সমবায় সমিতি **(TSS)**। গ্রামোন্নয়নের এই কর্মসূচীকে সাময়িক ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২সালের ডিসেম্বর মাসে আই, আর, ডিপি কে বিআরডিবিতে রুপান্তর করে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিনত করা হয়। মূল কার্যক্রম ছাড়া ও বোর্ড বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার অধিকাংশই দাতা সংস্থার অর্থায়ন পুষ্ট। প্রায় ৬,৯১৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্রকল্প সমুহের বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। দেশের ৬৪টি জেলার অধীনে ৪৬৫ থানার কর্মকান্ড দেখা শোনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিআরডিবির ৫৭টি জেলা দপ্তর রয়েছে। থানা পর্যায়ে কতিপয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের স্বতন্ত্র অফিস থাকলেও জেলা পর্যায়ের ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান রাজস্ব কাঠামো ও নুন্যতম জনশক্তি ও লজিষ্টিক ব্যবহার করা হয়, যাতে করে স্বল্পতম ব্যয়ে প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা অভিষ্ট জনগোষ্ঠির নিকট পৌছে দেয়া যায়।

বিআরডিবির **(BRDB)** কার্যক্রম ঃ বিআরডিবির কার্যক্রম দুটি অংশে বিভক্ত। মূল কর্মসূচী ও প্রকল্প নিম্নোক্ত খাত সমুহ নিয়ে এর মূল কর্মসূচী গঠিত ঃ-

১। কে এস এস ও টি সিসি এ গঠন।

২। কে এস এস ও টি সিসি এর কার্য্যাবলীর উন্নয়ন। এর মধ্যে রয়েছে ঃ-

(ক) পুঁজি গঠন
(খ) ঋণ কার্যক্রম
(গ) সেচ কার্যক্রম
(ঘ) শিক্ষা প্রশিক্ষন ও সম্প্রসারন
(ঙ) বাজার জাতকরন ও ব্যবসায়ীক কার্যক্রম
(চ) থানা পল্লীভবন, গুদামঘর প্রভৃতি নির্মান, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন

৩। বোর্ডের প্রকল্প অঙ্গের কার্যাবলী নিম্ন রূপ ঃ

(ক) টিবি সিসিএ, বিএসএস, এম বিএসএস ও আনুষ্ঠানিক দল সমুহের কাজকর্ম বিকাশে সহায়তা প্রদান। এর মধ্যে রয়েছে ঃ

(!) মূলধন গঠন
(!!) দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষন।
(!!!) গরু মোটাতাজা করন, ছাগল পালন, হাঁস মুরগী পালন, ধান ভানা, রিক্সা ও ভ্যান গাড়ী টানা, সেলাই, পারিবারিক সব্জি বাগান, মৌমাছির চাষ, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরন, বাঁশ বেতের কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধন মূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরন ও অর্থের যোগান দান করা।

পল্লীর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির দক্ষতা উন্নয়ন ও উপার্জনের সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বোর্ড দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর অধীনে বিভিন্ন শ্রেনীর বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণ প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রমের বৈশিষ্টাবলী নিম্ন রূপ ঃ

১। সঙ্গায়িত বিত্তহীনদের নিয়ে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠন।
২। দলীয় শৃঙ্খলা, দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান।
৩। আয় বর্ধন মূলক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান।
৪। সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে নিবিড় তত্বাবধান।
৫। মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়।
৬। শতকরা ১০০ভাগ ঋণ আদায়।
৭। বর্ধিত হারে মহিলাদের অংশ গ্রহন।

বাংলাদেশে রুরাল ডেভলাপমেন্ট বোর্ড সারা দেশে ৪৬৫টি থানায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সম্প্রসারিত করে কাজ করছে। উল্লেখিত থানা সমুহে কৃষক সমবায় সমিতি বৃত্তহীন পুরুষ, মহিলা সমিতি, মহিলা সমবায় সমিতি ইনফরমাল গ্রুপ সহ সর্বমোট ১,২০,৮৩৪ টি সমিতির ৩৮,২৩,৫৩৭জন সদস্য নিয়ে কাজ করছে। কেবল মাত্র ১৯৯৬ - ৯৭ অর্থ বছরে ১,৭২,৮৭৮.৬২লক্ষ টাকার ঋণ বন্টন করা হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে ১,৫৮,৭৬০.৫০ লক্ষ টাকার ঋণ আদায় যোগ্য ছিল। তবে ঋণ আদায় করা হয় ১,২১,৩৩১.৯০লক্ষ টাকা। আদায়ের হার শতকরা ৭৮%। (৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি মোটামুটি ভাবে বাস্তব কর্মসূচীর ভিত্তিতেই কাজ করে যাচ্ছে। তবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কার্যকরী ভুমিকা মূল্যায়নে সংস্থাটি ত্রুটি মুক্ত নহে। কারন সরকারের একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা হিসাবে সামগ্রীক ভাবে যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা সহ সকল এনজিওর আদায়ের হার যেখানে ৯৮% ভাগ সেখানে এই সংস্থাটির গড় আদায়ের হার হল মাত্র ৭৮%। একই ময়দানে একই জনগোষ্ঠির মাঝে একই পদ্ধতিতে কাজ করে এই তারতম্যের কারন আসলে গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করার অভাব হিসাবে গন্য করা যায়।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ধারাকে আরও বেগবান ও টেকসই রাখার লক্ষ্যে সরকারের ব্যাপক কার্যক্রমের পাশাপাশি এনজিওদের সক্রিয় ভুমিকা বাংলাদেশের সামগ্রীক আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুদুর প্রসারী ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে। এ কথা এখন জোরের সাথেই বলা যেতে পারে, তবে এই জন্য নীতি নৈতিকতা ও দেশ প্রেমের ভুমিকা হবে অগ্রগন্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। **Statistical year book 1996**

২। **BRAC Report 1993-(Dhaka BRAC Publication)**

৩। মুহাম্মদ শহীদুল আলম, দারিদ্র্য বিমোচনে জনপ্রশাসনের ভূমিকা

৪। বিশ্ব দারিদ্র্য এবং বাংলাদেশ শাহীন রহমান দৈনিক সংগ্রাম ৩০শে অক্টোবর ১৯৯৭

৫। **Annual Report Assian Development Bank 1997.**

৬। দারিদ্র্য দূরীকরন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এম, এ, কামাল (পরিচালক)

৭। দারিদ্র্য বিমোচনে জন প্রশাসনের ভূমিকা ঃ মুহাম্মদ শহীদুল আলম

৮। দারিদ্র্য বিমোচনে আবাসন ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

৯। ৬। দারিদ্র্য দূরীকরন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এম, এ, কামাল (পরিচালক)

১০। বিশ্ব দারিদ্র্য ও বাংলাদেশ শাহীন রহমান ২৩শে অক্টোবর ১৯৯৭

১০। কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের দারিদ্র্য স্বরূপ ও সমাধান ঃ ঢাকা

১১। মুহাম্মদ শহীদুল আলম, দারিদ্র্য বিমোচনে জনপ্রশাসনের ভূমিকা

১২। প্রাগুক্ত

১৩। কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের দারিদ্র্য স্বরূপ ও সমাধান ঃ ঢাকা

১৪। **Poverty crodication an Islamic Perspective A.H. M. Sadeq**

১৫। বিশ্ব দারিদ্র্য ও বাংলাদেশ শাহীন রহমান ২৩শে অক্টোবর ১৯৯৭

১৬। বাংলাদেশে শিল্পে মন্থরতা আবুল কাশেম দৈনিক ইত্তেফাক ১৪/১/৯৬

১৭। দৈনিক সংগ্রাম ১৪/৩/৯৫ইং

১৮। দৈনিক সংগ্রাম ১৩/১০/৯৫

১৯। বিশ্ব দারিদ্র্য এবং বাংলাদেশ শাহীন রহমান ২৩/১০/৯৭

২০। ডঃ মুহাম্মদ ইউনস, ভোরের কাগজ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

২১। এইচ, এম, আমিনুর রহমান দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহের ভূমিকা ব্রাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি মুল্যায়ন ২৫ পৃষ্ঠা

২২। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ পরিকল্পনা কমিশন

২৩। দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮-৮০ বাংলাদেশ পরিকল্পনা ভূমিকা

২৪। ৩য় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০

২৫। দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের ভূমিকা ও বর্তমান কার্যক্রম মোঃ মমিনুল হক ভূঁইয়া , পরিচালক এনজিও বিষয়ক বুরো

২৬। **Nazmul Ahsan Kalimullah, NGO. Government Relation on Bangladesh from 1971-90 in Development Review . VOL. 3Number 2July 1991 vol. 4Number 1January 1992 P-P 162-63.**

২৭। **Nazmul Ahsan Kalimullah. NGO Government Relationship in Bangladesh P.165**

২৮। এম, এ মান্নান, ভোরের কাগজ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

২৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা মোঃ মমিনুল হক ভূঁইয়া পরিচালক এনজিও বুরো

৩০। **Computer Department NGO affairs Bureah.**

৩১। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা মোঃ মমিনুল হক ভূঁইয়া পরিচালক এনজিও এফেয়ার্স বুরো

৩২। প্রাগুক্ত

৩৩। **Annual Report Pallikarmo Sahayak Foundation 1996-97**

৩৪। **Ibid**

৩৫। বর্ষিক রিপোর্ট ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী মডেল

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

৪.০০ - ভূমিকা ঃ

ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান, মানব জীবনের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক দিক নির্দেশনা ও সমাধান। সুতরাং মানব জীবনের অপরিহার্য একটি দিক হল, তার মৌলিক চাহিদা পূরন করা। এই ক্ষেত্রে ইসলাম বিষয়টিকে অত্যান্ত গুরুত্বের চোখে দেখছে। ইসলামী সরকার মৌলিক ভাবে এই বিষয়ে দায়িত্বশীল এবং সরকারের সহযোগিতার জন্য পরিস্কারভাবে কতগুলি পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছে, এবং এই বিষয়ে কতগুলি বিধানের ব্যবস্থা রেখেছে যাতে করে অতি সহজেই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরন করা যায়, এবং দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে তাকে রেহাই দিতে পারে। একটি কল্যানমূলক ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের পাশাপাশি ইসলাম যাকাত, ওশর, খারাজ, মিরাস, ওসিয়ত, সাদাকায়ে ফিতর, কাফফারা, সাদকা, করজে হাসানা, কুরবানীর গোস্ত ও চামড়া, এবং বাই মেকানিজম সমুহের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার বিধান দিয়েছে। ইসলামের এই বিধানের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই সব বিধানের যথার্থ বাস্তবয়নের দরুন আজকের মত এত দারিদ্র্যবস্থা ছিল না। আজকের এই সময়ে ইসলামী বিধান সমুহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারি।

৪.০১ - দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী মডেল ঃ

মানুষের শ্রষ্টা জীবন মৃত্যুর মালিক ও রেজেক দাতা হিসাবে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন এবং তাঁর প্রেরিত মহান পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মডেলের নির্দেশনা দিয়েছেন। সামগ্রিক ভাবে এই মডেলের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায় ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। কেননা মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে এমন যে, তাকে বার বার স্মরন করিয়ে না দিলে অথবা মটিভেশন না করলে অথবা আইনের বেড়াজালে বাধ্য না করলে অনেকেই তা মেনে নিতে চায়না।অন্য দিকে আরো বড় কথা হল, সামাজিক পরিবেশের অভাবে অনেক বিধান মানা যায়না। অথবা কোন ভাবে কেউ মানতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে তা আবার অন্তসার শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং যদি রাষ্ট্রীয় ভাবে এই সব মডেলের বাস্তবায়ন করা যায়, তবে ইসলামের নির্দেশিত দারিদ্র্য বিমোচনের সকল পন্থাকে মডেল হিসাবে কার্যকরী করা যাবে।

আবার যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন বা কার্যকরী করা না যায়, তবে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র সমষ্টিগতভাবে তার কিছু কিছু বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। উদাহরন স্বরূপ পবিত্র কোরআনে যাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য যে বিধানের কথা অতি পরিস্কার ভাবে বলেছে তা কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় ভাবে কার্যকরী করার কথা বলা হয়েছে। অথচ ব্যক্তিগত ভাবে তা আদায়ের ফলে একদিকে যে পরিমান যাকাত আদায় হওয়ার কথা ছিল, তা আদায় হচ্ছে না। যার ইচ্ছা তিনি দিচ্ছেন আবার অনেকে ঠিকমত আদায় করছেন না।অন্যদিকে বণ্টনের ক্ষেত্রে ও দেখা যায়, ইসলামের নির্দেশিত বিধানের বদলে ব্যক্তির ইচ্ছার বাস্তবায়ন হচ্ছে সর্বাংশে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বার্থের বাস্তবায়নের কাজে লাগানো হচ্ছে যাকাতকে। সুতরাং ফল দাঁড়াচ্ছে যাকাত আদায়ের এই পন্থায় দারিদ্র্য এক চুল পরিমান ও কমেনি এবং কমা কখনো সম্ভব ও নহে। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায়, কোন একটি পরিবারের একজনকে একশত টাকা যাকাত হিসাবে দেয়া হলে সে হয়ত ৫ কেজি চাল আধাকেজি ডাল এককেজি লবন ক্রয় করতে তার সব টাকা শেষ হল,এতে ঐ পরিবার ২/৩ দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারন হলে ও তার দারিদ্র্যবস্থার কি কোন পরিবর্তন হল? অথচ রাষ্ট্রীয় ভাবে আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা থাকলে প্রথমে তাকে আত্ম নির্ভরশীল হবার জন্য ওরিয়েন্টেশন এবং মটিভেশনের ব্যবস্থা করতে হত এবং এতে তার দারিদ্র্য অর্ধেকই কমে যেত এর একশত টাকার পরিবর্তে যদি তাহাকে আয় করে খাওয়ানো মত পুঁজি সরবরাহ করা হত। এতে আশা করা যায় যে, ঐ পরিবারে পরের বৎসর যাকাত দেয়ার দরকার হত না। অতএব একথা পরিস্কার ভাবে বুজা যায় যে, ইসলামী মডেল সমুহের সর্বোত্তম বাস্তবায়ন ও সুফল লাভ করা যায়, কেবল মাত্র এর রাষ্ট্রীয় ভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম বিভিন্ন ধরনের মডেলের ব্যবস্থা রেখেছে, যেন দারিদ্র্য নামক মানুষের দানব রূপী শত্রুটিকে সামাজিক ভাবে পরাস্থ করা যায়, দেখা যায়, এই ব্যবস্থাগুলির সব কয়টি একই ব্যক্তির উপর একই সময়েও কার্যকরী হচ্ছে। কারন হল দুঃখী মানুষের দুঃখ ঘোচানো। ইসলামে বৈধ পন্থায় মানুষ যত খুশী ও যত সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু সে যেন সম্পদের পাহাড় গড়তে না পারে, আর একদল লোক যেন না খেয়ে মরার উপক্রম না হয়, সে জন্য তার উপর প্রতমত ফরজ বিধান দ্বিতীয়ত ওয়াজিব বিধান তৃতীয়ত নফল বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।প্রতিটি বিধানের লক্ষ্য একটাই আর তা হল দারিদ্র্য বিমোচন। নিম্মে ক্রমাগত ভাবে ইসলামের নির্দেশিত দারিদ্র্য বিমোচন মডেলটি তুলে ধরা হল।

প্রথমত ঃ ফরজ ২টি যাকাত, ওশর
দ্বিতীয়ত ঃ ওয়াজিব ৪টি সাদকায়ে ফিতর
তৃতীয়ত ঃ নফল ৪টি সাদকায়ে ফিতর
চতুর্থত ঃ বাই মেকানিজম সমুহ

৪.০১.১ - যাকাত (ফরজ বা ওয়াজিব পদ্ধতি সমুহ) ঃ

যাকাত আরবী শব্দ। যার অর্থ হল পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং বর্ধিত হওয়া। (১) নিজের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বন্টন করাকে যাকাত বলা হয়। যেহেতু যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধন সম্পত্তি যেমন পরিশুদ্ধ হয় অন্য দিকে তেমনি আত্মার পরিশুদ্ধি ও ঘটে থাকে। সে জন্য ইহাকে যাকাত বলা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রদত্ত ধন সম্পদ তাহার বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করেনা তাহার সমস্ত ধন অপবিত্র এবং সেই সঙ্গে তাহার নিজের মন ও আত্মা পংকিল হইতে বাধ্য। কারন, তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার নাম মাত্র বর্তমান নাই। তাহার দিল এত দূর সংকীর্ন, এতদূর স্বার্থপর এবং এতদূর অর্থপিশাচ যে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে তাহার মন কুন্ঠিত হয়। এই ধরনের লোক না সঠিক ভাবে আল্লাহর ইবাদত করিতে পারে তাহার অর্থে দূখী, দরিদ্র, অনাথ, আতুর, মিসকিনরা কোন ধরনের উপকৃত হতে পারে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করেনা, তাহার দিল নাপাক, আর সেই সঙ্গে তাহার সঞ্চিত ধনমাল ও অপবিত্র। তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। (২) আবার যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির সম্পত্তিকে আল্লাহ দুনিয়াতে বৃদ্ধি করে থাকেন। আবার যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাহার সম্পত্তি পরকালে ও বৃদ্ধি হতেই থাকে, সেজন্য ইহার আরেক অর্থ বর্ধিত হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া, এ কারনে ইহাকে যাকাত বলা হয়। (৩)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন, " তাহাদের নিকট হইতে তুমি যাকাত গ্রহন কর, ইহার ফলে তাহাদের প্রবৃত্তি ও মন মানসিকতা পবিত্র ও বিশুদ্ধ করন হইবে।" (৪) আল্লাহর নবী এরশাদ করেন, " আল্লাহ তায়ালা যাকাত ফরজ করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, যাকাত দেওয়ার পর অবশিষ্ট ধনমাল ইহার মালিকের জন্য পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিয়া দেবেন।" (৫)

৪.০১.২ - যাকাতের শরিয়তি গুরুত্ব (ফরজ বা অপরিহার্যতা) ঃ

যে পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যাকাত তার অন্যতম। একজন ব্যক্তি ঈমান গ্রহন করার পর পরই তার উপর নামাজ ফরজ, তার পর রোজা এবং নেসাব পরিমান সম্পদ থাকলে তাহাকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। যাকাত ইসলামী শরীয়তে ফরজ এবং মূলত এটা ফরজে আইন। পবিত্র কোরআনে সুরায়ে বাকারায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। আর কল্যানকর যা কিছু আল্লাহর জন্য পাঠাবে তা আল্লাহর নিকট পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কিছু দেখেছেন।" (৬) সুরায়ে তাওবায় বলা হয়েছে, " আপনি তাদের মাল হইতে যাকাত আদায় করুন। যা দ্বারা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করেছেন। (৭) সুরায়ে আনআমে বলা হয়েছে, এগুলোর ফল খাও যখন ফলন্ত হয় এবং অধিকার আদায় কর এ গুলো কর্তনের সময়। (৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত হাদিসে রাসুল (সাঃ) হযরত মুয়াজ (রাঃ) কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছেন, তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ তুমি যখন আহলি কিতাবদের এক জাতির নিকট

Dhaka University Institutional Repository

পৌছাবে তাহাদিগকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহবান জানাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল তাহারা যদি তোমার কথা মানিয়া লয়, তার পর তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়া দাও যে, আল্লাহ তায়ালা রাত দিনে তাহাদের প্রতি ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছেন। এই কথা ও যদি তাহারা স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইও যে, আল্লহ তায়ালা তাহাদের প্রতি তাহাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরজ করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাহাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে গ্রহন করা হইবে ও তাহাদেরই গরীব ফকির লোকদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। তোমার এই কথাও যদি তাহারা মানিয়া লয় তবে তাহাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত হিসাবে আদায় করিয়া লও। আর তুমি সব সময় মজলুমের দোয়াকে ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহর মাঝখানে কোন অন্তরাল নেই। (৯) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি কিভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন অথচ আল্লাহর রাসুল বলেছেন, লোকেরা যতক্ষন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে ততক্ষন তার ধনসম্পদ জানমাল আমার নিকট নিরাপত্তা লাভ করিবে। তখন হযরত আবুবকর বলিলেন, যে ব্যক্তি নামাজ ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করিবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। (১০) সুতরাং পবিত্র কোরআন হাদিসের আলোকে এই কথা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, যাকাত একজন মুসলমানের উপর ফরজ। পবিত্র কোরআনের ২৬ জায়গায় নামাজের সাথে যাকাত আদায় করার নির্দেশ ও রয়েছে।

এই যাকাত যে, আমাদের উপর ফরজ তা নহে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর নামাজ, রোজার মত এই যাকাত ফরজ ছিল। সুরায়ে বাকারায় বনী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহন প্রসঙ্গে মহান আল্লাহপাক বলেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করোনা এবং মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতি ইহছান বা ভাল আচরন করবে এবং লোকজনকে ভাল ব কল্যানমূলক কাজের উপদেশ দেবে। নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। (১১) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর নবীদের বিভিন্ন কাজের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ পাক বলেন, আমরা তাদের ইমাম বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী হেদায়েত দান করেছিল, এবং উহার মাধ্যমে যে আমি তাদের ভালো ও নেক কাজের আদেশ, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়াছিলাম। (১২) হযরত ঈশা (আঃ) এর ভাবন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন বেঁচে থাকি যেন সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করি। (১৩) উপরে পবিত্র কোরআনে যে কয়টি আয়াত ও পবিত্র হাদিসের যে কয়টি উদ্ধৃতি দেয়া হল তাতে একথা স্পষ্টই প্রমানিত হয় যাকাত ফরজ। এবং মহান আল্লাহ যেমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন ইবাদাতই ফরজ করেননি ঠিক তেমনি যাকাত ও উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ফরজ করেননি। বরং একটি বিশাল লক্ষ্যকে সামনে রেখে যাকাত ফরজ করা হয়েছে। আর তা হল সমাজের দুঃখী দরিদ্র্য অবহেলিত মানুষের দারিদ্র্যতা দূরীকরন।

৪.০১.৩ - যাকাতের নিসাব বা পরিমান ঃ

যে সকল সম্পদের মালিক হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয় তাহাকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় সাহেব নিসাব বা সাহেব আলমাল বা যাকাত দাতা বা যাকাতের পরিমান সম্পদের মালিক বলা হয়ে থাকে। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ও দৈনন্দিন আর্থিক ব্যয় নির্বাহের পরে সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমপরিমান মূল্যের মাল অথবা নগদ টাকা উদ্বৃত থাকা হচ্ছে যাকাতের নিসাব। এই পরিমান সম্পদ কোন মুসলমানের নিকট পরিপূর্নভাবে এক বৎসর থাকলে সে সব সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হয়। এই পরিমান যাকাত আদায় করা ফরজে আইন। এই পরিমানের চেয়ে কম হলে অথবা এক বৎসর পূর্ন না হলে যাকাত ফরজ হবেনা।

যাকাতের নেসাব সম্পর্কে হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ অসক্ এর কম পরিমান খেজুরে যাকাত নেই, পাঁচ আউকিয়ার কম পরিমান রৌপ্যে যাকাত নাই। এবং ৫টি উষ্ট্রের কম সংখ্যায় যাকাত নাই। (১৪) (বোখারী আবু দাউদ) অন্য হাদিসে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন হযরত রাসুলে করিম সাঃ বলিয়াছেন, আমি তোমাদের ঘোড়া ও কৃতদাসের যাকাত হইতে নিস্কৃতি দিলাম। কিন্তু তোমরা রৌপ্যের যাকাত অবশ্যই আদায় করবে। প্রত্যেক চল্লিশ দেহরামের এক দেহরাম যাকাত দাও, একশত নব্বই দেহরাম পর্যন্ত যাকাত নাই। কিন্তু সম্পদের পরিমান যখন দুই শত দেরহাম পর্যন্ত পৌছবে তখন উহাতে পাঁচ দেরহাম যাকাত ধার্য হইবে। (১৫) (তিরমিজি, বোখারী, মুসনাদে আহমদ, তাবারানী হাকেম, বায়হাকী, ইবনে মাজা) অন্য একটি হাদিসে বলা হইয়াছে, হযরত আলী ইবনে আবিতালিব (রাঃ) হইতে বর্নিত, তিনি নবী করিম (সাঃ) হইতে বর্ননা করেন, তোমার যখন দুই শত দেরহাম সম্পদ হইবে এবং এই অবস্থায় যখন এক বৎসর কাল অতিক্রম করিবে তখন উহার যাকাত হইবে ৫দিরহাম। আর স্বর্নের কোন যাকাত হইবে না যতক্ষন না ইহার অর্থমূল্য হইবে বিশ দিনার। তাই তোমার সম্পদ যখন বিশ দিনার হইবে ও উহার এই অবস্থায় একটি বৎসর অতিবাহিত হইবে, তখন উহাতে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হইবে। (আবু দাউদ) কৃষি ফসলের যাকাত সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে। হযরত সালেম ইবনে আবদুল্যাহ তাঁর পিতার নিকট হইতে বর্ননা করিয়াছেন, তিনি (আবদুল্যাহ) বলিয়াছেন, হযরত রাসুলে করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, বৃষ্টি খাল বা ঝর্নার পানি হইতে সিক্ত কিংবা নিজস্বভাবে সিক্ত জমির ফসলের ওশর ধার্য হইয়াছে। আর যে কোন সেচ ব্যবস্থার ফলে সিক্ত জমির ফসলের অর্ধেক ওশর দিতে হইবে। (১৭) আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা। গৃহপালিত পশু পাখির যাকাত সম্পর্কে নহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্নিত নবী করিম সাঃ যখন তাহাকে ইয়ামেনে পাঠাইলেন, তখন তাহাকে নির্দেশ দিলেন যে, গরুর প্রত্যেক ত্রিশটি হইতে এক বৎসর বয়স্ক একটি দামড়া বা দামড়ী যাকাত বাবদ গ্রহন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক চল্লিশটি হইতে দুই বৎসর বয়স্ক একটি দামড়ী লইতে হইবে। আর প্রত্যেক অমুসলিম পূর্ন বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হইতে জিজিয়া স্বরূপ এক দীনার কিংবা উহার স্থলে ইয়ামেনে তৈরী মুআফেরী কাপড় গ্রহন করিতে হইবে। (১৮) আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা।

উপরোক্ত হাদিস সমুহ হইতে যাকাতের নেসাব সম্পর্কে যে সংখ্যা বা পরিমান সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয় তাহা নিম্নরূপ ঃ

(ক) শরীয়তের অন্যান্য ফরজ যেমন নামাজ, রোজা যে সকল ব্যক্তির উপর ফরজ যাকাত ও সে সকল ব্যক্তির উপর ফরজ। যেমন- প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ্য মস্তিস্ক, স্বাধীন মুসলমান ইত্যাদি। যাকাতের ব্যাপারে সম্পদ এক বৎসর মালিকের হাতে থাকা অতিরিক্ত ফরজ।

(খ) যে সকল ব্যক্তি ও মালে যাকাত ফরজ নহে যেমন- ক্রীতদাস, অমুসলিম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বিকৃত মস্তিস্ক ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ নহে। তাছাড়া থাকার ঘর, বাড়ি, ব্যবহারিক কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র, সওয়ারী ও প্রয়োজনীয় জন্তু জানোয়ার, স্থাবর সম্পত্তি যেমন (জমি-জমা) কারখানার যন্ত্রপাতি ও দালান কোঠা, সেবায় নিযুক্ত দাস দাসী, ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্রের উপর যাকাত ফরজ নহে।

(গ) নিম্ন লিখিত মালে যাকাত আদায় করতে হয়।

১। স্বর্ন, রৌপ্য ও দেশের প্রচলিত মুদ্রা বা টাকা।
২। ব্যবসায়ের মাল।
৩। গৃহ পালিত পশু।
৪। খনিজ সম্পদ
৫। উৎপন্ন শস্য (ওশর)

(ঘ) বিভিন্ন মালের যাকাতের হার

১। স্বর্ন রৌপ্যে ও দেশের প্রচলিত মুদ্রা বা টাকা।

স্বর্ন বিশ মিছকাল যা আমাদের দেশের সাড়ে ৭ তোলা এবং রূপা দুইশত দেরহাম বা আমাদের দেশের হিসাব মোতাবেক ৫২ তোলা হলে যাকাত দাতা (সাহেবে নিসাব) হবে। উল্লেখিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে। অনুরূপ ভাবে ব্যবহৃত অলংকার ও যদি নেসাব পরিমান হয় এবং এক বৎসর মেয়াদ পূর্ন হয় তবে যাকাত ফরজ। প্রচলিত মুদ্রা যেমন টাকা, পয়সা, নোট, ইত্যাদি বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট এবং সোনা রূপার পরিবর্তে এ সব ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই প্রচলিত মুদ্রার ও ৪০

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হইবে যদি তা সোনা রূপার নেসাবের সমমূল্যের হয়। এখানে উল্লেখ্য, সোনা অথবা রূপার মধ্যে যেটা দেশে অধিক প্রচলিত সেটাই হিসাবে ধরা হবে।

২। ব্যবসায়ী মালের ক্ষেত্রে ও সমপর্যায়ের রীতি প্রচলিত রয়েছে। যদি মালের মুল্য ও সোনারূপার সমমূল্যের হয় তবে এই ক্ষেত্রে ও শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।

৩। গৃহ পালিত পশুর যাকাত এদের মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, এসবের উপরই যাকাত ফরজ, যেহেতু আমাদের দেশে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া এই চারটিই অধিক প্রচলিত কাজেই নিম্নে এদের হিসাব দেখানো হল।

৩০ টি গরুতে ১টি তবীয়া (তবীয়া ১বৎসরের বাচ্চা) যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।
৪০ টি গরুতে ২ মুসিন্নাহ (২ বৎসরের বাচ্চ) যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।
৬০ টি গরুতে ২টি মুসিন্নাহ (২ বৎসরের বাচ্চা) যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।
৭০ টি গরুতে ১টি মুসিন্নাহ ও ১টি তবীয়া যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।
৮০ টি গরুতে ১টি মুসিন্নাহ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।
৯০ টি গরুতে ৩টি তবীয়া যাকাত দিতে হবে।
১০০ টি গরুতে ২ তবীয়াহ ও ১ টি মুসিন্না যাকাত দিতে হবে। গরু ও মহিষের যাকাতের একই বিধান।
৪০ টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত ছাগলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
১২১টি থেকে ২০০টি পর্যন্ত ছাগলে ২টি ছাগল যাকাত দিতে হইবে।

এর পর প্রতি শতে ১টি ছাগল করে যাকাত দিতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বার জন্য ছাগলের অনুরূপ নিয়ম। (১৯)

৪.০১.৪ - খনিজ দ্রব্যের যাকাত ঃ

৪। আবু দাউদে বর্নিত হাদিসে হযরত বিলাল বিন হারিস মুজানিকে ফুরয়ে অঞ্চলের কাবালিয়া নামক স্থানের খনি থেকে খুমুছ, আদায় করা হত বলে বলা হয়েছে। এই হাদিস থেকে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়, খনিজ সম্পদের পাঁচ ভাগের একভাগ বা খুমুছ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হয়।

৫। কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাতঃ কৃষিজাত দ্রব্য বা এর উৎপাদিত শস্যের একদশমাংশ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে যদি শস্য প্রাকৃতিক নিয়মে সেচবিহীন ভাবে উৎপন্ন হয় আর যদি সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় তবে বিশভাগের একভাগ আদায় করতে হবে।

৪.০১.৫ - যাকাত আদায়ের পন্থা ঃ

আমাদের দেশে যাকাত আদায়ের প্রচলিত নিয়ম হল, রমজান মাসের শেষের দিকে সম্পদের হিসাব করে শাড়ী, লুঙ্গী, বাজার থেকে কমদামে ক্রয় করে ব্যাপক প্রচারনার মধ্য দিয়ে কাউকে ১পিচ শাড়ী বা কাউকে ১পিচ লুঙ্গী, কাউকে ৫০ বা ১০০ টাকা দিয়ে, কাউকে সারাদিন লাইন ধরে খালি হাতে যাকাত দাতাকে গালি ও অভিশাপ দিতে দিতে আবার কাউকে লাঠি পেটা খেয়ে ফিরতে হয়। বস্তুত এটা যাকাত আদায়ের পন্থা নহে। বর্তমানে ডাকডোল পিটিয়ে যে ভাবে যাকাত আদায় করা হচ্ছে তাতে দারিদ্র্য বিমোচন তো হচ্ছেনা বরং দারিদ্র্য আপন মহিমায় সগৌরবে প্রবাহ মান। উপরন্ত যাকাত পাবার আশায় লাইন ধরতে গিয়ে ভিড়ে অথবা পুলিশের লাঠিপেটা খেয়ে মৃত্যু বরন করে পত্রিকার পাতায় স্থান করা ছাড়া আর কিইবা তাদের কল্যান হচ্ছে। অথচ মহান রাব্বুল আলামিন যাকাত আদায়ের জন্য কোরআনে যে পন্থার কথা বলেছেন, তা রাষ্ট্রীয় ভাবে সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে যাকাত আদায় ও তা বিলিবন্টন করা হবে। পবিত্র কোরআনের সুরায়ে তাওবাতে বলা হয়েছে, সদকা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হল, ফকির মিসকিন গন। আর সেই সকল কর্মচারী বৃন্দ, যাহারা সদকা (যাকাত) আদায়ের কাজে নিয়োজিত আছেন। আর সেই সব লোক যাহাদের মন জয় করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর মুক্তি পন ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য এবং ঋন আদায়ের জন্য এবং ফীসাবিলিল্লাহ ও মুসাফিরগনকে সাহায্যের খাতে ও ব্যয় করা যাবে। (২০) আলোচ্য আয়াতে যাহারা যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, বলে মুলত রাষ্ট্রী ভাবে যাকাত আদায়ের পন্থাকে বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.০১.৬ - যাকাত বন্টনের পন্থা বা খাত ঃ

যাকাত সঠিক ভাবে ও সুষ্ঠ পন্থায় উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থাকা একান্ত দরকার। এর অভাবে যথাযথ ফলাফল পাওয়া কখনো সম্ভব নহে। বর্তমান সন্দর্ভে আমি এর একটি আবাস মাত্র পেশ করার চেষ্টা করব।

যাকাত অবশ্যই গরীব, মিসকিন, অন্ধ, অসহায়, শিশু, বৃদ্ধ, বিধবা, পঙ্গু, আতুর, বিপদগ্রস্থ পথিক এবং প্রয়োজন পরিমান অর্থোপার্যনের অসমর্থ লোকদের মধ্যে বিতরন করতে হবে। এই ধরনের লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের প্রতি কেন্দ্রে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা তাদের দু'টি শ্রেনীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম শ্রেনীতে তাদের গন্য করা যায়, যারা বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ হতে বঞ্চিত। বহু কষ্ঠে তারা জীবন যাপন করছে। যাকাতের মোট টাকার অর্ধেক তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। তাদের জন্য গঠিত পারস্পরিক সাহায্য সংস্থায় এই টাকা নির্দিষ্ট হারে জমা করা হবে, যেন তারা এর সুফল ভোগ করতে পারে। গরীবদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা, আদালতে বিচার লাভের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। সাধারণ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট অসংখ্য প্রকার কল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও এই ফান্ড থেকে দেয়া হবে। বাকী অর্থের টাকা ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা যেতে পারে(১) গরীবদের জন্য স্থায়ী ভাবে ধন উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য (২) ব্যক্তিগত নগদ টাকা বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে দেয়ার খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। (২১)

স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা ঃ

স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষিজমি ক্রয় করে দেয়া ও কারখানা স্থাপন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কারখানায় কেবল গরীবরাই মুজুর ও পরিচালক নিযুক্ত হবে। কেবল তারাই হবে এর মালিক ও স্বত্বাধিকারী । আবার অনেক গরীবকে ও ব্যবসায়ের প্রয়োজন পরিমান পুঁজি হিসেবে ও টাকা দেয়া যেতে পারে।

(ক) জমি খরিদের দাম ঃ

কৃষক ও কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে যাহারা ভূমিহীন অথবা প্রয়োজন পরিমান ভূমি ক্রয় কর দেওয়ার জন্য যাকাত ব্যয় করা হবে। মনে করি ৫০০ কোটি টাকা যদি এই খাতে নির্দিষ্ট করা হয়, তাহা দ্বারা আনায়াসে ৩ একর বিশিষ্ট ২০,০০০ হাজার খন্ড জমি ক্রয় করে বিশ হাজার পরিবারকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে বাঁচানো যায়। (২২)

(খ) কারখানা স্থাপন ঃ

যাকাত তহবিলের আরেকটি অংশ মনে করি ৫০০ পাঁচশত কোটি টাকা কেবলমাত্র কারখানা স্থাপনের জন্য নিদিষ্ট হতে পারে। এখানে ও গরীব অনাহার ক্লিষ্ট, শ্রমজীবি লোকেরাই কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হবে। আর সমবেত ভাবে তাহারাই হবে উহার স্বত্বাধিকারী, কারকানা স্তাপন ও উহা চালু করিয়া দেয়া পর্যন্ত হইবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও কর্তব্য। উন্নত ধরনের মধ্যম শ্রেনীর কারখানা স্থাপন করিলে গড়ে কারখানা প্রতি ২০ কোটি টাকা হারে অন্তত ২৫টি কারখানা প্রতিবৎসর স্থাপন করা যেতে পারে এবং প্রতিটি কারখানায় গড়ে যদি ১০০০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় তবে বৎসরে অন্তত ২৫০০০ হাজার পরিবারের এবং একই সাথে আরো এইসব কারখানার সাথে নানাভাবে, নানা কাজে জড়িত অনেক পরিবারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বর্তমানে চরম দারিদ্র্যের অবস্থয় এই রকম একটি অর্থ উৎপাদক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বেকারত্বের অভিশাপ মোচন এবং মালিকানা স্বত্ব হাসিল করা চাট্টিখানি কথা নয়। (২৩)

(গ) ব্যবসায়ে পুঁজি সংগ্রহ ঃ

প্রতি বৎসর উপার্জনহীন লোকদিগকে ব্যবসায়ে পুঁজি সংগ্রহ করিয়া দেয়া বাবত ২০০(দুই শত) কোটি টাকা নিযুক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে এই লোকদের তালিকা তৈরি করত তাহাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষন প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করে জনপ্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে ব্যবসায়ের জন্য পুঁজি সরবরাহ করলে অন্তত ২,০০০০০/- (দুই লক্ষ) পরিবারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।(২৪)

(ঘ) ব্যক্তিগত ভাবে দান ঃ

উল্লেখিত খাত সমুহের যাকাতের টাকা ব্যয় করার পর বাকী টাকা নগদ অর্থ হিসাবে মাসিক বৃত্তি অথবা এককালিন দান হিসাবে সরাসরি বন্টন করা যেতে পারে। এতে যদি এই টাকা কেবল মাত্র কর্মক্ষম চরম দারিদ্র্যর মাঝে নিম্ন বর্নিত হারে বন্টন করা যায়, তবে প্রতি বৎসর ১০০কোটি টাকা নিম্ন লিখিত রূপে খরচ করা যাইতে পারে।

ক- ৫০ কোটি টাকা - পরিবার প্রতি ২ হাজার টাকা হারে ২৫,০০০ পরিবারকে
খ- ২০ কোটি টাকা- পরিবার প্রতি ১ হাজার টাকা হারে ২০,০০০ পরিবারকে
গ- ৩০ কোটি টাকা - পরিবারের প্রতি - ৫শত হাজার টাকা হারে ৬,০০,০০০ পরিবারকে (২৫)

সুতরাং একথা পরিষ্কার হল যে, যদি সঠিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ভাবে যাকাত আদায় করা যায় এবং পরিকল্পিত ভাবে তা কাজে লাগানো যায়, তবে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১১,১৫,০০০ এগার লক্ষ পনর হাজার লোকের কর্মসংস্থান ও রুটি রুজির ব্যবস্থা করা যায়। এই ভাবে যদি একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দিয়ে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হয় তবে ৫৫,৭৫,০০০ পরিবারের কর্মসংস্থান করা যায়। এবং যদি গড়ে প্রতি পরিবারে ৬ জন করে জনসংখ্যা থাকে তবে উক্ত পাঁচ বৎসরে ৩,৩৪,৫০,০০০ লোকের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

৪.০১.৭ - বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা ঃ

যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার মেরুদন্ড। যাকাত দরিদ্র্যদের প্রতি ধনীদের কোনরূপ অনুকম্পা, দয়া, বা দান নহে বরং এটা তাদের অধিকার। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন তাহাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে প্রয়োজনশীল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে। (২৬) পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে ধন সম্পাদ যেমন পুঞ্জিভূত করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে অন্যদিকে এই সম্পাদ একাকী ভোগ করতে ও নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব হল তার উপার্জিত সম্পদে তারই ভাই দরিদ্র্যদের অংশীদার করা।

মহান রাব্বুল আলামিন যাকাত ফরজ করেছেন মুলত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। পবিত্র কোরআন, হাদিস ও খোলাফায়ে, রাশেদীনের প্রয়োগকৃত বিধানাবলী ও অনুশীলনে কমপক্ষে তাই স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়। যাকাত মুসলিম সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহর ফরজ করা বিধান, রাসুল (সাঃ) প্রবর্তিত যাকাত ব্যয়ের বিধানের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এর জন্য হয়তো কয়েক বৎসর সময়ের দরকার হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করা হয়, ইসলাম আদৌ এই পদ্ধতি সমর্থন করে না। আমাদের সমাজে বিত্তবানদের একটা অংশ যাকাত দান করেন কতিপয় ক্ষেত্রে নাম প্রচারের জন্য তারা মাইক লাগিয়ে ৪০/৫০ টাকা দামের লুঙ্গি ৬০/৭০ টাকা দামের শাড়ী (বাজারে কিছু কিছু দোকানে সাইন বোর্ড ঝুলতে দেখা যায়। এখানে কম দামের যাকাতের কাপড় পাওয়া যায়) নগদ ৫০/১০০ টাকা করে দিয়ে থাকেন। তাও আবার ভোর হওয়ার পুর্বথেকে লাইন ধরে রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সংগ্রহ হয়। কেউ আবার খালি হাতে যাকাত দাতাকে গালাগালি করতে করতে বাড়ি ফেরেন। আবার কেউ পুলিশ অথবা শৃংখলা রক্ষাকারীদের লাঠি পেটা খেয়ে অথবা ভীড়ের চাপে মৃত্যু বরন করতে ও আমরা দেখি। বস্তুত যাকাত আদায়ের এহেন অনাকাঙ্খিত ও অপমানকর পদ্ধতি ইহার কল্যান কারিতাকে অর্থনৈতিক কল্যান সম্পর্কে অন্তত বিদগ্ধ সমাজে নিরাশ করেছে। যাকাত যে একটি দান নহে। ইহা আদায় করার বর্তমান পদ্ধতি যে ভুল ইসলাম বিরোধী এবং এক উন্নত নির্ভুল ও সুষ্ঠু পন্থায় যাকাত আদায় করাই যে ইসলামের নির্দেশ এই সব কথা আমাদের জানা থাকা দরকার। অর্থনীতিবিদগন অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে যদি যাকাতকে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন ক্রম উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে এবং কোন প্রকার ধ্বংসাত্মক বৈপ্লবিক কার্যক্রম ব্যতিরেকেই সমাজের অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অসাম্য

Dhaka University Institutional Repository

দুরীভূত করিয়া এক সুষ্ঠু ও স্বভাব সম্মত সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম। তাহা যাকাতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের সাহায্যেই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ংগম করা যায়। (২৭)

এবার আমরা আলোচনা করতে চাই তৃতীয় বিশ্বের এই দরিদ্র্য দেশটিতে যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। যাকাতের মাধমে বাংলাদেশের দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পুর্নরূপে সম্ভব। প্রথমে আমরা দেখবো বাংলাদেশে কি পরিমান যাকাত উঠানো সম্ভব। ১,৪৭,৫ বর্গ কিঃ মিঃ (২৮) ক্ষুদ্র এই দরিদ্র দেশটিতে ১১১.৪ মিলিয়ন লোক ঠাসাঠাসি করে বসবাস করছে। (২৯) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এক সমিক্ষা চালিয়ে দেখেছে, বাংলাদেশের ধনীরা যদি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী যথাযথ ভাবে যাকাতের অর্থ পরিশোধ করেন তবে প্রতিবৎসর আড়াই হাজার কোটি টাকা আদায় হবে। (৩০) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর শাহ আঃ হান্নান এক গবেষনা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে প্রতি বৎসর দুই কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। অন্তত ৭৫ লক্ষ টন স্বচ্ছল কৃষকগন উৎপন্ন করে থাকে। যদি এই ৭৫লক্ষ টনের উপর অর্থ উশর আদায় করা হয় তবে এর নীচের পক্ষে মুল্য হবে ৬শত কোটি টাকা। অন্য দিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক অন্যান্য ফসল যার যাকাত যোগ্য পরিমান ৫০০ কোটি টাকা। এতে ৫% হারে ২৫ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এই হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সব জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে এবং এই জন্য জমির মালিকগন ১০% ভাগ ওশর না দিয়ে ৫% ভাগ ওশর দিচ্ছে। তেমনি ভাবে যাকাত যোগ্য ব্যবসায়ী পন্য স্বর্ন ও স্বর্নালংকার হতে যথাক্রমে ৫০০ শত কোটি, ২০০ শত কোটি ও ৫০ কোটি যাকাত আদায় হতে পারে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি ছক দেওয়া হল।

সম্ভাব্য যাকাতের উৎস ঃ

ক্রমিক নং	সম্পদ	যাকাত যোগ্য পরিমান/ মূল্য/ অর্থ	যাকাতের পরিমান
১	ধনীদের অর্থ	২ - হারে	২৫০০ কোটি টাকা
২	খাদ্য শস্য	৭৫ লক্ষ টন	৬০০ কোটি টাকা
৩	অন্যান্য শস্য	৫০০ কোটি টাকা	২৫ কোটি টাকা
৪	ব্যাবসায়ী শিল্প পন্য	৮,০০০ কোটি টাকা	২০০ কোটি টাকা
৫	স্বর্নালংকার / স্বর্ন	২,০০০ কোটি টাকা	৫০ কোটি টাকা
			৩৩৭৫ কোটি টাকা

(৩১)

আমাদের উপরের হিসাবটি প্রকৃতপক্ষে একেবারে নুন্যতম। আবার আমরা খনিজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, ও বনজ সম্পদকে এই হিসাব থেকে বাদ রেখেছি। প্রকৃত পক্ষে সঠিক পরিসংখ্যান করা গেলে যাকাতের এই পরিমান আরো অনেক অনেক গুন বেড়ে যাবে। যাকাত যাদের কল্যানে ব্যয় করা হবে তারা হলো দেশের গরীব মিসকিন, অন্ধ, অসহায়, শিশু, বৃদ্ধ, বিধবা, পঙ্গু, আতুর, বিপদগ্রস্থ, পথিক, এবং প্রয়াজন পরিমান অর্থ উপার্জনে অসমর্থ লোক। এই ধরনের লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের প্রতিটি কেন্দ্রে বা আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে নিম্ন বর্নিতভাগে ভাগ করে তাদের কল্যানে ব্যয় করতে পারি।

স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা ঃ

গরীবদের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার উপায় হইতেছে তাদের জন্য প্রয়োজন পরিমান কৃষি জমি ক্রয় করে দেওয়া। কারখানা স্থাপন ব্যবসায়ে পুঁজির যোগান, এবং কেবলমাত্র যাহারা শারিরিক ভাবে অসমর্থ তাদেরকে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কেননা ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে আত্ন-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জনের উপর খুব বেশী জোর দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

জমি খরিদ ঃ

আমরা ধরে নিলাম বৎসরে রাষ্ট্রীয় ভাবে বার্ষিক ৩,৩৭৫ কোটি টাকা যাকাত আদায় করতে পারি। এই টাকা থেকে যদি আমরা পরিবার প্রতি এক একর জমি ক্রয় করার জন্য ৫শত কোটি টাকা বরাদ্ধ করা এবং একর প্রতি দুই লক্ষ টাকা মূল্য ধরা হয় তবে ২৫,০০০ হাজার জনকে স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায়।

কারখানা স্থাপন ঃ

যাকাতের আরেকটি অংশ কারখানা স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করা যায় এই কারখানায় গরীব অভাব ক্লিষ্ঠ ও শ্রমজীবি লোকই কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবে। আর সমবেত ভাবে তাহারাই হইবে এই কারখানার মালিক ও স্বত্তাধিকারী কারখানা স্থপন ও সাফল্যের সহিত ইহা চালাইয়া দেখা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য বা কর্তৃত্বে থাকবে। এর পরবর্তী মালিকানা হইবে যাকাত গ্রহনের উপযুক্ত লোকদের। (৩২) এক শত কোটি টাকা দিয়ে যদি আমরা এক একটি কারখানা স্থাপন করি তবে ১৫ শত কোটি টাকায় আমরা ১৫টি কারখানা স্থাপন করতে পারব এবং প্রতিটিতে যদি ২হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হয় তবে ১৫টি কারখানায় ৩০ হাজার লোকের কর্মস্থান হবে এবং ৩০ হাজার পরিবারের নুন্যতম রুটি রুজির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ে পুঁজি সরবরাহ ঃ

আমাদের দেশে এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদেরকে প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়ে যদি ৫০০শত/১০০০ হাজার টাকা পুঁজি দিয়ে কাজে লাগানো যায় তবে মাসে অনায়াসে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারে। উদারন স্বরূপ বলা যায়, মৌসুমী ফলের ব্যবসা যেমন আম, আনারস, আপেল, কমলালেবু, লিচু, কাঠাল, কলা, ডাব, আনড়া, ক্ষিরা, শসা, এবং চা, বিস্কুট, পান সিগারেটের ব্যবসা। এছাড়া ও ৫-১০ হাজার টাকা দিয়ে গাভী, সেলাই মেশিন, রিকশা, রিকশা ভ্যান, ক্ষুদ্রব্যবসা, মৎস্য চাষ, পোলট্রি সহ উপার্জনের এলাকা ভিত্তিক অনেক ব্যবস্থা রয়েছে, যা থেকে এই পরিমান পুঁজি দিয়ে আত্মনির্ভরশীল রূপ গড়েতোলা সম্ভব। গড়ে ১০ হাজার টাকা পুঁজি সরবরাহ করলে ৭ শত কোটি টাকায় ৫ লক্ষ জনকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা সম্ভব।

ব্যাক্তিগত দান ঃ

অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু ও মানষিক প্রতিবন্ধি যাহাদের কোন ভাবে কায়িক প্রিশ্রম করে উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নাই, কেবলমাত্র রাষ্ট্র যদি তাহাদের পরিবার প্রতি মাসিক দুই হাজার টাকা করে ভাতার ব্যবস্থা হয় তবে ৩৭৫ কোটি টাকায় এক বৎসরে ১,৫৬,২৫০ জনকে দেয়া যাবে।

প্রশিক্ষন ও ওরিয়েন্টেশন ঃ

রিদ্র্য বিমোচনের জন্য গরীব লোকদের মানষিকতা ও ভুল ধারনার অপনোদন করতে হবে। তাদেরকে কিছুক্ষেত্রে প্রশিক্ষন ও কিছুক্ষেত্রে ওরিয়েন্টেশন দিয়ে দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মানষিকতা তৈরি করা যায়, তাহলে পরিশ্রম করে তারাই উন্নতি করতে পারবে। যদি প্রশিক্ষন ও ওরিয়েন্টেশনের খাতে ৫শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং গড়ে জন প্রতি যদি ১০হাজার টাকা ব্যয় করা হয় তবে ৫শত কোটি টাকায় ২লক্ষ৫০ হাজার জনকে প্রশিক্ষিত ও পূর্নবাসিত করা যাবে।

৪.০২.১ - ওশর ঃ

রাষ্ট্রের সকল প্রকার ভূমির ভোগ ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্র বা সরকারকে যে কর দেওয়া হয় তাহাকেই ভূমি রাজস্ব বলে। আসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ওশরী জমিও খারিজী জমি। যে জমির মালিক মুসলমান, ও যে জমি সর্ব প্রথম আবাদ মুসলমানই চাষ উপযোগী করে তৈরী করেছে, যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে যে সব মুসলমান জমি লাভ করেছে, যে জমির মালিক ইসলাম গ্রহন করিয়াছে, কিংবা যে জমি রাষ্ট্র বা সরকার জনগনকে চাষাবাদের জন্য দিয়েছেন, এই ধরনের সকল জমিই ওশরী জমি হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে, জমির মালিক অমুসলিম, অমুসলিমরাই যে জমি অবাদ বা চাষের উপযোগী করে তুলেছেন অথবা

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র বা সরকার যে জমি আবাদ বা চাষ উপযোগী করিয়া তৈরি করেছেন অমুসলিমদের সবই দিয়াছে এবং তাহাদের কবুলিয়ত লইয়া তাহাদিগকে চাষাবাদ করার জন্য হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছে তাহা খারিজী জমি।

৪.০২.২ - ওশর শব্দের অর্থ ঃ

ওশর আরবী শব্দ। এটি আশারা থেকে এসছে। আশারা শব্দটির অর্থ দশ আর ওশর শব্দের অর্থ হল একদশমাংশ। মুসলমানদের নিকট থেকে আবাদী জমির ফসলের এক দশমাংশ পরিমান যাকাত হিসাবে গ্রহন করা হয় বলিয়া ইহাকে ওশর বলা হয়। ভূমির ওশর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে, হে ঈমানদারগন তোমাদের নিজেদের উপার্জিত ধন সম্পদ এবং ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে ব্যয় কর) (৩৩) এই আয়াতের প্রথম অংশে উপার্জিত সম্পদের যাকাত এবং দ্বিতীয় অংশে ফসলের ওশর দেয়ার আদেশ প্রমানিত হয়। ওশর আদায়ের আদেশ নিম্মের আয়াতে আরো অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ফসল পাকিয়া গেলে তাহা খাও এবং ফসল কাটিবার দিন উহা হইতে আল্লাহর হক আদায় কর এবং এই ব্যাপারে আল্লাহর সীমা লংঘন করিওনা (৩৪) এখানে হক অর্থ জমির ফসল ভোগ করার বিনিময়। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে ইহা জমা করিতে হয়।

৪.০২.৩ - ওশর ও ওশরের অর্ধেক (নেসফে ওশর) ঃ

নবী করিম (সাঃ) আল্লাহতায়ালার উপরোল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী এবং তাহার নিজের অনুমতিক্রমে মুসলমানদের ভোগ দখলীকৃত জমির উপর রাজস্বের পরিমান নির্ধারন করে দিয়েছেন। এবং স্বতশিক্ত যে জমি বৃষ্টি, ঝর্নাধারা বা খালের পানিতে সিক্ত হইয়া কিংবা যাহা স্বতশিক্ত থাকে তাহার ফসলের একক দশমাংশ এবং জমি কোন প্রকারে পানি সিঞ্চনে কৃত্রিম ভাবে সিক্ত হয় তাহার বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল ভূমি কর হিসাবে দিতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এই পর্যায়ে যে ফরমান জারি করিয়াছেন তাহা হইতে ও মুসলামানদের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান লাভ করা যায়। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিয়া যে, নিয়োগ পত্র দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত ছিল, মুসলমানদের জমি হইতে একদশমাংশ রাজস্ব বাবদ আদায় করিতে হইবে, এই পরিমান ফসল সেই জমি হইতে গ্রহন করা হইবে, যাহা বৃষ্টি বা ঝর্নার (স্বাভাবিক) পানিতে সিক্ত হয়। কিন্তু যে সব জমিতে স্বতন্ত্র ভাবে পানি দেতে হয়, তাহা হইতে একদশমাংশের অর্ধেক অর্থ্যাৎ -বিশভাগের একভাগ রাজস্ব বাবদ আদায় করিতে হইবে। (৩৫) আলোচ্য হাদিসে হযরত রাসুলে করিম (সাঃ) একক ভাবে এক দমমাংশের কথাও বলে দিতে পাতেন কিন্তু তা না করে তিনি ইনসাফ ও অর্থনীতির মানদন্ডে বিষয়টির বিচার করতে ভুলেননি। যে সব জমিতে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ হয়ে থাকে, সে সব জমির উৎপন্ন ফসলে কৃষকের খরচ ও কম হয় এর ফলে তার কাছ থেকে ফসলের যাকাত একটু বেশী নেয়াটাই যুক্তি সঙ্গত হিসাবে তিনি কৃত্তিম উপায়ে যে সকল জমিতে চাষাবাদ হয় তাদের ভূমির ফসলের উপর এক দশমাংশ ওশর ধার্য করেছেন আবার যে সব জমি কৃত্তিম ভাবে চাষাবাদ করা হয় যেহেতু তাদের উৎপাদন খরচ বেশী সেহেতু সেই জমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের একভাগ ওশর নেয়াকে তিনি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে হেমিয়ার এর রাজন্যবর্গের নিকট প্রেরিত ফরমানে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে ঃ আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য স্বীকার কর, নামাজ পড়, যাকাত দাও, গনিমতের মাল হইতে একদশমাংশ আল্লাহ তার রাসুলের জন্য আদায় কর। এতদ্ব্যতীত জমির রাজস্ব ও দিতে থাক। যে জমি, বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে বিনা পরিশ্রমে ও অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত সিক্ত হয়, তাহার এক দশমাংশ ফসল এবং সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃত্তিম উপায়ে সিক্ত জমির বিশভাগের এক ভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব বাবদ আদায় করিতে থাক। (৩৬) রাসুল (সাঃ) তাঁর এই ফরমানে ও পুরোপুরি এবং অর্ধেক ওশর আদায়ের কথাই বলেছেন। নবী করিম (সাঃ) হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনের ট্যাক্স কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং খেজুর, গম, যব, আঙ্গুর, কিসমিস হইতে এক দশমাংস বা উহার অর্ধেক রাজস্ব বাবদ আদায় করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। (৩৭) মধুর উপর ও

Dhaka University Institutional Repository

ওশর ধার্য হইবে। কেননা নবী করিম (সাঃ) সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ,, তিনি মধুর ওশর আদায় করিয়াছেন। (৩৮)

মুসলমানদের জমিকে পানি সেচের দিক দিয়া দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রাজস্ব আদায় করার ব্যাপারে উল্লিখিত রূপ পার্থক্যের কারন দর্শাইতে গিয়া ফিকাহ শাস্ত্রবিদগন বলেন শেষোক্ত জমিতে অধিক শ্রম নিয়োগ করিতে হয়, কিন্তু প্রথম প্রকার জমি বৃষ্টি বা ঝর্নার পানিতে স্বাভাবিক ভাবেই সিক্ত হয় বলিয়া উহাতে কম শ্রমের দরকার হয়। এই সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেন, যে জমিতে ফসল ফলাইতে শ্রম ও ব্যয় কম হয় এবং লাভ বেশী হয় তাহাতে নবী করিম সাঃ গরীবদের পাওয়ার পরিমান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যাহাতে শ্রম বেশী হয় তাহার অপেক্ষা দ্বিগুন ওশর নির্ধারন করিয়াছেন, এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে জমির মালিকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন।

মোট কথা, সকল প্রকার ভূমিজাত ফসল হইতে জমির উল্লিখিত রূপ পার্থক্যের পরিপেক্ষিতে এক দশমাংশ কিংবা উহার অর্ধেক পরিমান ফসল যাকাত বাবদ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা রাখিতে হইবে। বাগান ও শস্য ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে রাজস্ব ধার্য হওয়া না হওয়ার দিক দিয়া কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না এবং কোন প্রকার উৎপাদনশীল জমিকে যাকাত আদায়ের বাধ্যবাদকতা হইতে নিস্কৃতি দেয়া যাইতে পারে না। নবী করিম সাঃ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, জমি যাহাই উৎপাদন করিবে তাহাতে এক দশমাংশ যাকাত ধার্য হইবে। (৩৯)

৪.০২.৪ - বাংলাদেশের ভূমির অবস্থা ঃ

বাংলাদেশের মুসলিমদের জমিজমা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, মুসলিমগন এই দেশকে জয় করে অধিকার করেছিলেন, এভাবে মুসলিম বাদশাগন এদেশের জমি মুসলিমদের দান করেন। এ ছাড়া মুসলিমগন এদেশের বহু জমিকে নিজেরা চাষাবাদ উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন, আবার মুসলিম অভিযানকালে এবং এর পরেও এদেশের বহু এলাকার অধিবাসীরা সেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছেন। এই সব অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জমিকে ওশরী জমি হিসাবে গন্য করা হবে।

এদেশের জমির পর্যালোচনা করলে নিম্মোক্ত প্রকারের জমি পাওয়া যায়।

১. মুসলিম বাদশাগনের সময় থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত জমি।

২. বাদশাহী আমলের ওয়াকফকৃত জমি।

৩. উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত জমি, কিন্তু তা বাদশাহী আমল থেকে নয় এবং কিভাবে তা অধিকারে এসেছে তা জানা যায় না।

৪. যে সব জমি মুসলিমগন খরিদ করেছেন, অথবা দান কিংবা অসিয়ত করেছেন তারা ও মুসলিমদের কাছ থেকে হাসিল করেছেন এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে।

৫. এমন জমি যা মুসলিমদের কাছ থেকে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অন্য মুসলিমদের মালিকানায় এসেছে এবং উপরের দিকে খোঁজ করে জানা যায়, মুসলিম বাদশাহের পক্ষ থেকে তা দেয়া হয়েছে।

৬. এমন জমি যা উত্তরাধিকার সুত্রে অথবা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিমদের মালিকানায় আছে কিন্তু পূর্বেকার অবস্থা জানা যায় না যে, লোকেরা কিভাবে এ জমি হাসিল করেছে।

৭. এমন জমি যা প্রথম থেকেই মুসলিমদের মালিকানায় ছিল তা আবার ইংরেজ সরকার অন্যকে দিয়েছে।

৮. এমন জমি যা ইংরেজ সরকার কোন মুসলিমকে দিয়েছে কিন্তু তা প্রথমে কারা আবাদ করছিল জানা যায় না।

৯. এমন সব অনাবাদী জমি যা মুসলিমগন আবাদ করেছেন। এবং তা কার ও দখল ছিল না।

১০. মুসলিমগন নিজেদের বাসস্থানের জন্য যে সব জমি আবাদ করেছেন সুতরাং এই সব জমি থেকে ও ওশর আদায় করা হবে। (৪০)

Dhaka University Institutional Repository

৪.০৩ - খারাজ ঃ

খারাজ ফার্সী শব্দ। আরবী ভাষায় বলা হয় তসক। কিতাবুল আমওয়াল গন্থে বলা হইয়াছে (তাহাদের অমুসলিমদের) ভূমির উপর ট্যাক্স ধার্য হইবে। আর আরবী তসককে ইংরেজীতে ট্যাক্স বলা হয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্ব কোষে বলা হয়েছে এই শব্দটি মুল আরবী ভাষায় **Choregia** চোরিজিয়া শব্দ হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ রাজস্ব (৪১) ইসলামী রাষ্টে অমুসলিমদের মালিকানাধীন ভোগাধিকৃত জমি হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হয়, তাহাকে খারাজ বলা হয়। খারাজ হিসাবে প্রাপ্ত সকল অর্থ রাষ্টের সামগ্রিক অর্থভান্ডার তথা বায়তুলমালে জমা করা হইবে। এই অর্থ দেশের সার্বিক প্রয়োজন পুরন ও সার্বজনীন কল্যান ও উৎকর্ষ সাধনের কাজে ব্যয় করা হইবে। প্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনৈতিক গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বলা হইয়াছে, খারাজ সমগ্র মুসলমানদের ইসলামী রাষ্টের সকল নাগরিকদের সম্মিলিত সম্পদ (৪২) ইসলামী অর্থনীতির এই বিধান মুলত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। যদিও খারাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ মূলত যাদের নিকট থেকে খারাজ আদায় করা হবে তাদের কল্যানে ব্যায়িত অর্থের যোগান দেয়ার জন্য। কারন ইসলামী রাষ্টের কোন নাগরিক যদি কপর্দকহীন হয়, তার জন্য রাষ্ট সব কিছুই করতে বাধ্য তার খারাজের দিকে তাকানোর কোন সুযোগ নেই। তেমনিভাবে রাষ্ট তো নাগরিক হিসাবে তার জন্য করনীয় কর্তব্য পালন করবেই। কাজেই খারাজ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী সরকার দারিদ্র্য বিমোচন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন।

৪.০৪ - মিরাস ঃ

মিরাসী আইনের অর্থ হল, উত্তরাধিকারী আইন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অবর্তমানে বা মৃত্যুর পর তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায় তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করাকে মিরাসী আইন বলে। (৪৩) মিরাসী আইনের মনস্তাত্বিক ও সামাজিক ভিত্তি অত্যান্ত যুক্তি পূর্ন। প্রত্যেকটি মানুষই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময় স্বভাবতই নিজের সন্তান সন্তুতি ও নিকটতম আত্মীয়গনকে সচ্ছল অবস্থায় দেখিয়া যাইতে চাহে। অপরদিকে ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পর তাহার যোগ্য লোকজন যদি সহসা নিঃস্ব ও অসহায় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের ভরন পোষনের পূর্ন দায়িত্ব অতি আকস্মিক ভাবেই সমাজের উপর একটি দুর্বহ বোঝা হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় সমাজের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা খুব সহজ কার্য নহে। এই জন্যই প্রত্যেকে তার নিকটতম আত্মীয়কে ও প্রিয়তমব্যক্তি বর্গকে স্বচ্ছল ও মুখাপেক্ষীহীন হিসাবে দেখতে চায়। আর একই কারনে নবী করিম সাঃ এরশাদ করেন। , উত্তরাধিকারীগনকে স্বচ্ছল ও পরমুখাপেক্ষিহীন রাখিয়া যাওয়া তাহাদেরকে নিঃস্ব ও দরিদ্র রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। কারন তাহাদিগকে দারিদ্র্য অবস্থায় ও সর্বহারা করিয়া রাখিয়া গেলে তাহারা সমাজের লোকদের সম্মুখে ভিক্ষার হাত বাড়াইতে বাধ্য থাকিবে। বস্তুত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার যে অধিকার রহিয়াছে তাহা ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ব্যক্তি নিজের জীবনে যে সব লোকের সহিত তাহার বৈষয়িক কিংবা আত্মিক কিংবা রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে কিংবা যে সব লোক তাহার লাভ লোকসানকে নিজের লাভ লোকসান রূপে গন্য করিয়াছে। তাহার মালিকানাধীন ধনসম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর ঐ সব লোকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক বন্টন করা হইবে। এই উত্তরাধিকার আইন কেবল ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই প্রবর্তিত হইবেনা বরং উৎপাদনের উপকারনের উপর ও অনিবার্যরূপে কার্যকরী হইবে। বস্তুত মিরাসী আইনের মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন করতে চায়। এই ভাবে যার সম্পদ একবারে নেই অথবা কম তাদেরকে এই আইনের মাধ্যমে সম্পদের অধিকারী করে দেয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহর নবী সাঃ বলেছেন ধন সম্পদকে উহার উত্তরাধিকারীদের মাঝে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বন্টন কর (৪৪) পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে এ কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যেন সম্পদ কারো কাছে পুঞ্জিভূত না থাকে, তা যেন আবর্তিত হওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য দুরীভুত হয়। মিরাসী আইনের মূল লক্ষ্য ও তাই।

এই আইনের দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী ভমিকার কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক টাগস লিখিয়াছেন, উত্তরাধীকার আইনের প্রভাব সুদুর প্রসারী। একমাত্র এই ব্যবস্থাই যে, ধনী ও নিঃস্বের মধ্যে চিরন্তনী ব্যবধানকে দূরীভূত করিতে পারে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত হইয়াছে। (৪৫) মিরাসী আইনের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বর্ননা করতে গিয়ে মিঃ রিমজে মোহামেডান গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন। আধুনিক সভ্য পৃথিবী ধন বন্টনের মত নিয়ম

Dhaka University Institutional Repository

ও পন্থা আবিস্কার করিতে পারিয়াছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন তম্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ও নির্ভূল। এই আইনের অন্তর্নিহীত সৌন্দর্য ও নিখুত সামঞ্জস্য অপরিসীম। ইহা কেবল আইন শিক্ষার্থীদের শিখনীয় বিষয় নহে, জ্ঞানান্বেষী সকল ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ন।

৪.০৫ - সদকায়ে ফিতর ঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের দুঃখ দূর্দশা লাগবের নিমিত্তে এবং ধনীদের জন্য গরীবদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সদকায়ে ফিতর তার মধ্যে অন্যতম। আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য হল ধনী আর দরিদ্র্য। ঈদের দিন যাহাদের আছে তাহারা আনন্দ করবে এবং যাহাদের কোন কিছুই নেই সঙ্গত কারনে তাহারা ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাই দয়াল আল্লাহ তার অসহায় বান্দাদের দুঃখ লাগবের জন্য সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব করেছেন।

রমজান মাসের রোজা সমাপনান্তে ঈদের দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরীবদের মাঝে শস্য কিংবা উহার মূল্য রোজার ফিতরা বাবদ বন্টন করে দেবে। এই ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন। ইসলামী অর্থনীতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ন রাষ্ট্রীয় আয়ের খাত হিসাবে গন্য করা হইয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) লিখিয়াছেন, ইসলামী খেলাফতের সময়ে সদকায়ে ফিতর রাষ্ট্রীয় ভাবে আদায় করা হত এবং তা বায়তুল মালে জমা করা হত এবং তা পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে ব্যয় করা হত। (৪৬)

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, হযরত রাসুলে করিম সাঃ রমজান মাসের রোজার ফেৎরা এক সা পরিমান শুস্ক খেজুর কিংবা একসাফ পরিমান এ মুসলমান সমাজের প্রত্যেক স্বাধীন মুক্ত কিংবা দাস পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের উপর ফরজ করিয়া দিয়াছেন, মসনাদে আহমদ, আবুদাউদ (৪৭) যাকাত গ্রহন করার যোগ্য লোকদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে দান করাকে সদকায়ে ফিতর বলা হয়। হিজরতের ২বৎসর পর ঈদুল ফিতরের দুই দিন পূর্বে ইসলামী সমাজে এই ফিতরা সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক ভাবে ধার্য ও প্রচলন করা হয়। কাইয়েম ইবনে সাদ বলিয়াছেন, যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বেই রাসুলে করিম সাঃ আমাদিগকে সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন। (৪৮)

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ফিতরা ঃ

কোন্ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফিতরা ওয়াজিব করা হইয়াছে সে সম্পর্কে হাদিসে বলা হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হইতে বর্নিত তিনি বলিয়াছেন, রাসুলে করিম (সাঃ) ফিতরার যাকাত রোজাদারদেরকে বেহুদা অবাঞ্চনীয় ও নিলর্জতামূলক কথাবার্তা কাজ কর্মে মানবতা হইতে পবিত্র করার এবং গরীব মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই আদায় যোগ্য বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। যে লোক উহা ঈদের নামাজের পূর্বেই আদায় করিবে তাহা ওয়াজিব যাকাত বা সদকা হিসাবে আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবে। আর যে লোক উহা ঈদের নামাজের পর আদায় করিবে, তাহা তাহাদের সাধারন দান রূপে গন্য হইবে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা (৪৯)

আমরা যদি ধরে নেই বাংলাদেশের মোট ১১ কোট ১৪ লক্ষ্য লোকের মধ্যে ৮ কোটি লোক প্রতি বৎসর যথারীতি সদকায়ে ফিতর আদায় করে থাকে, তা হলে জন প্রতি ২৫ টাকা করে ৮ কোটি লোকের সদকায়ে ফিতর আদায় হবে ২শত কোটি টাকা। আর এই দুইশত কোটি টাকা যদি ক্ষুদ্র পুজি বিনিয়োগের ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে দেয়া হয়, তা হলে ২ লক্ষ পরিবারকে প্রতি বৎসর কেবলমাত্র সদকায়ে ফিতরের মাধ্যমে আত্ব নির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই ব্যবসার মাধ্যমে সফলতা লাভের জন্য সরকারী বা রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। দ্বিতীয়ত মটিভেশন মূলক

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতা চালাতে হবে। তৃতীয়তঃ এই ধরনের কর্মসূচীকে নিবিড় তত্বাবধানে রাখতে হবে। চতুর্থতঃ সর্বস্তরে নৈতিকতার ব্যাপক প্রচলন, প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। পঞ্চমতঃ এর জন্য সমাজ ব্যবস্থার সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত চরম আন্তরিকতা যোগ্য নেতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালালে সদকায়ে ফিতরের মাধ্যমে ও উল্লেখযোগ্য পরিমান দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

৪.০৬ - কুরবানী ঃ

মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে অত্যাধিক প্রিয়বস্তু কোরবানী করার মাধ্যমে মুসলিম জাতির জন্য একটি অনুকরনীয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। যার অনুসরণে মুসলিম জাতি ওয়াজিব ইবাদত হিসাবে প্রতি বৎসর পশু কোরবানী করে থাকে। কোরবানীর বিধান মোতাবেক একজন সক্ষম ব্যক্তি কুরবানী করে সমুদয় গোস্তকে ৩ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাবে, একভাগ আত্মীয় স্বজনকে দেবে, আর একভাগ দরিদ্র্য লোকদের মাঝে বন্টন করে দেবে, যাতে করে দরিদ্র্য লোকেরা ও গোস্ত খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। কোরবানীর পশুর চামড়ার বিধান হল, সেটা বিক্রী করে গরীব মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক বাংলাদেশে ১,৯৯,৭৯,৯৯৩টি পরিবার রয়েছে। আমরা যদি ধরে নেই এর মধ্যে প্রতি বৎসর ৫০,০০,০০০টি গরু কোরবানী করা হয়ে থাকে এবং এই ৫০ লক্ষটি গরুর চামড়া প্রতি গড়ে ১হাজার টাকা করে বিক্রী করা হয়, তাহলে এর মূল্য দাঁড়ায় ৫কোটি টাকা। এই ৫কোটি টাকা যদি দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের পূর্নবাসনের জন্য প্রাথমিক ওরিয়েন্টশন ও প্রশিক্ষন প্রতি পরিবারকে আত্ন-নির্ভরশীল ও কর্মসংস্থানের জন্য ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয় প্রতি বৎসর ৫ হাজার পরিবারকে আত্ন-নির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলে তাদের রুটি রুজির ব্যবস্থা করা সম্ভব। সুতারাং আমরা দেখি কোরবানীর মত একটি গুরুত্বপূর্ন ইবাদত ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু শর্ত হল এর জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪.০৮ - সাদাকা (নফল বা অতিরিক্ত পদ্ধতি সমূহ) ঃ

প্রতিটি সম্পদশালী ব্যক্তিকে বাধ্যতামুলকভাবে যাকাত আদায় করা ইসলামে ফরজ। যাকাত দানের অস্বীকার করার কারনে হযরত আবু বকর রাঃ তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন। কাজেই এই কথা বুঝা যায় যে, যাকাত আদায় করা একজন বিত্তবান মুসলমানদের সর্বপ্রথম, প্রধান এবং গুরুদায়িত্ব। কিন্তু বিত্তশালীদেরকে এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে ইসলাম নিস্তৃতি দেয়নি। কারন যাকাতের মাধ্যমে একটি সমাজে মানব গোষ্ঠির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না ও হতে পারে। সমাজের এবং মানুষের আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রয়োজনের কারনে পবিত্র কোরআনে বলে দেয়া হয়েছে তাহাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে প্রয়োজনশীল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে। (৫০) এই আয়াতে পরিস্কার ভাষায় বিধান দেয়া হয়েছে ধনীদের সম্পদ সে একাকী ভোগ করিতে অথবা পুঞ্জিভুত করে রাখতে পরবেনা, কারন এতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অধিকার রহিয়াছে। যদিও সেই ধন অর্জনে দরিদ্রের কোন অংশ নেই, তথাপিও ইসলাম পারস্পরিক সৌহাদ্যের ভিত্তিতে একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য মুক্ত, ভাতুত্ব ভালবাসার ও সৌহার্দের ভিত্তিতেএকটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিধান দিয়েছে। সাদাকা বা দান করার যে দায়িত্ব, যাকাত আদায় করলেই তা পালন হয় না। পবিত্র কোরআন মজিদের নিম্মোক্ত আয়াত থেকে তার প্রমান মেলে। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, "লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় কর।" (৫১) আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কারভাবে একথা বলা হয়েছে, তোমারই উপার্জিত ধনসম্পদে যাকাত দানের পর ও তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আল্লাহর পথে ব্যয় করতে এবং পুর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, যদি ও এই ধন সম্পত্তি তুমি উপার্জন করেছ ঠিক কিন্তু এতে গরীবের অংশ রহিয়াছে যা অবশ্যই তোমাকে পরিশোধ করতে হবে।

অনুরূপভাবে হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন, যাকাত ছাড়া ও ধনীদের ধনসম্পদে জাতির অধিকার রহিয়াছে। (৫২) অতপর তিনি সুরায়ে বাকারার নিম্মোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, কেবল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ

Dhaka University Institutional Repository

করাই নেক কাজ নহে। বরং আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব, ও নবীগনের প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর ভালবাসার বশবর্তী হইয়া নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, নিঃসম্বল পথিক, অভাবগ্রস্থ ও দাসলোকেদের জন্য অর্থব্যয় করা এবং নামাজ পড়া যাকাত দেয়াই হইল যথার্থ নেক আমল। (৫৩) উপরোক্ত আয়াতে কারিমা থেকে একথা পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয়, ঈমান আনয়নের পর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, নিঃসম্বল পথিক, সাওয়ালকারী ও দাস বা ঋনগ্রস্থদের মুক্তির জন্য আল্লাহর মহব্বতের কারনে অর্থদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর ভালবাসা বা সন্তুষ্ট পেতে হলে ধনসম্পদ পুঞ্জিভুত করে রাখলে চলবেনা বরং তার বান্দাদের মাঝে যারা দরিদ্রা ও অসহায়, তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে। অতএব ইসলামে সাদাকা বা দানের এই বিধান কেবলমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। এই দান সম্পর্কে মহান আল্লাহর বানী হল, "তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তাহা তোমাদিগকে পূর্নমাত্রায় ফিরাইয়া দেবেন এবং এই ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন রূপ জুলম করা হইবেনা, বরং নিজেদের ও পরম কল্যান এতে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষনা করিয়াছেন। তোমরা যে ধন সম্পদই ব্যয় কর না কেন, তাহা তোমাদের কল্যানেই নিহিত। (৫৪) সুতরাং ইসলামী সমাজে মুসলমানগন কেবলমাত্র আত্ন-কেন্দ্রিক হতে পারে না বরং তারা একে অন্যের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুঃখী মানুষের কল্যানে এগিয়ে আসবে এইজন্য ইসলামে সাদাকার বিধানের উপর এত বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইসলাম নির্দেশিত উপরোক্ত বিধান সমুহকে আবার আমরা দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। প্রথমত ফরজ ওয়াজিব বিধান সমুহ যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবং দ্বিতীয়ত নফল বা ঐচ্ছিক বিধান সমুহ এছাড়া ও রয়েছে বাইমেকানিজম সমুহ। এই সব বিধানের মৌলিক লক্ষ্য হল দারিদ্র্য দুরীকরন। ফরজ বিধান সমুহের মধ্যে আমরা যাকাত, ওশর, খারাজ, মিরাস, সদকায়ে ফিতর ও কাফ্ফারাকে গন্য করতে পারি। এই সকল বিধানকে ইসলাম অপরিহার্য হিসাবে গন্য করেছে। যা ঈমানের অঙ্গ বলে বিবেচিত। স্বেচ্ছায় এ সব বিধানের বা কোন একটি বিধানকে অস্বীকার করলে তার ঈমান থাকবেনা। যেমন নামাজের মত যাকাতকে ও ইসলামের ভিত্তিরূপে গন্য করা হয়। এখানে যাকাত, ওশর, ও মিরাসকে ফরজ বিধানের মাঝে গন্য করা হয় আর সাদকায়ে ফিতর ও কাফ্ফারাকে ওয়াজিব বিধান হিসাবে গন্য করা হয়। আবার কতিপয় বিধান যাহাতে ইসলাম অত্যান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। পূন্যের জন্য প্রলোভিত করেছে এবং উৎসাহিত করেছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক করেনি, এই সকল বিধানের মাঝে আছে সাদাকা, করজে হাসানা ইত্যাদি। মুল কথা সকল বিধানের লক্ষ্য একটাই দারিদ্র্য বিমোচন।

৪.০৮ - করযে হাসানা ঃ

দারিদ্র্য বিমোচন এবং মুসলমানের আকস্মিক প্রয়োজন পুরনের জন্য ইসলামে করজে হাসানার ব্যবস্থা রয়েছে। এটি মুসলমানদের একটি কর্তব্যের অংশ। করজে হাসানা অর্থ হিতকর ঋণ বা মুনাফা বিহীন দান (১) অর্থাৎ কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সহযোগিতা যার বিনিময়ে কোন মুনাফা অথবা অন্য কোন সুবিধার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির উপকারার্থে দান যেটা ফেরৎযোগ্য, তবে দাতা গ্রহিতাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। এই করজে হাসানা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুই পর্যায়ের প্রয়োজনেই দিতে হয়। কেননা উভয়ক্ষেত্রে আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। পবিত্র কোরআন মজিদে এই উভয় পর্যায়ে করজে হাসানা দেয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহ দান করা হইয়াছে। কোন্ প্রবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন লোক আল্লাহকে করজে হাসানা দিতে প্রস্তুত আছে ? যদি কেহ তাহা দেয়, তবে আল্লাহ উহার বদলে উহার কয়েকগুন বেশী তাহাকে দান করবেন। বস্তুত আল্লাহ রুজি রোজগারের পরিমান কম ও করেন, আবার প্রশস্থ ও করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তাহাদের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আলোচ্য আয়াতে করজে হাসানা প্রদানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং এটাকে তিনি বেশ পছন্দ করেন এবং করজে হাসানা প্রধানকারীকে অনেক বেশী তিনি দান করবেন। সে কথা ও আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর রাসুল সাঃ সাধারণ দানের তুলনায় করজে হাসানা দেওয়া যে, অধিক সাওয়াবের কাজ তাহা পরিস্কারভাবে বলেছেন নিম্নোক্ত হাদিসে, "কেননা সওয়ালকারী সব সময় চাইতেই থাকে কিন্তু যে করজ চায় সে প্রয়োজন ছাড়া কখনো চায় না। (৫৫)

করজে হাসানার আরেকটি দিক হল সাধারণ দান, সমাজের স্বচ্ছল লোকদের জন্য ইহা এক অবশ্য কর্তব্য। এই রূপ দান করিতে সমাজের অবস্থাপন্ন লোকদিগকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই রূপ দান সম্পর্কে আল্লাহ এবং তার রাসুল মুসলিমদেরকে তাগিদ দিয়েছেন।

৪.০৯ - অসিয়ত ঃ

অসিয়ত শব্দের শাব্দিক অর্থ সুপারিশ আর ইসলামের পরিভাষায় কোন সম্পদশালী ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তার স্থবর অস্থাবর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওয়ারিশ ব্যতিত অন্য যে কোন লোকের জন্য দান করার উপদেশ বা সুপারিশ করাকে ওসিয়ত বলে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বন্টনের সুস্পষ্ট নীতিমালা দানের পর ইসলামী অর্থনীতি সম্পত্তির উপর ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা বাসনা কার্যকর করার সীমাবদ্ধ অধিকার দান করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে ব্যক্তির অসিয়ত করার অধিকার তম্মধ্যে অন্যতম। এই বিষয়ে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন, তোমাদের কাহরো মৃত্যু উপস্থিতি হওয়া কালে ধনমাল রাখিয়া থাকিলে অসিয়ত করা তোমাদের জন্য ফরজ করা হইয়াছে। (৫৬) এই আয়াতের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজে ওসিয়ত চালু হইয়া যায়, কারন এই সময়ে তখনো মিরাসের আইন নাযিল হয়নি। সম্পত্তির মালিক মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করলে মৃত্যুর পর তা পূরন করা ওয়াজিব। এই ওসিয়ত যথেষ্ঠ গুরুত্বের দাবীদার। কেননা এমন অনেকই নিকট আত্মীয় থাকিতে পারে যাহারা বাহ্যিক বা আইনগত কোন কারন বশতঃ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে মিরাস পায়না। আর মিরাস না পাওয়ায় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্নভাবে অসহায় অথবা নিঃস্ব হয়ে পড়তে পারে। অথবা একই কারনে অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং এই দারিদ্র্য অথবা দারিদ্র্যাবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ওসিয়তের এই বিধান নাজিল করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মিরাসী আইনের বিধান নাজিলের পুর্বে ওসিয়তের বিধান প্রবর্তিত ছিল। মিরাসী আইন জারী হওয়ার পর নবী করিম (সাঃ) ওসিয়ত ও মিরাস সংক্রান্ত আইনের দুইটি মুলনীতি নির্ধারন করেছেন। প্রথমত কোন ওয়ারিসকে ওসিয়তের মাধ্যমে সম্পত্তি বাড়িয়ে কমিয়ে দেয়া যাবে না। অর্থ্যাৎ ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত নিষিদ্ধ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিম্নোক্ত হাদিসটিতে এই কথার স্বাক্ষর মেলে। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক হকদারকে মিরাসী আইনের মাধ্যমে তাহার হক দিয়াছেন। যে লোক উত্তরাধিকারী তাহার জন্য কোন ওসিয়ত নেই। (৫৭) কাজেই মিরাসীদের জন্য ওসিয়তের কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ ওসিয়ত মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের উপর কার্যকর হইবে। এর বেশীকার্যকর হইবেনা কেননা নবী করিম (সাঃ) এর হাদিস দ্বারা এই বিধান দিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ ওসিয়ত এক তৃতীয়াংশ মাত্র এবং এক তৃতীয়াংশেরই অনেক। (৫৮) অর্থ্যাৎ প্রত্যেক সম্পত্তির মালিক তাহার মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ নিজ আইন সম্মত উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ অভাবী ও দুদর্শাগ্রস্থ লোকদের জন্য ওসিয়ত করিতে পারিবে। (৫৯) ইসলামী অর্থনীতিতে ওসিয়ত কেবলমাত্র একটি সুপারিশ মাত্র নহে। বরং ইহা অনিবার্যরূপে কার্যকরী করতে হয়। কোরআন মজিদে বলা হইয়াছে,, ইহা মুত্তাকী ও খোদভীরু লোকদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার্য করা একটি বিধান। (৬০) এই ওসিয়তের বিধান কার্যকরী করা হলে পিতামহ বা মাতামহের বর্তমানে যাহাদের পিতা মাতার মৃত্যু ঘটে তাদেরকে অসহায় বা নিঃস্ব থাকতে হবেনা। কারন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক তৃতীয়াংশ ওসিয়তের নির্দেশতো আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন এবং হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, এই এক তৃতীয়াংশ অনেক। আসলে দেখা যায় মৃত ব্যক্তির পিতা মাতার সম্পত্তিতে যদি তার সন্তানাদিদের ওয়ারিস করা হত তবে তাদের পক্ষে এক তৃতীয়াংশ পাওয়া সম্ভব হত না। সুতরাং এদের অসুবিধায় পড়ার কোন প্রকার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

এখানে একটি বিষয় বলা দরকার, ধনসম্পদের সমধিক বন্টন এবং অবাধ অজস্র ও অবিশ্রান্ত আবর্তন সৃষ্টি করাই ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য এর মাধ্যমে প্রত্যেকে উক্ত প্রাপ্ত সম্পত্তিকে আরো বর্ধিত করার

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ পায় বা তার পরিবার ও সমাজের কল্যান ব্যায়িত হতে পারে এবং এভাবে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪.১০ - বাই মেকানিজম সমূহ বা ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি সমূহ ঃ

বিত্তশালীদেরকে ইসলাম যাকাত, সাদাকাহ, করজে হাসানা সহ দানের বিষয়ে উৎসহিত কারিয়াছেন এবং আলোচনায় দেখা গেছে তাহাদের দানকে অনেক বেশী পরিমান বর্ধিত করার অঙ্গীকার ও আল্লাহ করেছেন। আবার ইসলাম নামাজ সমাপ্ত করেই জমীনে রিজিকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ার কথা ও বলেছে। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ভিক্ষাদানের পরিবর্তে কাজ করে আত্ম-নির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে নিজে সরাসরি সহযোগিতা করেছেন। আত্মনির্ভরশীলরূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুঁজির প্রয়োজন আর যাদের পুঁজি রয়েছে তারা কোন ধরনের মুনাফা ছাড়া তাহা কখনো সরবরাহ করতে নাও পারে। সেজন্য ইসলামে কতিপয় বাই মিকানিজম বা কেনা বেচার পদ্ধতি রয়েছে। যার মাধ্যমে একজন দরিদ্র্য ব্যক্তি ভিক্ষার হাত বাড়ানোর বদলে অন্যের কাছ থেকে পুঁজি নিয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে। পুঁজি গঠন করতে পারে। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এই ধরনের বাই মেকানিজম সমুহ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্মে এ পদ্ধতি সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

৪.১০.১ - মুদারাবা ঃ

মুদারাবা হচ্ছে এমন এক ধরনের অংশীদারী কারবার যেখানে এক পক্ষ অর্থ যোগান দেয় এবং অপর পক্ষ সে অর্থ খাটিয়ে কারবার পরিচালনা করে। কারবারে লাভ হলে চুক্তিতে বর্নিত অনুপাত হারে উভয়ে তা ভাগ করে নেয়। কিন্তু লোকসান হলে পুঁজির মালিক সম্পূর্ন অংশ বহন করে। এইক্ষেত্রে পুঁজির মালিককে বলা হয় সাহিব আল মাল এবং কারবার পরিচালনাকারীকে বলা হয় মুদারিব। মুদারিবা আমানত পদ্ধতিতে সাহিব আল মাল লোকসানের ঝুঁকি নেয় এবং মুনাফার অংশ ও পায়। সাহিব আল মাল মুদারাবা বিনিয়োগ ব্যবস্থায় লোকসানে ঝুঁকি বহন করে, তবে যদি বিষয়টি এমন হয় যে, মুদারিব তার নিজের কারনে অথবা চুক্তি ভঙ্গের অথবা গাফিলতির জন্য লোকসান দেয় তবে এই ক্ষত্রে সাহিব আল মাল সম্পূর্ন ঝুঁকি বা লোকসান বহন করতে বাধ্য নয়। শরিয়ত মোতাবেক সাহিব আল মাল মুদারিবের কারবারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারেনা, তবে তার সরবরাহ কৃত পুঁজি আসলে ব্যবসায়ে খাটাচ্ছে কিনা এই বিষয়ে তদারক করতে পারে। যেহেতু মুদারিব কারবারের উপর মুনাফা নিচ্ছে সে জন্য তিনি আলাদা কোন ভাতা বা পারিশ্রমিক নিতে পারবেনা এবং নিজস্ব কোন প্রকার ব্যয় ও এখান থেকে নির্বাহ করতে পারবে না, তবে কারবারের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন ব্যয় এখান থেকে নির্বাহ করতে পারবে। মুদারাবা কারবারকে সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী মুদারাবা ও বিশেষ মুদারাবা এইভাবে ভাগ করা যায়। (৬১)

* সাধারণ মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিতে কারবারের ধরন প্রকৃতি, মেয়াদ, ইত্যাদি বিষয়ে কোন শর্ত থাকেনা মুদারিব স্বাধীনভাবে যে কোন কারবারে এবং যে কোন মেয়াদের জন্য এ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। (৬২)

* মেয়াদী মুদারাবার ক্ষেত্রে চুক্তিতে কারবারের মেয়াদ নির্ধারন করে দেয়া হয়। নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে চুক্তি শেষ হয়ে যায় এবং লাভ লোকসানের হিসাব চুড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হয়। মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে যেমন ৩ মাস, ৬মাস, ১ বৎসর পরপর হিসাব করে লাভ লোকসান বন্টন করা যেতে পারে। তবে চুড়ান্ত হিসাব মেয়াদ পূর্ন হলেই করতে হয়। (৬৩)

* বিশেষ মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে কোন বিশেষ কারবার, বিশেষ খাত বা বিশেষ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার চুক্তি করা হয়। মুদারিব চুক্তির শর্তানুসারেই বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেই বিশেষ কারবার বা প্রকল্প সমাপ্ত হলে কারবারের লাভ লোকসান হিসাব ও বন্টন চুড়ান্ত করে কারবার শেষ করতে হয়। অবশ্য চুড়ান্ত হিসাবের পুর্বে ও তমাস ৬মাস বা ১বৎসরের পরপর হিসাব করে লাভ লোকসান বন্টন করা যেতে পারে। তবে তা অগ্রিম হিসাবে গন্য হবে এবং চুড়ান্ত হিসাবের পর এইরূপ অগ্রিম সমন্বয় করতে হবে। (৬৪)

৪.১০.২ - মুশারাকা ঃ

শিরক শব্দ থেকে মুশারাকা বা শিরকতের উদ্ভব। যার অর্থ অংশীদারিত্ব। মুরশারাকা হচ্ছে এমন এক অংশীদারী কারবার, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভ করার উদ্দেশ্যে কারবার করার জন্য পুঁজি যোগান দেয়, কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারে লাভ ক্ষতিতে অংশ নেয়। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগন পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়। আর লোসান হলে প্রত্যেক অংশীদার তার পুঁজির আনুপতিক হারে তা বহন করে। মুশারাকাত কারবারে পুঁজির কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই।

এই পদ্ধতির পরিচালনায় সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহন করতে পারে এবং মুশারিকগন একে অপরের প্রতিনিধি ও ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করে থাকেন। কারবারে লাভ হলে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে শরীকগন তা ভাগ করে নেন। আর লোকসান হলে ও পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করতে হয়। কারবারের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য খরচ কারবার থেকে বহন করা হয় এবং কেবল নীট লাভ বা লোকসান অংশীদারদের মাঝে বন্টন করা হয়। মুরাবাহার মতই মুশারাকা ও তিন ধরণের (১) সাধারণ মুশারাকা (২) মেয়াদী মুশারাকা (৩) বিশেষ কারবার ভিত্তিক মুশারাকা। (৬৫)

৪.১০.৩ - বাই মুরাবাহা ঃ

সাধারণভাবে বাই মুরাবাহা বলতে ক্রয় মূল্যের উপর বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফা, মার্জিন বা মার্ক আপ ধার্য করে বিক্রয় করাকে বুঝায়। বাই মুরাবাহা তিন রকমের হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতার কাছ থেকে নগদ মূল্য গ্রহন করে পন্য সরবরাহ করা যেতে পারে অথবা ক্রেতাকে ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে বা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ ও দেয়া যেতে পারে। বাই মুরাবাহার সাথে বাই মুয়াজ্জিলের পার্থক্য হচ্ছে, বাই মুয়াজ্জিলের ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে দাম নির্ধারণ করা হয়। এতে ক্রয় মূল্য ও মুনাফা আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশ করা বা ক্রেতাকে কে জানানোর দরকার হয় না। কিন্তু এই বাই মুরবাহাতে ক্রয় মূল্য ও মুনাফা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হয়, বা ক্রেতাকে জানাতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার মুরাবাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় তাওলিয়া। (৬৬) অর্থ্যাৎ বিক্রেতা যদি তার নিজের জন্য কোন মুনাফা ধার্য্য না করে কেবল ক্রয়মূল্যেই পণ্য বিক্রয় করে, তা হলে সে বিক্রয়কে তাওলিয়া বলা হয়। অপরদিকে বিক্রেতা যদি ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম দামে বা নির্ধারিত লোকসানের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয় করে তা হলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ওয়াদিয়াহ বলে। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে তিন ধরণের ক্রয় বিক্রয় বৈধ।

৪.১০.৪ - বাই মু'আজ্জিল ঃ

আজল শব্দের অর্থ হচ্ছে মূলতবী রাখা। বিক্রয় যখন বাকীতে করা হয় তখনই তা হয় বাই মুয়াজ্জিল। যেহেতু ক্রেতা কোন মাল ক্রয় করে সাথে সাথে মূল্য পরিশোধ করে না এবং তা ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা হয়। সুতরাং ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত কোন সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে পন্য সামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতি বলা হয়।

নগদ বিক্রয়কালে পন্যের যে দাম নেয়া হয় বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতিতে বিক্রয়কালে তার চেয়ে কম দাম অথবা বেশি দামে পন্য বিক্রয় করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা বাজার থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে ক্রেতার উপস্থিতিতে উক্ত পন্যের ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি বা কম মূল্য উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে পরবর্তি

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে এককালীন অথবা কিস্তিতে দাম পরিশোধের ভিত্তিতে কেনা বেচা সাব্যস্থ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্রয় মূল্য ও মুনাফা আলাদা আলাদা দেখনোর প্রয়োজন হয়না। এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্রয় মূল্য জানাতে বাধ্য নহে। (৬৭)

৪.১০.৫ - বাই সালাম (অগ্রিম ক্রয়) ঃ

বাই সালাম আসলে আগাম পণ্য ক্রয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার শর্তে দাম নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে আগাম মূল্য পরিশোধ করে দেয়। অতঃপর বিক্রেতা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময় বা সময়ের মধ্যে শর্তানুসারে উক্ত পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে থাকেন। অন্যান্য সব কিছুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ক্রয়যোগ্য হলে ও কৃষি ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশী উপযোগী ও সহায়ক। কারন ফসল বপন করার সময় তাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকেনা বলে এইসময়ে বাইসালাম পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা উৎপাদনে সহযোগিতা পেতে পারে, আবার ফসল তোলার সময় যোগান বেশী ও মূল্য কমে যাওয়ার কারনে কৃষকগণ কঠিন অবস্থায় পড়তে পারে বলে, এই পদ্ধতি তাদের জন্য বেশী উপকারী বটে। অনুরূপভাবে কুটির শিল্পীরা ও প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে সঠিক ভাবে কাজ চালাতে পারেনা। আবার কোনক্রমে উৎপাদন করলে ও যথার্থভাবে বাজারজাত করতে পারেনা বলে দালাল,ফড়িয়াদের কাছে কম মূল্যে এগুলো বিক্রি করে দিতে হয় বলে তাদের জন্য সৃষ্ট সমস্যা এই পদ্ধতি তাদেরকে সহযোগিতা করতে সক্ষম। কৃষি ও কুটির শিল্প ছাড়া ও রপ্তানীমুখী পণ্যের ক্ষেত্রে ও এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। (৬৮)

৪.১০.৬ ইজারা ঃ

যে পদ্ধতিতে স্থায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পত্তি ক্রয় বা তৈরী করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ভোগ ব্যবহার করতে দেয়, তাকে ইজারা বলা হয়। সম্পত্তির ইজারা গ্রহীতা সম্পত্তি ব্যবহার করে উপকৃত হয় এবং এর বিনিময়ে সে ভাড়া দেয়। অপরপক্ষে ইজারা দাতা প্রাপ্ত ভাড়া হতে তার মূলধন ব্যয় উসুল করে এবং মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। ইজারা প্রথা সকল সমাজেই অতি পরিচিত এবং প্রচলিত একটি ব্যবস্থা। গাড়ী, যানবাহন, জমি, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ধরনের যে সব সম্পত্তি এক বার দুইবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এই সবই ভাড়ায় খাটানো যেতে পারে। শরীয়তে এইরূপ ভাড়া দেওয়ার অনুমতি রহিয়াছে। ইজারা সাধারনত দুই ধরনের হতে পারে। আর্থিক ইজারা এবং ব্যাবহারিক ইজারা।

(১) আর্থিক ইজারা ঃ

অবাতিলযোগ্য ইজারা চুক্তিকে বলা হয় আর্থিক ইজারা। কোন স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ বা সম্পত্তি ক্রয় করে দীর্ঘ বা মধ্যম মেয়াদের জন্য ক্রেতা গ্রাহকের কাছে ইজারা দিতে পারেন। সম্পদের উপর দাতার মালিকানা বহাল থাকে কিন্তু ইজারা গ্রহিতা মাসিক বা বার্ষিক নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত সম্পদ দখল এবং ভোগ ব্যবহার করে থাকে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে দাতা উক্ত সম্পত্তি ফেরৎ নিতে পারেন অথবা নতুন করে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। আবার ইজারাদাতা ইজারা শেষে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করার ইচ্ছা করলে উপযুক্ত দাম দিয়ে ইজারা গ্রহীতা ও উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে। (৬৯)

(২) ব্যবহারিক ইজারা ঃ

ব্যবহারিক ইজারা বাতিল যোগ্য এবং আর্থিক ইজারার তুলনায় স্বল্প মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবহারিক ইজারায় সম্পদের মালিক বা ইজারা দাতাকেই মালিকনার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হয়। (৭০)

৪.১১ - দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম মডেলের বিশেষত্ব ঃ

আলোচ্য গবেষনায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ফরজ, ওয়জিব, নফল ও বাই মেকানিজম ব্যবস্থার নির্দেশ করেছে।প্রতিটি বিষয়ের ভার অর্পন করা হয়েছে অথবা পরিশোধ করতে

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে বিত্তবান সামর্থবান ও বিত্তের মালিকদেরকে। আর দান করার কথা বলা হয়েছে বিত্তহীন ও সামর্থহীনদেরকে। এখানে একটি বিষয় পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়, দরিদ্র্য লোকদেরকে প্রদান করার অর্থ হল তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করা অর্থ্যাৎ তাদের দারিদ্র্য বিমোচন। আমাদের বর্তমান সমাজে সৎ উপায়ে সম্পদের মালিক হওয়া খুবই কষ্ট কর। আর এভাবে কষ্টসাধ্য পন্থায় সম্পদের মালিক হওয়ার পর ব্যক্তিকে যাকাত, ট্যাক্স সহ যাবতীয় কর্তব্য আদায়ের পর আল কোরআন তাকে বলছে তাহাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে প্রয়োজনশীল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে। (৭১) আলোচ্য আয়াতে সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি কে একথা বলে দেয়া হচ্ছে, তুমি অনেক কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই সম্পদ উপার্জন করেছ এর থেকে যাকাত সহ আল্লাহর নির্দেশিত সকল হক আদায় করার পর ও তোমারই অবশিষ্ট সম্পদে গরীবদের অধিকার রয়েছে।আবার ও তাদেরকে এ থেকে দান করতে হবে। কোরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে ,,তোমাদের যাবতীয় ধন সম্পত্তি যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে।। (৭২) আলোচ্য আয়াতে ও একই বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দান করা হয়েছে।

সুতরাং এই কথা স্পষ্ট যে, ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের রয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। ইসলাম কের আন হাদীসের কোথায় ও দরিদ্র থাকতে উৎসাহিত করেনি বরং নামায সমাপনান্তে জমিনে বেরিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছে। (৭৩) হাদীসে আল্লাহর রাসুল বলেছেন, উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু। (৭৪) রাসুল (সাঃ) একথাও বলেছেন, তোমরা দারিদ্র্যতা থেকে বেঁচে থাক কেননা দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে নিক্ষেপ করে। কাজেই এই কথা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম দারিদ্র্যতাকে নিরুৎসাহিত করে কর্মমূখী হওয়ার জন্য তাকিদ দিয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামী মডেলের আকেটি দার্শনিক দিক হল, ইসলাম এজন্য অনেক বিধানের ব্যবস্থা রেখেছে, কিন্তু একটি বিষয় অতি স্পষ্ট আর তা হল,প্রতিটি বিধানে বহু বার দান করার কথা বলা হলে ও একটি বার ও কোথায় ও গ্রহন করার কথা বলা হয়নি।নামাযের সাথে সাথে অসংখ্যবার যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। অথচ কোথায়ও এই কথা একেবারেই নেই যে,তোমরা যাকাত গ্রহন কর। ঠিক একই ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের সব কয়টি বিধানের ব্যাপারে একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। যেমন ওশর, সাদাকা, সাদায়ে ফিতর, কাফফারা, মিরাস সহ প্রত্যেকটি বিষয়ে দানের কথা বলা হয়েছে, গ্রহন করার কথা বলা হয়নি।সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, ইসলাম বিভিন্ন ভাবে দান করার তাকিদ দিলে ও দান গ্রহন করে দরিদ্র থাকার জন্য তাকিদ দেয়নি। কোরআন হাদিসে একদিকে যেমন কর্মমূখী জীবনের প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে দরিদ্র্যতা থেকে বেঁচে থাকতে ও বলেছে।

৪.১২ - দারিদ্র্য বিমোচনে উক্ত মডেলের কার্যকারিতা ঃ

ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা এই বিরাট ও পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার একটি অংশ মাত্র। ইসলামে উন্নয়ন বলতে কোন একটি দিক বা বিভাগের উন্নতিকে বুঝায়না বরং উন্নতি বলতে পূর্নাঙ্গ ও সামগ্রিক উন্নতিকে বুঝায়। মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের অন্যান্য অসংখ্য সমস্যা হতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন মনে করা এবং সেই দৃষ্টিতে উহার সমাধানের চেষ্টা করা নেহায়েতই অবৈজ্ঞানিক এবং ভুল। মানব রচিত মতবাদ গুলি অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের এক মাত্র সমস্যা ও জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে সেভাবে সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। যার দরুন একবার এক মতবাদের দ্বারস্থ হয়েছে সমস্যা সমাধানের বুক ভরা আশা নিয়ে আবার ও ব্যর্থ হয়েছে। এর মূলীভূত কারন চিন্তার দৈন্যতা পদ্ধতি গত ত্রুটি এবং একটি অতীব গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের অনুপস্থিতি। এদিক থেকে ইসলামে এই ধরনের কোন ঘাটতি বিদ্যমান নেই। কারন বিশ্বমানবের স্থায়ী শান্তি দাতা ও কল্যান কামী অর্থ ব্যবস্থা হইতেছে ইসলামের অর্থনীতি,একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই দুনিয়ার মানুষকে প্রকৃত মনুষত্বের মর্যাদায় অভিশিক্ত করতে পারে। ১. বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত দেশগুলি উন্নতি করেছে এই কথা বলতে পারলে ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই দাবী করতে পারছে না। কারন জীবনকে তারা বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তা করার কারনে মানুষকে পশুত্বের কাতারে শামিল করেছে। আর নৈতিকতা না থাকার দরুন এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যা আসলে পূর্ন করা ও সম্ভব নহে। দারিদ্র্য বিমোচন, যে কোন অর্থ ব্যবস্থার একটি অন্যতম দিক। ইসলাম এদিকটিকে অতীব গুরুত্বের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে দেখে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা এবং দরিদ্র অভাব গ্রস্থ ও দুর্বল অক্ষম লোকদের প্রতি কর্তব্য পালনে ইসলামের নীতি ও অবদান এর সাথে অন্য মতবাদের তুলনা হতে পারেনা। (৭৫)

কেবল মাত্র পুঁজিবাদের সাথে খানিকটা মিলালে এই বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে।সেখানে পুঁজিবাদে সম্পদের পাহাড় যে কোন ভাবে গড়ে তোলা যায়, বৈধ অবৈধ ন্যায় অন্যায়ের কোন বালাই তাতে নেই। ইসলামে এই দিকটি সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ। আবার পুঁজিবাদে বাজারে মূল্য কমে যাওয়ার ভয়ে সম্পদ আগুনে পুড়ে ফেলা অথবা সমুদ্রে ফেলে নষ্ট করে দেয়া যায়। কিন্তু এখানেও ইসলাম তা কঠোর ভাবে নিষধ করেছে। পবিত্র কোরআনের সুরা মুদ্দাসিরে গরীব মিসকিনদের খাবার খাওয়ানোকে ঈমানের অঙ্গ বানানো হয়েছে। (৭৬) সুতারাং বাজার মূল্য কমার ভয়ে খাদ্য সামগ্রী গরীবদের না দিয়ে নষ্ট করে দেয়ার প্রশ্নই আসেনা।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামের নির্দেশিত মডেলগুলির মধ্যে ফরজ ২টি ওয়াজিব ৪টি এবং নফল ৪টি সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রাখা হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ই সরাসরি দারিদ্র বিমোচনের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, যাকাত সাদাকা সহ প্রতিটি বিষয় দরিদ্র্যদের অভাব মোচনের জন্য তাদেরকে দিয়ে দিতে বলা হয়েছে কোন ধরনের লাভ বা বিনিময় ব্যাতিরেকে। আগেই বলা হইয়াছে যেহেতু ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান সে জন্য ইসলামের প্রদর্শিত প্রতিটি মডেলের কার্যকারিতা ও সাফল্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতারাং এই কথা নির্ধিধায় বলা যায়, ইসলামী মডেলের যথাযথ ভাবে কার্যকরী করা গেলে এর সুফল নিশ্চিত পাওয়া সম্ভব। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সময় এই মডেলের রাষ্ট্রীয় ভাবে কার্যকরী ভাবে বাস্তবায়নের ফলে অল্পদিনের মধ্যে এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তালাশ করার পর ও যাকাত গ্রহন করার মত কোন গরীব লোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। (৭৭)

পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্নিত ইসলামী মডেলের শেষ পর্যায়ে বাই মেকানিজম সমুহের কথা এসছে। বাই মেকানিজমের মানে হল ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থা সমুহ। এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়, বেচা কেনার জন্য প্রবর্তিত পদ্ধতি আবার কি ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে আসতে পারে। এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, একজন নিঃস্ব দরিদ্র্যের কিছুই নেই, আরেক জনের আছে, তবে হয়ত তার এই পরিমান নেই, যাতে সে এই ব্যক্তিকে সাদাক অথবা করজে হাসানা হিসাবে দান করতে পারে। সেই কারনে ঐ ব্যক্তি যদি তার ব্যাবসায়ের সম্পদ হতে তার দরিদ্র ভাইকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সহযোগিতা করে তবে হয়ত সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি একদিকে আত্মনির্ভর শীল ও কর্মমূখী হয়ে উঠবে। আবার ব্যাবসায়ের লাভ থেকে তার প্রয়োজন ও পূরন করতে পাবে। আজকের পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি কারী **(Micro credit)** ও ব্যবসায়িক পদ্ধতি বটে। তবে **(Micro credit)** ও ইসলামী বাই মেকানিজমের পার্থক্য সুদ ও সুদ বিহীন এবং চড়া সুদ ও স্বল্প মুনাফার।

এই ব্যবসায়িক পদ্ধতির মাধ্যম দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে আরো একটি বিষয় পরিস্কার করা দরকার আর তা হল, বাই মেকানিজমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শর্ত হল গ্রাহক নির্বাচন। এই গ্রাহক নির্বাচনে যদি একজন পুঁজিপতিকে নির্বাচন করা হয় তবে তার দারিদ্র্য বিমোচনের প্রশ্ন অবাস্তব কারন তার তো দারিদ্র্যই নেই। কিন্তু যদি একজন গরীবকে বাছাই করা হয় তবে অবশ্যই এই পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হবে।

তাহলে আমাদের নিকট এই কথা পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠল যে, ইসলামের নির্দেশিত মডেলের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হওয়া সম্ভব। সেক্যুলার পদ্ধতি হিসাবে ব্যাবহৃত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুস্পষ্ট কোন মডেল আছে বলে অনেকে মনে করেন না । কিন্তু ইসলাম একটি নহে দুইটি নহে অনেকগুলি মডেল রেখেছে। যার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য মোচন হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। যাকাতের হাকীকত, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৬ পৃষ্ঠা ১
২। প্রাগুক্ত
৩। মেশকাত শরীফ টীকা পৃষ্ঠা
৪। সুরায়ে তওবা ১০৩ আয়াত
৫। আবু দাউদ - হাদীস শরীফ ২য় খন্ড, মাওঃ আঃ রহীম ৪০৩ পৃষ্ঠা
৬। সুরা বাকারা ১১০ নং আয়াত
৭। সুরা তওবা ১০৩ নং আয়াত
৮। সুরা আনআম ১৪১ নং আয়াত
৯। হাদীস শরীফ ২য় খন্ড মাওঃ মুহাঃ আঃ রহীম পৃষ্ঠা ৪৭৯
১০। প্রাগুক্ত
১১। সুরা বাকারা ৩৮ নং আয়াত
১২। সুরা আম্বিয়া ৭৩ নং আয়াত
১৩। সুরা মরিয়ম ৩১ নং আয়াত
১৪। হাদিস শরীফ ২য় খন্ড মাওঃ মুহাঃ আঃ রহীম ৪১০ পৃষ্ঠা
১৫। প্রাগুক্ত ৪১৪
১৬। প্রাগুক্ত ৪১৪ পৃষ্ঠা
১৭। প্রাগুক্ত ৪২১ পৃষ্ঠা
১৮। প্রাগুক্ত ৪৩৩ পৃষ্ঠা
১৯। আবু দাউদ যাকাতের ব্যবহারিক বিধান এজি এম বদরুদ্দোজা আধুনিক প্রকাশনী ২৬ পৃষ্ঠা
২০। সুরায়ে তওবা আয়াত নং ৬০
২১। ইসলামের অর্থনীতি মাওঃ আঃ রহীম ৩২০ পৃষ্ঠা খায়রুন প্রকাশনী
২২। প্রাগুক্ত
২৩। প্রাগুক্ত
২৪। প্রাগুক্ত
২৫। প্রাগুক্ত
২৬। সুরায়ে আযযরিয়াত ১৯ আয়াত
২৭। ইসলামের অর্থনীতি মাওঃ আঃ রহীম ৩১৬ পৃষ্ঠা
২৮। Statistical year bool Bangladesh 96
২৯। Ibid
৩০। যাকাত তহবিল নিয়ে নুতন ভাবনা মিজানুর রহমান খান রোবার ১৮ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬
৩১। যাকাত ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় শাহ আব্দুল হান্নান
৩২। ইসলামী অর্থনীতি মাঃ মুহাঃ আঃ রহীম পৃষ্ঠা ২২১ খায়রুন প্রকাশনী।
৩৩। সুরা বাকারা ২৬৭ আয়াত
৩৪। সুরা আনআম ১৪১আয়াত
৩৫। মাওঃ আঃ রহীম ইসলামের অর্থনীতি ২২২ পৃষ্ঠা
৩৬। প্রাগুক্ত ২২৩পৃষ্ঠা
৩৭। প্রাগুক্ত
৩৮। প্রাগুক্ত
৩৯। ইবনে মাজা
৪০। ওশর সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

৪১। মোহাম্মদ আঃ রহীম ইসলামের অর্থনীতি ২২৫পৃষ্ঠা
৪২। প্রাগুক্ত
৪৩। বুখারী ও মুসলিম প্রাগুক্ত ১৯১পৃষ্ঠা
৪৪। প্রাগুক্ত ১৯২ পৃষ্ঠা
৪৫। প্রাগুক্ত
৪৬। প্রাগুক্ত ২৩৭পৃষ্ঠা
৪৭। তিরমিজি
৪৮। প্রাগুক্ত
৪৯। আবু দাউদ ইবনে মাজা
৫০। সুরা আজাযারিয়াত ১৯ নং আয়াত
৫১। সুরা বাকারা ২১৫ নং আয়াত
৫২। তিরমিজি ইসলামী অর্থনীতি মাওঃ মুহাঃ আঃ রহীম ১৮৮ পৃষ্ঠা
৫৩। সুরা বাকারা ১৭৭ আয়াত
৫৪। সুরা বাকারা ২৪৫ আয়াত
৫৫। ইবনে মাজা
৫৬। আনফাল ৭আয়াত
৫৭। তিরমিজি মোঃ আঃ রহীম ইসলামের অর্থনীতি পৃষ্ঠা ১৯৬
৫৮। প্রাগুক্ত
৫৯। প্রাগুক্ত
৬০। প্রাগুক্ত
৬১। ইসলামী ব্যাংককিং একটি উন্নততর ব্যবস্থা অধ্যাপক শরীফ হোসাইন ৮০ পৃষ্ঠা।
৬২। প্রাগুক্ত
৬৩। প্রাগুক্ত
৬৪। প্রাগুক্ত
৬৫। প্রাগুক্ত
৬৬। ডঃএম ওমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা রূপ রেখা, পৃঃ ২ অধ্যাঃ শরীফ হোসাইন অনুদিত ইসলামী ইকনমিক্স রিচার্স ব্যুরো।
৬৭। প্রাগুক্ত ১৬৫
৬৮। প্রাগুক্ত ১৬৯
৬৯। প্রাগুক্ত ১৬৯
৭০। প্রাগুক্ত ১৬৯
৭১। প্রাগুক্ত ১৭০
৭২। প্রাগুক্ত ১৭০
৭৩। প্রাগুক্ত ১৭০
৭৪। প্রাগুক্ত ১৭০
৭৫। প্রাগুক্ত ১৭০
৭৬। প্রাগুক্ত ১৭০ পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

মুসলিম এইডের পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

৫.০১ - ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমুহ ও নানা মুখী প্রচেষ্টায় তৎপর। এই বেসরকারী সংস্থা সমুহ আজ এনজিও (**NGO - Non government Organisation**) হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশে কর্মরত দেশী, বিদেশী, ছোট, বড় সব মিলিয়ে প্রায় বিশ হাজার এন জি ও কাজ করছে। (১) বিদেশ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে এনজিও ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে কাজ করতে হয় । আর যারা স্থানীয় ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে অথবা এদেশে কর্মরত বিদেশী এনজিওদের আর্থিক সহায়তায় কাজ করন, তারা সমাজ সেবা অধিদপ্তর অথবা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী অথবা যুব মন্ত্রনালয়ের রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে কাজ করতে হয় । এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে কর্মরত এনজিওদের সংখ্যা বার শতের বেশী। (২) আর সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত এনজিওর সংখ্যা প্রায় সতর হাজার। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যার নাম্বার এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো ৫৫২/৯১। ইসলামী আদর্শ ও মুল্যবোধের ভিত্তিতে আর্ত- মানবতার সেবার ব্রত নিয়ে মুসলিম এইড বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

৫.০১.১ - মুসলিম এইড বাংলাদেশের পরিচিতি ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ মুসলিম এইড লন্ডনের একটি শাখা সংগঠন। মুসলিম এইড একটি আর্ন্তজাতিক ত্রান ও উন্নয়ননমুখী মানব কল্যানধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে ২৩টি বৃহৎ নেতৃস্থানীয় বৃটিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। (৩) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বন্যা, খরা, ঘুর্নিঝড় সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের এবং যুদ্ধ বিগ্রহের দরুন গৃহ হারা উদ্বাস্তু এবং যুদ্ধ ও জাতিগত দাঙ্গায় গৃহহীন শরনার্থীদের সেবায় বলিষ্ঠ ভুমিকা পালনের প্রত্যয় নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা কালীন সময়ে এককালের বিশ্ব বিখ্যাত পপ সিঙ্গার ও নওমুসলিম ইউসুফ ইসলাম (ক্যাটষ্টিভেন্স) এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মুসলিম এইড ইউকে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। যাহারা প্রতি দুই বৎসরের জন্য লন্ডনের বৃহৎ সংস্থা সমুহের নেতৃবৃন্দের এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এদের সবাই মানব কল্যান ধর্মী কজে জড়িত। ট্রাস্টি বোর্ড একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান একজন সেক্রেটারী একজন কোষাধ্যক্ষ ও একটি নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করে থাকেন। দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পেশাগত ভাবে দক্ষ একদল জনশক্তি যাবতীয় কার্যনির্বাহ করে থাকেন। (৪) মুসলিম এইড একটি আন্তজাতিক ত্রান ও উন্নয়ন মুলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। যাহা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা, যেমন বেঁচে থাকার আবলম্বন ও আত্ম নির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা, আয় বর্ধন মূলক প্রকল্প, এতিমখানা, স্কুল, মাদ্রাসা স্বাস্থ্য সেবা ও ক্লিনিক বা হাসপাতাল এবং জরুরী ত্রান কার্যক্রম ইত্যাদি। (৫)

মুসলিম এইড বর্তমানে পৃথিবীর ২৫টি দেশে কাজ করছে। এর তহবিল সংগ্রহ করা হয়, ইহার যুক্ত রাজ্যস্থিত, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানীতে অবস্থিত অফিসের মাধ্যমে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে স্থানীয় এনজিওদের সহযোগিতার ভিত্তিতে এর আর্ত- মানবতার সেবামুলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মুসলিম এইডের একটি অনন্য বৈশিষ্ট হল - যেহেতু এই সংগঠনটি সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং দান অনুদানই তহবিলের মুল উৎস, কাজেই সবচেয়ে কম প্রশাসনিক ব্যয়ে এর কার্যক্রম বিশেষত এর জরুরী ও দ্রুত ত্রান তৎপরতা পরিচালিত হয়। (৬) এই সংস্থার তহবিলের মুল উৎস হল, ব্যাক্তিদের প্রদত্ত যাকাত, সাদাকা ও অন্যান্যা দান যাহা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে মানুষের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। মুসলিম এইড এর লন্ডন অফিসে ব্যাক্তি ও সস্থার হাজার হাজার ঠিকানা সংগহীত থাকে। প্রতিনিয়ত সেই ঠিকানা মোতাবেক দান অনুদান চেয়ে চিঠি লেখা হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং এভাবে ও তহবিল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ও ইফতারী সদকায়ে ফিতর এবং কোরবানীর পশুর মুল্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশের দরিদ্র মুসলমানদের মাঝে বন্টন করা হয়ে থাকে। ১৯৯৫ সালে মুসলিম এইড পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ৪,০০,০০০ (চার লাখ) দরিদ্র্য লোকদের সাহায্য করে। (৭)

৫.০১.২ - মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর কর্মতৎপরতার সুচনা ঃ

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘুর্নিঝড় আঘাত হানলে জান মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ঘুর্নিদুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহয্যে অন্যান্য এনজিওদের সাথে সাথে মুসলিম এইড ইউকে ও এগিয়ে আসে। সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করে ত্রান তৎপরতায়। ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস স্থাপন করে কাজ শুরু করে এই সংগঠনটি। ১৯৯১ সালে অফিস স্থাপন করে আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করলেও মুলত এই সংগঠন ১৯৮৫ সাল থেকে প্রকৃত পক্ষে এদেশে কাজ শুরু করে । তবে তা আনুষ্ঠানিক বা নিয়মিত তৎপরতা হিসাবে ছিল না। (৮)

৫.০১.৩ - মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর পরিচালনা পরিষদ ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ চার সদস্য বিশিষ্ঠ একটি এডভাইজারীকমিটি, একজন পরিচালক ও একদল প্রশিক্ষিত অফিস ষ্টাফ দ্বারা পারিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে কর্ম তৎপরতা শুরু করার সময় যে এডভাইজারী কমিটি গঠিত হয়েছিল আজ ও সেই কমিটি কাজ করছে, তবে কমিটির সাবেক সভাপতি জনাব শামসুর রহমান সাহেব বার্ধক্য জনিত কারনে চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। কমিটির সদস্যদের নাম ও পেশা নিম্মে প্রদান করা হল।

ক্রমিক	নাম	জেলা	পেশা	
১।	জনাব শামসুর রহমান	খুলনা	ব্যবসা ও সমাজসেবা	সদস্য
২।	মাওলানা আব্দুস সোবহান	পাবনা	সমাজ সেবা	সভাপতি
৩।	অধ্যপক মজিবুর রহমান	রাজশাহী	শিক্ষকতা ও সমাজ সেবা	সদস্য
৪।	মাওঃ আবু তাহের	চট্টগ্রাম	সমাজ সেবা	সদস্য

বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মাওঃ আব্দুস সোবহান। কমিটি তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করে থাকেন। বাংলাদেশ অফিসের পরিচালক জনাব এস, এম রাশেদুজ্জামান সদস্য সচিব ও পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। হেড অফিস থেকে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করা ছাড়া ও বাৎসরিক অডিটের ব্যবস্থা রয়েছে। অডিট কার্য প্রায়শঃই বাংলাদেশী সরকার স্বীকৃত কোন অডিট ফার্মের মাধ্যমে সামাধা করা হয়। আবার কখনো কখনো লন্ডনের হেড অফিস ও সরাসরি অডিট করে থাকে।

৫.০১.৪ - দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প পরিচিতি ঃ

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পটি পাবনা ও নাটোর জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ অফিস এর সার্বিক তত্বাধান করছে। নিম্ম লিখিত অর্গানোগ্রামের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্গানোগ্রাম (Organogram)

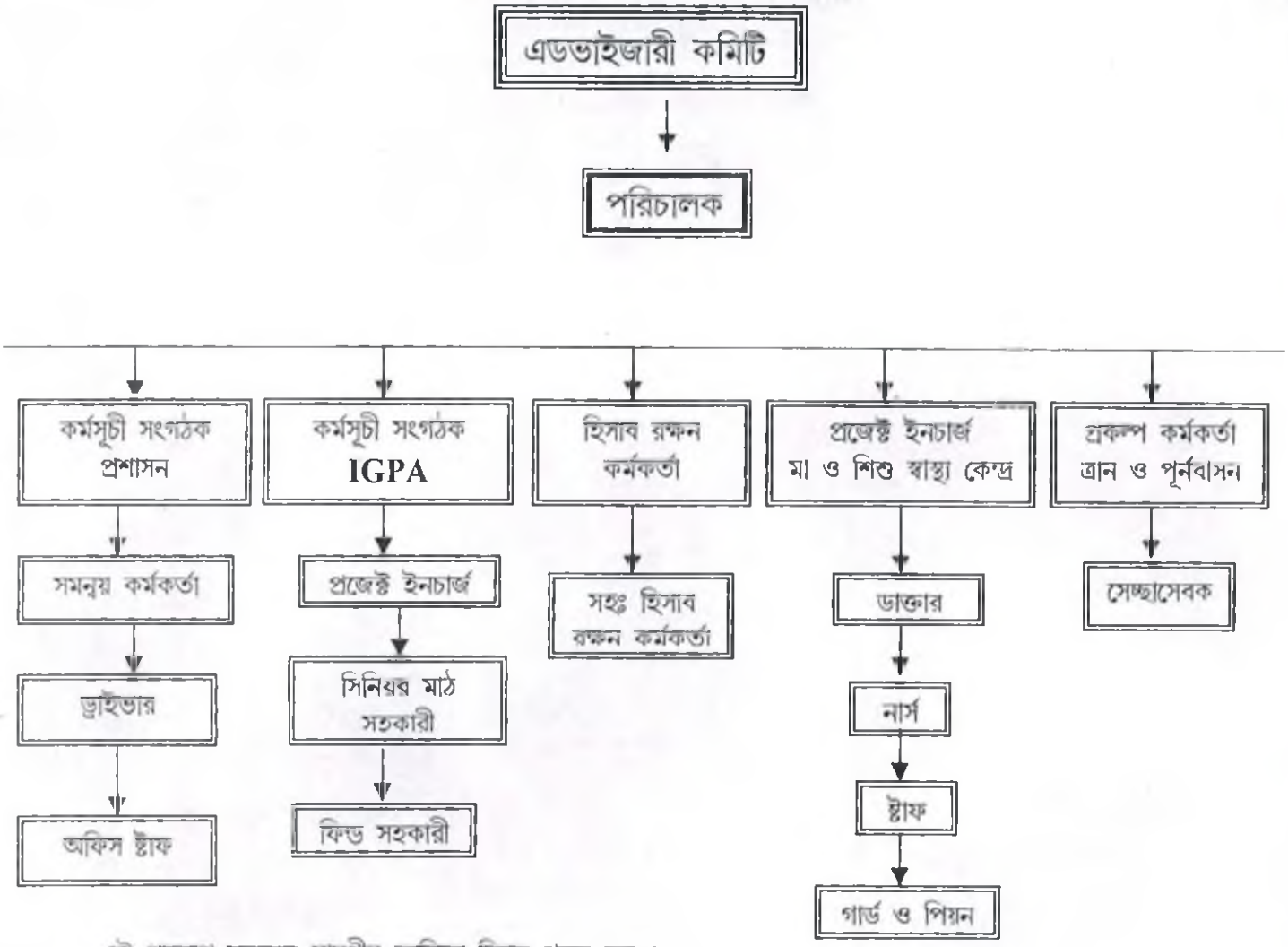

এই প্রকল্পে ব্যবহৃত সামগ্রীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১। ম্যানুয়াল
২। লেকচার মডিউল
৩। পাশ বহি
৪। বিনিয়োগ আবেদন পত্র
৫। বিনিয়োগ চুক্তি পত্র
৬। রশীদ বহি
৭। সৈনিক কালেকশান সিট (৯)

৬.০১.৫ - ম্যাব এর তহবিলের উৎস ঃ

হেড অফিস ঃ মুসলিম এইড একটি মানব সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান। জনগনের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত এর শাখা গুলির মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। মুসলিম এইডের প্রধান অফিস (লন্ডনে) হাজার হাজার ব্যক্তি বা সংস্থার তালিকা সংরক্ষন করে থাকে। বিভিন্ন সময় তাদের নিকট দান অনুদান চেয়ে পত্র ও আবেদন পত্র পাঠানো হয়। দাতারা সাধ্যমত দান করেন। সেই অনুদান দিয়ে শাখা অফিসের মাধ্যমে কর্মতৎপরতা চালানো হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম এইড (ইউ কে) তার দাতাদের কাছ থেকে ইসলামের বিভিন্ন মেক্যানিকাজমের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। ইসলামী মেক্যানিজম বলতে যাকাত, সাদাকা, ওশর, সাদকায়ে ফিতর, ইফতারীর জন্য অর্থ, কোরবানী, দান, অনুদান ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে বসবাসরত মুসলমানগন তাদের দান, অনুদান, সাদাকা, যাকাত, ইফতারির টাকা, সাদকায়ে ফিতর, এমনকি কুরবানীর টাকা ও মুসলিম এইডের মাধ্যমে বিভিন্ন দরিদ্র মুসলিম দেশের মুসলমানদের জন্য প্রেরন করে থাকেন। মুসলিম এইড বিভিন্ন ইসলামী মেকানিজমের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করলেও আমাদের দেশে কতিপয় ক্ষেত্র ব্যবধানী ও ইফতারী ব্যতিত বাকী গুলি দান অনুদান হিসাবে প্রেরন করে থাকে। কারন এই দুইটি খাতের টাকা সুনির্দিষ্ট ভাবে এই দুইটি খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। আর দান অনুদানের অর্থ দিয়ে এান পূর্নবাসন ও দারিদ্র বিমোচনের কাজ করা হয়ে থাকে।

মুসলিম এইড বাংলাদেশ শাখা এর তহবিলের উৎস ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ তার যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য ব্যয়িত অর্থ হেড অফিস থেকে পেয়ে থাকে। অন্য কোন বিদেশী দাতা সংস্থা অথবা দেশী যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে এই সংস্থা কোন ধরনের সাহায্য গ্রহন করতে পারে না। কারন এই বিষয়ে হেড অফিসের কোন অনুমতি নেই। এখান থেকে জরুরী ত্রান তৎপরতা সহ অন্য যে কোন প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাজেট পাঠালে হেড অফিস এইজন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এবং এই বরাদ্দকৃত অর্থ পেয়ে এদেশীয় অফিস কাজ করে থাকে। (১০)

কর্মসূচী ঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ জরুরী ত্রান পুর্নবাসনের কাজ করলেও এটাই তাদের একমাত্র কর্মসূচী নহে বরং তাদের ব্রত হল পশ্চাৎপদ ও বেকার লোকদেরকে আত্ব -নির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলা।এই ক্ষেত্রে তারা তাদের কর্মসূচীর মডেল হিসাবে প্রসফেকটাসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সেই বিখ্যাত হাদিস তুলে ধরেছেন। একদা একজন দরিদ্র্য লোক হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর নিকট এসে কিছু ভিক্ষা চাহিলে তিনি লোকটির প্রতি ভাল ভাবে দৃষ্টি দিলেন এবং প্রশ্ন করে জানতে পারলেন তার ঘরে একখানা কম্বল ব্যাতিত আর কিছুই নেই। মহনবী (সাঃ) তাকে তাই নিয়ে আসতে বললেন এবং তা বাজারে বিক্রি করে অর্ধেক টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে বাকী টাকা দিয়ে কুঠার কিনে নিজ হাতে হাতল লাগিয়ে তাকে বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহের জন্য বললেন। পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) কে অবহিত করার পরামর্শ দিলেন। (১১) এই সংস্থার মহানবী (সঃ) আদর্শ ও কর্ম পন্থাকে সামনে মুসলিম এইড বাংলাদেশ কাজ করছে।
কর্মসূচী নিম্নরূপঃ

৫.০১.৬ - মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর কর্মসূচী সমুহ ঃ

ক। দারিদ্র্য বিমোচন ঃ **(Poverty alleviation)**

১) সচেতনতা বৃদ্ধি **(Awareness development)**
২) পরামর্শ সেবা **(Consultency Sevrice)**
৩) ক্ষমতায়ন কর্মসূচী **(Empowerment Programme)**
৪) কর্মসংস্থান সৃষ্টি মুলক **(Employment Generation)**
৫) আয় বর্ধন মূলক **(Income Generation)**
৬) গ্রামীন পরিবহন **(Rural transport)**
৭) গরু মোটাতাজাকরন **(Beef fattening)**
৮) ছাগল পালন **(Goat rearing)**
৯) ধান ভানা **(Rice Husking)**
১০) ক্ষুদ্র পোল্ট্রী **(Small Poultry)**
১১) সেলাই মেশিন প্রকল্প **(Sewing machine Project)**
১২) কুটির শিল্প প্রকল্প **(Cottage Industries)**
১৩) ক্ষুদ্র কৃষি খামার **(Small Agro farm)**

Dhaka University Institutional Repository

১৪) মৌমাছি পালন ও অন্যান্য লাভজনক ব্যবসা (Pisciculture and other Profitable trades)

খ) শিক্ষা কর্মসূচী (Educational Program) ঃ
  ১) এতিম ও দুঃস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী (Education Program for orphan & uncured for Children)
  ২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (Non formal Education)
  ৩) টেকনিক্যাল এইড ইনষ্টিটিউট (Technical Aid institute.(TAI)
গ) স্বাস্থ্য কর্মসূচী (Health Program) ঃ
  ১) মাও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Maternity & child Health Care)
  ২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Primary health Care)
  ৩) পরিস্কার পানি সরবরাহ ও পয়ঃ প্রনালী (Pure water sully and sanitation)
ঘ) দুধাল গাভী উন্নয়ন প্রকল্প (Development of Mitch cows- (Dairy Farm)
ঙ) চিংড়ী প্রকল্প (Shrim Project)
চ) জরুরী ত্রান পুনর্বাসন ও কল্যানমুলক সেবা (Emergency Relief Rehabilitation And Welfare Services)
  ১) ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র (Cyclone Selter)
  ২) কোরবানী প্রকল্প (Qurbani Project)
৩) রোজাদারদের ইফতারী প্রকল্প (Feed the fasting Project)। (১২)

৫.০১.৭ - ম্যাব এর কর্মতৎরপরতা ঃ

(ক) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ চরম ও হত দারিদ্র্যাবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে আত্ম-নির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী রূপে গড়ে তোলে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয় বর্ধনমুলক কর্মসূচী হিসাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহন করে। পাবনা জেলার সদর থানা ও আতাইকুলা এবং নাটোর জেলার লালপুর থানায় ১৯৯৩ সালে দরিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ (Micro credit) কার্যক্রম শুরু করে। যাহা অদ্যবধি চালু আছে এবং প্রতি নিয়ত উন্নতি লাভ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই কর্মসূচীটি মুসলিম এইড বাংলাদেশ বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে থাকে। মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্মসূচী এই ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, প্রথমে দারিদ্র্য লোকদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করে তাদের মেধা যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী আয় বর্ধনমুলক কাজের জন্য রিকশা, রিকশাভ্যান গাভী, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি, ধানভানা, গরু ছাগল মোটা তাজাকরন ইত্যাদি খাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে উপকার ভোগী (গ্রুপ সদস্যদের) নিকট একবছর মেয়াদের জন্য সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে স্বল্প মুনাফার কিস্তিতে বিক্রি করে দেয়। উপকার ভোগীরা উহ্যর আয় থেকে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন এবং কিস্তি পরিশোধ করেন। উদাহরন স্বরূপ একজন গরীব রিকশা চালকের রিকশা কেনার মত পুজি নেই। মুসলিম এইড ৬,০০০/- টাকা নগদ মুল্যে একটি রিকশা ক্রয় করে এর সাথে ১২% মুনাফা যোগ করে ৬,৭২০টাকায় বাকীতে উক্ত রিকশাটি একজন রিকশাওয়ালার নিকট বিক্রি করল। রিকশা চালক প্রতি সপ্তাহে ১৪৮ টাকা করে ৫০ সপ্তাহে

ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে প্রদত্ত তাঁত

Dhaka University Institutional Repository

৬৭২০টাকা পরিশোধ করলে সেই রিকশা তার মালিকানায় চলে যাবে। কোন উপকারভোগীদের বিনিয়োগ দেয়ার পুর্বে ও পরে ম্যাব সাপ্তাহিক সভায় (যাহাতে উপস্থিত হওয়া প্রতি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক) ও বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রশিক্ষন, ওরিয়েন্টেশন ও মটিভেশন দিয়ে থাকে। (১৩) (ম্যানুয়াল মুসলিম এইড বাংলাদেশ) ম্যাব এই কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের কর্ম এলাকার আজ অনেকেই আত্ম- নির্ভরশীল ও কিছুটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন।

** (বাই মুয়াজ্জিল মানে হল বিনিয়োগকারী কোন দ্রব্য ক্রয় করে উহার সাথে সামান্য পরিমান মুনাফা মুক্ত করে গ্রহিতা যার পুঁজি নাই, তার নিকট বাকীতে বিক্রয় করে ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে কিস্তিতে অথবা এককালীন মূল্য পরিশোধ করে থাকে। আজল শব্দের অর্থ নির্ধারিত আর বাই মুয়াজ্জিল মানে মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়)

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে প্রদত্ত রিকশা

৫.০১.৮ - ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ঃ

দারিদ্র্য একটি ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ। আমাদের সমাজে এই সম্পর্কিত একটি ভুল ধারনার প্রচলন রয়েছে। সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কেবল মাত্র কোন ব্যক্তির অর্থ সংকট সমাধানের জন্য গৃহিত পদক্ষেপকেই মনে করা হয়। আসলে এটি ইসলামের দৃষ্টিতে ও এটি মারাত্মক ভুল। কেননা একজন ব্যাক্তির জ্ঞান ও কলাকৌশলের অভাব থাকতে পারে। এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছুর অভাব থাকাও মোটেই বিচিত্র নহে। সুতরাং যদি কেবল মাত্র অর্থ, অন্ন, বস্ত্রকে এর মধ্যে সামিল করা হয় তবে মূর্খ ব্যাক্তিকে পুষ্টি হীন ব্যাক্তিকে আমরা কোন অভিদায় অভিহিত করব? মহানবী (সাঃ) এর নিকট একজন ব্যক্তি আসলে তিনি তারই কম্বল বিক্রি করে কুঠার কিনে কাঠ কেটে খাওয়ার যে কৌশল তাকে শিখিয়ে দিয়ে তার দারিদ্র্যতা দুর করতে সাহায্য করলেন, সেটাকে কি আমরা দারিদ্র্য বিমোচন বলবনা?

ম্যাব এর গৃহীত সকল কর্মসূচীকে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। তবে এসব কর্মসূচীকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হিসাবে গন্য করা যায়। উদাহরন স্বরূপ রিলিপ কার্যক্রমকে আমরা স্বল্প মেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হিসাবে গন্য করতে পারি। স্বল্প মেয়াদী এই অর্থে কেননা রিলিপ দিয়ে উক্ত ব্যাক্তির হয়তো এক সপ্তাহের খাওয়া পরার ব্যবস্থা হল। সব সময়ের জন্য নহে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মতৎপরতার জন্য এই রিলিপ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এ কারনে ক্ষুধার্থ ব্যক্তিকে এক বেলার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলে সে তা থেকে শক্তি অর্জন করে তার দীর্ঘ মেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করতে পারবে। সে জন্য এটিও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী। আবার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রকল্প হল দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী। তবে সামগ্রীক বিবেচনায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পটি **(Micro Credit)** দীর্ঘ মেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প বিধায় আমরা এর উপর বিশ্লেষন করার প্রয়াস চালাব।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচনে ম্যাবের আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী ঃ

ম্যাব দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আত্মনির্ভরশীল ও আয় বর্ধনের জন্য বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। পৃথিবী ব্যাপক পরিচিত **Micro Credit** এর বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে ম্যাব এই পদ্ধতির অনুসরন করছে। **Micro Credit** পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে দরিদ্র লোকদের জন্য একটি ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা বটে। তবে সুদ ভিত্তিক হওয়ার দরুন কোন কারনে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঘরের টিন, গলার গহনা, পরনের কাপড় খুলে নেয়ার মত ঘটনা ঘটছে অহরহ। কিন্তু ম্যাবের বিকল্প পদ্ধতিটি এদিক থেকে ব্যতিক্রম ধর্মী। আলোচ্য গবেষনার ৪র্থ অধ্যায়ে বর্নিত ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচনের ৪র্থ মডেলের (বাই মেক্যানিজম সমুহ) এটি একটি পদ্ধতি। এর নাম হল, বাই মুয়াজ্জিল, বাই অর্থ বিক্রয়, আর বাই মুয়াজ্জিল মানে বাকিতে বিক্রয়। এই পদ্ধতি সর্বতো ভাবে সুদ মুক্ত। সে কারনে এই পদ্ধতির অনুসরনকারী কোন সংস্থাকে এখনো ঘরের চাল, পরনের কাপড়, কানের দুল খোলার মত একটি ঘটনাও ঘটেনি। এই পদ্ধতি মোটামুটি এই রকম। কোন ব্যাক্তি বা সংস্থা যার আর্থিক সঙ্গতি আছে সেবা উক্ত সংস্থা কোন দ্রব্য ক্রয় করে তার সাথে কিছু মুনাফা যোগ করে কিস্তিতে অথবা এককালিন মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে বিক্রয় করে দেয়। ক্রেতা শর্ত মোতাবেক বিক্রেতাকে মূখফ্র পরিশোধ করে দেয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সর্ব প্রথম এই পদ্ধতিটি ব্যাপক ভিত্তিক চালু করে। বর্তমানে এদেশে আমওয়াব নামক ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত প্রায় ৯০টি সংস্থা এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করছে। (মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও আমওয়াব এর সদস্য) ইসলামী এই পদ্ধতি মোতাবেক কোন কারনে উক্ত মালে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার উপর জোর জবরদস্তি করতে অনুমতি দেয়নি।

বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতি সম্পূর্ন সুদ মুক্ত এবং **Micro Credit** একটি সুদ ভিত্তিক পদ্ধতি। সুদ মুক্ত পদ্ধতি হওয়ার দরুন ম্যাবের উপকারভোগীদের নিকট এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে একটি মনস্তাত্বিক বিষয় ও উল্লেখ যোগ্য। তা হল সুদের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে একটি ভীতি ও এই জন্য প্রযোজ্য।

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে প্রদত্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সামগ্রী (কাপড়)

৫.০১.৮.১ - মুসলিম এইড বাংলাদেশের শিক্ষা কর্মসূচী ঃ

(খ) মুসলিম এইডের শিক্ষা কর্মসূচী সম্পূর্নরূপে অনানুষ্ঠানিক এই সংস্থা এতিমদের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে তা অবশ্য আনুষ্ঠানিক। বিভিন্ন এতিম খানায় ম্যাব কয়েকজন এতিমের ভরন পোষন, চিকিৎসা ও শিক্ষা উপকরন সহ যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহন করে থাকে। পাঁচ বৎসর থেকে পনের বৎসর বয়সী এতিমদের দায়িত্ব সাধারনত ম্যাব নিয়ে থাকে। পাঁচ বৎসরের নীচে অথবা সাত বৎসরের বেশী হলে ম্যাব তাদের দায়িত্ব নেয় না, কারন হিসাবে তাহারা বলেন, কম বয়সীদের লালন পালন কষ্টকর এবং লেখাপড়ার উপযুক্ত হয়না এবং পনের বৎসরের বেশী হলে সাধারনত এরা কর্মঠ হয়ে উঠে, ফলে তাহারা পুরাতনদের ছেড়ে দিয়ে আবার নুতন এতিম

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহন করে। (চিঠি হেড অফিস) মুসলিম এইড বাংলাদেশে ১৮ টি এতিম খানায় ১১৪ জন এতিম লালন পালন করছে। এপর্যন্ত ৬৩,০০,৮৫৪ টাকা এই কর্মসূচীতে ব্যয় করছে। (১৪)

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হিসাবে ম্যাব প্রথমত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পে সাপ্তাহিক গ্রুপ মিটিংয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকে। (১৫) এ ছাড়া রমজান মাসে মাস ব্যাপী রোজাদরদের জন্য কোরআন প্রশিক্ষন ও মাসলা মাসায়েল শেখার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই কর্মসুচিতে অংশ গ্রহনকারী সবাইকে ম্যাস ব্যাপী ইফতারী করানো হয়। আবার কখনো কখনো ইফতারী ও সেহেরী খাওয়ানো হয়ে থাকে।

ম্যাবের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা দানের চিত্র

গ) স্বাস্থ্য কর্মসূচী ঃ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মুসলিম এইড বাংলাদেশ ঢাকার মিরপুরে একটি মা ও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর ম্যাব প্রথম কাজ শুরু করে । মা ও শিশু বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক পরিচালিত এই হাসপাতালে মায়েদের গর্ভধারন কালীন সময়ে এবং ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী সময়ের জন্য যাবতীয় বিষয়ে চিকিৎসা ও সচেতনতা বৃদ্ধি মুলক বিভিন্ন বিষয়ের সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। হাসপাতালে প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ছাড়া ও আশে পাশের এলাকার বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের লোকদের এলাকায় কতিপয় কেন্দ্র স্থাপন করে ম্যাব কর্তক নিযুক্ত মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারনা চালানো ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ঔষধ বিনামুল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয় ম্যাব এর প্রধান কায্যালয় বহন করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে ম্যাব হেলথ ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ও স্বাস্থ্য সেবার কাজ করে থাকে। ৯৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪,৭৬৯ জনকে স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়া হয়েছে। (১৬) লন্ডন অফিস থেকে বহন করা হয়।

ম্যাবের চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাঃ কর্তৃক রুগী দেখার চিত্র

দুঃস্থদের মাঝে ম্যাবের ঔষধ বিতরনের দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

৫.০১.৮.২ - বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃ প্রনালী কর্মসূচী ঃ

যেহেতু ম্যাব একটি সমাজ কল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এটি তার কর্ম এলাকায় ত্রান কার্যক্রমের সাথে মানুষের সেবা ধর্মী নানা ধরনের কাজ করে থাকে। দুর্গত এলাকা ছাড়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যেখানে বিশূদ্ধ পানি সরবারহের কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে বিনামুল্যে টিওবয়েল ও স্বল্প ব্যায়ে ল্যাট্রিন প্রদান করে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে ম্যাব এর মাধ্যমে বহু সংখ্যক টিওবওয়েল ও ল্যাট্রিন বিতরন করা হয়েছে। এ ছাড়া ও ম্যাব বিশেষ করে তার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচী পরিচালিত এলাকায় এই কাজ বিশেষভাবে করে থাকে। ম্যাব এর এই কর্মসূচী বিনামুল্যে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এই প্রকল্পের যাবতীয় ব্যয়ভার প্রধান কায্যালয় বহন করে থাকে। ম্যাব তার কর্ম এলাকা পাবনা ও নাটোর জেলায় এ পর্যন্ত ৫৯টি টিওবওয়েল প্রদান করেছে। যার মূল্য বাংলাদেশী টাকায় ৩,৩৬,৮০৫টাকা। এই টিওবওয়েল থেকে ৩,৪০০ পরিবার উপকৃত হচ্ছে। (১৭)

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ম্যাবের স্থাপিত নলকূপ

৫.০১.৮.৩ - জরুরী ত্রান ও পূর্নবাসন সেবা কর্মসূচী ঃ

১৯৯১ সাল থেকে ম্যাব বাংলাদেশে সংগঠিত প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কখনো ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মাঝে খাবার, কাপড় চোপড় , থালাবাসন, চাদর, কম্বল বিতরন করেছে আবার কখনো ঔষধ এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার কাজ করেছে। ম্যাব ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের প্রথমত আশু প্রয়োজন পুরন করার চেষ্টা চালানোর সাথে সাথে স্থায়ী সমস্যা সমাধানের ও নানামুখী প্রদক্ষেপ গ্রহন করেছে। উদাহরন স্বরুপ ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাড়াও চট্রগ্রামে সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকার ২টি ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র কাম মাদ্রাসা স্থাপন করে। একটি চট্রগ্রামের আনোয়ারা থানায়, অপরটি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানায়। (১৮)

ঘুর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় স্থাপিত ম্যাবের আশ্রয় কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

৫.০১.৮.৪ - রিলিফ কর্মসূচী ঃ

বিভিন্ন সময়ে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ম্যাব জরুরী রিলিফ বন্টন ছাড়া ও অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গৃহ নির্মান করে তাদের মাথা গোজার মত ব্যবস্থা করেছে। এ পর্যন্ত ম্যাব ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশে প্রায় ১৭০টি ঘর নির্মান করেছে। (১৯) এর মধ্যে ১৫৬টি রোহিঙ্গাদের জন্য এবং ১৪টি মিরপুরে বিহারীদের জন্য নির্মান করেছে। ১৭০টি পরিবারের বাসস্থান হিসাবে নির্মানের জন্য ৪,৭৬,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে।বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, সাইক্লোনের সময় এই সংস্থা ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত ৭,৬৫০ টি পরিবারের মধ্যে ১৪,১৩,৬৬৫ টাকা বিতরন করে। (২০)

ঘুর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ম্যাবের ত্রান বিতরনের চিত্র

৫.০১.৮.৫ - শীতবস্ত্র কর্মসূচী ঃ

ম্যাব বিভিন্ন সময়ে দারিদ্র্য লোকদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরন করেছে। শীত নিবারনের জন্য চাদর, কম্বল সহ এ পর্যন্ত ২,৯৮৫ শীত বস্ত্র বিতরন করা হয়েছে। (২১) এর মধ্যে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ২,৩৮৫ টি কম্বল কুষ্টিয়া, পঞ্চগড়, ঠাকুর গাঁও ও নীলফামারীতে ২০০ টি কম্বল এবং ঢাকা, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও কুষ্টিয়াতে ৪,০০০ হাজার শীতের চাদর বিতরন করেছে। (২২)

৫.০১.৮.৬ - কোরবানী কর্মসূচী ঃ

কোরবানী করতে অক্ষম দরিদ্র্য মুসলিমদের জন্য ম্যাব কোরবানীর গোস্ত বন্টনের জন্য প্রতি বৎসর কোরবানীর ঈদে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে। বৃটেন অষ্ট্রেলিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী মুসলিমদের প্রেরিত অর্থ দিয়ে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। দরিদ্র্য মুসলিম ভাইগন যাতে পবিত্র ঈদে কমপক্ষে গোস্ত খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ১৯৯৭ সালে কেবল মাত্র কোরবানী বাবদ ম্যাবের বাংলাদেশ অফিস ৩,০০,০০০ টাকা বন্টন করে। (২৩)

Dhaka University Institutional Repository

৫.০১৮.৭ - ইফতারী কর্মসুচী ঃ

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন, একজন রোজাদারকে ইফতারী করানো ঐ রোজাদারের রোজার সমতুল্য সাওয়াব। এই হাদিসের আলোকে ধনী মুসলিম ভাইদের পক্ষ থেকে কোরবানী প্রকল্পের মত এই প্রকল্পে ও আর্থিক সাহায্য করা হয়। তবে অন্যদের সাথে ম্যাব এর এই কর্মসুচীর গুনগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল ম্যাবের উদ্দ্যোগে কোন নির্দিষ্ট এলাকার নির্ধারিত সংখ্যক রোজাদারদের ম্যাসব্যাপী শুধুমাত্র ইফতার, আবার কখনো ইফতারী ও সেহেরী খাওয়ানো হয়, তবে এই ক্ষেত্রে উপকার ভোগীদের একটি শর্ত পালন করতে হয়, আর তা হল, তাদেরকে ম্যাসব্যাপী কোরআন শিক্ষা কর্মসুচীতে অংশ গ্রহন করতে হয়। কোরআন শুদ্ধ করে পড়া শেখার সাথে সাথে, নামাজ, রোজা, অযু, গোসল সহ বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল শিখতে হয় । ১৯৯৭ সালে এই কর্মসুচীর জন্য ম্যাব ৩,৫৬,৪২৬ টাকা ব্যয় করেছে। এই কর্মসুচীতে উপকৃতদের সংখ্যা ১৪,৩৩০জন। (২৪)

রোজাদারদের শিক্ষা প্রদান ও ইফতারী বিতরনের দৃশ্য

সাদকা কর্মসূচী ঃ- ম্যাব ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ, বিবাহ, চিকিৎসা, লেখা পড়া সহ বিভিন্ন সমস্যায় আর্থিক সাহায্য হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ২,৬৬,৬৭৩/- টাকা প্রদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.০১.৯ - এক নজরে মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্মতৎপরতার খতিয়ান ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ শুরু করলেও মূলত আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৯১ সাল থেকে অফিস স্থাপন করে কাজ করতে থাকে। কাজ শুরু করার পর থেকে অধ্যবধি তা অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে এর কর্মতৎপরতার কিয়দংশ দেয়া হল।

সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সময় কাল	প্রকল্প এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের ধরন
১	ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	জানুয়ারী'৯৩-নভেম্বর '৯৩	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	৬,০০০	আশ্রয় কেন্দ্র কাম মাদ্রাসা
২	দুধাল,গাভী উন্নয়ন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী ৯৩-ডিসেঃ৯৫	গাজীপুর	১৫,০০০	দুধ
৩	গলদা চিংড়ী প্রকল্প	মার্চ ৯৪ -ডিসেঃ ৯৫	খুলনা	৫,০০০	চিংড়ী
৪	এতিম প্রতিপালণ প্রকল্প	আগঃ'৯২- নভেঃ৯৭	১২টি জেলা	১২০জন	অর্থ,খাদ্য,কাপড়,শিক্ষা, ঔষধ, আসবাপত্র
৫	কোরবানীর গোস্ত বিতরন	জুন '৯২- জুন ৯৭	৪৪টি জেলা	৯,৮১,০৭৪	গরু ও ছাগল
৬	কোরানশিক্ষা ও রোজাদারদের ইফতারী করানো	ফেব্রুঃ ৯৪-মার্চঃ ৯৭	৩৫টি জেলা	৪৪,০০০	ইফতারী ও সেহেরী
৭	ঈদের পোষাক বিতরন প্রকল্প	মার্চ-৯৩	মোহম্মদপুর বান্দরবান	৫,৫৬৫	জামা, শাড়ী ও লুঙ্গী
৮	পল্লী স্বাস্থ্য সেবা	জুন - ৯৪	কষ্টিয়া	১,০০০	ঔষধ ও চিকিৎসা
৯	বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	নভেঃ৯১ নভেঃ ৯২	রাজশাহী, চাঁপাই, নাটোর, পাবনা	১৭,৮০০	টিউবওয়েল
১০	দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী	আগষ্ট ৯৩ থেকে	নাটোর, পাবনা	৮,০০০০	বিনিয়োগ ও মোটিভেশন
১১	মা ও শিশু হাসপাতাল	৯৬-২০০০ সাল	নিরপুর	৫,৪২৫	চিকিৎসা সুবিধা
১২	কম্বল বিতরন	৯১ -৯৮সাল	চট্রঃসন্দীপ,হাতিয়া,রাঙ্গাঃ ৮ টি জেলা	২,৫৮৫ পরিবার	কম্বল
১৩	রিলিফ	নভেঃ৯১	উখিয়া,নড়াইল, খুলনা	৪৯,০২৭	শাড়ী,লুঙ্গী,খাবার, আসবাব
১৪	থাকার শেড ও ল্যাট্রিন	নভেঃ৯৫	বান্দরবন নাইক্ষংছড়ি	৭,০০০	শেড,ল্যাট্রিন,টিউবওয়েল
১৫	ডাইরিয়া প্রতিরোধ সামগ্রী	এপ্রিল ৯২- হইতে	ঝালকাঠি, ফিরোজপুর	১০,৪০০	ঔষধ ও পানি বিশুদ্দ করন ট্যাবলেট

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী থেকে জানা যায়, ম্যাব ১৯৯২ সাল থেকে আনোয়ারা চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া কক্সবাজরে ২টি ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, গাজীপুরে দুধাল গাভী উন্নয়ন প্রকল্প, খুলনায় গলদা চিংড়ী প্রকল্প, বাংলাদেশের মোট ১২টি জেলায় এতিম লালন প্রকল্পে, দরিদ্র্য মুসলমানদের মাঝে কোরবানীর গোস্ত বিতরন করেছে ৪৪ জেলায়, ৩৫টি জেলায় কোরআন শিক্ষা ও ইফতারী বিতরনের কাজ করেছে। ঢাকার মোহাম্মদপুর ও বান্দরবান জেলায় ঈদের জামাকাপড় বিতরন করছে। কুষ্টিয়া ও গাজীপুর জেলায় পল্লী স্বাস্থ্য সেবা, রাজশাহী, নাটোর চাপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনা জেলাতে টিউবওয়েল বিতরন, নাটোর ও পাবনা জেলায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী পরিচালনা, ঢাকার মিরপুরে মা ও শিশু হাসপাতাল পরিচালনা, চট্টগ্রামে বান্দরবান কক্সবাজার, হাতিয়া রাঙ্গামাটি জেলায় কম্বল বিতরন, কক্সবাজার , উখিয়া, পিরোজপুর, ঝালকাটি, সাতক্ষীরা ও খুলনাতে রিলিফ বিতরন, বান্দরবান ও বাগের হাটে ডাইরিয়া প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরন করে এবং এর মধ্যে অনেক কর্মসুচী আজও অব্যাহত রয়েছে।

৫.০১.১০ - এক নজরে মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর প্রাপ্ত তহবিল ঃ

ক্রমিক	সন	টাকার পরিমান
১.	১৯৯১-৯২	৯২,৪২,৫৭৭/-
২	১৯৯২-৯৩	১,১০,৯৯,৮৪৩/-
৩	১৯৯৩-৯৪	৬০,২০,১১৩/-
৪	১৯৯৪-৯৫	৯০,১৪,৪৬৬/-
৫	১৯৯৫-৯৬	১,২৮,৮৬,১৪৯/-
৬	১৯৯৬-৯৭	৫৩,৬০,৬৮০/-
		মোট- ৫,৩৬,২৩,৮২৫/-

(২৬)

ম্যাব তার লন্ডন ও অষ্ট্রেলিয়া অফিস থেকে ১৯৯১-৯২সালে ৯২,৪২,৫৭৭টাকা, ১৯৯২-৯৩ সালে ১,১০,৯৯,৮৪০ টাকা ১৯৯৩-৯৪ সালে ৬০,২০,১৩৩ টাকা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৯০,১৪,৪৬৬ টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে ১,২৮,৮৬,১৪৯ টাকা, এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ৫৩,৬০,৬৮০ টাকা পেয়েছে। ১৯৯৭-৯৮টাকা এবং এ পর্যন্ত সর্ব মোট ৫,৩৬,২৩,৮২৫/-টাকা লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব কল্যান মূলক কাজ ব্যয় করেছে।

৫.০১.১১- ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

মুসলিম এইড ইউকে একটি সেবামুলক ও মানব কল্যান ধর্মী প্রতিষ্ঠান চ্যারিটি মুলক কার্যক্রমে তারা অধিক আগ্রহী। বাংলাদেশ ব্যতিত অন্য কোথায়ও তাদের দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য খূর্নায়মান তহবিল হিসাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের এই প্রকল্প নেই। বাংলাদেশে এই কর্মসূচী চালু করার বিষয়ে এখানকার পরিচালক ও পরিচালনা পরিষদের ভূমিকা প্রধান। ম্যাব এর পরিচালকদের মতে কেবল মাত্র দান, অনুদান, ও রিলিফ বন্টনের মাধ্যমে মানুষের সাময়িক কিছু উপকার হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এটি স্থায়ী কোন উপকারে আসেনা। এই জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যাবস্থা করে তাদের আত্মনির্ভরশীলরূপে গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে তাদেরকে বার বার ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে না হয়। এতদ্ববিষয় তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিটি তাদেরই প্রসফেকটাসে বর্নিত হাদিস থেকে পরিস্কার হয়ে যাবে।ম্যাবের বাংলাদেশ অফিস কতৃক প্রকাশিত প্রসফেকটাসের শুরুতে তারা তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে। ,,ম্যাবের শপথ এই যে, অনগ্রসর ও অনুন্নত লোকদের সাহায্য করে তাদেরকে আত্ব নির্ভরশীল করা। (২৭) ম্যাবের এক মাত্র লক্ষ্য রিলিফ বন্টন করা নহে বরং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাথে সাথে তাদেরকে কর্মক্ষম ও পরিশ্রমীরূপে গড়ে তোলে নিজের পায়ে দাড়ানোর ব্যাবস্থা করা। মানুষের মানবীয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করে উপার্জনের মাধ্যমে জীবন ধারনের জন্য তাকে তৈরি করা। (২৮) ম্যাব মহানবী

Dhaka University Institutional Repository

(সাঃ) এর নিম্ন বর্নিত হাদিসটিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল ও শিক্ষা হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। একদিন একজন দারিদ্র্য লোক হুজুর সাঃ এর নিকট এসে তাঁর নিকট কিছু ভিক্ষা চাইল। মহানবী (সাঃ) লোকটিকে ভাল ভাবে আপাদ মস্তক পর্যন্ত দেখলেন এবং দেখতে পেলেন লোকটিকে মোটামুটি শক্ত সামর্থ দেখায়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার ঘরে কোন কিছু আছে কিনা? লোকটি বলল, তাহার ঘরে একটি মাত্র কম্বল ব্যতিত আর কিছুই নেই। মহানবী সাঃ তাকে তা নিয়ে আসার জন্য বলরেন, লোকটি কম্বল নিয়ে আসলে মহানবী (সঃ) তা বিক্রী করে অর্ধেক দাম দিলেন খাবার কেনার জন্য। বাকী টাকা দিয়ে কুঠার কিনে তা দিয়ে হাতল লাগিয়ে তাকে সরকারী খাস জমির বনথেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বললেন। এবং পরবর্তিতে তার অবস্থা জানানোর জন্য ও পরামর্শ দিলেন। (২৯)

উপরোক্ত হাদিসের শিক্ষা মোতাবেক মুসলিম এইড ও কেবল মাত্র রিলিফ দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে দরিদ্র্য লোকদের জন্য আয় বর্ধন মূলক প্রকল্প গ্রহন করেছে। যাতে করে দরিদ্র্য লোকেরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে তাদের দারিদ্র্য মোচন করতে পারে। এই লক্ষ্যে তারা উত্তর বঙ্গের দুটি জেলায় দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

৫.০১.১২ - ম্যাবের আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী সম্পর্কিত নীতিমালা ঃ

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয় বর্ধন মূলক প্রকল্পের কাজ শুরু করার পূর্বে কতগুলি নীতিমালার ভিত্তিতে প্রথমে এলাকা বাছাই করে। এর পর একই এলাকায় সম্ভব হলে সম পেশার ২০থেকে ২৫জন লোক দিয়ে সমিতি গঠন করা হয়। সমিতি গঠন করার পর কমপক্ষে ২০ সপ্তাহ পর বিনিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন করার জন্য সপ্তাহিক সভায় কমপক্ষে ৮৫% উপস্থিত থাকতে হয়। কমপক্ষে ২০সপ্তাহ সঞ্চয় জমা দিতে হয়। সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রত্যেক সমিতির সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক। কমপক্ষে সপ্তাহে ৫টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করতে হয়। এই ভাবে যতদিন সমিতির সদস্য থাকবে ততদিনই সাপ্তাহিক সভায় যোগদান করতে এবং সঞ্চয় জমা দিতে হয়। একজন সদস্যের বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য কি পরিমান টাকা তার সঞ্চয় হিসাবে জমা থাকতে হবে তার হিসাব নিম্নে প্রদান করা হল।

বিনিয়োগের পরিমান	সঞ্চয়ের পরিমান
৩,০০০/=টাকা পর্যন্ত	১০%সঞ্চয় জমা থাকা
৪,০০০/- - ৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১৫%সঞ্চয় জমা থাকা
৭,০০০/- বা তার উর্দ্ধে	২৫%সঞ্চয় জমা থাকা

(৭৫)

সমিতির সাপ্তাহিক সভায় অনুমোদিত হবার পর আবেদন পত্রটি মাঠ কর্মীর নিকট জমা দিবে। মাঠ কর্মী প্রজেক্ট ইনচার্জের নিকট জমা দেবে। প্রজেক্ট ইনচার্জ বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর অনুমোদন করলে তার জন্য বিনিয়োগ মঞ্জুর হয়ে যায়। সমিতি গঠিত হবার ২০সপ্তাহ পর সদস্যদেরকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হবে। একবার বিনিয়োগ গ্রহন করে তা পরিশোধ করা হয়ে গেলে পুনরায় আবেদন করতে পারবে। এবং তাকে পূনঃপূনঃ বিনিয়োগ দেয়া হবে।

৫.০১.১৩ - ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের মোটিভেশন ঃ

ম্যাব তার যাবতীয় কাজের লক্ষ্য সম্পর্কে তার প্রসফেকটাসে উল্লেখ করেছে। ,, ম্যাবের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা আল কোরআনের মৌলিক শিক্ষার ভিত্তিতে অসহায় ও দরিদ্র্য মানুষকে কর্মক্ষম করার মাধ্যমে। (৩০) ম্যাব তার যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সুতারাং তারা তাদের সদস্যদের সাথে আচার ব্যবহার সহ বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী আচার আচরন ও আদর্শ প্রসারের চেষ্টা চালিয়ে থাকে। ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত কৃত ম্যানুয়ালে বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য সদস্য নির্বাচনের জন্য অন্যান্য শর্তের সাথে তারা সদস্যের জন্য ম্যাবের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে একমত পোষন করে কিনা তাহা

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ভাবে নজর রাখার কথা বলেছে। (৩১) এখানে লক্ষ্য উদ্দেশ্যে ও আদর্শের সাথে একমত কিনা বলতে ইসলামী আদর্শে মেনে চলে কিনা এটাকে বুঝানো হয়েছে। সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হলে সর্ব প্রথম সালাম ও কুশলাদি বিনিময় এবং অন্য সময় দেখা সাক্ষাৎ হলেই সালামের ব্যাপক প্রচলনের জন্য দৃঢ় ভাবে মটিভেশন প্রদান করে থাকে।

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গঠিত সমিতির সকল সদস্যকে বাধ্যতামূলক ভাবে সাপ্তাহিক সভায় যোগদান করতে হয়। (অবশ্য সকল সংস্থায় এটা বাধ্যতা মূলক) সাপ্তাহিক সভাগুলি কোরআন তালাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করতে হয়। এবং প্রতিটি সাপ্তাহিক সভায় নির্ধারিত একটি বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা হয়। নির্ধারিত বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করার জন্য ম্যাব একটি লেকচার মটিউল তৈরি করেছে। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহজ সরল, ও সাবলীল ভাষায় আলোচনা তৈরি করা আছে। (৩২) সাপ্তাহিক সভায় ইসলাম ও উন্নয়ন ভিত্তিক আলোচনা ছাড়াও অযু, গোসল, নামাজ, কোরআন শিক্ষা এবং মাসায়ালা মাসায়েল শিক্ষা দেয়ার ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। এই সব প্রয়োজনীয় ইসলামী আলোচনার পর দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে, সাপ্তাহিক মিটিংগুলো শেষ করা হয়।

উল্লেখিত ধরনের মোটিভেশনের ফলে উপকারভোগীদের মাঝে একটি ইসলামী চেতনা লক্ষ্য করা গেছে। এরা সুদকে ঘৃনা করে। খুব ভাল ভাবে না হলেও মোটামুটি ভাবে ইসলামী নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করে। প্রশ্নমালা জরিপের সময় তাদের মাঝে একটি সক্রিয় ইসলামী চেতনা লক্ষ্য করা গেছে। ম্যাব পরিচালিত সমিতির সদস্য হতে হলে ম্যানুয়ালের ৩.০৭ ধারা মোতাবেক অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে নিয়মিত নামাজ আদায় করতে হয়। (৩৩)

৫.০১.১৪ - ম্যাবের গৃহীত এই পদ্ধতিতে কি দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে ঃ

ম্যাব তার বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতির মাধ্যমে যে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে তাতে কি দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে। এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় সর্বাংশে হচ্ছেনা। কারন এর জন্য পরিপূর্ন সামাজিক পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন এবং কর্মসূচীটি আরো ব্যাপক ভিত্তিক হওয়া দরকার। তবে ম্যাব তার উপকারভোগীদের হত দারিদ্র্যের হাত থেকে আপাতত রক্ষা করাতে পারছে। উপকারভোগীদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যারা এই সংস্থা থেকে বিনিয়োগ গ্রহন করে আয় দিয়ে দায় শোধ করেছেন। আয় থেকে সংসার খরচ নির্বাহ করে কিছু জমি ক্রয় করেছেন। আবার কেউ বন্ধক রেখেছেন। গরু, রিকশা, ভ্যান, তাঁত কিনেছেন। ব্যবসাকে পূর্বের তুলনায় বড় করেছেন সুতরাং এই কথা বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে ও অনেকাংশে দারিদ্র্য মোচন করা সম্ভব।

৫.০১.১৫ - ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির মূল্যায়ন ঃ

ম্যাব যে ইসলামী পদ্ধতির প্রয়োগ করে কাজ করছে তার ফলে উপকারভোগী সদস্যদের কি পরিমান অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে এ সম্পর্কে ম্যাব এর পরিচালক জনাব, এস,এম, রাশেদুজ্জামান বলেন, প্রায় ৫০% সদস্য তাদের দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। এই সংস্থার কাজের সূচনা থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৪বৎসর। ২। ৯৭সালের জুন পর্যন্ত ৪বৎসর হবে ৯৮এর জুন পর্যন্ত ৫বৎসর। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এতটুকু উন্নতি কম কথা নহে।

আলোচ্য গবেষনা কাজের অংশ হিসাবে ম্যাবের কর্ম এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে সদস্যদের নিকট থেকে প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাদের এই সংস্থায় যোগদানের পূর্বে মাসিক আয় কত ছিল। আর বর্তমান আয় কত? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফল ছিল নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাবে যোগদানের পূর্বে ৫৩% লোকের কোন আয় ছিলনা। বর্তমানে এর সংখ্যা শূন্য। পূর্বে সর্বোচ্চ আয়ের পরিমান ছিল ৩৫০০টাকা, মাত্র ১০% লোকের। আর বর্তমানে ৩৫০০টাকা আয় করেন ২০% লোক এবং বর্তমানে সর্বোচ্চ আয়ের হার হল ৪০০০টাকা পর্যন্ত ৬% লোকের। ৪৫০০টাকা পর্যন্ত ৪% লোকের। ৫০০০টাকা পর্যন্ত ৪%লোকের এবং ৫০০০টাকার উপরে ১৩,০০০টাকা পর্যন্ত ১৬% লোক আয় করছেন। উপকারভোগীদের আয় কি পরিমান বেড়েছে তার একটি চিত্র এরকম। পূর্বে প্রশ্নমালা জরিপে অংশ গ্রহনকারী ১৫০জন লোক প্রতি মাসে আয় করতেন সর্বমোট ২,১৭,৮০০টাকা। আর বর্তমানে ঐ পরিমান লোক মাসিক আয় করেন ৪,০৫,৮০০টাকা। সুতরাং পূর্বাপর আয়ের তুলনা মূলক চিত্র দাঁড়াল দিগুন।

ম্যাবের সদস্যদের উপর প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছিল তাদের পূর্বের তুলনায় সম্পদ বেড়েছে কিনা? এই লক্ষ্যে প্রশ্নমালায় উপকারভোগীদের পূর্বের এবং পরের কতিপয় সম্পদের হিসাব নেয়া হলে দেখা যায়, ম্যাবের আর্থিক সহযোগীতায় ৭০%ঘর, ১৪৯%গরু ছাগল, ৩৮৭% হাস মুরগী, ১২৭% রিকশা ও রিকশা ভ্যান, ৯০০% ব্যবসায়, ১৬৪%ব্যবসায়ে উন্নতি, ১০০%সেলাই মেশিন, ১০০% তাঁত, ১০০% দোকান ক্রয়, ৩৯% জমি ক্রয়, পূর্বে কেউ জমি বন্ধক না রাখলে ও বর্তমানে ২৭২বিঘা জমি বন্ধক রাখা সহ উপরোল্লেখিত সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামগ্রীক ভাবে বলা যায় ম্যাবের প্রয়োগকৃত ইসলামী পদ্ধতির মাধ্যমে আশা ব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। একদিকে ম্যাব এই মডেল নতুন ভাবে অনুসরন করছে। সেই হিসাবে তাদের কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আবার পরিচালকদের যে পরিমান মনোযোগ দেয়ার কথা সেই পরিমান তারা দিতে পারেননি। ফলে আরোও বেশী ফলাফল লাভ করা যায়নি। আশা করা যায়, বর্তমানের লব্ধ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারলে এবং আরো বেশী মনোযোগ দিতে পারলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করার মত ফল লাভ করা যাবে।

বাংলাদেশে ইউএনডিপির হিসাব মোতাবেক শতকরা ৭৮ভাগ লোক দরিদ্র। (৩৪) এমন একটি দেশের দরিদ্র পরিবেশে ৪/৫বৎসরের ব্যবধানে দিগুন পরিমান আয় বৃদ্ধি এই কর্মসূচীর ফলাফল নির্নয়ে যথেষ্ট বলে মনে করা যায়। মুসলিম এইড কে কেন ভাল লাগে এই প্রশ্নের জবাবে ৫০% লোক বলেছেন, ইসলামের কথা বলে এবং তাদের উন্নতির চেষ্টা চালায় বলে তাদের ভাল লাগে। ৪৪% বলেছেন, তারা ইসলামের কথা বলে, এই জন্য ভাল লাগে। ১৬% সহজ শর্তের কথা বলেছেন। বাকীরা জানিনা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। দারিদ্র্য বিমোচনে জন প্রশাসনের ভূমিকা - মুহাঃ শহীদুল আলম।
২। N.G.O Affairo Barcan Computer Section At a Glance April 98.
৩। In Focus: The News letter of Muslim Aid Summer 1996
৪। Ibid-
৫। Muslim Aid Quartely News letter 1993.
৬। In Focus
৭। Annual Report MAB 1995-1996
৮। Muslim Aid Bangladesh Commits to empower people Prospectus
৯। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ম্যানুয়াল
১০। Prospectus: Muslim Aid Bangladesh.
১১। Ibid.
১২। Annual Report 1996
১৩। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ম্যানুয়াল
১৪। Annual Report 1996-97
১৫। Ibid
১৬। Ibid
১৭। Ibid
১৮। Ibid
১৯। Ibid
২০। Ibid.
২১। Ibid
২২। Ibid
২৩। Ibid
২৪। Ibid
২৫। Ibid
২৬। Prospectus: Muslim Aid Bangladesh
২৭। Ibid
২৮। Ibid
২৯। Prospectus: Muslim Aid Bangladesh
৩০। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ম্যানুয়াল
৩১। প্রাগুক্ত
৩২। লেকচার মডিউল ঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ
৩৩। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ম্যানুয়াল
৩৪। Annual Report 1996-97

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম এইড বাংলাদেশের উপকারভোগী, সমিতি সমুহের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের উপর পরিচালিত প্রশ্ন প্রত্র জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশের ভূমিকাঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা ঃ

৬.০১. - ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্যতার মধ্যে গ্রামীন দারিদ্র্য সবচেয়ে প্রকট ও সর্বগ্রাসী। এদেশের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। যাদের অধিকাংশেরই অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নীচে। কৃষি কাজই এদের একমাত্র পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কেবলমাত্র ফসল তোলার সময় এদের হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলে ও বৎসরের বাকী সময় এদেরকে কপর্দকহীন অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া বন্যা ,খরা, ঘুর্নিঝড় সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এদের অবস্থা বর্ননাতীত খারাপ থাকে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমুহ বিশেষত এনজিওরা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সবার্ধিক তৎপর। এদের প্রায় সকলেরই টার্গেট এলাকা গ্রাম আর টার্গেট গ্রুপ হল, গ্রাম্য জনসাধারন।

দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা যদি গ্রামীন দারিদ্র্যের সত্যিকার কারন ও স্বরূপ উদঘাটন করতে না পারি, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সফলতার মুখ খুব কমই দেখতে পাবে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়া ও এনজিওদের কর্ম তৎপরতার উপর কিছুটা গবেষনা হলেও দারিদ্র্যতার সত্যিকার কারন ও যে পদ্ধতিটি গ্রামের সাধারণ দরিদ্র্য জনগোষ্টির জন্য সহজ উপকারী, কার্যকরী ও ফলপ্রসু সে বিষয়ে তেমন একটা গবেষণা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মুসলিম এইড বাংলাদেশ গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যাতিক্রম ধর্মী পদ্ধতিতে কাজ করছে। যার ভাল মন্দ দিক, উপকারভোগীদের মনোভাব, এর সাফল্য ব্যর্থতার প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য কর্ম এলাকার দুইটি জেলার মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপ কার্য পরিচালনার সময় মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করা হয় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা। এই সংস্থায় জড়িত হবার পুর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল, এখানে আসার ফলে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। ম্যাব সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি রকম, পাশাপাশি কর্মরত এনজিওদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি ইত্যাদি।

মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকা পাবনা সদরের পুল্স পাড়া বাজার, ধর্মগ্রাম, বনগ্রাম, গঙ্গারামপুর, দূর্গাপুর, মধুপুর, সোনাপুর, কাকিলাখালী, জাফরাবাদ, গয়েশপুর ও জালালপুর এলাকার মোট ৩৪টি সমিতি ও নাটোর জেলার লালপুর এলাকার অর্ন্তগত লালপুর বাজার, নবীনগর, নুরুল্লাহপুর, রামকৃষ্ণপুর, বিলমাড়ীয়া, জোকাদহ, নাগশোষা, মোহরকরা, বেল্লাবাড়ীয়া ও পুরাতন ঈশ্বরদী এলাকার মোট ১৯টি সমিতির সদস্যদের সাথে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে এবং ব্যাক্তিগত ভাবে আলাপ করে তাদের অবস্থা জানার চেষ্টা করা হয়।

৬.০২ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী ঃ

আলোচ্য গবেষনার উদ্দেশ্য হল, গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্টি, যাদের মাঝে মুসলিম এইড বাংলদেশ কাজ করছে, তাদের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া, বিশেষতঃ তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারিক অবস্থা ও অবস্থান , মাসিক আয় ও এর উৎস, ব্যয়ের খাত, গৃহীত বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমান, এই সব কর্ম এলাকা বেছে নেয়ার কারন, তাদের লক্ষিত জনগোষ্টি কোন শ্রেনীর, কোন পদ্ধতিতে তারা কাজ করছেন, জনগোষ্টির কি কি পরিবর্তন বা উন্নয়ন তারা চান, কতটুকু তারা করতে পেরেছেন, তাদের ব্যতিক্রম ধর্মী পদ্ধতি গ্রহনের কারন ও ফলাফল, এই পদ্ধতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কি ইত্যাদি বিষয়কে গবেষণার মাধ্যমে বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.০৩ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের বয়স ভিত্তিক বন্টন চিত্র ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের ম্যানুয়্যাল মোতাবেক ১৮-৫০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে কোন মুসলিম নাগরিক সমিতির সদস্য হতে পারবে। (উৎস ম্যানুয়াল মুসলিম এইড বাংলাদেশ) ম্যাব আরো শর্ত করেছে, শারিরীকভাবে পঙ্গু, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বোবা, পাগল, সমিতির সদস্য হতে পারবে না। ভুমীহীন দরিদ্র্য ও প্রান্তিক চাষীরা সমিতির সদস্য হবে তবে শারিরীকভাবে সক্ষম হতে হবে। ম্যাবের শর্ত আরোপিত বয়সের লোকেরা সাধারনত শক্ত সামর্থবান হয়ে থাকে।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
< ২০ বছর	৬	৪ %
২০-২৪ বছর	৮	৫.৩%
২৫-২৯ বছর	২৬	১৭.৩%
৩০-৩৪ বছর	৩০	২০%
৩৫-৩৯ বছর	২৪	১৬%
৪০-৪৪ বছর	২৮	১৮.৭%
৪৫-৪৯ বছর	১০	৬.৭%
৫০> বছর	১৮	১২%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক দেখা যায় যে, মুসলিম এইডের উপকারভোগীদের বয়স ২০ বছরের নীচে ৪%। ২০-২৪ বছরের মধ্যে ৫.৩%। ২৫-২৯ বছরের১৭.৩%, ৩০-৩৪ বছর ২০%। ৩৫-৩৯ বছর, ১৬%, ৪০-৪৪ বছর, ১৮.৭%, ৪৫-৪৯ বছর ৬.৭%। ৫০ বছরের উর্দ্ধে ১২%। সারনী অনুযায়ী দেখা যায় ৩০-৩৪ বছরে সংখ্যা সর্বাধিক এর পর পরই রয়েছে ৪০-৪৪ বছর এবং ২৫-২৯ বছর কারন এই বয়সীদের শারিরীক ক্ষমতা অনেক বেশী এবং পারিবারিক প্রয়োজনীয়তার কারনেই তারা আয় রোজগারে বেশী ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবচেয়ে কম হল ২০ বছরের নীচে। কারন এই বয়সীদের উপর সংসারিক ঝামেলা ঠিক ততখানি বর্তায় না বলে, তারা অনেকটা চিন্তা ও কর্মমূক্ত জীবন যাপন করে থাকে।

৬.৪ - ম্যাব এর উপকার ভোগীদের শিক্ষাগত অবস্থান ঃ

মুসলিম এইডের উপকারভোগীদের শিক্ষাগত অবস্থান নির্ণয় করতে পারলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা সহজ হয়ে যাবে। কেননা মানুষের আর্থিক অবস্থা তার শিক্ষাগত অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সচরাচর আমরা দেখি অশিক্ষিত জনগোষ্ঠিই আর্থ-সামাজিক ভাবে অসচেতন। অশিক্ষিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠি নিম্ন মানের পরিবেশ মেনে নেয় নয়তো বা সামর্থ না থাকায় তারা এই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠির অবস্থা সব সময় ভাল ও উন্নত।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	১০	৬.৭%
স্বাক্ষর	৪৬	৩০.৭ %
প্রাথমিক	২০	১৩.৩ %
মাধ্যমিক	৩৬	২৪ %
উচ্চমাধ্যমিক	১০	৬.৭ %
স্নাতক	১২	৮ %
স্নাতকোত্তর	২	১.৩ %
মাদ্রাসা	১৪	৯.৩ %
মোট	১৫০	১০

তথ্য সূত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ ১৯৯৭।

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী মুসলিম এইডের জরিপকৃত কর্মএলাকায় ৬.৭% লোক নিরক্ষর। যাহারা এখনো নাম সই করতে শেখেননি, এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক এই সংস্থায় নুতন ভাবে জড়িত হয়েছেন এবং ইতিপূর্বে এরা কখনো স্কুলে যাননি। ৩০.৭% লোক কেবলমাত্র স্বাক্ষর করতে জানেন । এরা ও কেউ কখনো স্কুলে যাননি এবং লেখাপড়া শেখার গরজ ও অনুভব করেননি। ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করে জানা যায়, পারিবারিক ভাবেই তারা লেখাপড়ার ব্যাপারে পুরোপুরি ভাবে অসচেতন ছিল। যেহতু বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য মুসলিম এইডের একটি শর্ত হল। আবেদন করার পূর্বেই স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। (মুসলিম এইডের ম্যানুয়াল) সেজন্য এরা বিনিয়োগ লাভের পূর্বেই স্বাক্ষরতা অর্জন করেছেন। এর চেয়ে বেশী কিছু শেখার তাগিদ তারা অনুভব করছেন না, এরাও কখনো নিজেরা এবং পারিবার থেকে স্কুলে যাওয়ার চিন্তা করতেন না। অন্যদিকে ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর সাথে নৈতিক ধর্মীয় ও সচেতনা বৃদ্ধিমূলক মোটিভেশন থাকলে ও গনশিক্ষার কোন কর্মসূচী না থাকায়, এদের লেখা পড়ার শেখার সুযোগ তেমন একটি নেই। ১৩.৩% প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ২৪% লোক মাধ্যনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ৬.৭% লোক উচ্চ মাধ্যনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ৮%লোক স্নাতক ,১.৩ % লোক স্নাতকত্তোর এবং ৯.৩% লোক মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত।

৬.০৫ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের পেশা ভিত্তিক বন্টন চিত্র ঃ

উপকারভোগীদের পেশা নির্নয়ের জন্য এর কর্ম এলাকায় জরিপ কার্য পরিচালনা করা যায়। ম্যাবের সদস্য হওয়ার জন্য কোন পেশার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়না এবং ভূমিহীন দরিদ্র্য ও হত দরিদ্র্য শ্রেণীর লোকেরা এর সদস্য হতে পারে। তবে উৎশৃংখল দুঃশ্চরিত্রের কোন লোক এর সদস্য হতে পারেনা। (ম্যানুয়াল ম্যাব) সুতারাং দরিদ্র সৎলোক যে কোন পেশাজীবি হোক না কেন তারা এর সদস্য হতে পারে। অন্য সকল এনজিওর মত মুসলিম এইড ও দরিদ্র্য এবং হত দরিদ্র্যদেরকে তাদের সদস্য হিসাবে গ্রহান করে থাকে।মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকার নমুনা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
কৃষি	৩০	২০%
চাকুরী	১২	৮%
ব্যবসা	৫০	৩৩.৩%
দর্জি	৬	৪%
মজুর	৮	৫.৩%
কারিগর	৪	২.৭%
ছাত্র	৬	৪%
গৃহিনী	১৬	১০.৭%
কারিগর	২	১.৩%
ভাক্তারী	৪	২.৭%
ভ্যানচালক	১২	৮%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস প্রশ্ন পত্র জরিপ '১৯৯৭

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর কর্ম এলাকার ২০% লোক কৃষি কাজ করেন। যাদের অধিকাংশেরই পূর্বে জমি জমা ছিল না। এই সংস্থার সদস্য হয়ে জমি বন্ধক নিয়ে এবং ক্রমান্বয়ে জমি ক্রয় করে চাষাবাদ করেছেন। ৮% লোক চাকুরী করেন। এদের প্রায় সকলেই স্বল্প বেতনের চাকুরে। কেউ মসজিদের ঈমাম, কেউ মক্তবের শিক্ষক কেউ বা অফিসে পিয়নের চাকুরী করেন।৩৩.৩% লোক ব্যবসা করেন। এদের প্রায় সকলেই হাটে অথবা রাস্তার পাশে ছোট দোকান নিয়ে ব্যবসা করেন। আবার কেউ হাটে হাটে দোকান দেন এবং বাড়ী বাড়ী ফেরিও করেন। ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করে জানা যায়, মুসলিম এইডের বিনিয়োগের মাধ্যমে দিন দিন ব্যবসায়ের উন্নতি করছেন। পেশাজীবি হিসাবে ম্যাব এর উপকার ভোগীদের মধ্যে কৃষি ও ব্যবসায়ী বেশী। ৪% লোক দর্জির কাজ করেন । ৫.৩% লোক মজুর। ২.৭ % লোক কারিগর। ৪%লোক ছাত্র। ১০.৭% গৃহিনী। ১.৩% কারীগর । ২.৭% ভাক্তারী করেন এবং ৮% লোক ভ্যান চালক।

৬.৬ - ম্যাব উপকারভোগীদের পরিবারের আকার সম্পর্কিত ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর উপকার ভোগীদের পরিবারের আকার জানার জন্য প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো হয়। নিম্নে এর ফলাফল সন্নিবেশিত হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
২ -৩ জন	৩৮	২৫.৩%
৪ -৫ জন	৪৬	৩০.৭%
৬ -৭ জন	৩৪	২২.৭%
৮ -৯ জন	২৪	১৬%
১০ >	৮	৫.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎসঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর উপকারভোগীদের ২৫.৩% পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২-৩ জন। ৩০.৭% এর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ -৫ জন। ২২.৭% এর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ -৭ জন। ১৬% লোকের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮-৯ জন ,এবং ৫.৩% লোকের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জনের উপর।

পুরুষ সদস্য			মহিলা সদস্য		
শ্রেনী	মোট	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
১ জন	১৬	১০.৭%	১ জন	৪২	২৮%
২জন	৩৪	২২.৭%	২ জন	৪৮	৩২%
৩জন	৫২	৩৪.৬%	৩ জন	২২	১৪.৭%
৪জন	৩৬	২৪%	৪ জন	২০	১৩.৩%
৫>জনের উপর	১২	৮%	৫ জনের উপরে	১৮	১২%
মোট	১৫০	১০০%		১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর কর্ম এলাকার উপাকারভোগীদের ১০.৭% লোকের পরিবারের পুরুষ সদস্য ১ জন। ২২.৭% লোকের ২ জন। ৩৪.৬% লোকের ৩ জন। ২৪%লোকের ৪ জন এবং ৮% লোকের ৫ জনের উপরে। এর মধ্যে ২ ও ৩ জন পুরুষ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সর্বোচ্চ এবং ১ও ৫ জনের সংখ্যা সর্ব নিম্নে। এবং এর কর্ম এলাকার উপকার ভোগীদের ২৮% লোকের পরিবারের মহিলা সদস্য ১জন। ৩২% লোকের ২জন। ১৪.৭% লোকের ৩জন, ১৩.৩% লোকের ৪জন এবং ১২% লোকের ৫ জনের উপরে ।এর মধ্যে১ও২ জনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং ৫ জনের উপরে এই সংখ্যা সবচেয়ে কম।

৬.০৭ - ম্যাব উপকারভোগীদের উপার্জনশীল সদস্য সম্পর্কিত ঃ

উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
১জন	৮২	৫৪.৭%
২জন	৪২	২৮%
৩জন	২৪	১৬৫%
৪জন	২	১.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎসঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর উপকার ভোগীদের ৫৪.৭% লোকের পরিবারের উপাজিনশীল লোকের সংখ্যা ১ জন এবং এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ২৮% লোকের ২জন। ১৬% লোকের ৩ জন এবং ১.৩% লোকের ৪ জন। এই সংখ্যা একেবারে কম।

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনশীল পুরুষ সদস্য			উপার্জনশীল মহিলা সদস্য		
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
১ জন	১০০	৬৬.৭%	০ জন	১১০	৭৩.৩%
২ জন	২৮	১৮.৭%	১ জন	৩৬	২৪%
৩ জন	২০	১৩.৩%	২ জন	৪	২.৭%
৪ জন	২	১.৩%	মোট	১৫০	১০০%
মোট	১৫০	১০০%			

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ' ৯৭

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর উপকার ভোগীদের ৬৬.৭% লোকের পরিবারে উপার্জনশীল পুরুষের সংখ্যা ১জন। এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ১৮.৭% লোকের ২ জন। ১৩.৩% লোকের ৩ জন এবং ১.৩% লোকের ৪ জন। এই সংখ্যা সবচেয়ে কম। এবং এর উপকারভোগীদের ৭৩.৩% লোকের পরিবারে উপাজনশীল কোন মহিলাই নেই। এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তবে এদের মধ্যে একটা চিরাচরিত ধারনা কাজ করছে তাহল, মহিলারা আয় রোজগার করে না। ব্যাক্তিগত ভাবে এদেরকে যখন প্রশ্ন করি আপনাদের সংসারের যাবতীয় কাজ যদি অন্য কোন মহিলাদেরকে দিয়ে করাতেন, তবে কি তাদেরকে টাকা দিতে হত না এবং এরা কি হাঁস মুরগী লালন পালন করে অথবা বাড়ীর আঙ্গিনায় শাকসব্জির বাগান করে আপনাদের জন্য আয় রোজগারের ব্যবস্থা করছেন না? এর জবাবে সবাই অবশ্য স্বীকার করেছেন, তাতো ঠিকই। কিন্তু গতানুগতিক ধারনা মোতাবেক তারা উপার্জন কারী মহিলা নেই বলেছেন। ২৪% পরিবারে মাত্র ১জন মহিলা উপার্জনকারী রয়েছে এবং ২.৭% পরিবাবে ২জন উপার্জনকারী মহিলা রয়েছে। যারা বলেছেন তাদের পরিবারে উপার্জনকারী মহিলা রয়েছে; তারা এই জন্য এদের হিসাবে শামিল করেছেন কারন এরা ঘরে সেলাই করে, তাঁত বুনে , গরু ছাগল পুষে আয় রোজগারে সরাসরি কাজ করেছেন। তবে সত্যিকার অর্থে প্রতিটি পরিবারেই পুরুষের উক্ত ধারনার মুলে রয়েছে সনাতনী দৃষ্টি ভঙ্গি। উদাহরন স্বরূপ গ্রামে বসবাসকারী কোন মহিলা যদি শহরে আসেন এবং কোথায়ও চাকুরী করেন, তবে তাকে অবশ্যই কাজের লোক রেখে কাজ করাতে হয়। সুতরাং তিনি ইতিপুর্বে যে কাজ করতেন তারা এর অর্থনৈতিক মুল্যায়ন করত না। আজ অন্য মহিলাকে বেতন দেয়ার মাধ্যমে সেই কাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করা হল। প্রকৃতপক্ষে সকল মহিলাই অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের সহিত জড়িত।

৬.৮ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের মাসিক আয় ব্যয়ের বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের উপর পরিচালিত জরিপ মোতাবেক প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মাসিক আয় ব্যয়ের গড় চিত্র তুলে ধরা হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
১০০০ <	১২	৮%	১,০০০<	১২	৮%
১০০০-১৪০০	২২	১৪.৭%	১,০০০-১,৪০০	৩০	২০%
১৫০০-১৯০০	২০	১৩.৩%	১,৫০০-১,৯০০	২৬	১৭.৩%
২০০০-২৪০০	৩৪	২২.৭%	২,০০০-২,৪০০	২৬	১৭.৩%
২৫০০-২৯০০	১২	৮%	২,৫০০-২,৯০০	১৮	১২%
৩০০০-৩৪০০	২০	১৩.৩%	৩,০০০-৩,৪০০	১০	৬.৭%
৩৫০০-৩৯০০	৬	৪%	৩,৫০০-৩,৯০০	৬	৪%
৪০০০-৪৪০০	৪	২.৭%	৪,০০০>	২২	১৪.৭%
৪৫০০-৪৯০০	৪	২.৭%			
>৫০০০	১৬	১০.৬%			
মোট	১৫০	১০০%	মোট	১৫০	১০০%

উৎস প্রশ্নপত্র জরীপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী মোতাবেক প্রশ্ন পত্র জরিপে দেখা যায়, ১০০০ টাকার নীচে যাদের আয় এদের সংখ্যা ৮%। এরা সবাই মহিলা এবং পেশাগত ভাবে গৃহিনী। পরিবারিক কাজের ফাঁকে কেউ সেলাই করে কেউ হাঁস মুরগী, গরু, ছাগল, পালন করে বাড়তি কিছু আয়ের চেষ্টা করেন। এদের আয়ের পরিমান ৩,৪,৫,৬,৭,শত টাকা। ১৪.৭% লোক মাসিক আয় করেন ১০০০-১৪০০ টাকা। এদর মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোক থাকলেও ভূমিহীন দিনমজুরের সংখ্যাই বেশী। অধিকংশ নিরক্ষর ও স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, শারিরীকভাবে দুর্বল ও মানসিক ভাবে স্থবির চিন্তাধারা সম্পন্ন। ১৩.৩% লোক ১৫০০-১৯০০টাকা আয় করেন। পেশাগত ভাবে অধিকাংশ কারিগর ও দিনমজুর। কারিগরগন তাঁত বুনে। দিন মজুররা দৈনিক ৫০-৬০টাকা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। ২২.৭% লোক মাসে ২০০০-২৪০০ টাকা আয় করেন। পেশাগত ভাবে অধিকাংশ ভ্যান চালক, কৃষক ও ব্যবসায়ী । ভ্যানচালকগন দৈনিক ৭০-৮০ টাকা আয় করেন। কৃষকগন কৃষি কাজের বাহিরে হাঁস মুরগী গরু ছাগল লালন পালন করে এবং ব্যবসায়ী গনের মধ্যে এরা একে বারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তারা চা, পান সিগারেট বিক্রী করে ৭০-৮০ টাকা আয় করে থাকেন। ৮%লোক ২৫০০-২৯০০টাকা মাসে আয় করে থাকেন। এদের মধ্যে চাকুরীজীবী বেশী। এরা ছোট খাট চাকুরী করেন এবং সামান্য পরিমান হলে ও কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। ১৩.৩% লোক আয় করেন ৩০০০-৩৪০০ টাকা । ৪%লোকের মাসিক আয় ৩৫০০-৩৯০০টাকা। ২.৭% লোক মাসে আয় করেন, ৪০০০-৪৯০০টাকা, এবং ১০.৬%লোক মাসে ৫০০০হাজার টাকার উপরে আয় করেন। ৩০০০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৫০০০হাজার টাকার উপরে যারা আয় করেন, তাদের পরিবারে একাধিক লোক উপার্জনকারী রয়েছে এবং পেশাগত ভাবে এরা একই সাথে একাধিক পেশার সাথে যুক্ত। এরা অনেকে কৃষি ও আয় বর্ধন মূলক কাজ করছেন। অনেকে একাধিক ব্যবসা করছেন।

এছাড়া ও কর্মএলাকায় প্রশ্নপত্র জরিপে দেখা যায় ৮% লোক মাসিক খরচ করেন ১০০০ টাকার নীচে। প্রকৃত পক্ষে এই ধরনের হিসাবে খানিকটা ভুল থাকতে পারে, কেননা এদের বেশীর ভাগই কৃষক। এরা নিজেদের উৎপাদিত চাল, ডাল, শব্জি, ডিম, দুধ ও মাংশ খেয়ে থাকেন। কেবল মাত্র যে সব জিনিস ক্রয় করেন অথবা নগদ মুল্যে খরিদ করে থাকেন, সেসবের হিসাব করেছেন। ২০% লোকের মাসিক খরচ ১০০০-১৪০০টাকা। ১৭.৩% লোকের মাসিক খরচ ১৫০০-১৯০০টাকা, ১৭.৩% লোকের মাসিক খরচ ১৫০০-১৯০০টাকা। ১৭.৩%মাসিক ব্যয় করেন ২০০০-২৪০০ টাকা। ৬.৭% লোক খরচ করে থাকেন ৩০০০-৩৪০০ টাকা এবং ২৪.৭% লোক মাসিক খরচ করে থাকেন ৪০০০ হাজার টাকার উপরে। ১০০০-২৪০০ টাকা পর্যন্ত যারা মাসিক খরচ করেন তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ১০০০ টাকার নীচে এবং ৩৫০০-৩৯০০ টাকা যারা প্রতিমাসে খরচ করেন তাদের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

৬০৯ - উপকারভোগীদের আয়ের উৎসের বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাব এর উপকারভোগীদের উপর পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়ের উৎস সমুহের ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
চাকুরি	৬	৪%
কৃষি	২৮	১৮.৭%
ব্যবসা	২০	১৩.৩%
দিনমজুর	১৪	৯.৩%
চাকুরী ও কৃষি	৮	৫.৩%
ব্যবসা ও কৃষি	৩৮	২৫.৩%
ব্যবসা ও চাকুরী	১২	৮%
কৃষি ও দিনমজুর	১০	৬.৭%
দিনমজুর ও ব্যবসা	৮	৫.৩%
কৃষি, ব্যবসা ও মজুর	৬	৪%
মোট	১৫০	১০০%

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382785

Dhaka University Institutional Repository

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের মাঝে জরিপ কার্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ৪% লোক চাকুরী থেকে প্রাপ্ত আয়ের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে থাকেন। ১৮.৭% লোক কৃষি কাজের মধ্যমে। ১৩.৩%। লোক ব্যবসায়ের মাধ্যমে। ৯.৩% দিন মজুর মাধ্যমে। ৫.৩ চাকুরী ও দিন মজুরীর মাধ্যমে। ৫.৩% দিন মজুর কাজ করে এবং ছোট খাট ব্যবসা বা আয় বর্ধন মূলক কাজের মাধ্যমে এবং ৪% লোক কৃষি ব্যবসা ও দিন মজুরের কাজ করে আয় করে থাকেন এবং জীবন যাপন করে থাকেন।

৬.১০ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ব্যয়ের খাত সমুহের বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকার মধ্য থেকে জরিপকৃত এলাকার উপকারভোগীদের ব্যয়ের খাত সমুহের ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া ও চিকিৎসা বাবদ	৪০	২৬.৭%
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া চিকিৎসা ও সঞ্চয়	৬	৪%
সাংসারিক খরচ	৫০	৩৩.৩%
সাংসারিক খরচ ও লেখাপড়া	৩৪	২২.৭%
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া ও কৃষি কাজে	৬	৪%
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া ও সঞ্চয়	৪	২.৭%
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা ও ঋন	২	১.৩%
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া, চিকিৎসা শিক্ষা ও ঋন	২	১.৩%
সাংসারিক খরচ, লেখাপড়া, চিকিৎসা ও কৃষি	২	১.৩২.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস- প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

ম্যাব এর সদস্য যাহারা এই সংস্থা থেকে বিনিয়োগ গ্রহন করেছেন, তাদের নিকট থেকে প্রশ্ন মালার মাধ্যমে জানা যায় যে, ২৬.৭% লোকের ব্যয়ের খাত হল, সাংসারিক খরচ ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া ও পারিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ। ৪% লোকের ব্যয়ের খাত সাংসারিক খরচ লেখাপড়া ও সঞ্চয় বাবদ। ৩৩.৩% লোকের ব্যয়ের খাত হল, সাংসারিক খরচ। ২২.৭% লোকের ব্যয়ের খাত সাংসারিক খরচ ও লেখাপড়া । ৪% লোকের সাংসারিক খরচ ও কৃষি কাজ। ২.৭% লোকের সাংসারিক খরচ ও চিকিৎসা বাবদ। ১.৩% লোকের সাংসারিক খরচ ও সঞ্চয়। ১.৩% লোকের সাংসারিক খরচ ও চিকিৎসা, শিক্ষা ও ঋন। ১.৩% শিক্ষা ও ঋন। ২.৭% শিক্ষা ও ঋন পরিশোধে ব্যয় করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১ - ম্যাব এর সাথে সম্পর্কিত সময়ের বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাব এর সাথে এর উপকারভোগীরা কত দিন থেকে জড়িত প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
নতুন	০ জন	-
৬ মাস	৪ জন	২.৭%
১ বৎসর	৪ জন	২.৭%
২ বৎসর	১৮ জন	১২%
৩ বৎসর	৫৬ জন	৩৭.৩৫
৪ বৎসর	৫০ জন	৩৩.৩%
৫ বৎসর	১৮ জন	১২%
মোট	১৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

ম্যাব এর উপকারভোগী সদস্যদের উপর জরিপ কার্য পরিচালনার সময় দেখা গেছে, একে বারে নুতন কোন সদস্য নেই। ২.৭% লোক এই সংস্থার রয়েছে যাদের বয়স হল মাত্র ৬ মাস। ২.৭% লোক যারা ও এই সংস্থার ১ বৎসর যাবৎ রয়েছে। এই সংখ্যা সবচেয়ে কম। ১২% লোক যারা এই সংস্থার ২ বৎসর যাবৎ রয়েছেন। ৩৭.৩% লোক এই সংস্থার সদস্য যাহারা ৩বৎসর যাবৎ রয়েছেন। এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। এর পরই হল ৩৩.৩% লোক যারা দীর্ঘ ৪ বৎসর যাবৎ মুসলিম এইডের সদস্য রয়েছেন। ১২% লোক যাহারা ৫ বৎসর ম্যাব এর সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। ৩.৪ বৎসরের লোক বেশী হওয়ার কারন হল, মুসলিম এইড উক্ত এলাকায় কাজ শুরু করার পর পরই এরা সদস্য হয়েছিল। এর পর অবশ্য ম্যব আর সদস্য তেমন বাড়ায়নি, কারন অর্থনৈতিক সংকট।

৬.১২ - উপকারভোগীদের ম্যাবের সাথে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে ঃ

কর্ম এলাকায় ম্যাব এর সদস্যরা কার উৎসাহে ম্যাবে যোগদান করেছেন, অর্থাৎ কার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম এইডে জড়িত হয়েছেন। প্রশ্নমালার ম্যাধমে জরিপ কার্যের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
নিজ থেকে	২২	১৪.৭%
প্রতিবেশী	২০	১৩.৩%
বন্ধু	২৪	১৬%
সংগঠনের কর্মী	৮৪	৫৬%
মাট	১৫০	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের ১৪.৭% নিজ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সস্থার সদস্য হয়েছেন। ১৩.৩%, প্রতিবেশীর মাধ্যমে। ১৬% বন্ধুর মাধ্যমে এবং ৫৬% ম্যাবে জড়িত হয়েছেন সংগঠনের কর্মীদের দ্বারা। সর্বোচ্চ সংখ্যক সংগঠনে জড়িত হয়েছেন সংগঠনের কর্মীদের মাধ্যমে । সবচেয়ে কম জড়িত হয়েছেন নিজ থেকে ও প্রতিবেশীর মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৩ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাবের পূর্বে অন্য সংস্থার সাথে সম্পর্কের বিবরন ঃ

ম্যাবের সদস্যদের এই সংস্থায় জড়িত হবার পূর্বে অন্য কোন সংস্থায় সাথে জড়িত ছিলেন কিনা প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ কার্য পরিচালনা কালীন সময়ে প্রাপ্ত জবাবের ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৬	৪%
না	১৪৪	৯৬%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক ম্যাব এর কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের ৪% লোক এই সংস্থায় জড়িত হবার পূর্বে অন্য সংস্থায় জড়িত ছিলেন। ৯৬% লোক কোথায়ও জড়িত ছিলেন না। ম্যাবের সদস্যদের প্রশ্ন করা হয়েছিল এই সংস্থায় আসার পূর্বে আপনি অন্য কোন সংস্থায় জড়িত ছিলেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে উপরোক্ত ফল পাওয়া যায়।

এর পর প্রশ্ন করা হয় উত্তর হাঁ হলে তার নাম বলুন এর জবাবে ৪% আশার ২% গ্রামীন ব্যাংকের কথা বলেছেন। ১% লোক সমাজকল্যান সংস্থার কথা বলেছেন। ১% লোক ব্রাকের কথা বলেছেন।

ঐ সংগঠনের সাথে আপনি এখন জড়িত আছেন কিনা ? এই প্রশ্নের জবাবে ৪%(যে সকল লোক পূর্বে অন্য সংস্থায় জড়িত ছিলেন)লোকই বলেছেন তারা এখন আর ঐ সংস্থায় জড়িত নেই।

এর পর প্রশ্ন করা হয় কেন ঐ সংগঠন ছেড়েছেন ? জবাবে ২.৬% লোক বলেছেন কার্যকর কোন ফল পাইনি বলে।

৬.১৪ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এ জড়িত হওয়ার কারন প্রসঙ্গে ঃ

কর্ম এলাকার উপকার ভোগীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার এলাকায় আরও অনেক সংগঠন থাকার পরও আপনি মুসলিম এইড বাংলাদেশে জড়িত হলেন কেন ? প্রশ্ন মালার মাধ্যমে মতামত যাচাইয়ের ফলাফল নিম্নরূপ-

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য	২৪	১৬৫%
ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য	১০	৬.৭%
সমাজ সেবা	৪	২.৭%
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ইসলামের সেবা	৬	৪%
অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানা	৬৬	৪৪%
অর্থ,নৈতিক উন্নতি,ইসলামেরসেবা,ধর্ম প্রচার,ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানা ও সমাজ সেবা	২৬	১৭.৩%
সমাজ সেবা, ধর্ম প্রচার, ও ইসলামের সেবা	২	১.৩%
সমিতি করাটা ভাল	৪	২.৭%
নিজের উন্নতি ও ইসলামের সেবা করা	৪	২.৭%
নিজের উন্নতি ও সমাজ সেবা করা	৪	২.৬%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর সদস্যদেরকে এই সংগঠনে জড়িত হবার কারন কি এই প্রশ্নের জবাবে তারা নিম্নরূপ মতামত প্রকাশ করেন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলেছেন ১৬.৫% লোক। ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানার কথা বলেছেন ৬.৭% লোক। সমাজের সেবা করার কথা বলেছেন ২.৭% লোক।ইসলামের সেবা করার কথা বলেছেন ৪% লোক। অর্থনৈতিক উন্নতি, ইসলামের সেবা ধর্ম প্রচার, ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানা এবং সমাজ সেবার কথা বলেছেন ১৭.৩% লোক। সমাজ সেবা, ইসলামের সেবা ও ধর্ম প্রচারের কথা বলেছেন ১.৩% লোক। সমিতি করাটা ভাল এই কথা বলেছেন ২.৭% লোক। নিজের উন্নতি ও সমাজ সেবা করার কথা বলেছেন ২.৬% লোক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানার কথা বলেছেন, সবচেয়ে বেশী লোক। সমাজ সেবা ধর্ম প্রচার ইসলামের সেবা করার কথা বলেছেন সবচেয়ে কম লোক।

৬.১৫ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাবে আসার ফলে উদ্দেশ্যের সফলতা প্রসঙ্গে ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকায় প্রশ্ন পত্র জরিপ কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে এ সংস্থার উপকারভোগীদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি মনে করেন এই সংস্থায় জড়িত হওয়ার ফলে আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
আপনার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে ? হাঁ	১২৮	৮৫.৩%
সফল হয়নি ? না	১৮	১২%
বলতে পারব না	৪	২.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের ৮৫% লোক মনে করেন, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ১২% মনে করেন তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি, আর ২.৭% লোক বলেছেন তারা সুস্পষ্ট কোন কিছু বলতে পারবেন না, যারা উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে মনে করেন, তাদের বিশ্বাস ম্যাব একদিকে ইসলামের কথা বলছে এবং আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা করছে। ফলে বলতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আর যাহারা আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি বলে মনে করেন, তাদের কেউ কেউ মনে করেন ম্যাব এখন আর আগের মত ইসলামের কথা বলেনা, আর অন্যদের ধারনা আমরা তো এখনো তেমন বিনিয়োগ নেইনি, সুতরাং আমরা কিভাবে বলব যে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। যারা বলতে পারব না বলেছেন, আসলে ম্যাব এর উদ্দেশ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে এদের কোন সুস্পষ্ট ধারনাই নেই।

৬.১৬ - ম্যাবে জড়িত হওয়ার কারন সমুহের উদ্দেশ্য সফলতা প্রসঙ্গে ঃ

ম্যাবে জড়িত হবার ফলে উপকারভোগীদের উদ্দেশ্য কিভাবে এবং কোন কোন পন্থায় সফল হয়েছে। প্রশ্নমালার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হল ঃ -

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৪০	২৬.৭%
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ধর্মীয় উন্নয়ন	৭৪	৪৯.৩%
নৈতিক উন্নয়ন	৬	৪%
অর্থনৈতিক, নৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি	৪	২.৭%
অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতি	৮	৫.৩%
কোন উন্নতি হয়নি, কারন আগের মত ইসলামী আলোচনা এখন আর হয় না	১৮	১২%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ' ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর উপকারভোগী সদস্যদের প্রশ্নমালা ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে জানা যায়, ২৬.৭% লোক বলেছেন যে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। ৪৯.৩% লোক মনে করেন যে, তাদের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নয়ন ধরনের উন্নতি ঘটেছে। এই ধরনের উত্তর দাতাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ২য় পর্যায়ে রয়েছে যারা মনে করেন, কেবলমাত্র তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। কেবলমাত্র নৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছেন, ৪% লোক। এরা নৈতিক উন্নতি বলতে ধর্মীয় আচার আচরনের উন্নতির কথাই বুঝিয়েছেন। ২.৭% লোকের মতে তাদের একই সাথে অর্থনৈতিক নৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি ঘটেছে। ৫.৩% লোক মনে করেন তাদের অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতি ঘটেছে। আর ১২% লোক এর মতে তাদের কোন উন্নতি হয়নি কারন হিসাবে তাদের অনেকে বলেছেন, ম্যাব এর সাপ্তাহিক মিটিং গুলোতে এখন আর আগের মত ইসলামী আলোচনা হয় না বললেই চলে। অথচ আমরা সবছেড়ে এখানে এসেছি ইসলাম সম্পর্কে শেখার জন্য।

৬.১৭ - উপকারভোগীদের ম্যাব এর সদস্য হবার নিয়ম সম্পর্কে মতামত ঃ

অন্য দশটির মত ম্যাব ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী নিয়ে ময়দানে কাজ করলে ও তাদের কর্মসূচী ও কর্ম পদ্ধতি গত কিছু পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং ম্যাবের সদস্য হওয়ার নিয়ম সম্পর্কে প্রশ্নমালা জরিপের ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
অন্য দশটির মত	১০	৬.৭%
সম্পূর্ন আলাদা	৭০	৪৬.৭%
অন্য দশটির মত তবে নূতন কিছু আছে	৫০	৩৩.৩%
জানিনা	২০	১৩.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

সারনী মোতাবেক প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, ম্যাব এর সদস্যদের ৬.৭% মনে করেন ম্যাব এর সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী অন্য দশটির মত। ৪৬.৭% মনে করেন এর নিয়মাবলী সম্পূর্ন আলাদা। ৩৩.৩% মনে করেন এর সদস্য হওয়ার নিয়ম কানুন অন্য দশটির মত হলেও এতে নুতন কিছু আছে। ১৩.৩% এর অভিমত এই বিষয়ে আমরা জানিনা। এর কারন হিসাবে তারা বলেছেন, যেহেতু অন্য কোন সংস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিস্কার কোন ধারনা নেই, সে জন্য আমরা পরিস্কার ভাবে বলতে পারবোনা। এই সংখ্যা খুব বেশী নয়।

যারা অন্য দশটির মত বলে মতামত দিয়েছেন, তাদের ধারনা হল, অন্যান্য সংস্থা যেমন গ্রুপ গঠন করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে ম্যাব ও ঠিক একই ধরনের কাজ করে সুতরাং এর আবার পার্থক্য কোথায়। ম্যাবের ইসলামী নীতিমালা ও মেটিভেশন সম্পর্কে এরা সম্যক ওয়াকিবহাল নহে। সম্পূর্ন আলাদা হিসাবে যাহারা মত দিয়েছেন, তাদের বক্তব্য হল অন্যান্য সংগঠন তো ইসলামের নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করে না। যা ম্যাব করে থাকে সুতরাং এর নীতিমালা সম্পূর্ন আলাদা। এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। যাদের ধারনা হল অন্য দশটির মত তবে নূতন কিছু আছে, এদের বক্তব্য হল ম্যাব অন্য সংগঠনের মতই গ্রুপ তৈরি করে, পাশ বই দেয়, সাপ্তাহিক বৈঠক করতে হয়। সঞ্চয় জমা দিতে হয় ইত্যাদির কারনে অন্য দশটির মতই বলা চলে তবে যেহেতু এই সংগঠন ইসলামী নীতিমালা ভিত্তিক কাজ করে সুতরাং এখানে অন্য সংস্থার মত সুদের বদলে মুনাফা ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করে। অন্য সংগঠন যেমন - গ্রামীন ব্যাংক ঋনের টাকা মঞ্জুর করে কমপক্ষে ৫% আগেই কেটে রাখে এবং অন্য সংস্থায় যে কেউ সদস্য হতে পারলেও ম্যাব এ কেবল মাত্র মুসলিমরাই সদস্য হতে পারে। সুতরাং ইত্যাদি কারনে এর সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী অন্য দশটির মত হলে ও নূতন কিছু আছে। এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী নয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ম্যাব এর ম্যানুয়েল ও সংবিধান মোতাবেক এই মতামত অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৮ ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত ঃ

কর্ম এলাকার উপকারভোগীদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ম্যাবের উদ্দেশ্য সমুহ জানেন কিনা এর জবাবে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	৮৬	৫৭.৩%
না	৬৪	৪২.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক দেখা যায় যে, সদস্যদের ৫৭.৩% লোক ম্যাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন। আর ৪২.৩% লোক বলেছেন তারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন না। যারা না বলেছেন এদের অনেকে নিরক্ষর হওয়ায় তাদের আড়ষ্ঠতা বেশী ছিল। কি বলতে কি বলে পেলেন এই জন্য তারা না বলেছেন। অবশ্য ব্যাক্তিগত ভাবে উদ্দেশ্য বলে দিয়ে প্রশ্ন করলে তারা বলেছেন, হ্যাঁ এটাতো জানি।

৬.১৯ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত বিশ্লেষন ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের লক্ষিত জনগোষ্ঠী যেহেতু নৈতিক সমাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং এদের অনেকে নিরক্ষর ও খুবই স্বল্প শিক্ষিত সে জন্য এরা খুবই সঠিক ও স্পষ্ট ভাবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার ভাষায় বলতে পারছেনা। ম্যাবের সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়বালী সম্পর্কে তাদের ধারনা একেবারেই কম তাদের ২/১ টি ভাসা ভাসা ধারনা রয়েছে। আর সেজন্য তাদের মতামতের বিভিন্নতা দেখা যাচ্ছে।

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
আর্থিক উন্নয়ন	১৫	১০%
ধর্মীয় বিষয়ের উন্নয়ন	৮	৫.৩%
আর্থিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন	৩৯	২৬%
ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের উন্নয়ন	২	১.৩%
ধর্মীয় ও আর্থিক উন্নয়ন এবং বৃক্ষ রোপন	৪	২.৭%
ধর্মীয় আর্থিক উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপন ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন	৪	২.৭%
ধর্মীয়, আর্থিক উন্নয়ন মিতব্যয়িতা ও নিরক্ষরতা দুরীকরন	২	১.৩%
আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম	৮	৫.৩%
দারিদ্র্য দুরিকরন ও সুদের হাত থেকে বাঁচা	৪	২.৭%
জানিনা	৬৪	৪২.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১০.% লোক বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা। ৫৩% লোক ধর্মীয় বিষয়ের উন্নয়নের কথা বলেছেন। ২৬.৩% লোক বলেছেন আর্থিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের কথা। এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এই মতামতের পক্ষের লোকদের বক্তব্য হল, আমাদের এলাকায় আগে থেকেই গ্রামীন ব্যাংক, আশা ও অন্যান্য সংগঠন কাজ করছে। আমরা ঐ সব সংগঠনে যাইনি। কারন সেখানে ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়ে থাকে। ইসলামের পক্ষে কাজ করছে বলে আমরা ম্যাবে এসেছি এবং ম্যাব ও

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছে এবং এর ভিত্তিতে কাজ করছে। ১.৩% লোক ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের কথা বলেছেন। ২.৭% লোক বলেছেন ধর্মীয়, আর্থিক উন্নয়ন ও বৃক্ষ রোপনের কথা। ২.৭%লোক বলেছেন ধর্মীয়, আর্থিক উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের কথা। ১.৩% ধর্মীয়, আর্থিক উন্নয়ন, মিতব্যয়ী ও নিরক্ষরতা দুরীকরনের কথা। ৫.৩% আর্থিক উন্নয়ন ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের কথা বলেছেন। ২.৭% লোক দারিদ্র বিমোচন ও সুদের হাত থেকে বাঁচার কথা বলেছেন। ৪২.৭% বলেছেন এ বিষয়ে তারা তেমন কিছুই জানেন না।

৬.২০ - ম্যাবের সদস্যদের মতে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত উদ্দেশ্যের বিশ্লেষনঃ

ইতিপূর্বে প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছিল ম্যাবের উদ্দেশ্য কি?.এই প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত উপকার ভোগীদের মতামত পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে? এই পর্যায়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য সমুহের মধ্যে কোনটি কার্যকর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৭৬	৫০.৭%
অর্থনৈতিক ও ইসলামের মৌলিক আদর্শের উন্নতি	১৪	৯.৪০%
ইসলাম সম্পর্কে জানাও মানা	৩২	২১.৪%
মানুষের কল্যান	২	১.৩%
পর্দার ভিতর থেকে বিনিয়োগ পাওয়া যাচ্ছে	২	১.৩%
সুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া	২	১.৩%
অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতি	৮	৫.৩%
জানিনা	১৪	৯.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

সারনী অনুযায়ী প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, ম্যাবের সদস্যদের ৫০.৭% লোকের মতে তাদের সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ মতামত সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক দিয়েছেন। এদের ধারনা এই সংস্থার সদস্য হয়ে আজ পর্যন্ত অনেকে ৪/৫ বার বিনিয়োগ নিয়েছে এবং এতে তাদের অনেকেরই আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। পুর্বের তুলনায় ঘর, গাভী, জমি, তাঁত ক্রয় ও ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পেরেছে। সুতরাং তাদের মতে আর্থিক উন্নতিটাই বেশী কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও ধর্মীয় বিষয়াদি জানার পরিধি বেড়েছে এবং মানার ও। ৯.৪% লোক বলেছেন অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক আদর্শের ও উন্নতি ঘটেছে। এই মতামত পুর্ব ধারণার অনেকটা কাছাকাছি। ২১.৪% লোকের মতে ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানা। ১.৩% লোক বলেছেন মানুষের কল্যান , ১.৩% লোক মনে করেন পর্দার ভিতর থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করা যাচ্ছে। এদের সকলেই মহিলা। ব্যক্তিগত ভাবে প্রশ্নের জবাবে তারা বলেছেন গ্রামীন ব্যাংকের মহিলারা সদস্যগন অফিসারের সামনে গিয়ে ঋণ তুলতে হয় এবং তাদেরকে পিটি, প্যারেডের সাথে সাথে কতগুলি শ্লোগান মুখস্ত করতে হয়। যেমন স্বামীর কথা শুনব না, কিস্তি দেওয়া ছাড়বো না ইত্যাদি। যা আমাদের করতে হয় না। আমরা ঘরে বসে বিনিয়োগ পাই এবং আমাদের সাপ্তাহিক সভাগুলিতে ইসলামের কথা, পর্দার কথা, স্বামীর সাথে মিলে মিশে থাকার কথা শেখানো হয়। ১.৩% লোকের মতে সুদের হাত থেকে বাঁচা যাচ্ছে। কেননা ম্যাব অন্য এনজিওদের মত সুদের পরিবর্তে সুদ বিহীন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে কাজ করছে। ৫.৩% লোকের অভিমত হল অর্থনৈতিকও ধর্মীয় উন্নতির দিকটাই কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। উপরের প্রথম তিনটি অভিমত ব্যতীত বাকী গুলির পক্ষে পদত্ত অভিমত খুবই কম। ৯.৩%লোক বলেছেন, এই বিষয়ে আমরা জানি না। এই মতামত প্রদান কারীদের সংখ্যা তুলনানুলক ভাবে কম। যারা এই দলের অনুসারী তাদের বেশীর ভাগই নিরক্ষর। এদের কেউ প্রশ্ন

Dhaka University Institutional Repository

করলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন । কারন এটাকে তারা জটিল এবং একটি সমস্যা মনে করেন তাদের ধারনা কি বলতে তারা কি বলে ফেলেন।

৭.২১ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের এর কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিও সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ (ম্যাব) এর সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের এলাকায় অন্যান্য কোন এনজি ও কাজ করছে কিনা? করলে তাদের নাম, তাদের কার্যক্রম এবং তাদের সম্পর্কে মন্তব্য কি? প্রশ্নমালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১০৮	৭২%
না	২০	১৩.৩%
জানিনা	২২	১৪.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উত্তর হ্যাঁ হলে তার নাম-

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক,সিসিডিবি	১২	৮.০%
গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক,সিসিডিবি আশা	১৮	১২%
গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক,সিসিডিবি আশা ব্রাক	৪	২.৭%
গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক,সিসিডিবি	২৪	১৬.০%
গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক,সিসিডিবি	৪	২.৭%
আশা, ব্রাক	৪	২.৭%
গ্রামীন ব্যাংক, আশা	৪	২.৭%
ব্রাক, আশা, সিসিডিবি	৬	৪.০%
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
আশা, গ্রামীন ব্যাংক, সমাজকল্যান	৬	৪.০%
আশা, গ্রামীন ব্যাংক, আশা, সিসিডিবি	৬	৪.০%
ব্রাক, গ্রামীন ব্যাংক	১০	৬.৭%
ব্রাক, গ্রামীন ব্যাংক সি,সি,ডি, বি আশা	৬	৪.০%
জানিনা	৪৬	৩০.৭%
মোট	১৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

৬.২২ - অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্তব্য ঃ

কর্ম এলাকায় ম্যাবের উপকারভোগীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনাদের এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিও সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য কি? প্রশ্ন মালা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ঋনদান পদ্ধতি জটিল	১২	৮.০%
কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করে	৭৬	৫০.৭%
সামাজিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়	৭	৪.৬%
ধর্ম বিরোধী প্রচারনা চালায়	৯	৬.০%
বলতে পারবনা	৪৬	৩০.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত পর পর সাজানো ৩টি সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ৭২% লোক তাদের এলাকায় অন্যান্য এনজিও কর্মরত আছে বলে মতামত ব্যক্ত করছেন। ১৩.৩% নাই বলেছেন এবং ১৪.৭% জানিনা বলেছেন। যারা আছে বলেছেন, তাদেরকে এই সকল সংস্থার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তারা ৮% গ্রামীন ব্যাংক ও সি সি ডিবির কথা বলেছেন। ১২% ব্রাক, গ্রামীন ব্যাংক ও আশার কথা বলেছেন। ২.৭% বলেছেন, কেবল গ্রামীন ব্যাংকের কথা। ২.৭% ব্রাক ও আশার কথা বলেছেন। ৪% বলেছেন ব্রাক, আশাও সিসিডিবির কথা, ৪% বলেছেন, ব্রাক, গ্রামীন ব্যাংক ও সমাজ কল্যানের কথা, ৪% গ্রামীন ব্যাংক, আশাও সি সি ডি বির কথা বলেছেন। ৬.৭% বলেছেন, ব্যাক ও গ্রামীন ব্যাংকের কথা। ৪% লোক ব্রাক, গ্রামীন ব্যাংক সিসিডিবি ও আশার কথা বলেছেন। ৩০.৭% লোক জানিনা বলেছেন।

অন্যান্য সংগঠন সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে ৮% লোক বলেছেন, তাদের ঋনদান পদ্ধতি জটিল। ৫০.৭% লোক মন্তব্য করেছেন, তারা কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করে থাকে। বেশীর ভাগ লোকই এই মত ব্যক্ত করেছেন। ৪.৬% লোক বলেছেন, এরা আমাদের সামাজিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়। ৬% লোক বলেছেন, এরা ধর্ম বিরোধী প্রচারণা চালায় এবং ৩০.৭% লোক বলতে পারবনা বলে মন্তব্য করেছেন।

৬.২৩ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের এর কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের সাথে জড়িত লোকদের শ্রেনী বিন্যাস ঃ

ম্যাবের সাথে জড়িত সদস্যদের নিকট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাদের এলাকায় কর্মরত এনজিওদের সাথে জড়িত এর সদস্যরা সমাজের কোন শ্রেনী ভূক্ত। প্রকৃত উদ্দেশ্য হল উভয় সংগঠনের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামুলক বিশ্লেষন। প্রশ্নমালার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জরিপের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ-

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
গ্রামের দরিদ্র শ্রেনী	৭৮	৫২%
গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনী	৬	৪%
গ্রামের দরিদ্র শ্রেনী গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনী	২২	১৪.৭%
জানিনা	৪৪	২৯.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী অনুযায়ী দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ন এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের সাথে জড়িত উপকার ভোগীদের ৫২% গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনীর লোক জড়িত। ৪% বলেছে গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনী জড়িত। ১৪.৭% লোক বলেছেন গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনী ও গৃহস্থ মধ্যম শেনী জড়িত। ২৯.৩% বলেছেন এই বিষয়ে তারা তেমন কিছু জানে।

৬.২৪ - ম্যাব এর উপকারভোগিদের মতে উক্ত এলাকায় কর্মরত এনজিও সমুহের কার্যকারিতা প্রসঙ্গেঃ

প্রশ্ন পত্র জরিপের মধ্যমে কর্মরত কোন এনজিও বেশী কার্যকর প্রভাব রাখছে বলে আপনি মনে করেন, উত্তরে তারা বিভিন্ন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেন। যা নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
গ্রামীন ব্যাংক	৩০	২০%
ব্রাক	১৮	১২%
আশা	৪	২.৭%
সিসিডিবি	২	১.৩%
জানিনা	৯৬	৬৪%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস- প্রশ্ন পত্র জরিপ ৯৭

সারনী অনুযায়ী ম্যাব এর সদস্যগনের ২০% লোক বলেছেন, তাদের এলাকায় কার্যকর ভাবে প্রভাব রাখছে গ্রামীন ব্যাংক। ১২% লোক ব্রাকের কথা বলেছেন। ২.৭% লোক বলেছেন, আশার কথা। ১.৩% লোক সিসিডিবির কথা বলেছেন। এবং ৬৪% লোক বলেছেন, এ বিষয়ে তারা তেমন কিছু জানেন না। তারা বলেছেন তাদের এলাকায় অন্য ২/১টি এনজিও কাজ করছে বলে তারা জানলেও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তারা বিস্তারিত তেমন কিছুই জানেন না। প্রকৃত পক্ষে গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা এসব বিষয়কে এত বেশী সুক্ষ দৃষ্টিতে ও গুরুত্বপূর্ন সাথে দেখেন না বলে তারা পরিস্কারভাবে কোন জবাব দিতে পারেন নাই।

৬.২৫ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্ন এলাকায় কর্মরত এনজিওদের কার্যকরভাবে কাজ করার কারন ঃ

ম্যাবের সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঐ সব এনজিও যে,কার্যকরভাবে কাজ করছে তা কি আপনি জানেন ? এবং কেন এ প্রশ্নের জবাব তারা এভাবে দিয়েছেন।

শ্রেনী			মতামত	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৫৪	৩৬%	দরিদ্র্যতার সুযোগে টাকা দিয়ে		
না	৯৬	৬৪%	মানুষকে অনুগত বানাচ্ছে।	৬	৪০%
মতামত			তাদের টাকা বেশী	৪৮	৩২%
				১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী অনুযায়ী প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর সদস্যদের ৩৬% লোক বলেছেন অন্যান্য এনজিও কেন কার্যকরভাবে প্রভাব রাখছে তারা তা জানেন। আবার এর মধ্যে ৩২% বলেছেন, তাদের কার্যকর প্রভাব রাখার পেছনে একমাত্র কারন হল, তাদের টাকা বেশী। ৪% লোক বলেছেন তারা মানুষের দারিদ্র্যতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের অনুগত বানাচ্ছে। এরা ও পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তাদের টাকা বেশী হওয়ায় তারা এই সুযোগের ব্যবহার করছে। ৬৪% লোক বলেছেন, তারা এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না।

৬.২৬ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্ম এলাকায় কর্মরত এনজিওদের কার্যক্রমে ধর্মানুভুতির উপর প্রভাব ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার এলাকায় যে সব এনজিও কাজ করছে, তারা কি এমন কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত যাতে দেশের ধর্মানুভুতিতে আঘাত হানছে। প্রশ্নমালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরুপঃ

শ্রেনী	মতামত		সংখ্যা	শতকরা
	মোট শতকরা			
হাঁ	৯৮	৬৫.৩		৬.৭%
না	১৮	১২%		১৪.৭%
জানিনা	৩৪	২২.৭		৬.৭%
মোট	১৫০	১০০%		৪.০%
	ধর্মবিরোধী কথা বলে, পর্দার বিরুদ্ধে কথাবলে, নারী স্বাধীনতায় নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করেছে।পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়,		২২	১৪.৭%
	২,৩.৪,৫,বিদেশী সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়		১০	২.০%
	৩,৪,৫,৬		২২	১.৩%
	২,		১০	১.৩%
	৩,৪,৬		৬	১.৩%
	২,৩,৪		৩	১.৩%
	১২৩		২	১.৩%
	৪.৫.৬.		২	১.৩%
	৩.		২	১.৩%
	৩.৪		২	১.৪%
	৩ ৬.		২	১২.%
	৩.৪.৬.		২	২২.৭%
	১.২.৩.৪		২	
	২.৩.৪.		২	
	১.৩.৫.৬		৯	
			১৮	
			৩৪	১০০%
	মোট		১৫০	

উৎস প্রশ্ন পত্র জরিপ ৯৭

সারনী অনুযায়ী প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল মোতাবেক ১৪.৭% লোক বলেছেন, তাদের এলাকার কর্মরত এনজিওরা ধর্মবিরোধী কথা বলে, পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে, নারী স্বাধীনতার নামে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করছে। এরা কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করছে এবং পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায় বলে এটা স্পষ্টভাবে দেশের ধর্মানুভুতি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের বিরুদ্ধচারণ করছে। ৬.৭% বলেছেন এরা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে, নারী স্বাধীনতায় নামে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করছে,এরা কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করছে এবং পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে, এবং বিদেশী সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১৪.৭% লোক

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন তারা নারী স্বাধীনতার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে। কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করে এবং পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়। ৬.৭% লোকের মতামত হল তারা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে । ৪% লোকের মত হল তারা নারী স্বাধীনতার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে তারা কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করছে এবং পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়। ২% লোকের মত হল, এই সব সংস্থা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে। নারী স্বাধীনতার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে এবং কেবল মহিলাদের মঝে কাজ করছে। ১.৩% লোক বলেছেন তার ধর্ম বিরোধী কথা বলে পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং নারী স্বাধীনতার নানে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করছে। ১.৩% লোক বলেছেন এরা কেবল মহিলাদের মাঝে কাজ করছে। পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে ১.৩% লোকের অভিমত হল, তারা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে নারী স্বাধীনার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে। পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়। ১.৩%লোক বলেছে তারা নারী স্বাধীনার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে। কেবল মহিলাদের মাঝে কাজ করে এবং বিওদেশী সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১.৩%লোকের ধারনা এরা ধর্ম বিরোধী কথা বলে পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে নারী স্বাধীনার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে কেবল মহিলাদের মাঝেই কাজ করছে, ১.৩% লোকের অভিমত হল, তারা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে, নারী স্বাধীনার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে। পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায়। ৬% লোক বলেছেন তারা ধর্মবিরোধী কথা বলে নারী স্বাধীনার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে। পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায় এবং বিদেশী সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৬.২৭ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর সাথে তুলনীয় সংগঠন সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষন ঃ

শ্রেনী	মতামত	কার্যক্রম	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	বাংলাদেশ চাষী কল্যান সমিতি	দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী	১৮	১২%
		ধর্মীয় শিক্ষা,বৃক্ষ রোপন		
না			১৩২	৮৮%
	মোট	১৫০	১৫০	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

সারনী অনুযায়ী ম্যাবের সদস্যদের নিকট প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাদের এলাকায় ম্যাব এর মত অভিন্ন কর্মসূচী ও আদর্শ ভিত্তিক কোন সংগঠন কর্মরত আছে কিনা ? এর জবাবে তাদের প্রদত্ত মতামত হল, ১২% লোক বলেছেন এই রকম সংগঠন তাদের এলাকায় রয়েছে, এবং তারা আরো বলেছেন, সেই সংস্থার নাম হল বাংলাদেশের চাষী কল্যান সমিতি এবং তাদের ও ম্যাবের মত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দরিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচী , ধর্মীয় নীতিমালা ভিত্তিক মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ এবং বৃক্ষ রোপন। ৮৮% লোকের অভিমত হল, তাদের এলাকায় এই ধরনের কোন সংগঠন নেই। প্রকৃত চিত্র ও তাই। বাংলাদেশ চাষী কল্যান সমিতি এক বা দুইটি গ্রামে কাজ করছে। এ ছাড়া আর কোন সংগঠন এ রকম নেই।

৬.২৮ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব এর সাথে অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রমের তুলনা ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকায় এর সদস্যদের প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যনে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাদের এলাকায় কর্মরত এনজিওদের কর্মসুচী সমুহের মাঝে কোন কর্মসূচী গুলি ম্যাবের কর্মসুচীর সহিত তুলনা করা যেতে পারে। সদস্যদের প্রাপ্ত মতামত নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
শিক্ষা কার্যক্রম	২৮	১৮.৭%
শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম	১৬	১০.৬%
উন্নত নয়	৪৬	৩০.৭%
জানিনা	৬০	৪০.০%
মোট	১৫০	১০০%

উৎসঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

সারনী অনুযায়ী ম্যাবের এর সদস্যদের ১৮.৭% মনে করে ম্যাবে কর্মসূচীর সহিত অন্যান্য সংগঠনের শিক্ষা কার্যক্রমকে তুলনা করা যেতে পারে। ১০.৬% লোকের মতে কেবলমাত্র তাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে তুলনা করা যায়। ৩০.৭% এর অভিমত হল তাদের কোন কার্যক্রমই ম্যাব এর কার্যক্রম থেকে উন্নত নয়। ৪০% লোক বলেছেন, এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না। প্রকৃত পক্ষে উপরের মতামত সম্পর্কে বলা যায়, জবাব দাতারা কখনো তাদের সংগঠনের সাথে অন্যান্য সংগঠনের কোন ধরনের তুলনা করার চেষ্টা করেননি অথবা তুলনামুলক বিশ্লেষন করেননি অথবা তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ও চেষ্টা করেননি। তাদের জবাব ছিল ধারনা প্রসূত। এই বিষয়ে গবেষকের নিজস্ব ধারণা হল, ম্যাব এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম অন্যদের সাথে তুলনীয়। অন্যান্য যেমন শিক্ষা কার্যক্রম ম্যাবের চেয়ে অন্যান্যদেরটি ভাল বলে মনে হয়েছে।

৬.২৯ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের দেশের উন্নয়নে ম্যাবের কার্যক্রমের সহায়তা প্রসঙ্গে ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের (ম্যাব) সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আপনাদের সংগঠনের কোন কার্যক্রম দেশের উন্নয়নের জন্য সহায়ক বলে আপনাদের ধারণা। এ বিষয়ে তারা নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	৩৮	৩৪.৩%
দারিদ্র বিমোচন ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রসার	৪৮	৩২%
ধর্মীয় অনুশাসনের প্রসার	১৮	১২%
জানিনা	৪৬	৩০.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

সারনী মোতাবেক প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে ম্যাব এর সদস্যদের মতামত অনুযায়ী দেখা যায়, ৩৪.৩% সদস্য মনে করেন ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী দেশের উন্নয়নে সহায়ক। কারন, এই কর্মসূচীর ম্যাধ্যমে যদি দারিদ্র লোকদের আর্থিক উন্নতি ঘটে তবে এর প্রভাব দেশের উপর পড়বে এবং দেশের ও ক্রমানুয়ে উন্নতি ঘটবে। ৩২% লোকের মতামত হল, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে একদিকে আর্থিক উন্নতি ঘটবে অন্যদিকে মানুষের নৈতিক উন্নতি ও ঘটবে। যা একটা দেশের উন্নয়নের একান্ত সহায়ক। ১২% লোক মনে করেন কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনের প্রসার ঘটলে ভাল মানুষ তৈরি হবে। একটা দেশের উন্নতির জন্য ভাল মানুষের সবচেয়ে বেশী দরকার। কারন, আমাদের নৈতিকতার সংকট সবচেয়ে বেশী। যা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী অবদান রাখতে পারে।

৬.৩০ - ম্যাবের মাধ্যমে এর সদস্যদের উন্নতির ধরন ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের (ম্যাব) এদেশের দরিদ্র শ্রেনীর মাঝে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে যে, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে। এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য ম্যাব তার সদস্যদের মাঝে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। এদেরকে ভাল মানুষ ও মুসলমান হিসাবে গড়

Dhaka University Institutional Repository

তোলার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার সম্প্রসারন ও মোটিভেশনের কাজ ও করছে। সাথে সাথে বৃক্ষ রোপন, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি সহ নানা ধরনের কাজ ও করে যাচ্ছে। ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর বর্তমান বয়স প্রায় ৫ বৎসর, এই সময়ের মাঝে এর সদস্যদের কোন প্রকার উন্নতি সাধিত হয়েছে কিনা ? নাকি তারা পুর্বের অবস্থায় পড়ে আছে। এই বিষয়টি জানার জন্য প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর সদস্যদের নিকট জরিপ কার্য পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ-

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
অর্থনৈতিক উন্নতি	১৪	৯.৩%
অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতি	৬৮	৪৫.৩%
ধর্মীয় উন্নতি	৬	৪.০%
অর্থনৈতিক,ধর্মীয়ও সামাজিক উন্নতি	১৬	১০.৭%
অর্থনৈতিক, ধর্মীয় , সামাজিক ও স্বাস্থ্যের উন্নতি	৬	৪.০%
অর্থনৈতিক, ধর্মীয় , সামাজিক ও স্বাস্থ্য, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশের উন্নতি-	৮	৫.৩%
অর্থনৈতিক, ধর্মীয় , স্বাস্থ্যের উন্নতি	৬	৪.০%
পরিবেশের উন্নতি	২	১.৪%
জানিনা	২৪	১৬.০%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস- প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী ম্যাবের সদস্যদের মধ্যে ৯.৩% তাদের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এরা আর কোন দিকের উন্নতির কথা বলেননি, আর্থ-সামাজিক ভাবে এরা খুব নিম্ন অবস্থায় অবস্থান করছে। এদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর, জগৎ জীবন সম্পর্কে এরা তেমন খোঁজ খবর রাখে না অথবা এই সব বিষয়ে তারা জানতে ও তেমন আগ্রহী নহে। তাদের ধারনা দুটো ভাত ও কিছু বস্ত্র পেলেই তাদের চলে। শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, আমরা অতসব ধারনা বুঝিনা বলে এড়িয়া যাওয়াতে তারা পছন্দ করেন। ৪৫.৩% লোকের মত হল, ম্যাব-এ জড়িত হয়ে তারা তাদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় দিকেই উন্নতি করেছেন। ম্যাবের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ফলে তারা আয় বর্ধনমূলক কাজ করে অথবা ব্যবসা করে অর্থনৈতিক উন্নতি করেছেন। এবং সাপ্তাহিক মিটিংয়ে ধর্মীয় বিষয় আলোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি করেছেন। ৪% লোক বলেছেন, তারা কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্নতি করতে পেরেছেন। ১০.৭% লোকের অভিমত হল, ম্যাবের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পেরেছেন। ৫.৩% লোকের অভিমত হল, তারা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক , পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে পেরেছেন। ৪% লোক তাদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলেছেন। ১.৪% লোক বলেছেন তাদের পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে। ১৬% লোকের মতে তাদের কি উন্নতি ঘটেছে তা তারা জানেন না। এর কারণ, এদের অনেকে ম্যাবের নতুন সদস্য হয়েছেন। তাদের কেউ একবার মাত্র বিনিয়োগের টাকা নিয়েছেন। অনেকে এখন ও নেননি, এবং সাপ্তাহিক সভায় ও খুব বেশী বসতে পারেননি, তবে প্রকৃত চিত্র, এই সংস্থার অধিকাংশের পরিস্কার মতামত হল তারা এই সংস্থার মাধ্যমে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। এবং এই উন্নতি দুই দিক থেকে-প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বিতীয়ত ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩১ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে কর্ম এলাকার জন্য এর গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরণ প্রসঙ্গে ঃ

ম্যাবের সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তার সংগঠন তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য কি কি কর্মসুচী গ্রহণ করেছে। প্রশ্ন পত্র জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের সারনীতে প্রদান করা হল।

শ্রেনী	মোট	শতকরা
দারিদ্র্য বিমোচন	৬২	৪১.৩%
দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম সংস্থান ও স্বাস্থ্য সেবা	১৮	১২%
দারিদ্র্য বিমোচন ও পয়ঃ প্রনালী	১৮	১২%
দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান	১২	৮.০%
দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষা	২	১.৪%
দারিদ্র্য বিমোচন ও নলকূপ	৪	২.৭%
দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য সেবা	২	১.৩%
দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম সংস্থান ও বিশুদ্ধ পানি	২	১.৩%
দারিদ্র্য বিমোচন জানি না	৩০	২%
দারিদ্র্য বিমোচন মোট	১৫০	১০০%

উৎস ঃ- প্রশ্নপত্র জরিপ'৯৭

সারনী অনুযায়ী ম্যাব এর কর্ম এলাকার গৃহীত উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী সম্পর্কে এর সদস্যগণ নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন। ৪১.৩% লোক বলেছেন, ম্যাব তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই মতামত প্রদানকারীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। ১২% লোক বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর সাথে কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১২% লোকের মতে, দারিদ্র্য বিমোচন ও পয়ঃ প্রনালী কর্মসুচী। ৮% লোক বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের কথা। ১.৩% লোক দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম সংস্থান ও বিশুদ্ধ পানির কথা বলেছেন। ২০% বলেছেন তারা কিছুই জানেন না।

৬.৩২ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের কর্ম এলাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচী সমুহ সঠিক বাস্তবায়নের চিত্র ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকায় গৃহীত কর্মসূচী সমুহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে ? না হলে তার কারন কি এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কর্ম এলাকার উপকার ভোগীদের নিকট। প্রশ্নমালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	৮৪	৫৬%	নানা কারন	৩৬	৮৫.৭%
জানিনা	২৪	১৬%	আর্থিক সংকটের কারনে	৬	১৪.৩%
না	৪২	২৮%	সবেনাত্র শুরু হয়েছে	৪২	১০০%
মোট	১৫০	১০০%	মোট		

উৎস ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী ম্যাব এর সদস্যগনের মতামত অনুযায়ী তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচী সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ৫৬% সদস্য মনে করেন, তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৬% লোকের মতামত হল, তারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। ২৮% লোক মনে করেন, তাদের এলাকার জন্য গৃহীত কর্মসুচী বাস্তবায়িত হয়নি, কারন হিসাবে উক্ত সংখ্যার ৮৫.৭% মনে করেন আর্থিক সংকটের কারনে মুলত তা হয়নি। ১৪.৩% মনে করেন ম্যাব যেহেতু এই সব কর্মসুচী কেবল মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করেছে, সে জন্য এইগুলি এখন ও বাস্তবায়িত হয়নি এবং এই সবের জন্য অনেক সময়ের দরকার। যারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাদের ধারনা হল, ম্যাব যেহেতু তাদের এলাকায় মানুষের আর্থিক উন্নয়নের কাজ করেছে, সে জন্য তাহারা এই সব কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা বলেছেন।

৬.৩৩ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের মতে এর সদস্যদের স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকায় প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে এর সদস্যদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছে, তাদের সংগঠনের কেউ স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত কিনা ? সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মতামত নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	জড়িত হবার ধরন	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	৩৬	২৪%	সমর্থন	২৭	৭৫.৪%
না	৯০	৬০%	সরাসরি	৯	২৫.৬%
জানিনা	২৪	১৬%			
মোট	১৫০	১০০%	মোট		১০০%

উৎস প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, ২৪% উত্তর দাতা বলেছেন, তাদের সংস্থার কেহ কেহ স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত। ৬০% উত্তর দাতা বলেছেন, তদের কেহ স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িত নহেন। এবং ১৬% উত্তর দাতার মতামত হল, এই সম্পর্কে তারা কিছুই জানেনা। মোট উত্তর দাতার চারভাগের একভাগ তাদের সংস্থার সদস্যদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন, অন্য দিকে চার ভাগের তিন ভাগের মতে কোন সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে বেশী লোক এই মতামতের পক্ষে । ইতিপূর্বে যারা জড়িত আছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন তাদের ৭৫% ভাগ বলেছেন, এদের জড়িত হবার ধরন হল সমর্থন। এই মতামত প্রদানকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। মোট কথা এদের সংখ্যা হল চারভাগের তিন ভাগ। বাকী একভাগ বলেছেন সবাসরি জড়িত হবার কথা। এই মতামত প্রদানকারীদের সংখ্যা খুবই কম। এরা এটাও বলেছেন, জড়িতরা সংগঠনের সদস্য এবং এরা আগে থেকেই এই ভাবে জড়িত ছিলেন।

৬.৩৪ - ম্যাব এর কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে ঃ

ম্যাবের উপকারভোগীদের নিকট প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাদের এলাকায় যে সব এনজিও কর্মরত তাদের সদস্য গন স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত কি না? যদি তারা জড়িত হয়ে থাকে তবে তাদের জড়িত হবার ধরন কেমন। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	কোন সংগঠন	জড়িত হবার ধরন	সংখ্যা	শতকরা
হাঁ	৪০	২৬.৭%	আওয়ামীলীগ, বি,এন,পি, জাতীয় পার্টি	সমর্থন	১৮	৪৫%
না	১২	৮%	আওয়ামীলীগ, বিএনপি	সরাসরি	১৮	৪৫%
জানিনা	৯৮	৬৫.৩%	আওয়ামীলীগ	জানিনা	৪	১০%
মোট	১৫০	১০০%			৪০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওরা কি স্থানীয় রাজানীতিতে জড়িত এই প্রশ্নের জবাবে মাত্র ২৬.৭% লোকের মত হল, না তারা স্থানীয় রাজনীতে জড়িত নহে। এই মতের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। ৬৫.৩% ভাগ লোকের বক্তব্য হল ঐ সব সংস্থার লোকেরা স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত কিনা, এই সর্ম্পকে তারা তেমন কিছুই জানেনা । তারা কেন জানেন না এই প্রশ্ন করা হলে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জবাব ছিল প্রথমত আমরা তেমন লেখা পড়া জানিনা, রাজনীতি বুঝিনা। তারা কি করেন, না করেন তাও আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয় আমরা গরীব মানুষ পেটের ধান্দায় দিন কাটে ঐসব মাথা ঘামানোর সময় আমাদের কোথায়?

৬.৩৫ - ধর্মীয় মূল্যবোধের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য ম্যাবের কর্মসূচী সম্পর্কে মতামত ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকায় ধর্মীয় মূল্যবোধের সুষ্ঠু পালনের জন্য কোন কর্মসূচী নিয়েছেন কিনা? প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল । এর জবাবে সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	উত্তরের স্বপক্ষে মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ না জানি না	১২০ ০ ৩০	৮০ ০ ২০%	হ্যাঁ		১০০	ধর্মীয় মূলাবোধের সুষ্ট প্রতি পালনের মাধ্যমে মানুষ সৎ ও আদর্শ নাগরিকে পরিনত হবে ফলে সমাজ ভাল হবে এবং দেশের উন্নতি ঘটবে।	১০০	৬৬.৬%
				১২০				
						ঠিকমত বলতে পারব না।	২০	৩৩.৪%
মোট	১৫০	১০০%	মোট	১২০	১০০%	মোট	১২০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

৬.৩৬ - ম্যাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের পার্থক্য সম্পর্কে এর সদস্যদের মতামত ঃ

ম্যাবের উপকারভোগীদের প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনাদের এলাকায় যে সব এনজিও কাজ করছে তাদের সাথে আপনাদের পার্থক্য কোথায় এর জবাবে তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ইসলামী নীতি মালা ভিত্তিক কাজ করে	৪৬	৩০.৭%
ইসঃ নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করে এবং বেপর্দার জন্য উৎসাহিত করে না	২	১.৩%
ইসলামী নীতি ভিত্তিক কাজ করে সুদ ভিত্তিক নয়, বেপর্দার জন্য উৎসাহিত করে না	২	১.৩%
ইসলামী নীতি ভিত্তিক কাজ করে বেপর্দায় উৎসাহিত করে না বিদেশী সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় না।	৪	২.৭৬%
ইসলামী নীতি ভিত্তিক কাজ করে পারিবারিক সুদৃঢ় করে	২	১.৩%
ইসলামী নীতি ভিত্তিক কাজ করে সুদ ভিত্তিক নয়, বেপর্দার জন্য উৎসাহিত করে না	২	১.৩%
ইসলামী নীতি ভিত্তিক কাজ পারি বন্ধন সুদৃঢ় করে এবং বিদেশি সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা বার্ষিক করতে চায়।	৪	২.৭%
কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করে।	৩৬	৩৪.৭%
সুদ ভিত্তিক নয়--	৫২	
মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর সাথে অন্যান্য এনজিওর পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ম্যাবের সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ৩০.৭% লোকের মতামত হল অন্যান্য এনজিওর সাথে আমাদের সংগঠনের পার্থক্য হল, আমাদের সংগঠনটি কেবল ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করে, যা অন্যান্য সংগঠনগুলি করে না। আমাদের সংগঠন নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে কাজ করে। ৩৪.৭% ভাগের মতে আমাদের সংগঠনের সাথে অন্যান্য সংস্থা গুলির সব চেয়ে বড় ও মৌলিক পার্থক্য .আমাদের সংগঠন সুদ ভিত্তিক কাজ করেনা আর অন্যান্য সংস্থার মৌলিক ভিত্তি হল সুদ। এই মতামত প্রকাশ করেছেন সবচেয়ে বেশী সংখ্যাক সদস্য। ইসলাম ভিত্তিক কাজ করে ও ২৪/%ভাগ লোকের মতে অন্যান্য সংগঠনগুলি কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করে এই মতামত প্রদান কারীদের সংখ্যা ও একেবারেই কম নহে। তবে এককভাবে পরবর্তী দুইটি মত প্রদানকারীদের স্থান দ্বিতীয়।

প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে কর্মরত হাজার হাজার এনজিওর মধ্যে মুসলিম এইডের একটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, আর তা হল আদর্শিক। হাতে গোনা কয়েকটি ব্যাতিত সকলেই আদর্শিক ভাবে সেকুলার। ম্যাব কিন্তু ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। ইসলাম যেহেতু সুদকে হারাম ঘোষনা করে এর উচ্ছেদ করেছে সুতারাং ম্যাব ও সুদ পরিহার করে এর পরিবর্তে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে কাজ করছে এবং এর সদস্যদেরকে সুদের সামাজিক অনিষ্টতা, কুফল এবং পাপ সম্পর্কে সব সময় মোটিভেশন দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই কারনেই সবচেয় বেশী সংখ্যক সদস্য সুদ ভিত্তিক নয় বলে মত প্রদান করেছেন। ইসলামী নীতিমালা ভিত্তিক কাজ করে এই মতামত প্রদান কারীদের আরো যুক্তি হল, প্রতিটি সাপ্তাহিক মিটিংয়ে আমাদের সংস্থার কর্মকর্তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমাদের প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন এবং ইসলামী নীতিমালা মেনে চলার উপর জোর দিয়ে থাকেন। গ্রামীন ব্যাংক সহ অন্যান্য সকল বড় এনজিওরা কেবলমাত্র মহিলাদের মাঝে কাজ করে থাকেন। অথচ আমাদের সংগঠন তা করে না।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় ছাড়া ও বেপর্দার জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করে না। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে এবং বিদেশী সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে চায়না। কিছুটা পৃথক ভাবে আবার সবগুলি একত্রে জবাব দিয়েছেন, ১০%/১১% সদস্য। তাদের অনেকের মতে আমাদের সংস্থায় মধ্যে তো আমরা এই সব ভাল জিনিসগুলি দেখতে পাচ্ছি। কাজেই তারা এভাবে জবাব দানের চেষ্টা করেছেন।

৬.৩৭ - ম্যাব এর বর্তমান কার্যক্রম ব্যতিত ভবিষ্যতে গৃহীত হতে পারে এমন সম্ভাব্য কার্যক্রম প্রসঙ্গে ঃ

প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে ম্যাব এর কর্ম এলাকায় অবস্থানরত এর উপকারভোগীদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল বর্তমানে আপনাদের এলাকায় যে সব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো কোন কর্মসূচী গ্রহন করা হবে কিনা এবং যদি হয় তবে তা কি ধরনের অথবা কি কি হতে পারে। এই সম্পর্কিত জবাব নিম্নের সারনীতে তুলে ধরা হল ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮	৫.৩%
স্যানিটেশন	২৬	১৭.৩
শিক্ষাও স্বাস্থ্য সেবা	১৮	১২%
স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপন ও শিক্ষা	৮	৫.৪%
শিক্ষা ও বৃক্ষ রোপন	৪	২.৭%
বৃক্ষরোপন ও স্যানিটেশন	২	১.৩%
স্বাস্থ্য সেবা ও বিশুদ্ধ পানি	৪	২.৭%
জানি না	৮০	৫৩.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎসঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর সদস্যদের মতে, তাদের এলাকায় তাদের সংস্থা ভবিষ্যতে যে সব কর্মসূচী গ্রহন করতে পারে, তার মধ্যে ৫.৩% এর মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারে। ১৭.৩% এর মতে স্যানিটেশনের কর্মসূচী নিতে পারে। ১২% এর মতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী গ্রহন কনতে পারে। ৫.৪% এর মতে স্যানিটেশন, বৃক্ষ রোপন, ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী নিতে পারে। ২.৭% এর মতে স্বাস্থ্য সেবা ও বিশুদ্ধ পানি এবং ৫৩.৩% লোক বলেছেন এই বিষয়ে তারা তেমন কিছুই জানে না। এখানে উল্লেখ্য যে, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় বর্তমানে কতিপয় কর্মসূচীর কথাও সদস্যরা বলেছেন , ভবিষ্যতে ও তা গৃহীত হতে পারে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, স্যানিটেশন ও পয়ঃ প্রনালীর কথা, যদি ও এই কর্মসূচী বর্তমানে ও আছে। তবু ও বলার কারন হল, বর্তমানে খুবই সীমিত পরিসরে রয়েছে ভবিষ্যতে হয়ত তা আরো ব্যাপকভাবে গৃহীত হতে পারে। ৫৩.৩% ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, তাদের সংস্থা ভবিষ্যতে কি ধরনের বা কি কর্মসূচী গ্রহন করতে পারে, তারা তা জানেন না।

৬.৩৮ - ম্যাব এর বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সদস্যদের মতামত ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকার উপকার ভোগীদের নিকট প্রশ্নপত্র জরিপের ভিত্তিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ম্যাব এর বিনিয়োগ পদ্ধতি আপনার কেন ভাল লাগে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হইল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ইসলামী পদ্ধতি	৪৮	৩২%
সুদ নাই	২৬	১৭.৩%
সহজ শর্ত	৬	৪%
ইসলামী পদ্ধতি ও সহজশর্ত	৪৬	৩০.৭%
সুদকম, সুদ নাই, ইসলামী পদ্ধতি, সহজশর্ত	২	১.৩%
সুদনাই, ইসলামী পদ্ধতি, সহজশর্ত	৬	৪.০%
জানিনা	১৬	১০.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস -প্রশ্ন.পত্র জরিপ'৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী ম্যাব এর সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মুসলিম এইড বাংলাদেশের বিনিয়োগ পদ্ধতি কেন ভালো লাগে । এর জবাবে উপকার ভোগীদের মতামতের প্রাপ্ত ফলাফল, ৩২% সদস্যের মতে ইসলামী পদ্ধতির কারনে ম্যাবের বিনিয়োগ পদ্ধতি তাদের নিকট ভাল লাগে। ১৭.৩% বলেছেন সুদ নাই এই কারনে। ৪% সহজ শর্তের কথা বলেছেন। ৩০.৭% ইসলামী পদ্ধতি ও সহজ শর্তের কথা বলেছেন। ১.৩% লোকের মতে তাদের ভাল লাগার কারন হল ,সুদ কম , সুদ নাই , ইসলামী পদ্ধীত ও সহজ শর্ত। ৪০% বলেছেন, সুদ নাই। ইসলামী পদ্ধতি ও সহজ শর্তের কারনে তাদের ভাল লাগে। ১০.৭% লোক বলেছেন, তারা এই প্রশ্নের জবাব জানে না।

৬.৩৯ - ম্যাব এর সদস্যগন কতবার এবং কি পরিমান বিনিয়োগ নিয়েছেন ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের সদস্য গন মুসলিম এইড থেকে কতবার বিনিয়োগ নিয়েছেন এবং কি পরিমান নিয়েছেন। এতে তাদের কি পরিমান উপকার বা ভাল হয়েছে তাহা নিরুপনের জন্য প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত নিম্নে সন্নিবেশন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের পৌনঃপৌনিকতা	সংখ্যা	শতকরা	টাকার পরিমান	সংখ্যা	শতকরা
একবার ও নেননি	৬ জন	৪%	কোন টাকা নেননি	৬	৪.০%
১ বার নিয়েছেন	৩০ জন	২০%	৫০০০/-< টাকা	২০	১৩.৩%
২ বার নিয়েছেন	৩০ জন	২০%	৫,০০০-৯,০০০	২২	১৪.৭%
৩ বার নিয়েছেন	৬০ জন	৪০%	১০,০০০-১৪,০০০	৩২	২১.৩%
৪ বার নিয়েছেন	২৪ জন	১৬%	১৫,০০০-১৯,০০০	৪৮	৩২.%
			২০০০০-২৪০০০	১৬	১০.৭%
			২৫,০০০-২৯,০০০	৬	৪.০%
মোট	১৫০	১০০%	মোট	১৫০	১০০%

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ৪% লোক এখনো বিনোযোগ নেননি। ২০% লোক ১ বার ২০% লোক ২বার, ৪০% লোক ৩বার। ১৬% লোক ৪ বার। বিরিয়োগ গ্রহন করেছেন এবং তাহাদের গৃহীত বিনয়োগের টাকা আয় বর্ধন মূলক কাজে খাটিয়েছেন, এদের মধ্যে ৪% লোক একবার কোন টাকা নেননি। ১৩.৩% লোক ৫০০০ হাজার টাকার নীচে বিনিয়োগ গ্রহন করছেন। ১৪.৭% গ্রহন করেছেন ৫,০০০-৯০০০ হাজার টাকা। ২১.৩% গ্রহন করেছেন ১০,০০০-১৪,০০০হাজার টাকা। ৩২% সদস্য গ্রহন করেছেন ১৫,০০০-১৯,০০০হাজার টাকা। ১০.৭% গ্রহন করেছেন ২০,০০০-২৪,০০০ হাজার টাকা। ৪% সদস্য গ্রহন করেছেন, ২৫,০০০-২৯,০০০হাজার টাকা। ১৫,০০০-১৯,০০০ হাজার টাকা বিনিয়োগ গ্রহনকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আবার ২৫,০০০-২৯,০০০হাজার টাকা গ্রহন কারীদের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

৬.৪০ - এই সংস্থায় যোগদানের পূর্বে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রঃ

ম্যাবের সদস্যগন এই সংস্থায় যোগদান করার পুর্বে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশেষতঃ তাদের পেশা কি ছিল, তাদের পুর্বের আয় ও ব্যায় কত ছিল প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের সারনীতে প্রদান করা হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ব্যবসা	৪০	২৬.৭%
কৃষি	৪২	২৮.০%
দিনমজুর	৬	৪.০%
গৃহীনী	১৪	৯.৩%
চাকুরী	৮	৫.৩%
দর্জি	২	১.৩%
কারিগর	৬	৪.০%
ছাত্র	৬	৪%
ডাক্তার	৪	২.৭%
ছুতার	৪	২.৭%
ভ্যান চালক	১০	৬.৭%
বেকার	৮	৫.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎসঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় এর উপকার ভোগীদের এই সংস্থায় জড়িত হবার পুর্বে ২৬.৭% ভাগের পেশা ছিল ব্যবসা। ২৮% ভাগের কৃষি। ৪০%ভাগের দিন মজুর। ৯.৩% ভাগের গৃহীনী। ৫.৩% চাকুরী, ১.৩% দর্জি। ৪.০%ভাগ কারিগর।৪.০% ভাগ ছাত্র।২.৭%ভাগের ডাক্তারী। ২.৭%ভাগ তুতার, ৬.৭%ভাগের ভ্যান চালক । ৫.৩% ভাগ বেকার। বেকারত্ব ছাড়া যাহারা বিভিন্ন পেশায় জড়িত ছিলেন, তাদের এই পেশায় তারা তত বেশী শক্তি শালী ছিল না। বরং মুসলিম এইডের বিনিয়োগ নিয়ে এখন পেশাগত ভাবে পুর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী।

(খ) আয় ও ব্যয় ঃ

আয়			ব্যয়		
আয় ছিলনা	সংখ্যা ৮	শতকরা ৫.৩%	ব্যয়	সংখ্যা	শতকরা
<১,০০০/-	১৮	১২.০%	<-১,০০০/-টাকা	২৮	১৮.৬%
১,০০০-১,৪০০/	৫২	৩৪.৭%	১,০০০-১,৪০০/-	৫৮	৩৮.৭%
১,৫০০-১,৯০০/	৩২	২১.৩%	১,৫০০-১,৯০০/-	২৬	১৭.৭%
২,০০০-২,৪০০/	১৪	৯.৩%	২,০০০-২,৪০০/-	১০	৬.৭%
২,৫০০-২,৯০০/	৬	৪.০%	২,৫০০-২,৯০০/-	৮	৫.৩%
৩,০০০-৩,৪০০/	১০	৬.৭%	৩,০০০-৩,৪০০/-	১০	৬.৭%
৩,৫০০>	১০	৬.৭%	৩,৫০০-৩,৯০০/-	১০	৬.৭%
মোট	১১৫	১০০%	মোট	১৫০	১০০%

ম্যাব এ যোগদানের পূর্বে ৫.৩% লোকের কোন ধরনের আয় ছিলনা। এদের সবাই পেশাগত ভাবে ভাবে ছিল বেকার। ১২% সদস্যের মাসিক আয় ছিল ১০০০/-টকার নীচে এই পরিমান ব্যায় ছিল ১৮.৬% ভাগ সদস্যের। ৩৪.৭% লোকের মাসিক আয় ছিল ১,০০০-১,৪০০ টাকা এবং সম পরিমান ব্যয় ছিল ৩৮.৭% সদস্যের।২১.৩% ভাগ সদসের মাসিক আয় ছিল ১,৫০০-১,৯০০ টাকা পর্যন্ত এবং সমপরিমান ব্যয় ছিল ১৭.৩% ভাগ সদস্যের। ৯.৩% ভাগ সদস্যের মাসিক আয় ছিল ২,০০০-২,৪০০ টাকা এবং সমপরিমান ব্যয় ছিল ৬.৭% সদস্যের। ৪.০৫% ভাগ সদস্যের মাসিক আয় ছিল ২,৫০০-২,৯০০ টাকা এবং সমপরিমান ব্যয় ছিল ৫.৩% সদস্যের। ৬.৭% ভাগ সদস্যের মাসিক আয় ছিল ৩,০০০-৩,৪০০টাকা এবং সমপরিমান ব্যয় ছিল ৬.৭% ভাগ সদস্যের। ৬.৭% ভাগ সদস্যের মাসিক আয় ছিল ৩,৫০০টাকার উপরে এবং সম পরিমান ব্যয় ছিল ৬.৭% ভাগ সসদস্যের সার্বিকভাবে দেখা গেছে আয়ের চেয়ে সর্বস্তরে ব্যয়ের পরিমান কমই ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪১ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের এর সদস্য হবার পুর্বের ও পরের আয়ের তুলনামুলক চিত্র ঃ

পূর্বের আয়			পরের আয়		
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
আয় ছিলনা	৮	৫.৩%	১,০০০	১২	৮.০%
<-১,০০০/-	১৮	১২.০%	১,০০০ ১,৪০০	২২	১৪.৭%
১,০০০-১,৪০০/-	৫২	৩৪.৭%	১,৫০০-১,৯০০	২০	১৩.৩%
১,৫০০-১,৯০০/-	৩২	২১.৩%	২,০০০-২,৪০০	৩৪	২২.৭%
২,০০০-২,৪০০/-	১৪	৯.৩%	২,৫০০-২,৯০০	১২	৮.০%
২,৫০০-২,৯০০/-	৬	৪.০%	৩,০০০-৩,৪০০	২০	১৩.৩%
৩,০০০-৩,৪০০/-	১০	৬.৭%	৩,৫০০-৩,৯০০	৬	৪.০%
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
৩,৫০০>	১০	৬.৭%	৪,০০০-৪,৪০০	৪	২.৭%
		১০০%	৪,৫০০-৪,৯০০	৪	২.৭%
			৫,০০০>	১৬	১০.৬%
মোট			মোট সংখ্যা	১৫০	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ'৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী দেখা যায়, ম্যাব এর সদস্যদের ৫.৩% ভাগের কোন আয় ছিল না এই সংস্থায় যোগদানে পুর্বে, কিন্তু বর্তমানে এমন একজন সদস্য ও নাই, যাদের কোন ধরনের আয় নেই। পুর্বে ১০০০ টাকা নীচে আয় ছিল ১২% লোকের। বর্তমানে সমপরিমান আয় হচ্ছে মাত্র ৮% ভাগ লোকের অর্থ্যাৎ ৪% লোকের আয় এই পরিমান থেকে বেড়েছে। পুর্বে ৩৪.৭% লোকের মাসিক আয় ছিল ১,০০০-১,৪০০ টাকার মধ্যে আবার বর্তমানে সমপরিমান টাকা আয় করছেন ১৪.৭% লোক। এখানে ও দেখা যাচ্ছে যে, ২০% লোক তাদের পুর্বের এই পরিমান আয় থেকে বর্তমানে আরো বেশী আয় করছেন। যে সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। পুর্বে ২১% লোক মাসে আয় করতো ১,৫০০-১,৯০০ টাকা বর্তমানে সমপরিমান আয় করছেন মাত্র ১৩.৩% লোক । এখানে প্রায় ৭% বেশী লোকের আয় বেড়েছে। পুর্বে ৯.৩% লোক মাসে আয় করতো ২,০০০-২,৪০০ টাকা বর্তমানে একই পরিমান আয় করছেন ২২.৭% লোক। এখানে দেখা যাচ্ছে ৯% বেশী লোক তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। পুর্বে ৪% লোক মাসে আয় করতেন ২,৫০০-২,৯০০ টকা আর বর্তমানে সমপরিমান টাকা আয় করছেন ৮% লোক। পূর্বে ৬.৭% লোকের মাসিক আয় ছিল ৩,০০০-৩,৪০০০ টাকা আর বর্তমানে ১৩.৩% এই পরিমান আয় করেন। পুর্বে ৬.৭% লোক ৩,৫০০টাকার উপরে মাসিক আয় করতেন। বতমানে ৩৫০০-৩৯০০ টাকা মাসে আয় করেন ৪% লোক। পুর্বে ৪,০০০ টাকার উপরে কোন সদস্যর আয় থাকলে ও বর্তমানে ৪,০০০-৪,৪০০ টাকা পর্যন্ত ২.৭% সদস্যের মাসিক আয় হচ্ছে। ২.৭% লোক ৪,৫০০-৪,৯০০ টাকা মাসিক আয় করছেন, এবং ৫,০০০ হাজার টকার উপরে আয় করছেন ১০. ৬% সদস্য সার্বিক ভাবে দেখা যায় পুর্বের তুলনায় ম্যাব এর সকল সদস্যই মাসিক আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। যিনি ১০০ টাকা আয় করতেন তিনি ১৫০০-২০০০-টাকা আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ম্যাবে যোগদানের পূর্বে সদস্যদের সর্বোচ্চ আয় ছিল ৪,০০০টাকার নীচে অথচ বর্তমানে এই আয় অনেকের ৮,০০০টাকা, কাহারো ১০,০০০টাকা এবং সর্ব্বোচ্চ ১৩,০০০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে। অবশ্য ১১ ও ১৩ হাজার টাকা যাদের আয় তারা যৌথ পরিবারে রয়েছেন তাদের পরিবারে একাধিক ব্যক্তি উপার্জনক্ষম রয়েছেন। এখন তারা যৌথ পরিবার রয়েছেন এবং একই সাথে ২.৩% আয় করছেন অথচ বর্তমানে এই আয় ৮০০০ হাজার ১১০০০ হাজার১৩০০ হাজার টাকা রেছেন। অথচ ৩ হাজার টাকা যারা আয় কারেচেন তারা যৌথ পরিবার রয়েছেন এবং একই সাথে ২.৩ জন আয় করছেন। সব মিলিয়ে এই কথা বলা যায়, সার্বিক ভাবে ম্যাব এর সদস্যদের সকলেরই আয় বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪২ - ম্যাবের উপকারভোগী সদস্যদের পুর্বাপর সম্পদের হিসাব ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকার (জরিপকৃত) সদস্যদের পুর্বে কি পরিমান সম্পদ ছিল এবং বর্তমানে তাহা কি পরিমান বেড়েছে নাকি তাহাদের অবস্থা আগের মতই এই বিষয়টিকে জরিপের মাধ্যমে তুলেধরার চেষ্টা চালানো হয়েছে। সদস্যদের সাথে প্রশ্ন মালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

শ্রেনী	পুর্বের	বর্তমান	মোট বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
ঘর	১২৮	২১৭	৮৯	৭০%
গরু, ছাগল	৭১	১৭৭	১০৬	১৪৯%
হাঁস /মুরগী	৮	৩৯	৩১	৩৮৭%
ভ্যান	২২৮	৫১৮	২৯০	১২৭%
ব্যাবসা	২	২০	১৮	৯০০%
শ্রেনী	পুর্বের	বর্তমান	মোট বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
ব্যবসায়ে উন্নতি	১৪	৩৭	২৩	১৬৪%
সেলাই মেশিন	০	১৮	১৮	১০০%
তাঁত	-	২০	২০	১০০%
দোকান ক্রয়	-	২২	২২	১০০%
জমি বন্ধক	২৬৮বিঘা	২	২	১০০%
জমি ক্রয়	-	৩৭২বিঘা	১০৪বিঘা	৩৯%
		২৭২বিঘা	২৭২বিঘা	

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী মুসলিম এইডের কর্ম এলাকায় এর সদস্যের উপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, জরিপকৃত সদস্যদের মোট ঘরের সংখ্যা ১২৮টি এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২১৭টিতে পৌছেছে সুতরাং বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৯টি যার শতকরা হার হল ৭০%। এদের সংখ্যা ছিল ৭১ টি। সে সংখ্যা বর্তমানে ১৭৭টি। এই সময়ের মাঝে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬টি। যার শত করা হার ১৪৯% । হাঁস মুরগী সংখ্যা ছিল ৮টি বর্তমানের ৩৯টি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১টি । যার শতকরা হার ৩৮৭%। ভ্যানের সংখ্যা ছিল ২২৮টি। যা বর্তমানে ৫১৮তে উন্নতি হয়েছে এবং বর্ধিত হয়েছে ২৯০টি, যার শতকরা হার ১২৭% ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল ২টি বর্তমানে ২০টি, বেড়েছে ১৮টি, যার শতকরা হার ৯০০%। ব্যবসায়ে উন্নতি করেছেন সকলেই। সেলাই মেশিনে পুর্বে একজনেরও ছিল না বর্তমানে ১৮জনের রয়েছে এবং সব কয়েটিই বৃদ্ধি পেয়েছে। যার শতকরা হার ছিল ১০০%। পুর্বে কাহারো তাঁত ছিল না, বর্তমানে ২০টি তাঁত রয়েছে। এবং সব কয়টিই বৃদ্ধি পেয়েছে। যার শতকরা হার ১০০%। দোকানের মালিক কেউ ছিল না। বর্তমানে ২২জন দোকান ক্রয় করেছেন এবং এই ২২টি বৃদ্ধি পেয়েছে এর ও শতকরা হার ১০০% পুর্বে এর সদস্যের জমি বন্ধকের পরিমান ছিল ২৬৮ বিঘা বর্তমানে ৩৭২ বিঘা এবং জমি বেড়েছে ১০৪ বিঘা । যার শতকরা হার ২৯% বন্ধকী জমি ক্রয় পুর্বে ছিল না বর্তমানে ২৭২ বিঘা ক্রয় করেছে। এবং সবটাই বেড়েছে যার শতকরা ১০০%। মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকা যেখানে জরিপ কার্য পরিচালিত হয়, সেখানকার দরিদ্র মানুষের অবস্থা হল, তারা মনে করেন শ্রষ্টা তাদের দরিদ্র্য করে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাই তাদের প্রাপ্য। সুতরাং তাদের কে সদা সর্বদা এভাবে থাকতে হবে। অধিকাংশ দরিদ্র্য মানুষই এই ধারনা পোষন করে। তবে কিছু লোক এমন আছেন যারা স্বভাবগত ভাবে চালাক এবং কর্মঠ তারা নিজেরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালিয়ে নানাভাবে উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উন্নয়ন করে থাকেন। আর অধিকাংশ লোক মনে করেন আমরা আয় বাড়ানোর মত পুঁজি বা নগদ অর্থ তো আমাদের হাতে নেই। সুতরাং কিভাবে ব্যাবসা করবো বা কৃষি কাজ করবে অথবা আয় বর্ধনমুলক কাজ করব, এটা আমাদের নিয়তি। এখানে আমরা কয়েকজন সদস্যের পুর্বেকার অবস্থা তুলে ধরব যারা নিজেদের টাকা পয়সার বদলে নিজেদের শ্রম ও মেধা কাজে লাগিয়ে মুসলিম এইডের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তনর সাধন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪৩ - ম্যাবের উপকারভোগীদের কয়েকজনের জীবন চিত্র ঃ

(ক) আব্দুস সিদ্দিক সরদার

আব্দুস সিদ্দিক সরদার পিতা কহিল সর্দার, গ্রাম দুর্গাপুর, পুস্প পাড়া ,সদর থানা পাবনা জেলা। ম্যাব এর সদস্য হওয়ার পূর্বে কোন জায়গা জমি ছিল না। এমন কি ঘরও। কারন অন্যান্য আরো ভাই বোনদের নিয়ে পিতা মাতার সংসার বেশ টানাপোড়নের মাঝে চলত। পুর্বে বাবা মা ও ভাই বোনদের সাথে একত্রে বসবাস করত দিন মজুরী ছিল তার পেশা। মুসলিম এইডের সদস্য হয়ে প্রথমে ৫,০০০/- পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগ গ্রহন করে। ৪,৫০০ টাকা দিয়ে একটি গাভী ক্রয় করে সে গাভী বাছুর সহ ১৩,৫০০/- টাকায় বিক্রী করে এবং পুনবায় বিনিয়োগ গ্রহন করে বিশ শতাংশ জমি ক্রয় করে এবং একটি গরু বাছুর ও। ৫ বৎসরের ব্যবধানে আব্দুস সিদ্দিক সর্দার এক বিঘা জমি ক্রয় করে তাতে তরিতরকারী ও বনজ গাছের বাগান করেছেন এবং বর্তমানে মোট ছয়টি গরু ৩৩টি রয়েছে। এ ছাড়া ও ৩০টি মুরগী রয়েছে। নিজের কোন ছেলে সন্তান নেই। বোনের এক ছেলে আব্দল খালেক প্রামানিক ১ম শ্রেনীতে পড়ে ও তার ছোট বোন রোজিনা খাতুন কে লালন পালন করছেন। তার একান্ত ইচ্ছা এদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে এবং এদের নামে জমি কিনে তাদের ভবিষ্যত ও নিশ্চিৎ করে দেবেন। গবেষক নিজে তার বাড়ী গিয়ে তার ক্রয়কৃত জমি ও বাগান এবং গরু ছাগলের বাস্তব অবস্থা দেখেন এবং ছবি ও গ্রহন করেন।

ম্যাব এর আর্থিক সহযোগিতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত গরু ও বাগান

(খ) মোঃ আব্দুল কুদ্দুস

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, পিতা মৃত কিফাত মোল্যা, গ্রামঃ নুরুল্লাহ পুর, পোঃ গৌরী পুর, থানা লালপুর, জেলা ঃ নাটোর, শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনমতে স্বাক্ষরতা অর্জন করেছেন। পেশায় ভ্যান চালক। ২৮-১০-৯৭ সালে ম্যাব এর সাথে জড়িত হয়েছেন। ম্যাব থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত ৩ বার বিনিয়োগ নিয়েছেন প্রথমে টাকা নিয়ে একটি রিকশা ক্রয় করেন। ম্যাব এর কিস্তি পরিশোধ করা হয়ে গেলে পুনরায় বিনিয়োগ গ্রহন করেন এবং রিকশা বিক্রী করে ১টি ভ্যান ও একটি গাভী কেনেন। বর্তমানে ২টি গাভী, ২টি বাচ্চা ও একটি ভ্যানের মালিক । গাভী ২টি সামনে বাচ্চা দেবে। ম্যাবের টাকা ও বর্ধিত আয় থেকে ১বিঘা জমি ও ক্রয় করেছেন। ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন। বিশুদ্ধ পানির জন্য তারা পাম্প স্থাপন করেছেন। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা এখনো স্থাপন করতে পারেননি। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থাপনের চিন্তা করছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি মুসলিম এইডের উপর ভীষন খুশী, কেননা মুসলিম এইডের আর্থিক সহযোগিতা না পেলে তার পক্ষে এতদুর এগিয়ে আসা এবং উন্নতি করা সম্ভব হত না। কথা প্রসঙ্গে জনাব আব্দুল কুদ্দুস জানালেন তিনি খুব বেশী পরিশ্রম করেন এবং পরিশ্রম প্রিয় ও বটে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মোঃ আনসার আলী

মোঃ আনসার আলী, পিতা মোঃ আলী খাঁন, গ্রাম ধর্ম গ্রাম, ডাকঘরঃ পুষ্প পাড়া, সদর থানা পাবনা। ১লা সেপ্টেম্বর ৯৩ইং তে মুসলিম এইড বাংলাদেশে যোগদান করেন। পেশাগত ভাবে প্রধানত ভ্যান চালান ও কিছু কৃষি কাজ করেন। জমি থেকে উৎপাদিত ফসলে ৬ মাস চলে। বাকী ৬ মাসের জন্য ক্রয় করে খেতে হয়। ১৯৯৪ সালে প্রথম মুসলিম এইড থেকে বিনিয়োগ গ্রহন করেন এবং উক্ত টাকায় একটি ভ্যান ক্রয় করেন। বর্তমানে ম্যাব এর সহযোগিতায় ক্রয় করা ২টি ভ্যান রয়েছে। ১টি গাভী রয়েছে। জমি বন্ধক রেখেছেন ৩২৫০ টাকার এবং ১০,০০০/- হাজার টাকা খরচ করে একটি ঘর করেছেন। পুর্বে অবশ্য সনের ঘরে থাকতেন। ৭টি মুরগী ও রয়েছে তার। ২ছেলে ১মেয়ে সবাই স্কুলে যায়।

ম্যাবে যোগদান করার পুর্বে ও এনজিওদের সম্পর্কে জানতেন এবং তাদের আশে পাশেই এনজিও রয়েছে। তিনি কেন যোগদান করেননি এই প্রসঙ্গে জানালেন যে, এনজিওরা ইসলাম বিরোধী কাজ করে, মেয়েদের ঘর থেকে বের করে পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং স্বামীর বিরুদ্ধে শ্লোগান শেখায় এই কারনে আমি যাইনি। যখন দেখলাম ম্যাব ভাল কাজ করছে এবং ইসলামের পক্ষে কাজ করছে তখন এখানে এসেছি। এখানে এসে আমার বেশ লাভ হয়েছে। আমি এখন এই সংস্থায় উপর ভীষন খুশী।

ম্যাবের আর্থিক সহযোগীতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত আনসার আলীর ভ্যান, গরু ও ঘর

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪৪ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ম্যাব থেকে গৃহীত টাকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রঃ

ম্যাবের সদস্যরা ম্যাব থেকে গৃহীত টাকা কোথায় কিভাবে খরচ করেছেন অথবা কিভাবে খাটিয়েছেন এই প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ব্যবসা	৬৬	৪৪%
আয় বর্ধন মূলক কাজে	৬০	৪০%
ঋন পরিশোধ	৬	৪%
ঋন পরিশোধ ও আয় বর্ধন মূলক কাজে	৪	২.৭%
ঋন পরিশোধ ও ব্যবসা	৪	২.৭%
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ভরন পোষন	২	১.৩%
কোন বিনিয়োগ নেইনি	৮	৫.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ ' ৯৭

উপরোক্ত সারনী অনুযায়ী ম্যাবের সদস্যগন গৃহীত টাকা ৪৪% ভাগ ব্যাবসায়ে খাটিয়েছেন। ৪০%ভাগ আয় বর্ধনমূলক কাজে। ব্যবসা বলতে তারা বুঝিয়েছেন হয় দোকান বা অন্য কোন ব্যবসাতে। আর আয় বর্ধনর্মলক বলতে হয়ত গাভী , ছাগল, হাঁস মুরগী, ক্রয় করেছেন অথবা জমি ক্রয় করে অথবা বন্ধক রেখে আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে উভয়টিই ব্যবসা। ব্যবসাতে খাটানোর সবচেয়ে বেশী এবং আয় বর্ধনুলক কাজ তার পরে সর্ব্বোচ্চ। ৪% মাত্র ঋন পরিশোধ করেছেন। ২.৭% ঋন পরিশোধ ও আয় বর্ধন মুলক কাজে লাগিয়েছেন। ২.৭% ভাগ ঋন পরিশোধ ও ব্যবসায়ে খাটিয়েছেন। যারা ঋন পরিশোধের কথা বলেছেন, তারা এই কাজে আংশিক লাগিয়েছেন। ১.৩% ভাগ বলেছেন তারা এই টাকা ভরন পোষনে লাগিয়েছেন। ৫.৩% বলেছেন তারা আদৌ কোন ধরনের বিনিয়োগ নেননি। উপরোক্ত সারনী থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিনিয়োগ গ্রহন করে ঋন পরিশোধ অথবা ভরন পোষনে কেবল সদস্যরা ব্যায় করেননি বরং ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন ব্যাতিক্রম যারা তাদের সংখ্যা কবই নগন্য ।

৬.৪৫ - ম্যাব এর বিনিয়োগের টাকার কিস্তির বিবরন ও গৃহীত টাকার উপকারিতা সম্পর্কে মতামত ঃ

ম্যাব থেকে গৃহীত টাকা এর সদস্যগন কি ভাবে পরিশোধ করে থাকেন অর্থাৎ কিস্তি পরিশোধের নিয়ম কি এবং এই টাকায় তাদের কোন উপকার হয়েছে কিনা ? প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	এই টাকা দারিদ্র্য বিমোচনে কোন কাজে লেগেছে ?	১৪২	৯৪.৭%
কিস্তির বিবরন ও গৃহীত টাকার উপকারিতা	-	-	এই টাকা দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে লেগেছে কিনা	-	-
সৈনিক				৮	৫.৩%
সাপ্তাহিক	১৫০	১০০%		১৫০	১০০%
মাসিক	-	-			
একফালীন	১৪২	৯৪.৭%	হাঁ		
হ্যা			না		
জানিনা সংখ্যা			জানিনা		
মোট					

উৎস - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাবের সদস্যদের ১০০% ভাগ তাদের গৃহীত বিনিয়োগের ১০০% ভাগ কিস্তি পরিশোধ করেন সাপ্তাহিক, অবশ্য এটাই তাদের সংস্থার গৃহীত নিয়ম। (ম্যানুয়াল) ৯৪.৭% লোক বলেছেন, ম্যাব থেকে গৃহীত টাকায় তাদের উপকার হয়েছে। বাকী ৫.৩% ভাগ বলেছেন, তারা জানেননি। কারন হল এই সংখ্যার সদস্যগন প্রকৃত পক্ষে এই সংস্থার নতুন, তারা এখনও বিনিয়োগ গ্রহন করেননি বলেই, তাদের মতামত এই ধরনের।

৬.৪৬ - উপকারভোগীদের ম্যাব কে ভাল লাগার কারন ঃ

ম্যাবের সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল , ম্যাবকে ভাল লাগার কারন কি? এই প্রশ্নের জবাবে তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ইসলামের কথা বলে	৪৪	২৯.৩%
সহজ শর্ত	১৬	১০.৭%
আমাদের সঠিক উন্নয়নের চেষ্টা চালায়	৬	৪%
ইসলামের কথা বলে ও কর্মকর্তাদের ব্যবহার ভাল	১৮	১২%
ইসলামের কথা বলে ও আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়	১২	৮%
ইসলামের কথা বলে, কর্মকর্তাদের ব্যবহার ভাল ও আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়	৩২	২১.৩%
জানিনা	২২	১৪.৭%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস ঃ- প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, সদস্যদের ২৯.৩% ভাগ মনে করেন, ম্যাব ইসলামের কথা বলে, এই কারনে তাদের ভাল লাগে। ১০.৭% ভাগ বলেছেন, সহজ শর্তের কথা । ৪% ভাগের মতে আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ১২% ভাগের মতে ইসলামের কথা বলে ও আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ২১.৩% ভাগের মতে ইসলামের কথা বলে কর্মকর্তাদের ব্যবহার ভাল ও আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ১৪.৭% ভাগ বলেছেন, তারা তেমন কিছু জানেনা।

৬.৪৭ - ম্যাব এর উপকারভোগীদের ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানা সম্পর্কিত মতামত ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকায় তাদের সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইসলাম সম্পর্কে আপনি কেমন জানেন ও মানেন। ইতিপূর্বে প্রাপ্ত মাতামত মোতাবেক দেখা গেছে, তারা ম্যাবে জড়িত হবার মূলে কাজ করেছে ইসলামের প্রতি তাদের ভালবাসা কারনে। সুতরাং প্রশ্ন মালার মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি কতখানি এবং ব্যাক্তিগত জীবনে তারা ইসলামের কতখানি অনুস্বরন করেন। তাদের মতামত থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

জানা			মানা		
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
ভাল জানি	১০	৬.৭%	পুরোপুরি	১৬	১০.৭%
মোটামুটি জানি	৯৬	৬৪.০%	মোটামুটি	১০৬	৭০.৭%
তেমন না	৪৪	২৯%	তেমননা	২৮	১৮.০%
মোট	১৫০	১০০%	মোট	১৫০	১০০%

উৎস- প্রশ্ন পত্র জরিপ' ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাবের সদস্যদের ৬.৭% বলেছেন, ইসলাম সম্পর্কে তারা ভাল জানেন। ৬৪.% ভাগ বলেছেন, তারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানেন। এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ২৯.৩% ভাগ বলেছেন তারা তেমন জানেন না।

যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানার কথা বলেছেন, তারা এর অর্থ বুঝিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এবং নামাজ রোজা আদায়ের জন্য তারা সক্ষম। মোটামুটি কিছু মাসয়ালা মাসায়েল তারা জানেন। হালাল হারামের পার্থক্য করতে সক্ষম।

এছাড়া ও প্রশ্ন পত্র জরিপে দেখা যায়, ম্যাব এর সদস্যদের১০.৭% বলেছেন, তারা ইসলাম পুরোপরি মেনে চলেন। ৭০.৭% বলেছেন, তারা মোটামুটি মেনে চলেন, এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ১৮% বলেছেন, তারা তেমন মেনে চলেন না।

৬.০২. - মুসলিম এইড বাংলাদেশের সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নমালা ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশের ভূমিকা, এর সফলতা, ব্যর্থতা, যাচাইয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ের জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। মুসলিম এইড বাংলাদেশ তার পাবনা জেলার সদর থানা ও আতাইকুলার কিয়দংশ এবং নাটোর জেলার লালপুর থানার কর্ম এলাকায় গ্রুপ গঠন করে দরিদ্র মানুষের আর্থিক ও নৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য গবেষনা কর্মটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য সংগঠন সম্পর্কিত একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। যাতে মুলত ম্যাব এর গঠন করা গ্রুপের যাহারা নির্বাহী পরিচালক তাদের জন্য করা হয়। এই প্রশ্নমালার মাধ্যমে ম্যাবের মাঠ পর্যায়ের সংগঠন পরিচালকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, সংগঠনের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তাদের সামাজিক উন্নতি সম্ভব কিনা ইত্যাদি বিষয় জানার চেষ্টা চালানো হয়েছে। অন্যটি সংগঠনের টার্গেট গ্রুপ বা উপকারভোগীদের সম্পর্কিত। প্রথমে এখানে সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নমালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হল।

৬.০২.১ - মুসলিম এইড বাংলাদেশের জরিপকৃত সমিতি সমুহের নাম ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকার দুইটি জেলার সর্বমোট ২৩টি সংগঠন (সমিতি) এর ৭৫ জন নির্বাহী কর্মকর্তার প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। পাবনা জেলার সদর থানার ধর্মগ্রাম , মধুপুর, ধর্মগ্রাম (মহিলা), বনগ্রাম, (১)বনগ্রাম, (২) পশ্চিম বনগ্রাম (১) পশ্চিম বনগ্রাম, দুর্গাপুর, সোনাপুর, জালালপুর ও জাফরাবাদ সমিতি এবং নাটোর জেলার লালপুর থানার বিশেষ সমিতি, উত্তর লালপুর, বাঙাবাড়ীয়া ২, লালপুর বাজার সমিতি ১, লালপুর বাজার সমিতি ২, নাগশোষা, বিলমাড়ীয়া ১. বিলমাড়ীয়া ২, বিলমাড়ীয়া ৩, গয়েশপুর, শালাইপুর১, শলাইপুর ৩, সমিতি সমুহ পরিদর্শন করে প্রতিটি সিমিতির যারা বর্তমান নির্বাহী কমিটির সদস্য তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়। প্রশ্ন মালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সাক্ষাৎকারের ফলাফল ক্রমাগত ভাবে সন্নিবেশিত হল।

৬.০২.২ - মুসলিম এইড বাংলাদেশের সংগঠন (সমিতির) সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরন ঃ

ম্যাব এর দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এলাকার সংগঠন সমুহের প্রতিটির কতজন করে সদস্য রয়েছে তা জানার জন্য প্রশ্ন মালা জরিপের সাহায্য নেওয়া হয়। এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী সদস্য	সংখ্যা	শতকরা	পুরুষ শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	মহিলা শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
১০-১৪জন	১০	১৩.৩%	১০-১৪	১০	১৩.৪%			
১৫-১৯ জন	১৭	২২.৭%	১৫-১৯	১৭	২২.৬%			
২০-২৪জন	৩৫	৪৬.৬%	২০-২৪	৩১	৪১.৩%	২০-২৪	৪	৫.৩%
২৫-২৯জন	১৩	১৭.৪%	২৫-২৯	১৩	১৭.৪%			
মোট	৭৫	১০০%	মোট	৭৫	৯৪.৭%	মোট	৪	৫.৩%

তথ্য সূত্র ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্মএলাকায় গঠিত গ্রুপ সমুহের ১৩.৩% গ্রুপ সদস্যের সংখ্যা হল ১০-১৪ জন। এই সংখ্যার গ্রুপের সংখ্যা সবচেয়ে কম। ২২.৭% গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হল ১৫-২০ জন। ৪৬.৬% গ্রুপের সদস্য হল ২০-২৪জন। এই সংখ্যার গ্রুপই সবচেয়ে বেশী। ১৭.৪% গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হল ১৭.৪%। আবার এই সমিতি গুলোর মধ্যে ১৩.৪৫ সমিতিতে ১০-১৪ জন সদস্যের সমিতির সব গুলোই পুরুষ সদস্যের। ২২.৬% সমিতির ১৫-১৯ জন সদস্যের সকলেই পুরুষ সদস্য। ৪১.৩% সমিতিতে ২০-২৪ জন সদস্যের সকলেই পুরুষ সদস্য। তবে ২০-২৪ জনের সমিতিতে মাত্র ৫.৩% সদস্য মহিলা। ১৭.৪% সমিতির ২৫-২৯ জন সদস্যের সকলেই পুরুষ। যদিও ম্যানুয়েলে উল্লেখ রয়েছে একই গ্রামের বা এলাকায় বসবাসকারী ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়ে থাকে। মোট কথা হল মুসলিম এইড বাংলাদেশ তার কর্ম এলাকায় একটি ব্যাতিত সকল সমিতিই পুরুষদের । মাত্র ২২ জন সদস্যের একটি সমিতি মহিলাদের জন্য। আর কোন মহিলা সমিতি বাড়াবেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন ইতিবাচক জবাব দেন। কিন্তু কেন বাড়াচ্ছেন না এই প্রশ্নের জবাবে তারা পর্যাপ্ত তহবিল না থাকার কথা জানিয়েছেন। মুসলিম এইডের সদস্যদের অন্যান্য সংস্থার বেপর্দার মহিলাদের কাজ করছে এই বিষয়ে প্রচন্ড আপত্তি ও ক্ষোভ থাকলেও ম্যাব এর ধর্ম গ্রামের মহিলা সমিতির মত আরো অনেক মহিলা সমিতি করার পক্ষে জোর অভিমত প্রকাশ করেন। তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে অন্যান্য সংগঠন যারা মহিলাদের নিয়ে কাজ করে সেখানে আপনাদের আপত্তির কারন কোথায় এর জবাবে তারা বলেছেন, এখানে অন্যান্য সংস্থার মত পুরুষদের বিরুদ্ধে শ্লোগান শেখানো হয়না, বেপর্দায় পিটি প্যারেড করতে হয় না, মহিলাদের বেপর্দায় গিয়ে অফিসারদের কাছ থেকে বিনিয়োগ গ্রহন করতে হয় না। এখানে পর্দার ভিতর থেকে মহিলারা বিনিয়োগ সুবিধা পাচ্ছে এবং তারা ইসলাম সম্পর্কে শেখার যথেষ্ট পরিমান সুযোগ সুবিধা ও পাচ্ছে । আসল কথা হল, যদিও বাহ্যত মনে হয় কেবলমাত্র মহিলাদেরকে নিয়ে কাজ করে বলে অন্য সংস্থার ব্যাপারে তাদের আপত্তি, প্রকৃত পক্ষে তা নহে এবং এই সকল উত্তরদাতাগন পর্দার ভিতর থেকে মহিলাদের কাজ করার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেছেন। সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার নানা কারন রয়েছে এর মধ্যে সদস্য হওয়ার যোগ্যতার যে মাপকাটি ম্যানুয়েলে উল্লেখ আছে সে মোতাবেক না পাওয়া একটি বড় কারন।

৬.০২.৩ - মুসলিম এইড বাংলাদেশের জরিপকৃত সমিতি সমুহের কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকায় সংগঠিত সমিতি সমুহে একটি করে নির্বাহী কমিটি থাকলেও সমিতি সুন্দর ও সুষ্টভাবে পরিচালনা করা এবং লক্ষ্য পানে এগিয়ে নেয়াই হবে এই নির্বাহী কমিটির মুল দায়িত্ব। ম্যাব এর ম্যানুয়াল মোতাবেক সমিতি গঠিত হবার ৩০ দিনের মাঝে নির্বাহী কমিটি প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। ম্যানুয়ালে কমিটির পদ নিম্নোক্ত ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন
২.	সহ সভাপতি	১ জন
৩.	সম্পাদক	১ জন
৪	সহ সম্পাদক	১ জন
৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
	মোট	৫ জন

তথ্য সুত্র ঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ম্যানুয়াল

৬.০২.৪ - নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সংখ্যার বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকায় সংগঠিত গ্রুপ সমুহের নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত জন । তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের হার কেমন, প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ-

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা	মহিলা	সংখ্যা	
২জন	৬	৮%	২জন	৬	৮%			
৩জন	২১	২৮%	৩জন	২১	২৮%			
শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা	মহিলা	সংখ্যা	
৪জন	৮	১০.৬%	৪জন	৪	৫.৩%	৪জন	৪	৫.৩%
৫জন	৪০	৫৩.৪৫	৫জন	৪০	৫৩.৪৫			
মোট	৭৫	১০০%	মোট	৭১	৯৪.৭%	মোট	৪	৫.৩%

তথ্য সুত্র ঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ম্যানুয়াল

৬.০২.৫ - ম্যাব এর সমিতি সমুহের সাধারন সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাবের সমিতিগুলিতে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের বাদ দিয়ে সাধারন সদস্য কতজন তা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা জরিপের ভিত্তিতে গবেষনা কার্য পরিচালিত হয়। এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা	মহিলা	সংখ্যা	শতকরা
৮-১২	২০	২৬.৬%	৮-১২	২০	২৬.৬%	৮-১২		-
১৩-১৭	২৯	৩৮.৭%	১৩-১৭	২৯	৩৮.৭%	১৩-১৭		-
১৮-২২	২৬	৩৪.৭%	১৮-২২	২২	২৯.৩%	১৮-২২	৪	৫.৪%
মোট	৭৫	১০০%	মোট	৭১	৯৪.৬%	মোট	৪	৫.৪%

তথ্য সুত্র প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

ম্যাবের কর্ম এলাকার সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ২৬.৭% সমিতিতে সাধারন সদস্য রয়েছে ৮-১২ জন। ৩৮.৭% সমিতি রয়েছে, যাদের সাধারন সদস্য সংখ্যা ১৩-১৭ জন। ৩৪.৭% সমিতি রয়েছে, যাদের সাধারন সদস্য সংখ্যা ১৮-২২ জন। এর মধ্যে ২৬.৬% সমিতি রয়েছে, যাদের সাধারন পুরুষ সদস্য রয়েছে ৮-১২ জন। ৩৮.৭% সমিতিতে সাধারন পুরুষ সদস্য রয়েছে ১৩-১৭ জন।২৯.৩% সমিতিতে সাধারনত পুরুষ সদস্য রয়েছে ১৮-২২ জন। এবং ৫.৩% সমিতি রয়েছে যাদের সাধারন মহিলা সদস্য রয়েছে ১৮-২২ জনের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.০২.৬ - ম্যাব এর জরিপকৃত সমিতি সমুহের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত কর্মসুচী ঃ

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী পরিচালিত এলাকার সমিতি সমুহের নির্বাহী পরিচালকদের নিকট প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, ম্যাব তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য কি কি কর্মসুচী গ্রহন করেছে, কবে শুরু হয়েছে। বর্তমানে তা কি সমাপ্ত না অসমাপ্ত ইত্যাদি প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে সন্নিবেশিত হল ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	শুরু হবার সন	সংখ্যা	শতকরা	সমাপ্ত	চলিতেছে
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৭	২২.৭%	৯৩	৩৪	৪৫.৩%	-	-
অর্থনেতিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য	৩	১৭.৩%	৯৪	৩১	৪১.৩%	-	-
অর্থনেতিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য এবং নিরীক্ষরতা দুরীকরন	১০	১৩.৩%	৯৫	১০	১৩.৪%	-	-
অর্থনেতিক উন্নয়ন , শিক্ষা নৈতিক উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপন, প্রয়ঃপ্রনালী	২২	২৯.৩%					
অর্থনৈতিক উন্নযন, বৃক্ষ রোপন,গবাদি পশু পালন ও নিরক্ষতা দুরীকরন	১৩	১৭.৪%					
মোট	৭৫	১০০%	মোট	৭৫	১০০%		

তথ্য সুত্রঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাবের কর্ম এলাকায় সমিতি সমুহের নির্বাহী কর্মকর্তাদের ২২.৭% তাদের সংগঠনের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে বলেছেন, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ১৭.৩% বলেছেন তাদের সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাস্থ্যের উন্নয়ন মুলক কর্মসুচী রয়েছে। ১৩.৩% ভাগ লোক বলেছেন, তাদের সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং নিরক্ষরতা দুরীকরন কর্মসূচী রয়েছে। ২৯.৩% বলেছেন, তাদের সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, নৈতিক উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন, পয়ঃপ্রনালীর উন্নয়ন কর্মসূচী রয়েছে। ১৭.৪% বলেছেন, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন , বৃক্ষরোপন গবাদি পশু পালন ও নিরক্ষরতা দুরীকরন কর্মসূচী রয়েছে।

১৯৯৩ সালে শুরু হবার সন সম্পর্কে ৪৫.৩% লোক বলেছেন, এই কর্মসুচী ১৯৯৩ সালে শুরু হয়। ৪১.৩% লোক ৯৪ সালের কথা এবং ১৩.৪% লোক ১৯৯৫ সালে শুরু হবার কথা বলেছেন। উক্ত কর্মসূচী গুলি সমাপ্ত হয়নি বলে ১০০% লোক মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং এদের সবাই এটাও বলেছেন যে, এই কর্মসুচী চলিতেছে।

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়,ম্যাবের গঠিত গ্রুপ গুলির ৮% ভাগ সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ২ জন। ২৮% ভাগের সদস্য সংখ্যা ৩জন। ১০.৬% ভাগের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। ৫৩.৪% ভাগের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সমিতি হল যাদের নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫ জন। সমিতির সকল নির্বাহী কমিটির সদস্য পুরুষ। আর মাত্র ৫.৩% সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য হল মহিলা।

৬.০২.৭ ম্যাব এর সমিতি সমুহের উন্নয়ন কর্মসূচীর সমাপ্ত না হবার কারন সম্পর্কিত মতামত ঃ

ম্যাব এর গৃহীত কর্মসূচী সমুহ সমাপ্ত কেন হয়নি অথবা না হবার কারন কি এই প্রশ্নের জবাবে সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ-

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
আর্থিক সংকট	৪২	৫৬%
দীর্ঘ মেয়াদী	২১	২৮%
কার্যক্রম চলিতেছে	৩	৪%
আর্থিক সংকট ও যথাযথ উদ্যেগের অভাব	৯	১২%
মোট	৭৫	১০০%

তথ্য সূত্রঃ প্রশ্নপত্র জরিপ'৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় ৫৬% সদস্য মনে করেন, তাদের সংস্থা কর্তৃক গৃহীত তাদের এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা কেবল মাত্র আর্থিক সংকটের কারনে সমাপ্ত হতে পারছেনা। ২৮% এর মতে যেহেতু এই কর্মসুচী দীর্ঘ মেয়াদী সুতরাং অতি তাড়াতাড়ি এটা সমাপ্ত হবে কি ভাবে। ৪% লোকের ধারনা যেহেতু এই কর্নসূচীর কার্যক্রম চলিতেছে, তাই এটা সমাপ্ত হতে পারেনি। ১২% এর মতে কতিপয় পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হতে না পারার কারন হলো আর্থিক সংকট ও যথাযথ উদ্যোগের অভাব।

প্রকৃত পক্ষে দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচী একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসুচী যা ৫/৭ বৎসর প্রচেষ্টা চালালে দুর করা সম্ভব নহে কারন অভাব, সীমাহীন একটি দুর হলে আরো অনেক অভাব সামনে এসে প্রকট হয়ে দাড়ায়। তাছাড়া যুগ যুগ ধরে সৃষ্ট অবস্থা, অচলায়তন দুই / এক বৎসরের প্রচেষ্টায় কিভাবে দুর হতে পারে। এ ছাড়া যে বা যাহারা দারিদ্র বিমোচনের কাজ করেন, তাদের তো আর সীমা হীন অর্থের যোগান নেই।সুতরাং একথা বলা অযুক্তি হবে না যে, এই কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য অনেক সময়ের দরকার হবে।

৬.০২.৮ - ম্যাব এর সমিতি সমুহের কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যের আর্থ- সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত বিবরন ঃ

ম্যাব এর কর্মসূচী পরিচালিত কর্ম এলাকায় সংগঠিত সমিতি সমুহের নির্বাহী কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত অবস্থান জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মাঝে প্রশ্ন পত্র জরিপ কার্য পরিচালিত হয়। কেননা শিক্ষার মাধ্যমেই আর্থ সামাজিক অবস্থা ফুটে উঠে। প্রাপ্ত জরিপের ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	পদবী	সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	০	০	সভাপতি	২০	২৬.৬%
অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন	৪	৫.৩%	সেক্রেটারী	২০	২৬.৭%
প্রাইমারী	২৬	৩৪.৭%	কোষাধাক্ষ	১৭	২২.৭%
মাধ্যমিক	২৮	৩৭.৩%	নির্বাহী সদস্য	১৮	২৪%
উচ্চ মাধ্যমিক	১০	১৩.৩%			
মাদ্রাসা	৫	৬.৭%			
অন্যান্য (বি,এ)	২	২.৭%			
মোট	৭৫	১০০%	মোট	৭৫	১০০%

তথ্য সুত্রঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	সভাপতি	সেক্রেটারী	কোষাধ্যক্ষ	নির্বাহীসদস্য
নিরক্ষর	০	৫.৩%	০	৪	০	
অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন	৪	৩৪.৭%	৩	১	০	২
প্রাইমারী	২৬	৩৭.৩%	৫	৬	০	৪
মাধ্যমিক	২৮	১৩.৩%	৭	৫	৫	৭
উচ্চ মাধ্যমিক	১০	৬.৭%	৩	২	১২	৩
মাদ্রাসা	৫	২.৭%	১	২	০	২
অন্যান্য (বি,এ)	২		১		০	০
মোট	৭৫	১০০%	২০	২০	১৭	১৮

তথ্য সুত্র ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায় যে, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় সংঘঠিত সমিতি সমুহের নির্বাহী সদস্যদের মাঝে নিরক্ষর কেউ নেই। ৫.৩% ভাগ লোক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। ৩৪.৭% ভাগ লোক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ৩৭.৩% ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ১৩.৩% ভাগ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা । ৬.৭% ভাগ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন এবং ২.৭% ভাগ লোক গ্যাজুয়েশন করেছেন।

নির্বাহী কমিটির সভাপতির মাঝে ৩জন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। ৫জন প্রাইমারী, ৭জন মাধ্যমিক, ৩ জন উচ্চ মধ্যিনিক, ১জন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ১জন বি, এ,পাশ। সেক্রেটারীদের মাঝে নিরক্ষর কেউ নেই, ৪জন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ১জন প্রাইমারী পাশ, ৬জন মাধ্যমিক, ৫ জন উচ্চমাধ্যমিক, ২ জন মাদ্রাসা পাশ করেছেন এবং ২ জন বি,এ পাশ। কোষাধ্যাক্ষদের মাঝে ৫ জন মাধ্যমিক ও ১২জন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন, নির্বাহী সদস্যদের মাঝে ২জন স্বাক্ষর, ৪ জন প্রাথমিক, ৭জন মাধ্যমিক , ৩জন উচ্চ মাধ্যমিক ২ জন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছেন।

৬.০২.১০-ম্যাব এর সমিতি সমুহের নির্বাহী কর্মকর্তাদের পেশাগত অবস্থান সম্পর্কিত বিবরন ঃ

ম্যাব এর কর্ম এলাকার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্নয়ের জন্য তাদের পেশাগত পরিচিতি ও অবস্থান নির্নয় করা জরুরী। কেননা পেশাগত অবস্থানই তাদের প্রকৃত চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করবে। প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	সভাপতি	সেক্রেটারী	কোষাধ্যাক্ষ	নির্বাহীসদস্য
কৃষি	১৪	১৮.৬%	৫	৮	১	০
ব্যবসা	২৯	৩৮.৭৫%	৬	৩	১০	১০
মজুরি	৮	১০.৭%	২	৪	০	২
কারিগর	৪	৫.৩%	১	৩	০	০
ভ্যানচালক	১৩	১৭.৩%	৩	০	৫	৫
শিক্ষকতা	২	২.৭%	১	১	০	০
নির্মাণ	৩	৪%	১	১	০	০
চিকিৎসক	২	২.৭%	১	০	১	১
মোট	৭৫	১০০%	২০	২০	১৭	১৮

তথ্য সূত্র - প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লিখিত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, মুসলিম এইডের উপকার ভোগীদের ১৮.৬% কৃষি কাজ করেন। ৩৮.৭% লোক ব্যবসা করেন। তবে এই ব্যবসা হল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র। এই পেশার লোকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার পর রয়েছে কৃষিজীবি। ১০.৭% এর পেশা হল দিন মজুরী। ৫.৩% কারিগর হিসাবে কাজ করে থাকেন, ১৭.৩% ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। ২.৭%শিক্ষকতা করেন। ৪% নিত্রী এবং ২.৭% পল্লী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন।

উপরোক্ত সারনী থেকে একটি বিষয় পরিস্কার, আর তা হল, ম্যাব এর প্রায় সকল সদস্যই দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের। ম্যাবের ম্যানুয়েল মোতাবেক স্বল্প আয়ের দরিদ্র লোকরাই কেবল এই সংস্থার সদস্য হতে পারবে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, যেই সকল ভুমিহীন ও প্রান্তিক চাষীর দৈনিক আয় ১০০ টাকার উর্ধে নয় এবং যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মূলধন ৪,০০০/- চার হাজার টাকার বেশী নয়। কেবলমাত্র তাহারা মুসলিম এইডের সদস্য হতে পারবে। (ম্যানুয়াল মুসলিম এইড বাংলাদেশ পৃষ্ঠা নং ৬)। উপরের সারনীতে দেখা যায়, উল্লেখিত পেশার অধিকাংশ সদস্যদের দৈনিক আয় ১০০ টাকার নীচে। তবে বর্তমানে কেউ কেউ ম্যাব থেকে বিনিয়োগ নিয়ে ব্যবসা করে অথবা আয় বর্ধনমূলক কাজে খাটিয়ে কিছু বেশী আয় করার চেষ্টা করছেন।

৬.০২.১১ - ম্যাব এর জরিপকৃত সমিতি সমুহের সদস্যদের মাসিক আয় ব্যয়ের চিত্র ঃ

প্রশ্ন প্রত্র জরিপের মাধ্যমে ম্যাব এর কর্ম এলাকার নির্বাহী সদস্যদের আয় ব্যয়ের চিত্র বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

			ব্যয়		
<১,০০০ এর নীচে	৬	৮%	<১,০০০ এর নীচে	৯	১২%
১,০০০-১,৪০০	১০	১৩.৩%	১,০০০-১,৪০০	৮	১০.৬%
১,৫০০-১,৯০০	১০	১৩.৩%	১,৫০০-১,৯০০	৭	৯.৩%
২,০০০-২,৪০০	১২	১৬%	২,০০০-২,৪০০	২০	২৬.৭%
২,৫০০-২,৯০০	১২	১৬%	২,৫০০-২,৯০০	১১	১৪.৭%
৩,০০০-৩,৪০০	১০	১৩.৩%	৩,০০০-৩,৪০০	৫	৬.৭%
৩,৫০০-৩,৯০০	৫	৬.৭%	৩,৫০০-৩,৯০০	৫	৬.৭%
৪,০০০-৪,৪০০	৫	৬.৭%	৪,০০০-৪,৫০০	৫	৬.৭%
৪,৫০০-৫,০০০	৫	৬.৭%	৪,৫০০-৫,০০০	৫	৬.৭%
মোট	৭৫	১০০%	মোট	৭৫	১০০%

তথ্য সুত্র প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক ম্যাব এর সমিতি সমুহ পরিচালনাকারী নির্বাহী সদস্যদের ১০০০ হাজার টাকার নীচে আয় ৮% লোকের এবং ব্যয় হল ১২% লোকের । ১,০০০-১,৪০০ টাকা আয় করেন ১৩.৩% লোক এবং সমপরিমান টাকা ব্যয় করেন ১০.৬% লোক। ১,৫০০-১,৯০০ টাকা মাসে আয় করেন ১.৩% লোক এবং একই পরিমান ব্যয় করেন ৯.৩% লোক। ২,০০০-২,৪০০ টাকা মাসিক আয় যাদের তাদের পরিমান হল ১৬% এবং এই পরিমান মাসিক খরচ করেন ২৬.৭% লোক। ২,৫০০-২,৯০০ টাকা যারা মাসিক আয় করেন, তারা হলেন ১৬% এবং সম পরিমান যাদের ব্যয় তারা ১৪.৭%। ৩,০০০-৩,৪০০ টাকা যাদের মাসিক আয় তাদের সংখ্যা হল ১৩.৩% এবং এই পরিমান যাদের ব্যয় তারা হলেন ৬.৭%। ৪,০০০-৪,৪০০ টাকা পরিমান যারা মাসিক আয় করেন, তারা হলেন ৬.৭% এবং একই পরিমান যারা ব্যয় করেন তারা ও ৬.৭% ৪,৫০০-৫,০০০ যাদের আয় এবং ব্যয় তারা ৬.৭%।

Dhaka University Institutional Repository

৬.০২.১২ - মুসলিম এইড বাংলাদেশের জড়িত সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার বন্টন চিত্র ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকায় এর সাথে কোন শ্রেনীর লোক বেশী জড়িত, এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং নির্বাহী সদস্যদের নিকট প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনী	২৯	৩৮.৭%
গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনী	১৯	২৫.৩%
উভয় প্রকার	২৭	৩৬%
মোট	৭৫	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ ৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, মুসলিম এইডের সাথে জড়িত সাধারন সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থান খুব ভাল নয়। এদের ৩৮.৭% সদস্য গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনীর। ২৫.৩% সদস্য হল গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনীর এবং গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনীর। ৩৬% সদস্যের মতামত হল এরা গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনীর ও গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনীর।

ম্যাব এর কর্ম এলাকা পাবনা সদর ও নাটোর জেলার লালপুর থানা সামগ্রিক ভাবে খুব বেশী উন্নত নহে। শিক্ষা দীক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত বিধায় এবং পিছিয়ে থাকার কারনে ম্যাব এই সব এলাকাকে তাদের কর্ম এলাকা হিসেবে বাছাই করেছে। কেননা ম্যাব যেহেতু আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচী হাতে নিয়ে কাজ করছে সেহেতু এখানকার অনগ্রসর জনগোষ্টিকে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসার জন্য সহজে প্রচেষ্টা চালানো যাবে।

৬.০২.১৩ - সদস্যদের ম্যাব ত্যাগ করা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে মুসলিম এইড বাংলাদেশের সমিতি সমুহের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের সমিতির যে সব সদস্য নিয়ে তারা কাজ করছেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ কি তাদের সংগঠন ছেড়ে অন্য কোন সংস্থায় চলে গেছে কিনা ? কারন ম্যাব এর ম্যানুয়েল মোতাবেক কোন সদস্য একই সময়ে অন্য কোন সংস্থার সদস্য হতে পারবে না (মুসলিম এইড বাংলাদেশ ম্যানুয়াল ৬ পৃষ্ঠা)।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	০	০%
না	৭৫	১০০%
মোট	৭৫	১০০%

তথ্য সুত্র ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায় যে, মুসলিম এইডের সমিতি সমুহের নির্বাহী কমিটির সদস্যদেরকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনাদের সংস্থা ছেড়ে কেউ কি অন্য সংস্থায় চলে গেছে। জবাবে ১০০% লোকের জবাব ছিল এই সংস্থা ছেড়ে অন্য সংস্থায় আজ পর্যন্ত কেউ যায়নি। প্রশ্ন পত্র ছাড়া ও ব্যক্তিগত আলাপ চারিতার মাধ্যমে জানা গেছে, মুসলিম এইডের সদস্যগন ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মকর্মে বিশ্বাসী এবং ম্যাবে এসে তাদের এই সুযোগ বেড়েছে বলে তারা সন্তুষ্ট। সুতরাং তারা ম্যাব ছেড়ে যাবার কথা চিন্তা ও করে না। এদের কেউ কেউ বলেছেন, না খেয়ে থাকলেও অন্য সংস্থায় যাবনা, কারন তারা ইসলাম বিরোধী কথা বার্তা শেখায় অথচ এখানে ইসলাম জানা ও মানার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.০২.১৩ - ম্যাব এর সদস্যদের অন্য সংস্থায় জড়িত হওয়া সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

ম্যাবের কর্ম এলাকার এর সমিতি সমুহের নির্বাহী সদস্যদের নিকট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল, একই সময়ে ম্যাবের কোন সদস্য অন্য কোন সংস্থার সদস্য হতে পারে কিনা এবং অন্য সংস্থার কোন সদস্য কি ঐ সংস্থায় জড়িত থেকে ম্যাবের সদস্য হতে পারবে কিনা এবং যদি না পারে তবে কেন পারে না। জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা	উপকারের কারন	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	০	০%			
না	৭৫	১০০%			
			আদর্শিক কারনে	৪৭	৬২.৭%
			ঋনচক্রে আবদ্ধ হওয়া	২০	২৬.৭%
			ঋন আদায়ে অসুবিধা	৮	১০.৬%
মোট	৭৫	১০০%		৭৫	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক ম্যাব এর সমিতি সমুহের নির্বাহী সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হলে- তাদের নিকট থেকে জানা যায় যে, একই সময়ে এই সংস্থায় কোন সদস্য অন্য সংস্থায় সদস্য হতে পারে না। আবার অন্য কোন সংস্থায় সদস্য ও এই সংস্থার সদস্য হতে পারেনা। ১০০% সদস্য এই একই জবাব দিয়েছেন। কেন পারেন না অথবা না পারার কারন কি? এর জবাবে ৬২.৭% ভাগ লোক বলেছেন, আদর্শিক কারনে। অর্থ্যাৎ যেহেতু ম্যাব ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে আর অন্যান্য এনজিওরা স্যকূলার আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে, কাজেই একই ব্যক্তি একই সাথে দুই আদর্শের অনুসরন করতে পারে না। ২৬.৭%ভাগ বলেছেন ঋনচক্রে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের এনজিওর সাথে জড়িত হয় এরা সাধারনত গ্রামের দারিদ্র্য শ্রেনী এদের নানা রকমের অভাব থাকে। একই সময়ে একাধিক সমিতির সদস্য হয়ে যদি একাধিক সমিতি থেকে ঋন গ্রহন করে, তখন দেখা যায়, এই সংস্থার টাকা দিয়ে অন্য সংস্থাকে বুঝানো হয় এবং ক্রমান্বয়ে ঋন চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কাজেই এই ঋন চক্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য একই সময়ে একাধিক সমিতির সদস্য হতে পারে না। ১০.৬% বলেছেন ঋন আদায়ে অসুবিধার কথা। আসলে ঋনচক্রে আবদ্ধ হওয়া এবং ঋন আদায়ে অসুবিধা একই বিষয়, কারন ঋনচক্রে আবদ্ধ হলে কোন ব্যক্তি ঋণ আদায় ঠিকমত করতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে ঋণ চক্রে জড়িয়ে পড়াও ঋন আদায় অসুবিধাই হল একই সময়ে অন্য সংস্থার সদস্য হতে না পারার মৌলিক কারন।

৬.০২.১৫ - সদস্যদের ম্যাবের কর্মসূচী সম্পর্কিত মতামত ঃ

ম্যাবের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী কি একক না সমন্বিত এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই সংস্থার মাঠ পর্যায়ের যারা কার্য নির্বাহী হিসাবে ভূমিকা পালন করেন তাহাদেরকে। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
একক	২৪	৩৮.৭%
সমন্বিত	৫১	৬৮%
মোট	৭৫	১০০%

উৎস ঃ সুত্র প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায় , মুসলিম এইডের কর্মসূচীকে ৩২% বলেছেন, এটা একক কর্মসূচী। আর ৬৮% বলেছেন না এটা সমন্বিত কর্মসূচী। যারা একক বলেছেন তাদের ধারনা হল যেহেতু ম্যাব

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের বিনিয়োগ দিচ্ছে সুতরাং এটা একক কর্মসূচী। আর যারা সমন্বিত বলেছেন, তাদের ধারনা হল, ম্যাব কেবলমাত্র অন্যান্য সংস্থার মত ঋন দেয় এবং নেয় এমন নয় বরং ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষার উপর তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাছাড়া এরা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ছাড়া ও বৃক্ষরোপন, পরিস্কার পানি পান ও পয়ঃপ্রনালী ইত্যাদি কর্মসূচী এরই সাথে সমন্বিত ভাবে চালু রেখেছেন। সুতরাং এই কর্মসূচীকে সমন্বিত কর্মসূচী বলা যায়।

৬.০২.১৬ - ম্যাব এর প্রয়োগ কৃত প্রদ্ধতির অগ্রগতি সংক্রান্ত বিবরন ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির আসলে কোন অগ্রগতি আছে কিনা, এই বিষয়টি যাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য ম্যাব কাজ করছে এবং যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যাদের মাঝে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মতামত কি? প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
আর্থিক	১৩	১৭.৩%
আর্থিক, নৈতিক, ধর্মীয়	২৪	৩২%
আর্থিক ও নৈতিক	১৭	২২.৭%
আর্থিক ,সামাজিক, সাংস্কৃতিক নৈতিক ও ধর্মীয়	২১	২৮%
মোট	৭৫	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, উত্তর দাতাদের ১৭.৩% মনে করেন, ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির অর্তনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৩২% মনে করেন, এই পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক নৈতিক ও ধর্মীয় অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে ২২.৭% এর মতে এতে আর্থিক ও নৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২৮%ভাগ মনে করেন এর ফলে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মুসলিম এইডের প্রয়োগকৃত ইসলামী পদ্ধতিটি অনুসরনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক, ধর্মীয়, এবং নৈতিক উন্নতি হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি, কেননা মুসলিম এইডের সদস্যদের মাঝে ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের ইতিমধ্যে যথেষ্ঠ আগ্রহ, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা সৃস্টি হয়েছে।

৬.০২.১৭ - ম্যাব এর প্রয়োগকৃত পদ্ধতির প্রতি জনগনের মনোভাব সম্পর্কিত মতামত ঃ

উপকার ভোগীদের মাঝে এই পদ্ধতির কোন সাড়া অথবা বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, তা জানার জন্য ম্যাব এর কর্ম এলাকার তাদেরই সদস্যদের নিকট প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্ন রূপঃ-

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
বিরূপ	০	০
কোন সাড়া নেই	০	০
স্বতঃস্ফূর্ত	৫২	৬৯.৩%
স্বাভাবিক	২৩	৩০.৭%
অন্যান্য	০	০
মোট	৭৫	১০০%

উৎস্য সুত্র ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, ম্যাব এর কর্ম এলাকায় তাদের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির প্রতি টার্গেট গ্রুপ বা উপকারভোগীদের ৬৯.৩% বলেছেন এই পদ্ধতির প্রতি তাদের স্বতঃফূর্ত সাড়া রয়েছে এবং ৩০.৭% ভাগ বলেছেন, এই পদ্ধতির প্রতি উপকারভোগীদের মনোভাব স্বাভাবিক।

এদেশে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি প্রবল, যদিও মানার ক্ষেত্রে তত অগ্রসর নয়। তথাপি ও ইসলামী পদ্ধতির কথা শুনলেই তারা এর প্রতি চরম আগ্রহ দেখায় এবং সর্বাত্তক স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই এই পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিকতা স্বাভাবিকের চাইতে ও বেশী হবে।

৬.০২.১৮ - ম্যাব এর প্রয়োগ কৃত পদ্ধতির সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে মতামত ঃ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, ম্যাব যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে, এই পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নে কতখানি ভূমিকা রাখবে বলে তারা মনে করেন। প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হল।

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি	৪০	৫৩.৩%
অর্থনৈতিক, নৈতিক, ও ধর্মীয় উন্নয়নের মাধ্যমে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখবে।	৭	৯.৪%
এই পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে এবং জনগনের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।	৬	৮%
কোন মন্তব্য করেননি	২২	২৯.৩%
মোট	৭৫	১০০%

তথ্য সুত্র ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায়, মুসলিম এইডের উপকারভোগীদের মধ্যে তাদের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির সামাজিক উন্নয়নে কতখানি ভূমিকা পালন করবে এই বিষয়ে ৫৩.৩% এর মতামত হল এই পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করবে। এই রূপ মতামত প্রদানকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ৯.৪% মনে করেন, এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ,নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের মাধ্যমে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখবে। ৮% ভাগের মতামত হল, এই পদ্ধতি সামাজিক উনয়নে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখছে। এবং জনগনের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ২৯.৩% ভাগ এই বিষয়ে কোন রূপ মন্তব্য করেননি। তাদের ধরনা এই বিষয়ে মন্তব্য করতে হলে আরো দেখতে হবে। তবেই বলা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.০২.১৯ - প্রশ্ন পত্র জরিপ মুসলিম এইডের কর্মকর্তাদের জন্য ঃ

ম্যাব এর নিম্ন লিখিত কর্মকর্তাদের মাঝে প্রশ্ন পত্র জরিপ করা হয়েছে তাদের নাম ও পদবী দেয়া হল ঃ

ক্রমিক	উত্তর দাতাদের নাম	পদবী
১।	জনাব, এস.এম.. রাশেদুজ্জামান	পরিচালক মুসলিম এইড বাংলাদেশ
২।	,, মোঃ মাহফুজুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৩।	,, আবু আক্কাস	প্রোগ্রাম অফিসার
৪।	,, নজরুল ইসলাম	প্রজেক্ট কো অর্ডিনেশন অফিসার
৫।	,, আব্দুল বাতেন	ভারপ্রাপ্ত প্রজেক্ট ইনচার্জ, পাবনা ..
৬।	,, মোঃ নজরুল ইসলাম	প্রজেক্ট ইনচার্জ, নাটোর
৭।	,, মোঃ তফসের আলী	সিনিয়র মাঠ সহকারী, নাটোর,
৮।	,, মোঃ আব্দুস সবুর	সিনিয়র মাঠ সহকারী, পাবনা
৯।	,, মোঃ গোলাম মোস্তফা,	মাঠ সহকারী, পাবনা

উৎস ঃ প্রশ্নপত্র জরিপ '৯৭

মুসলিম এইড বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচীর বর্তমান এলাকা, যেখানে ১৯৯৩ সালে উক্ত কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং বর্তমান গবেষনার জরিপ কর্যক্রম ও এই এলাকায় পরিচালিত হয়। এই এলাকা হল পাবনা জেলার সদর থানা এবং নাটোর জেলার লালপুর থানা।

কর্মকর্তাদের মতে এই সব এলাকা বাছাই করার কারন সমুহ ঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
দারিদ্র্যতার কারন	২	২২.২%
দারিদ্র্যতা ও শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসরতার কারনে	২	২২.২%
দারিদ্র্যতা শিক্ষা দিক্ষায় অনগ্রসর ও ঘনবসতির কারনে	৫	৫৬.৬%
	৯	১০০%

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক ম্যাব এর কর্মকর্তাদের মতে, এই সব এলাকা তারা বাছাই করেছেন,কেননা এখানকার অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য, শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর ও এলাকা ঘনবসতিপূর্ন । আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া এই সব জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।

মুসলিম এইড বাংলাদেশ প্রধানত দারিদ্র্য, অশিক্ষিত অথবা কম শিক্ষিত এবং মুসলিমদের মাঝে কাজ করে থাকে। নিম্নোক্ত কারনে ম্যাব এদেরকে বেছে নিয়েছে (১) এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য (২) আর্থিক সহায়তা দানের জন্য (৩) আর্থিক সহায়তা ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য (৪) স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য (৫) অক্ষর ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষা দানের জন্য।

তহবিলের উৎস সম্পর্কে তাদের অভিমত হল, তারা মুসলিম এইড ইউকে ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে তাদের পুরো অর্থ পেয়ে থাকে এবং এই সব টাকা দান, অনুদান, যাকাত, সাদাকা, সদকায়ে ফিতর, কোরবানী ও ইফতারীর জন্য এসে থাকে।

তবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যয়িত অর্থ কেবল মাত্র অনুদানের খাত থেকে ব্যয় করা হয়ে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ম্যাব এর কর্মসূচী সম্পর্কে এর কর্মকর্তাদের মতামত হল, তাদের যাবতীয় কার্যক্রমই এর

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তবে দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচীতে সহজ শর্তে বিনিয়োগ প্রদান এবং সাপ্তাহিক সভায় ইসলামী ও উন্নয়ন মূলক মোটিভেশন দান করা।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তাদের গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, তারা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে কাজ করছেন, যাকে মুনাফা ভিত্তিক ও বলা যায়, এ ছাড়া এটা ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও বটে। এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য কতটুকু বিমোচন হচ্ছে এই ব্যাপার তাদের মতামত হল পুরোপুরি দারিদ্র্য মোচন করা না গেলেও চরম দারিদ্র্য ব্যবস্থার হাত থেকে আপাতত রক্ষা করা যাচ্ছে।

অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে ম্যাব এর কর্মসূচী ব্যতিক্রমী সম্পর্কে তারা বলেন (১) মুনাফা ও সুদের (২) পর্দা ও বেপর্দার (৩) ধর্মীয় শিক্ষার মোটিভেশন ও স্যাকুলার শিক্ষার মোটিভেশন (৪) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ও সেক্যুলার পদ্ধতি (৫) সত্যিকার ভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য জিইয়ে রাখা।
অন্য সংস্থা ছেড়ে কেউ কি ম্যাবে এসেছেন? এই প্রশ্নের জবাবে কর্মকর্তাগন জানান অন্য সংস্থা ছেড়ে আমাদের এখানে এসেছে তবে এই সংখ্যা ২০-২৫ জনের বেশী নহে। তারা নিম্নোক্ত কারনে এখানে এসেছেন ঃ

(১) ধর্মীয় চিন্তা চেতনার বাস্তব অনুসরন এর জন্য
(২) সুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য
(৩) পর্দা প্রথা অনুসরন এর সুবিধার জন্য

ম্যাব ছেড়ে অন্য সংস্থায় চলে যাওয়া সম্পকিত প্রশ্নের জবাবে তাদের মতামত হল, এখনো কেউ আমাদের সংস্থা ছেড়ে যায়নি। একই সময়ে অন্য সংস্থার কোন সদস্য ম্যাবের সদস্য হতে পারা সম্পর্কিত বিষয়ে তারা বলেন, আমাদের ম্যানুয়াল মোতাবেক একই সময়ে কেউ অন্য সংস্থার সদস্য হতে পারে না, কারন . হিসাবে তাদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

১) আদর্শিক কারন
২) ঋণ চক্রে আবদ্ধ হওয়া।
৩) ঋণ আদায়ে অসুবিধার জন্য।

আদর্শিক কারন হিসাবে তারা বলেন, যেহেতু ম্যাব ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে, আর অন্যান্য সংস্থাগুলি করে সেক্যুলার আদর্শের ভিত্তিতে সুতরাং একই সময়ে এক ব্যক্তির দুই ধরনের নীতি বা আদর্শিক অনুসরন কাম্য হতে পারে না। ঋনচক্রে আবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে তারা বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই ব্যাক্তি একই সময়ে একাধিক সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে সঠিক খাতে বিনিয়োগ না করে ঠিকমত পরিশোধ করতে না পারায় এক সংস্থার টাকা দিয়ে অন্য সংস্থাকে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকে এবং এই ভাবে ঋনচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে দেখা গেছে কোন সংস্থাই তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। কারন তা হলে যদি সে অন্য দিকে চলে যায় এবং এই সংস্থাকে পরিত্যাগ করে। এভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের বদলে ঋনচক্রের মত দারিদ্র্যতার চক্রে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের ম্যানুয়েল মোতাবেক একই সময়ে কেউ অন্য সংস্থার সদস্য হতে পারে না। তৃতীয় কারন সেটি আসলে দ্বিতীয়টির সমার্থক তা হল, ঋন আদায়ে অসুবিধা। একজন ভুমিহীন দরিদ্র্য কৃষক যখন ঋন চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার কাছ থেকে ঋন আদায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেননা টানা পোড়নের সংসারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে একাধিক ঋন আদায় কঠিনতর একটা ব্যবস্থা এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই পদ্ধতিটি কি একক না সমন্বিত এবং এর ফলাফল সম্পর্কে তাদের মতামত হল এই রকম। আমাদের এই পদ্ধতি সমন্বিত কেননা একদিকে আমরা অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সম্পর্কে সহযোগিতা ও সচেতন করে থাকি, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাথে নৈতিক, ধামীয় ও উন্নয়নমূলক মেটিভেশন দিয়ে থাকি। আমাদের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির ফলাফল বা অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১) আর্থিক উন্নয়ন।
২) নৈতিক উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৩) সামাজিক উন্নয়ন।
৪) ধর্মীয় উন্নয়ন।
৫) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।
৬) পরিবেশের উন্নয়ন।

আর্থিক ঃ আর্থিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য হল, ম্যাব দারিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং ইতিমধ্যে আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে অনেকে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন, সুতরাং এই কথা বলা যায় যে, আমাদের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটেছে।

নৈতিক ঃ ম্যাব যেহেতু ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে এবং ইসলামী নৈতিকতা একজন মানুষকে মিথ্যা বলা, প্রতারনা করা, অন্যের অধিকার নষ্ট না করার শিক্ষা দিয়ে থাকে সেহেতু আমাদের উপকারভোগীদের মাঝে পরিপূর্ন ইসলামী নৈতিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে ও যে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কথা বলা যায়।

সামাজিক ঃ সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের মতামত হল, শিক্ষা দীক্ষা ও নৈতিকতার উৎকর্ষতা মানুষকে সভ্য ভব্য করে তোলে যাতে একটা সমাজ সবার জন্য সুন্দর সবলীল ও সত্যিকার মানুষের সমাজে পরিনত হতে পারে। এবং এই প্রক্রিয়ায় একটা সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

ধর্মীয় ঃ ধর্মীয় নীতি আদর্শের আনুসরনের মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব ও মানবতা বিকশিত হয় যার প্রভাব পড়ে সমাজে পরিবেশে। অন্যদিকে ধর্মীয় বিধি বিধানের অনেক কিছুই আত্ন-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেরা জানত না। ম্যাবের সহায়তায় তারা ক্রমান্বয়ে এই বিষয়ে শিখতে পেরেছে। সামগ্রিকভাবে এই পদ্ধতি একটি সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

ম্যাবের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির প্রতি সাধারন জনগনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মতামত নিম্নরূপঃ

শ্রেনী	সংখ্যা	শতকরা
স্বত ঃ স্ফূর্ত	৭	৭৭%
স্বাভাবিক	২	২৩.৩%
মোট	৯	১০০%

তথ্য সুত্র ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ ৯৭

উপরোক্ত সারনী মোতাবেক দেখা যায় যে, ম্যাব এর কর্মকর্তাদের ৭৭.৭% ভাগ বলেছেন, ইতিমধ্যে তারা লক্ষ্য করেছেন যে, তাদের প্রয়োগ কৃত ইসলামী পদ্ধতির প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত। এর কারন হল, গ্রামের ধর্মপ্রান গরীব মানুষের ধারনা হল, তারা সুদ মুক্ত ইসলামী পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে একদিকে তাদের আশু প্রয়োজনীয়তা পুরন করতে পারছেন অন্য দিকে গুনাহের হাত থেকে রক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। ২৩.৩% বলেছেন তাদের দৃষ্টিতে জনগনের প্রতিক্রিয়া এই বিষয়ে খুবই স্বাভাবিক।

ম্যাবের গৃহীত ইসলামী পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখছে এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা একদিকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আসবে অন্যদিকে ধর্মীয়, শিক্ষা, দীক্ষা, বিস্তারের মাধ্যমে নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে উঠবে। কাজেই অর্থনৈকিভাবে স্বাবলম্বী ও সৎ নাগরিকতার গুনসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে একটি উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। অনেকে মনে করেন আমাদের যতনা অর্থনৈতিক সংকট তার চেয়ে বেশী সংকট আমাদের নৈতিকতার। সুতরাং একারনে আমাদের আর্থ সামাজিক আবস্থা আশানুরূপ ভাবে উন্নত হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাবের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির সফলতা প্রসঙ্গে কর্মকর্তারা বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্যকে এক নাম্বার সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকারের সাথে বেসরকারী সংস্থা বিশেষত এনজিওরা সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও ১৯৯৩ সাল থেকে ইসলামী পদ্ধতিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ।অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আমরা কাজ করছি এমন একটি ময়দানে, যেখানে এটি একটি সম্পূর্ন নতুন পদ্ধতি বলা যায়, আমাদের ধারনা ধীরে ধীরে আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে এবং এই পদ্ধতি আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। নুতন পদ্ধতির প্রয়োগ হলে ও ইতিমধ্যে আমরা এর যথেষ্ট সফলতা ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করছি। আমরা এও আশা করছি, সময়ের ব্যবধানে আমরা একটি পূর্নাঙ্গ মডেল হিসাবে এটিকে দাঁড় করাতে পারব ইনশাআল্লাহ।

উৎস ঃ প্রশ্ন পত্র জরিপ '৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

৭.১ - ভূমিকা ঃ

দারিদ্র্য একটি সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশের জন্য তো বটেই বরং পৃথিবীর যে কোন সমাজ বা জনপদের জন্য ও এ সমস্যাটি মারাত্মক। আর তাই পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে আজ ও সর্বত্র চলছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং পৃথিবীর ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তে ও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। প্রতি নিয়তই মানুষ জীবনের হাজারো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালালেও এই একটি সমস্যা নিয়ে সব চেয়ে বেশী শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ এই দারিদ্র্য যেন বীরদর্পে সামনে এগিয়ে চলছে সকল চেষ্টা প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে। তবে কখনো কখনো যে দারিদ্র্য পরাজিত হয়নি তা নয়, যদিও বেশীর ভাগ সময় মানুষকেই পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

দারিদ্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের সঙ্গা প্রদান করেছেন। কামাল সিদ্দিকী মাঠ পর্যায়ে গবেষনা করতে গিয়ে গ্রামীন দারিদ্র্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, এই ভাবে তাঁর মতে কতিপয় উপাদানের অভাবই হল দারিদ্র্য। সেই গুলি নিম্নরূপ ঃ খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, শিক্ষার মত কিছু মৌলিক চাহিদা পূরনের সুযোগ, স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের মালিকানা অর্জন, আয় ব্যয়ের বিন্যাস এবং লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ।(১) ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও ইউনেস্কোর যৌথ প্রচেষ্টায় আয়োজিত সভায় বিশেষজ্ঞদের কমিটি ও দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেছেন, জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপাদান কে (Minimum Living Standrad).আর সে সব উপাদান হল, খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, স্বাক্ষরতা ও কর্মদক্ষতা, কাজের শর্তাবলী, কর্মসংস্থানের অবস্থা, সামগ্রিক ভোগ ও সঞ্চয়, পরিহন ব্যবস্থা, গৃহায়ন ও গৃহস্থালীর সুবিধাদি, বস্ত্র, আমোদ প্রমোদ, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি।(২) উপরোক্ত সঙ্গানুযায়ী দারিদ্র্য বলতে মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বস্তুগত বিষয়াদিকে দারিদ্র্যের সূচক হিসাবে গন্য করা হয়েছে। মানুষের জীবন ধারনের জন্য অত্যাবশকীয় উপাদানের অভাবকে দারিদ্র্যের মধ্যে গন্য করেছেন। এই চিন্তধারার ক্ষেত্রে মানুষের মানবীয় ও আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টি শ্রেষ্ট জীব হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি অতীব চরম ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। যা কিনা একপেশে অথবা চিন্তার দৈন্যতারই পরিচায়ক।

ইসলাম মানুষকে অন্যান্য প্রানীর মত কেবল মাত্র পেট সর্বস্ব প্রানী হিসাবে বিবেচনা করে না। বরং তাকে জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করে একদিকে চলার জন্য বুদ্ধি বিবেক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছে। অন্যদিকে দিয়েছে পথ চলার নির্দেশিকা বা গাইড লাইন। সুতারাং আর যাই হোক মানুষের অভাব অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা (বস্তুবাদী) ও চিকিৎসা এবং কর্ম সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারেনা। শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পশু ও প্রানীর চাহিদার উর্দ্ধে তার আরো অনেক চাহিদা থাকবে যা তাহাকে অবশ্যই পূরন করতে হবে এবং এই সব চাহিদা তাহাকে উচ্চ মর্যদায় সমাসীন করবে। তাই ইসলামের সঙ্গা ও দৃষ্টি ভঙ্গি উপরোল্লেখিত দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে কিছুটা আলাদা তো বটেই।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে দারিদ্র্যের সনাতন পদ্ধতির মত কোন সঙ্গার কথা বলা না হলে ও একে দুইটি ভাগে ভাগ করেছে। যার মাধ্যমে অবশ্য তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পাওয়া যায়। কোরআন দারিদ্র্যকে ফকির ও মিসকিন এই দুই শ্রেনীতে ভাগ করেছে। ফকির দ্বারা এমন দারিদ্র্যদের বুঝানো হয়েছে। যাদেরকে আমরা চরম দারিদ্র্য বলে আখ্যায়িত করে থাকি। অর্থ্যাৎ যাদের স্বাভাবিক চাহিদা পূরন করার মত সামর্থনই। যেমন এরা অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নুন্যতম ব্যবস্থা করার সামর্থ রাখেন। এরাই ফকির এবং এদের অবস্থান চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে। আর মিস্কীন বলে এমন শ্রেনীকে বুঝানো হয়েছে। যারা আগের শ্রেনীর মত চরম দারিদ্র্য না হলেও যাকাত গ্রহনের যোগ্য। বর্তমান সময়ে কোন পরিবার যদি তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর ৫০ হাজার টাকার কম পরিমান উদ্বৃত্ত থাকে অর্থ্যাৎ যাকাত দানের মত সামর্থ রাখেনা, তবে সে মিসকিনের অর্ন্তভুক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই জন ইসলামী বিশেষজ্ঞের প্রদত্ত দারিদ্র্যের সংজ্ঞাই বস্তুবাদী ধারনা ও কোরআনের শ্রেনী বিভাগের মাঝে সু স্পষ্ট সীমানা নির্ধারন করে দেবে। ইমাম শাতেবী রঃ ও ইমাম গাজ্জালী দারিদ্র্যের সীমারেখা টেনেছেন এই ভাবে, প্রথমে তারা মানুষের মৌলিক চাহিদাকে তিনটি শ্রেনীতে ভাগ করেছেন। তা হল , জরুরীয়াত বা অত্যাবশ্যকীয় হাদিয়াত বা যান বাহনের ব্যবস্থা ও তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্য। অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে আকীদা বা বিশ্বাসকে এক নাম্বারে স্থান দিয়েছে। এর পর পরই নফস বলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ও চিকিৎসাকে এবং আকল বলে শিক্ষাকে তিন নাম্বারে চার নাম্বারে মাল ও কর্ম সংস্থানকে, পাঁচ নাম্বারে যানবাহন, ছয় নাম্বারে পরিবার গঠন এবং সাত নাম্বারে স্বাধীনতাকে মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এই থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় ইসলাম মানুষকে জন্তু জানোয়ারের কাতারে বিবেচনা না করে তার জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদার কথা বলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবার গঠনকে ইসলাম মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত করার কারন হল, যৌন চাহিদা মেটানের জন্য ইসলাম মানুষকে সীমারেখার নির্দেশনার মাধ্যমে তাকে জন্তু জানোয়ার থেকে পৃথক করেছে। ইসলাম বিশ্বাস,-স্বাধীনতা ও যানবাহনকে মৌলিক চাহিদার অর্ন্তভূক্ত করে নিজস্ব স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে।

সুতরাং দারিদ্র্য বলতে আমরা সহজ সরল ভাষায় এভাবে বলতে পারি যে, মানুষ হিসাবে মানবীয় স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন রেখে মৌলিক প্রয়োজন, যেমন তার ধর্মীয় বিশ্বাস, সুশিক্ষাও নৈতিকতার গুনাবলী সম্পন্ন হিসাবে গড়ে উঠা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা, পরিবার গঠন, যান বাহনের ব্যবস্থা, পরমুখাপেক্ষী হীন অবস্থা স্বাধীনতার অভাবকে দারিদ্র্য বলে আখ্যায়িত করা যায়।

আজকের বাংলাদেশকে তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম দরিদ্র্য দেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কারন বাংলাদেশ দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বিশ্বে সপ্তম স্থানে অবস্থিত। আজকের মত এমন একটি প্রকট অবস্থা এক সময় ছিলনা। অন্য সময়ে না হলে ও সুলতানী আমলে এই এলাকা ধন ধান্যে ভরপুর ছিল। ইবনে বতুতা এদেশের প্রাচুর্য্য দেখে এটিকে প্রাচুয্যের দোজখ বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। মোঘল আমলে শেয দিকে এবং শায়েস্তা খানের শাসনামলে এই দেশের সাধারন মানুষ ধন সম্পদের প্রাচুয্যে সুখে শান্তিতে ছিল। এদেশের সম্পদ লুটে নিতে পর্তুগীজ ইংরেজ, মগ, ফরাসী ও মারাঠারা বার বার এদেশে এসেছে। আরবরা এদেশে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য আসত। ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করে এদেশের অসংখ্য, অগনিত সম্পদ লুঠে পুট্টে নিয়ে এদেশকে শূন্য হাঁড়িতে রুপান্তরিত করে গেছে। এর পর একের পর এক ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। কিন্তু বদল হয়নি মানুষের ভাগ্য হাঁস পালন দারিদ্র্য। বরং দূর্নীতি বাজ, নৈতিকতা বিবর্জিত শাসকদের কারনে বাংলাদেশ আখ্যা পেয়েছে তলাবিহিন ঝুঁড়ি হিসেবে এবং ক্রমাগত ভাবে দারিদ্র্য বেড়েছে।

আজ বাংলাদেশে দারিদ্র্য যেন দিনদিন প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলছে। ৬০ শতাংশের ও অধিক ভূমিহীন। প্রায় ৭০% শতাংশ মানুষ অশিক্ষিত। ৩২% শতাংশ শিক্ষিত ধরা হলেও এদর মধ্যে তারা ও অন্তর্ভূক্ত যাহারা কেবল মাত্র কোনরকমে নাম স্বাক্ষর করতে সক্ষম। মাথাপিছু আয় মাত্র ২৪০ ডলারের মত এবং মাথা পিছু ঋনের পরিমান ৬,৫০০ টাকার মত। স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা ও তেমন ভাল নয়। ৩২২৯ জনের জন্য হাসপাতালে ১টি বেড, ৪৮৬৬ জনের জন্য মাত্র একজন রেজিষ্টার ডাক্তার রয়েছে। উপরোক্ত চিত্রই প্রমান করে আমাদের দারিদ্র্যের অবস্থান কোথায় কর্মসংস্থানের অভাবে আমাদের যুব শক্তি তথা মানব সম্পদ দিন দিন বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। লাখ নয় বরং কোটির উপরে শিক্ষিত বেকার রয়েছে এ সমাজে, নদী ভাঙ্গনে ও গ্রামীন কর্ম সংস্থানের অভাবে দিন দিন শহরে বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। সাথে বাড়ছে নানা ধরনের ব্যাধি ও অপরাধ যা সমাজ দেহকে ধ্বংশের দিকে ঠিলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ এই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রচেষ্টা চলে আসছে। সরকারী প্রচেষ্টার চেয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টা চলছে আরো ব্যাপকতার ভাবে। পরিকল্পনা কমিশন প্রতি বৎসর দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ১৮০০ শত কোটি টাকা ব্যয় করার সুপারিশ করে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছে, তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। অথচ আমরা দেখি সরকারী এবং বেসরকারী ভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা এই খাতে খরচ করছে যা কিনা পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের চেয়ে অনেক অনেক গুন বেশী। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, দেশী

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ব্যক্তি পর্যায়ে সমষ্টিগত পর্যায়ে, এবং সরকারী পর্যায়ে সাধ্য মত এই খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। কেবল মাত্র এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে আইনানুগ পন্থায় ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৬ হাজার কোটি টাকা দারিদ্র্য বিমোচন খাতে এসেছে এবং তা ব্যয়িত হয়েছে, (প্রশাসনের চোখের আড়ালে যা আসে তার হিসাব নেই)। এই পরিমান ও কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদার চাইতে ও বেশী।

এখন একটি প্রশ্ন বার বার সমানে এসে দাঁড়ায় তা হল এত প্রচেষ্টার পর ও কি দারিদ্র্য সামান্য পরিমান কমেছে ? না কি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। উত্তর আসবে দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। তাহলে প্রশ্ন কেন তা বাড়ছে ? হাজারো ধরনের প্রচেষ্টা চলবে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে দারিদ্র্য বাড়বে এটার কি কারন থাকতে পারে। ব্যাপক ভিত্তিতে অনুসন্ধান করলে যা বেরিয়ে আসবে তা হল, আরো বহুগুন প্রচেষ্টা বাড়ানো হলে ও দরিদ্র্যতা বাড়বে। কারন পদ্ধতিগত বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে এতে। এই পদ্ধতি মুলত দারিদ্র্য বৃদ্ধির জন্য সিংহ ভাগ দাবী এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট হল, এটি সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুবাদী চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিচ্ছবি, নৈতিকতা বিবর্জিত, পাশবিকতার পৃষ্ঠপোষকতা দানকরী। আরো একটি বিষয় হল এটি একটি ধার করা পদ্ধতি, যার সাথে এদেশের মাটি ও মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানে প্রচলিত এই ব্যাবস্থা পৃথিবীতে কোন কালে কোথায় ও দারিদ্র্য বিমুক্তির নজির স্থাপন করতে পারেনি এবং পারা সম্ভব ও নহে। এই অবস্থা কোন দেশকে সম্পদশালী করলে ও সে দেশকে দরিদ্র্য মুক্ত করতে পারেনি। পারেনি মানবিকতার বিকাশে নুন্যতম ভুমিকা রাখতে । পারেনি দেশের সর্বোচ্চ শাসককে পর নারীর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিকে অবদমিত করতে। বস্তুবাদী এহেন উন্নতি কেবল মাত্র অন্তঃসার শুন্যই নহে বরং এটি সত্যিকার মানবতার কার্ম ও হতে পারেনা। এই কারনে এদেরই আরেকটি পক্ষকে নির্ভরশীলতার তত্বের কথা বলে এদের চরম সমালোচনা মুখর হতে দেখা যায়। নৈতিকতা না থাকাই এদের ব্যর্থতার আসল কারন। সকল বস্তুবাদী ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হল নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক দূরের খাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেঝায় ফাঁক এই দর্শনের উপর। এই কারনে নগদ পাবার জন্য নিজের ষোল আনা পাবার জন্য সবাই তৎপর হতে অন্যের সমস্যা দেখার প্রয়োজনীয়তা বার বার উপেক্ষিত হচ্ছে।

বস্তুবাদী ও মানব মস্তিস্ক প্রসুত এই মডেলের চেয়ে ভিন্ন ধর্মী একটি মডেল ইসলাম উপস্থাপন করেছে। কেননা এই মডেলের রূপকার তিনি, যিনি মানুষের স্রষ্টা, জীবন মৃত্যুর মালিক, রেযেকদাতা ও বটেন। ইসলামের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মডেল থাকলে ও বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ব্যরস্থার. এই ধরনের সুনির্দিষ্ট মডেলের প্রয়োগ খুবই কম। মহান আল্লাহ এবং তার রাসুল সাঃ কতগুলি পদ্ধতি বা ব্যবস্থায় কথা বলেছেন, সেগুলির সবকয়টিই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নির্ধারিত। ইসলাম কেবল একটি বিধানের কথা বলে ক্ষান্ত হয়নি, বরং বিকল্প অনেক গুলি বিধানের কথা বলেছে। এর মধ্যে ফরজ হিসাবে ২টি, ওয়াজিব হিসাবে ৪টি, নফল হিসাবে ৪টি এবং কতগুলি বাই মেকানিজমের কথা বলা হয়েছে। যাতে করে সমাজ থেকে দারিদ্র্যদর হয়ে যায়। ফরজ ও ওয়াজিব পদ্ধতি বাধ্যতামূলক এবং দাতার যে কোন ধরনের শর্ত বিমুক্ত। নফলগুলি ও অনুরূপ তবে দাতাকে বাধ্য না করলে ও বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে ও তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আর বাই মেকানিজমের অধিকাংনই শর্ত যুক্ত। এখানে দাতাকে ফেরৎদানের একটি শর্ত থাকলেও গ্রহিতা পুঁজি বিহীন হওয়া সত্বেও দাতা কতৃক প্রদত্ত পুঁজি থেকে মুনাফা করে অন্যের নিকট হস্ত প্রসারের বদলে আত্ব-মর্যাদার ভিত্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য ইসলাম শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত ফরজ, ওয়াজিব, নফল ও বাই ম্যাকানিজম সহ এত ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হল, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যাকাত দেবে, কেউ ওশর, সাদাকা, সহ অন্যান্য ভাবে দান করবে যারা এই সবের কোনটির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অংশ নিতে পারবেনা, তারা কিছু মুনাফা সহ হলে ও অন্য ভাইয়ের দুঃখ লাঘবে, যেন এগিয়ে আসতে পারে। মূল কথা কোননা কোন ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের এই তৎপরতায় যেন সহযোগী হতে পারে। এটাই মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশী, বিদেশী, ছোট, বড় সব মিলিয়ে প্রায় বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এই ধরনের অসংখ্য সংস্থার মধ্য থেকে একটি। তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হল, এদেশে মানব সেবা ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রায় ৯০% সংস্থাই সেক্যুলার পদ্ধতিতে কাজ করছে। ইসলামী পদ্ধতির অনুসরনকারী সংস্থার সংখ্যা একেবারেই নগন্য। তাও এদের আগমন ঘটেছে অতি বিলম্বে। এনজিও তৎপরতা এদেশে স্বাধীনতার পরই এান ও পূর্নবাসনের মাধ্যমে শুরু হলে ও ৮০ দশকে এস

Dhaka University Institutional Repository

তারা শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। ইসলামী এনজিওদের ও সুত্রপাত ঘটে ৭০ এর দশকে এবং ৯০ দশকের মাঝা মাঝি পর্যায়ে এসে এদের সংখ্যা ও তৎপরতা বাড়তে থাকে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও ৯০ দশকের প্রথম দিকে দেশে কাজ শুরু করে।

রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ভিক্ষাদানের বদলে লোকটিকে তারই নিজস্ব সম্পদ থেকে আত্ম-নির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহন করে মুসলিম এইড বাংলাদেশ দান অনুদান, সাদাকা, রিলিপ ও পূর্নবাসনের পাশাপাশি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্ব-নির্ভরশীল রূপে গড়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দুইটি শিক্ষা দীক্ষা ও অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত জেলাকে বেছে নিয়ে কাজ করছে। কর্ম এলাকার সম পেশা ভিত্তিক দরিদ্র্য লোকদের নিয়ে গ্রুপ তৈরি করে তাদেরকে ইসলামী ও উন্নয়ন মূলক মোটিভেশন দানের মাধ্যমে প্রথমে মানষিক জড়তা দূর করার চেষ্টা করা হয়। এর পর তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে কর্মঠ লোকদের মাঝে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রদান শুরু করে।

এই বিনিয়োগ অবশ্য স্বল্প মুনাফার ভিত্তিতে বাই মুয়াজ্জিল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। বিনিয়োগের মুল লক্ষ্য হল এর মাধ্যমে যেন উপকারভোগী আয় করে সংসার চালাতে পারেন। সে জন্য তারা যে পেশায় দক্ষ অথবা যেটাকে বেশী পছন্দ করেন এমন পেশাভিত্তিক বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। এই সংস্থার বিনিয়োগ দানের খাত হল, রিকশা, ভ্যান, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি।

বহুমুখী সমস্যা সংকুল আমাদের এইদেশে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরন সম্ভব নহে। এর পর ও চেষ্টা তো অব্যাহত রাখতে হবে। মুসলিম এইড ও এমনি ভাবে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই কর্ম সূচীর মাধ্যমে তাদের কর্ম এলাকার উপকার ভোগীদের মধ্যে কিছুটা উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যাদের পূর্বে ঘর ছিলনা তারা অনেকে ঘর করেছেন। এক খন্ড জমি ও ছিলনা, তারা কিছু জমি ক্রয় করেছেন। ব্যাবসায়ে পুঁজি ছিলনা পুজি হয়েছে। গরু, ছাগল, রিকশা ও রিকশা ভ্যান হয়েছে। অনেকেরই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ছিলনা তা হয়েছে। টিউব ওয়েল এসেছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারছে। সব মিলিয়ে একথায় বলা যায়, মুসলিম এইডের কাজের ফলাফল মোটামুটি ভাল। প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখাগেছে, জরিপকৃত মোট জনশক্তির মাসিক আয় ম্যাবে যোগদান করার পরে ছিল ২লক্ষাধিক টাকা এবং পরে তাদের মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লক্ষাধিক টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থ্যাৎ তাদের আয় পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন বেড়েছে। একই পদ্ধতীতে সম্পদের হিসাব নিয়ে গেছে কোন কোন ক্ষেত্রে ৮/৯ শত গুন পর্যন্ত তাদের সম্পদ বেড়েছে।

মুসলিম এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকায় নিম্ন লিখিত সমস্যাবলী পরিলক্ষিত হয়।

- ম্যাব এর সার্বিক কর্মকান্ডে তাদের অর্থনৈতিক সংকট প্রকট ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে চালু প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এটি যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি নূতন সমিতি গঠন সদস্য বৃদ্ধি ও নূতন এলাকায় কাজের বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটই প্রধান। প্রকৃত পক্ষে ময়দানে যেই পরিমান অর্থের দরকার সেই পরিমান অর্থ তাদের নেই।
- কর্ম এলাকায় সাধারন জনগনের মধ্য থেকে আরো অনেকে এর সদস্য হতে চায়। এর জন্য গ্রুপ বৃদ্ধি করা ও প্রয়োজন। বার বার অনুরোধ ও চাপ আসলে ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন অর্থনৈতিক চাপ আসবে এই ভয়ে সদস্য ও গ্রুপ বাড়ান না।
- ম্যাবের একটি মাত্র মহিলা সমিতি রয়েছে। মহিলাদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও সাড়া এবং চাপ থাকার পর ও কেবল মাত্র উপরোক্ত প্রথম দুইটির মত ঠিক একই কারনে মহিলা সমিতি বাড়ানো হচ্ছে না।
- সমিতিগুলো গঠিত হবার পর যে পরিমান মোটিভেশন দেয়া হত এবং বর্তমানে যে পরিমান মোটিভেশন প্রয়োজন সে তুলনায় বর্তমানে তা খুবই অপ্রতুল মনে হয়েছে। উল্লেখিত অবস্থাটি ইসলামী ও সাধারন

Dhaka University Institutional Repository

মোটিভেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সদস্যদের অনেকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা ও মটিভেশন কম হচ্ছে বলে মনতব্য করেছেন।

- মুসলিম এইডের বর্তমান চালু কর্মসূচী সমুহ ইতিবাচক ফল দিলে ও, যদি উপকার ভোগীদের জন্য আরো বেশী লাভজনক কোন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহন করা যেত, তবে আরো অধিক সুফল পাওয়া যেত। উদাহরন স্বরূপ কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে আফতাব পোলট্রি ফার্মের কথা উল্লেখ করা যায়। আফতাব পোলট্রির বক্স থেকে মুরগীর বাচ্চা, খাদ্য ও ঔষধ বাকীতে ঋণের ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয় । উপকারভোগীরা কেবল মাত্র পরিচর্যা করে থাকেন। বাচ্চা বড় হলে তা আফতাব ক্রয় করে তাদের ঋনের টাকা রেখে বাকী টাকা তাদের ফেরৎদিয়ে থাকে। এতে গ্রহিতা আফতারগন মাসে ৫থেকে ৭হাজার টাকা ঘরে বসে উপার্জন করে থাকেতার বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে তা বিক্রয় করে থাকে ম্যাব এই জাতীয় কোন কর্মসূচী গ্রহান করতে পারলে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক
- উপকার ভোগী ও মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির জন্য প্রশিক্ষনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- উপকার ভোগীদের চাহিদা মোতাবেক বিনিয়োগ দিতে না পারা। ম্যাবের নীতিমালা মোতাবেক একই সময়ে একত্রে ৭ হাজার টাকার বেশী দেয়া হয়না। অথচ সদস্যদের চাহিদা হল ১০-১৫ হাজার টাকা অথবা তদুর্ধে তাদের চাহিদামত বিনিয়োগের যোগান দিতে পারলে তারা আরো বেশী পরিমান আয় করে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারত।
- সর্বোপরি এর কর্মকর্তাদের বিশেষ ভাবে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পটির ব্যাপারে মনোযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তারা আরো বেশী মনোযোগ দিতে পারলে আরো অধিক ফলাফল লাভ করা যেত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে আজ আমাদের বৈদেশিক ঋন, বৈদেশিক সাহায্য ও দারিদ্রের হার সমান তালে ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলছে। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রচলিত সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ও এর পদ্ধতি গত ত্রুটি আর এই জন্য প্রধানত দুইটি কারন দায়ী হতে পারে একটি হল, এই পদ্ধতি গুলি আমদানী করা, যা এই সমাজ,সাংস্কৃতি ও সমাজের মানুষের সাথে মোটেও খাপ খায় না। এদেশের সাধারন মানুষ বিশ্বাসের দিক থেকে সুদকে চরম ভাবে ঘৃনা করে এবং ইসলামী পদ্ধতির প্রতি রয়েছে তাদের এক বিরাট দুর্বলতা। সুতারাং ইসলামী পদ্ধতিই হল এখানকার জন্য সবচেয়ে বেশী উপযোগী। আর অন্যটি হল প্রচলিত পদ্ধতির সাথে নৈতিকতার কোনরুপ সম্পর্ক নেই। বরং নৈতিকতাকে সেখানে নিরুৎসাহিত করা হয়। যে কারনে শুধু মাত্র বাংলাদেশেই নয় পৃথিবী ব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা যথার্থ ভাবে সফল হচ্ছে না। অতএব ইসলাম নির্দেশিত বিধানটি এদেশের জন্য কার্যকরী ও ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারে। প্রচলিত পুজিবাদী ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র ভিত্তিক প্রচেষ্টা ও ইতিমধ্যে পরিক্ষিত। সুতারাং বাকী থাকল ইসলামী মডেল, যেটিকে পরিক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা উচিত। অবশ্য মহানবী সাঃ ও খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে এই মডেলটি দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাত্মক ভাবে সক্ষম হয়েছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ দেয়। কাজেই এই দেশের শতকরা ৮৭ জন মানুষের বিশ্বাসের সাথে জড়িত এই পদ্ধতিটিই কেবল মাত্র বর্তমান পেক্ষাপটে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রযাজ্য হতে পারে।

৭.৩ - কতিপয় প্রাসঙ্গিক সুপারিশ ঃ

গবেষনার এই অংশটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন কেননা অভিজ্ঞতা লব্দ সমস্যা সমুহের সমাধানের জন্য দেয়া পরামর্শ গুলো ভবিষ্যাৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে কতিপয় প্রাসঙ্গিক সুপারিশ পেশ করা হল।

প্রথমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির ব্যর্থতার কারন চিহ্নিত করতে হবে। কেননা সত্যিকার ভাবে কারন চিহ্নিত করা গেলে সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে।

জাতীয় ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য একমাত্র ইসলামী মডেলকে নির্বাচন করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কেননা ইতিমধ্যে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে; দারিদ্র্য বিমোচনে এই মডেলের বিকল্প

Dhaka University Institutional Repository

নেই। কেননা ইসলামী মডেলের সত্যিকার উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন দাতাদের আর্থিক সুবিধা নহে। সুদ ভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচলিত দাতাদের স্বার্থ অনেকাংশে সংরক্ষিত থাকে এবং গ্রহিতার স্বার্থ সর্বাংশে উপেক্ষিত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামী মডেলের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে জাতীয় ভিত্তিতে কোন একটি অথবা একাধিক সংস্থার প্রচেষ্টায় এই ধরনের একটি বড় রকমের জাতীয় সমস্যার সমাধান করা আদৌ সম্ভব নহে।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমানের এই শিক্ষা পদ্ধতি বৃটিশদের তৈরি যা একাধারে বেকার ও কেরানী তৈরির কাজ করছে। সুতরাং এটিকে কর্মমুখী করতে হবে যেন শিক্ষা গ্রহন করে বেকার থাকতে না হয়।

সর্বস্তরের নৈতিক শিক্ষার প্রসার ও প্রচলন ঘটাতে হবে। আজকে আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল নৈতিকতার অভাব। এই জন্য শিক্ষা ব্যাবস্থা ও প্রচার মাধ্যমকে সর্বাগ্রে কাজে লাগাতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা ও এনজিও এবং ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ও ইসলামী মডেলের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে রেডিও টেলিভিশন, পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য গুলিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রচার মাধ্যমে জাতীয় জনমত গঠন ও মোটিভেশনের জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

মসজিদ ভিত্তিক প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও যাবতীয় উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে মসজিদকে গ্রহন করতে হবে। মসজিদ ভিত্তিক প্রচেষ্টার একটা ব্যাপক ভিত্তিক সুফল রয়েছে। এই ধরনের কাজে আলাদা অবকাঠামো নির্মানের প্রয়োজন নেই। আবার জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা ও সহজ।

জাতীয় ভাবে সুদ প্রথার বিলোপ করে ইসলামী অর্থ ব্যাবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামী আদর্শ তো বটেই সমাজতন্ত্রের অনুসারীগন ও সুদকে শোষনের হাতিয়ার বলে নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং শোষনের হাতিয়ার দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের আশা সম্পূর্ন বাতুলতা।

দেশ, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, আদর্শ ও জাতীয় মূল্যবোধের পরিপন্থি কোন তৎপরতা চলতে না দেয়া। এমনকি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি সাহায্য ও গ্রহন না করা।

বেকারত্বের অবসান কল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহন। টেকনিক্যাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যাপক বিস্তার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।

কোরআন হাদিসের শিক্ষাকে আধুনিক বাংলাদেশের পেক্ষাপটে কাজে লাগাতে পারলে এবং ব্যাপক ভিত্তিক করা গেলে দারিদ্র্য এমনিতে অনেক গুন কমে যাবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তব পকিল্পনা গ্রহন করতে হবে।

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগকে আরো বেশী উৎসাহিত করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনেব জন্য মুসলিম এইডকে আরো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থাবলী ঃ

১। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের রাজনীতি অর্থনীতি - কামাল সিদ্দিকী।

২। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধান - কামাল সিদ্দিকী।

৩। **World at a glance (Ed M.A. Aziz) World Almanac . Time Atlas of the world.**

৪। **Poverty issues in Rural Bangladesh. P.K. Motiur Rahman.**

৫। ইসলামের যাকাত বিধান - আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী

৬। ইসলামের অর্থনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

৭। ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যবস্থা - অধ্যাপক শরীফ হোসাইন

৮। **Statistical year book. 1996**

৯। গ্রামীন দারিদ্র মোচনে এজিও ভূমিকা - মুহাম্মদ সামাদ

১০। **Bangladesh: A case of below poverty level equilibrium Trau. Mohiuddin Alamgir.**

১১। আল কোরআন

১২। আল হাদিস

Dhaka University Institutional Repository

থিসিস ও রিপোর্ট

১৩। দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারী সংস্থা সমুহের ভূমিকা - ব্রাক এর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি মূল্যায়ন এ, এইচ, এম, আব্দুল করিম।
১৪। বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ১৯৯৬-১৯৯৭ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
১৫। বার্ষিক রিপোর্ট ঃ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ১৯৯৭-৯৮
১৬। Annual Report :1995-96- Muslim Aid Bangladesh.
১৭। ILO Poverty and living Standards: the role of the ILO, (Report of the Director General to the International labour Conference 54th session. International Labour office. Geneva) 1970
১৮। Nazmul Ahsan Kalimullah: " NGO Government Relation in Bangladesh from 1971-1990" in Develoment Reviw, Vol. 3number 2 July 1991. Vol 4 Number 1.January 1992.
১৯। BRAC, BRAC Report 1990 (Dhaka BRAC publications)
২০। BRAC Annual Report 1993. Dhaka Publications 1993.
২১। United nations. Report on International Definition and nesasurement of standards and levels of living, New yourk, 1954 para 199.
২২। Government of the peoples Republic of Bangladesh, Five year plan, planning Commission.
২৩। External Resources Division, A Hand Book on Non-Govermented volntary organisalions. Ministry of Finance, Government of the peoples of Bangladesh. Dhaka 1986.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধাবলী ঃ

২৪। **Role of Government and N G O in poverty alleviation in Bangladesh. on out line-A B M siddique. Division chief planning Commission.**

২৫। **Poverty alleviation in Bangladesh GOs and N G O s- A B M Siddique. Division chief planning Commission.**

২৬। দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের ভূমিকা ও বর্তমান কার্যক্রম - মোঃ মমিনুল হক ভূঁইয়া, পরিচালক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

২৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা -

২৮। **Dynamics of Rural poverty in Bangladesh.**
Edited by Hossain Zillur Rahman
Mahbul Hossain
Binayak sen.(BIDS)

২৯। **Poverty alleviation employment and Human Resources Development Fifth Five year plan.**

৩০। এনজিও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা - মোঃ মমিনুল হক ভূঁইয়া, পরিচালক এনজিও ব্যুরো।

৩১। **Global policy Framework for poverty eradication- A. B. M. Siddique.**

৩২। যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় - শাহ আঃ হান্নান

৩৩। সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা মাহে রমজানের ভূমিকা ঃ- অধ্যক্ষ কামালুদ্দিন জাফরী

৩৪। মহানবীর (সঃ) অর্থ প্রশাসন - মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

৩৫। দারিদ্র্য দূরীকরন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা - এম, এ, কামাল, পরিচালক বি, পি,এ,টি,সি,

৩৬। **Development planning in Bangladesh. ABM. Siddique Division chief planning**
Commission.

৩৭। **An endiginious approach to poverty alleviation for sus trainable Development. Case Study on Hilful Fazul. SM. Ali Akkas. Abu Naqui Rizwanul Haque.S.M. Zobayer Enamul Karim.**

৩৮। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

৩৯। **Substitutability of zakat in the National Budget of Bangladesh. Dr. Mahmood Ahmed.**

৪০। আল কোরআন ও দারিদ্র্য বিমোচন - মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন।

৪১। শিরকত ঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

৪২। মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিয়ামের ভূমিকা - ডঃ মাহমুদ আহমেদ ও মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

৪৩। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওর ভূমিকাঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ ।

৪৪। ঋনের সার্বিক পর্বেক্ষন ও তত্বাবধানঃ গ্রামীন ব্যাংকের আলোকে একটি পর্যালোচনা এ, কে, এম, জহিরুল হক।

৪৫। দারিদ্র্য নিরসনে বিশ্ব ব্যাংক গ্রামীন ব্যাংকের কর্মসূচী গ্রহন করতে পারে। ব্যাংক বীমা

৪৬। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা আই আর ডি বি রিপোর্ট

৪৭। দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য দূরীকরন কর্মসূচিঃ কৌটিল্য কথা অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক।

৪৮। **IN Focus: The News letter of Muslim Aid.**

৪৯। **Poverty alleviation Islamic Prerspectives .S.M. Rasheduzzaman**

৫০। দারিদ্র্য বিমোচনে জনপ্রশাসনের ভূমিকা ঃ মোহাম্মদ শহীদুল আলম,

৫১। **Poverty eradication an Islamic Perspective A.H. M. Sadeque.**

Dhaka University Institutional Repository

৫২। Good Governance in Bangladesh Mohammdd Sahidul Alam. Nasser Ahmed.
৫৩। বাংলাদেশ ভূমি সংস্কারের প্রেক্ষিত এম মোকাম্মেল হক।
৫৪। দারিদ্র্য বিমোচনে আবাসন ঃ মোহাম্মদ আঃ রশীদ।
৫৫। Training for Poverty alliviation in Bangladesh. Dr. Shaks Maqsood Ali.
৫৬। Rural Development and local Government in Bangladesh, Problem Prospects and Dilemmas: Badiur Rahman.
৫৭। যাকাত তহবিল নিয়ে নূতন ভাবনা মোঃ মিজানুর রহমান
৫৮। ইসলামী অর্থনীতির অবহেলিত দিক মানব সম্পদ ও পূর্নাঙ্গ মানুষ উন্নয়ন প্রশ্ন
৫৯। বাংলাদেশের বেকারত্ব পরিস্তিতি এবং জাতীয় কর্ম সংস্থান পরিকল্পনাঃ ডঃ কাজী খলীলুজ্জামান আহমেদ.
৬০। সরকারী খাতে অর্থের যোগান ইসলামী প্রেক্ষাপট, মানযার কাহফ
৬১। প্রচলিত শ্রমনীতি ও ইসলামী শ্রমনীতি একটি তুলনামূলক বিশ্লেষন - ডঃ মোহাম্মদ সোলায়মান আ,স,ম নূরুল করীম
৬২। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তিঃ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
৬৩। ইসলামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক শান্তি ডঃ মোহাঃ আঃ মান্নান।
৬৪। Estimation of zakat in Bangladesh . M.Zohurul Islam.S.M. Ali Akkas.
৬৫। The Soceio economic Analysis of AL Zakah. its significance in Quali fying the community life of Islam .Mohammad Zohurul Islam.
৬৬। Abstract of article in Bangla on Law and importance of Ushq S.A.Hans
৬৭। Problems &Difficulties of Zakat Administration A. F. M. YAHYA.
৬৮। ইসলাম ও দারিদ্র্য বিমোচন ষ্ট্রাটেজী এম তাজুল ইসলাম
৬৯। দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ফাহমিদ আক্তার।
৭০। Experiments of Rural Development in Bangladesh: Masnd Hasanuzzaman.

৭১। enate Schubert, Poverty in Developing Countries its definition, Extent and Im plications, Economics Vol. 49/50 1994.
৭২। Robert and Famighlli, The world Almanac And Book of Facts 1895.Edt by (New jersey 1994.
৭৩। ফাহমিদা আক্তার, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ৪১ আগষ্ট ১৯৯১
৭৪। Nazmul Ahsan Kalimullah, NGO. Government Relation on Bangladesh from 1971-90 in Development Review . VOL. 3Number 2July 1991 vol. 4Number 1January 1992 P-P 162-63.

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকা সমূহ ঃ

৭৫। মুসলিম দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ঃ ইবনে ইউসুফ দৈনিক সংগ্রাম ১৪/৩/৯৫
৭৬। ফিতরা একটি পর্যালোচনা ঃ মোঃ হামিউল হক ফারুকী, সোনার বাংলা ১৭/২/৯৫
৭৭। বিশ্ব দারিদ্র্য এবং বাংলাদেশ - শাহীন রহমান-৯/১০/৯৭
৭৮। প্রাগুক্ত ২৩/১০/৯৭
৭৯। বাংলাদেশে শিল্পে মন্থরতা - আবুল কাশেম দৈনিক ইত্তেফাক ১৪/১/৯৬
৮০। উপসম্পাদকীয় ঃ দৈনিক ইনকিলাব ৮/৩/৯৫
৮১। ১৯৯৬ বিশ্ব দারিদ্র বিমোচন বছর - এসএম মোর্শেদ, দৈনিক সংগ্রাম ১২/৪/৯৬
৮২। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে এক নম্বর সমস্যা হল রাজনীতি - অধ্যাঃ আবু আহমেদ ১৩/১০/৯৫
৮৩। দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে - ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, দৈনিক সংগ্রাম ১৩/১০/৯৫
৮৪। দারিদ্র্যের জন্য দেয়া সাবসিডি তাদের কাছে কখনো পৌছায়না - ডঃ বাকী খলিলী, দৈনিক সংগ্রাম ১৩/১০৯৫
৮৫। বিশ্ব দারিদ্র্য এবং বাংলাদেশ - শাহীন রহমান, দৈনিক সংগ্রাম ৩০/১০/৯৮
৮৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন কুরআনিক দৃষ্টিকোন - নূর মোহাম্মদ আখন দৈনিক সংগ্রাম ৩০/১০/৯৮
৮৭। দারিদ্র্য বিমোচনের দশশালা পরিকল্পনা, ধারনা, কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন কৌশল - ডঃ মকসুদ আলী ৬/১০/৯৫
৮৮। আমাদের দেশ দারিদ্র্য নয়, দেশটাকে দারিদ্র্য বানানো হয়েছে - আব্বাস আলী খান দৈনিক সংগ্রাম ৩০/১০/৯৮
৮৯। যে শিক্ষা দায়িত্ববোধ, মূল্যবোধ ও অগ্রগমনের জন্য তিতিক্ষা সৃষ্টি করেনা সে শিক্ষায় দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় - অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ দৈনিক সংগ্রাম ৩০/১০/৯৮
৯০। অজ্ঞতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরন আমাদের দারিদ্র্যের মূল কারন - মিজানুর রহমান চৌধূরী দৈনিক সংগ্রাম ৩০/১০/৯৮
৯১। দারিদ্র্য বিমোচনে শত কোটিপতিরা কি ভূমিকা রাখছেন - আব্দুল মকিম - দৈনিক সংগ্রাম ১৩/১০/৯৫
৯২। আফ্রিকার দরিদ্র্যদেশ মালাবি - বজলুর রহমান, দৈনিক সংগ্রাম ৭/৭/৯৬
৯৩। প্রসঙ্গ দারিদ্র্য বিমোচন - মীর মোশতাক ৯/৭/৯৬
৯৪। উৎপাদন বৃদ্ধিতে এনজিওদের বন্টিত কোটি কোটি টাকার ইতিবাচক ফল নেই দৈনিক ইত্তেফাক ৪/৮/৯৬
৯৫। ইউরোপে ৬০ শতাংশ জর্মজীবি মহিলা সংসারের প্রধান আয়ের উৎস - দৈনিক ইত্তেফাক ৪/২/৯৬
৯৬। একশ্রেনীর এনজিওর শ্রেনী সংঘাত সৃষ্টির পরিকল্পনা - দৈনিক সংগ্রাম ১৫/৫/৯৪
৯৭। উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ডেনমার্ক ও বাংলাদেশ - বজলুর রহমান, দৈনিক সংগ্রাম ২২/৪/৯৬
৯৮। উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ফিলিপাইনী দৃষ্টান্ত - বৈরাম খাঁ, দৈনিক সংগ্রাম ১২/৩/৯৬
৯৯। কোপেন হেগেন শীর্ষ সম্মেলন ও দারিদ্র্য দেশের প্রত্যাশা - দৈনিক সংগ্রাম ২০/৩/৯৫
১০০। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচনবর্ষ ১৯৯৬ দৈনিক সংগ্রাম ৪/২/৯৬
১০১। দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবির ভূমিকা - মোঃ নূরুল আমিন, দৈনিক সংগ্রাম ১৮/৩/৯৬
১০২। দেশের সর্বিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব অধ্যাঃ আমানত উল্যা দৈনিক ইত্তেফাক ২৪/১২/৯৫
১০৩। এনজিও কি রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে - দৈনিক সংগ্রাম ১৪/৭/৯৭
১০৪। সাহায্যের জন্য কনসেটিয়াম নয় চাই বিনিয়োগ ফোরাম - ইবনে ইউসুফ দৈনিক সংগ্রাম ৫/৫/৯৭
১০৫। দক্ষিন এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে শোচনীয় ভাবে - দৈনিক সংগ্রাম ৪/৫/৯৭
১০৬। বিশ্ব দারিদ্র্য এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য শাহীন রহমান দৈনিক সংগ্রাম ১৩/১০/৯৭
১০৭। সম্পাদকীয় - দৈনিক জনকণ্ঠ ২শে ফেব্রুয়ারী ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম এইড বাংলাদেশ (ম্যাব)
ইনকাম জেনারেটিং প্রোগ্রাম ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন
(দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী)

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পাস বুক

সদস্য/সদস্যার নাম ঃ
পিতা/স্বামীর নাম ঃ
সমিতির নাম ঃ
সমিতির নাম্বার ঃ
গ্রাম ঃ
ইউনিয়ন ঃ
ডাকঘর ঃ
থানা ঃ
জেলা ঃ
পাস বুক নাম্বার ঃ

পাশ বুক ইস্যুর তারিখ ঃ

ইস্যুকারীর স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
পদ ঃ
সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ঃ _____
সাপ্তাহিক সভার দিন ঃ _____

স্কীমের নাম ঃ মোট কিস্তি ঃ

বিতরণের তাং ঃ কিস্তির দিন ঃ

বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ প্রতি কিস্তি ঃ

জের	১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪
৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০				সর্বমোট

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ঃ ----------
সাপ্তাহিক সভার দিন ঃ ----------

জের	১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪
৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০				সর্বমোট

লক্ষনীয়

- ❖ পাস বুক সযত্নে রাখুন।
- ❖ সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সঞ্চয় ও কিস্তির টাকা জমা দিন।
- ❖ সভায় আসার সময় পাস বুক সাথে আনবেন।
- ❖ কোন অবস্থাতেই পাস বুক অন্যের কাছে হস্তান্তর করবেন না।
- ❖ টাকা জমা দেয়ার পর পাস বুকে ফিল্ড/ প্রোগ্রাম এ্যাসিসটেন্টের স্বাক্ষর নিশ্চিত করুন।
- ❖ পাস বুক হারিয়ে গেলে অথবা হিসাবের কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে প্রোগ্রাম অফিসার /স্থানীয় অফিস/ প্রয়োজনবোধে সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন।

আসুন মেনে চলি

- ➢ আল্লাহর প্রতি পূর্ন বিশ্বাস রাখবো।
- ➢ দেশকে ভাল বাসবো এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ গড়বো।
- ➢ সারা বছর ধরে শাক-সবজির আবাদ করবো। নিজেরা খাবো। বিক্রি করে আয় বাড়াবো।
- ➢ বেশী করে বৃক্ষ রোপন করবো, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখবো।
- ➢ ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবো।
- ➢ বাড়ী-ঘর, উঠান, জলাশয় সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো।
- ➢ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করবো।
- ➢ চাপ কলের পানি খাবো। চাপকল না থাকিলে পানি ফুটিয়ে পান করবো।
- ➢ নিজে অন্যায় করবো না অন্যকে অন্যায় করতে দেব না।
- ➢ একে অন্যের বিপদে সাহায্য করবো। সমিতির কেউ কোন বিপদে পড়লে তাকে সবাই মিলে বিপদ থেকে উদ্ধার করবো।

Dhaka University Institutional Repository

এম, ফিল গবেষণা

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায়
মুসলিম এইড বাংলাদেশ-এর ভুমিকা ঃ ইসলামী পদ্ধতির একটি সমীক্ষা

মুসলিম এইডের উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

১০১. নাম ---------- বয়স ------ শিক্ষাগত যোগ্যতা ----------, পেশা -----

পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ মোট ------- পুরুষ -------মহিলা ------- উপার্জনশীল সদস্যাঃ মোট----পুরুষ----

মহিলা ---------মাসিক আয়----------মাসিক ব্যয়----------

আয়ের উৎস	ব্যয়ের খাত
ক)	ক)
খ)	খ)
গ)	গ)

১.০১ঃ এই সংগঠনের সাথে আপনি কতদিন থেকে জড়িত ঃ

ক) নতুন ☐ ৬মাস ☐১ বছর ☐ ২ বছর ☐ ৩ বছর ☐ ৪ বছর ☐ ৫ বছর ☐ অন্যান্য ☐

খ) এই সংগঠনে জড়িত হবার জন্য আপনাকে কে উৎসাহিত করেছে।

নিজ থেকে ☐ প্রতিবেশী ☐ বন্ধু ☐ সংগঠনের কর্মী ☐ অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করে বলুন ☐

১.০২ঃ এই সংগঠনে যোগদানের আগে আপনি অন্য কোন বেসরকারী সাহায্য সংস্থার সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐।

ক) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কোন সংগঠন নাম বলুন। নাম ----------

খ) ঐ সংগঠনের সাথে আপনি এখন জড়িত আছেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐।

উপরের উত্তর না হলে, ঐ সংগঠন কেন আপনি ছেড়েছেন?

অনুগ্রহ করে বলুন ঃ-

কার্যকর কোন ফল পাইনি ☐ সংগঠনের কোন উদ্দেশ্যে নেই ☐ সংগঠনের সংগঠকরা দুর্নীতি-পরায়ন ☐ সংগঠন দেশের আদর্শ বিরোধী কাজ করে ☐ সংগঠনের ঋনদান পদ্ধতি বেশ জটিল ☐ সংগঠনের ঋনের সুদ অতিরিক্ত ☐ ঋন আদায়ে কঠোর ☐ ব্যাবহার ভালো নহে ☐ অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করে বলুন।

১.০৩ঃ বর্তমান সংগঠনের সাথে জড়িত হবার পেছনে আপনার উদ্দেশ্য কি ?

নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন ☐ সমাজের সেবা করা ☐ ধর্ম প্রচার করা ☐ ইসলামের সেবা করা ☐ ইসলাম সম্পর্কে জানা এবং মানা ☐ নির্দিষ্ট করে বলুন ☐

Dhaka University Institutional Repository

১.০৪ঃ আপনি কি মনে করেন এই সংগঠনে জড়িত হবার ফলে আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ?
হ্যাঁ ☐ না ☐

উত্তরঃ

ক) যদি হ্যাঁ হয় কিভাবে ?
১।
২।
৩।

খ) যদি না হয় কেন?
১।
২।
৩।

১.০৫ ঃ বর্তমান সংগঠনের সদস্য হবার নিয়ম কানুন সম্পর্কে আপনার মতামত দিন ঃ
অন্য দশটির মত ☐ সম্পূর্ন আলাদা ☐ অন্য সংগঠনের মতই তবে নতুন কিছু আছে ☐

১.০৬ ঃ সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি জানেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐
ক) যদি হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহ করে উদ্দেশ্য সমূহ বলবেন কি?
১। ২।
৩। ৪।

১.০৭ ঃ এই উদ্দেশ্য সমূহের ভিতর কোনটি আপনার দৃষ্টিতে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।
ক) খ)
গ) ঘ)

২.০ঃ আপনার এলাকায় অন্য কোন এন, জি, ও কার্যরত আছে কিনা?
ক) হ্যাঁ ☐ না ☐ জানিনা ☐
খ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কোন কোন সংগঠন এবং তাদের কার্যবিধি সম্পর্কে বলুন।

সংগঠনের নাম	কার্যক্রম	মন্তব্য
১।		
২।		
৩।		

২.০১ঃ এই সব সংগঠনে কোন শ্রেনীর লোক জড়িত।
গ্রামের দরিদ্র শ্রেনী ☐ গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনী ☐ ধনী গৃহস্থ ☐ জানিনা ☐ অন্যান্য ☐

২.০২ ঃ এই সব সংগঠনের ভিতর কোনটি সবচাইতে কার্যকর প্রতাব রাখছেঃ
ক)
খ)

২.০৩ ঃ এ সব সংগঠন কেন কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারছে জানেন কি?
ক) হ্যাঁ ☐ না ☐
খ) যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন?

সাধারন মানুষ তাদের পছন্দ করে ☐ তাদের টাকা বেশী ☐তাদের কর্মসূচী ভালো ☐ তাদের ব্যবহার ভাল ☐ তারা ধর্মের কথা বলে না ☐।

Dhaka University Institutional Repository

২.০৪ ঃ আপনার এলাকায় যে সব এনজিও কাজ করছে, আপনার মতে তারা কি এমন কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত যা, দেশের ধর্মনুভুতি , সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধাচরন করে?

ক) হ্যাঁ ☐ * না ☐ * জানিনা ☐

খ) যদি হ্যাঁ হয় কি ভাবে?

ধর্ম বিরোধী কথা বলে ☐ পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে ☐ নারী স্বাধীনতার নামে মহিলাদের ঘর থেকে বের করছে। ☐ কেবল মহিলাদের মাঝেই কাজ করে ☐পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে দিতে চায় ☐ বিদেশী সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় ☐ অন্যান্য।

২.০৫ ঃ আপনার বর্তমান সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে তুলনীয় এই এলাকায় অন্য কোন সংগঠনের কার্যক্রম আছে কি?

ক) হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয়, কোন সংগঠনের কি কার্যক্রম আপনার সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে তুলনীয় লিখুন

----------।

২.০৬ ঃ অন্যান্য সংগঠনের কোন কোন কার্যক্রম আপনার সংগঠনের কার্যক্রমের চাইতে উন্নত বলে মনে করেন?

শিক্ষা কার্যক্রম ☐ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ☐ দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ☐ স্বাস্থ্য সেবা ☐ পয়ঃপ্রনালী ☐ আত্ম কর্মসংস্থান ☐ ত্রাণ ☐ উন্নত নয় ☐ জানিনা ☐ অন্যান্য নির্দিষ্ট করে বলুন ☐

২.০৭ ঃআপনার সংগঠনের কোন কার্যক্রম দেশের উন্নয়নের জন্য সহায়ক বলে মনে করেন এবং কেন।

ক) গ)

খ) ঘ)

৩.০০ ঃ আপনি বর্তমান সংগঠনের সাথে জড়িত হবার ফলে কি ধরনের উন্নতি সাধন করেছেন।

☐ অর্থনৈতিক ☐ ধর্মীয় ☐ সামাজিক ☐ স্বাস্থ্য ☐ পারিবারিক ☐ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ☐ জানিনা ☐ অন্যান্য নির্দিষ্ট করে বলুন ☐ ----------

৩.০১ ঃ আপনার এলাকার জন্য কি কি ধরনের উন্নয়ণ কাজ, আপনার সংগঠন নিয়েছ।

দারিদ্র্য বিমোচন ☐ কর্মসংস্থান ☐ স্বাস্থ্য সেবা ☐ শিক্ষা কার্যক্রম ☐ কারিগরি প্রশিক্ষন ☐ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ☐ পয়ঃপ্রনালী উন্নয়ন ☐ জানিনা ☐ অন্যান্য ----------।

৩.০২ ঃ এই সব কাজ গুলো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি?

ক) হ্যাঁ ☐ না ☐ জানিনা ☐

খ) যদি না হয় তবে কেন বল্ধ?

আর্থিক সংকট ☐ পরিচালনার অদক্ষতা ☐ জনগনের অনাগ্রহ ☐সামাজিক বাধা ☐ কুসংস্কার☐ অন্যান্য☐ নির্দিষ্ট করে বলুন ----------

৩.০৩ ঃ আপনার সংগঠনের কেউ কী স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত।

ক) হ্যাঁ ☐ না ☐।

খ) যদি হ্যাঁ হয় তবে কিভাবে?

☐ সমর্থন ☐ সরাসরি ☐ নেতৃত্বদান ☐ অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করে বলুন----------

Dhaka University Institutional Repository

৩.০৪ ঃ আপনার এলাকার অন্যান্য এনজিও গুলো স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত?

ক) ☐ হ্যাঁ ☐ না ☐

খ)যদি হ্যাঁ হয়, কোন সংগঠন এবং কিভাবে জড়িত?

সংগঠন	কিভাবে জড়িত?
১)	১)
২)	২)
৩)	৩)

৩.০৫ ঃ আপনার সংগঠন, ধর্মীয় মূল্যবোধের সুষ্ঠ প্রতিপালনের জন্য কোন কার্যক্রম নিয়েছে কি?

ক) হ্যাঁ ☐ না ☐।

খ) যদি হ্যাঁ হয় তবে তা কি আপনার দেশের জন্য ভাল মনে করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

গ) আপনার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দিন?

৩.০৬ ঃ অন্যান্য সংসঠনের চাইতে আপনার সংগঠনের পার্থক্য বলুন।

ইসলামী নীতিমালা ভিত্তিক কাজ করে ☐ সুদ ভিত্তিক নয় ☐ পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে ☐ রাজনীতি করে না ☐ কেবল মহিলাদের মাঝে কাজ করে না ☐ বেপর্দার জন্য উৎসাহিত করে না ☐ বিদেশী সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে চায় না ☐ অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করে বলুন -----

৩.০৭ঃ এই সংগঠনে বর্তমান কার্যক্রম ছাড়া, আর কি কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন।-------
---

৩.০৮ ঃ এই সংস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতি আপনার কেন ভাল লাগে ঃ-

সুদ কম ☐ সুদ নাই☐ ইসলামী পদ্ধতি☐ সহজ শর্ত☐ অন্যান্য☐

৪.০০ ঃ মুসলিম এইডে যোগদানের পুর্বে আপনার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

পেশা কি ছিল ---------- মাসিক আয় ---------- মসিক ব্যয় ----------।

৪.০১ ঃ পুর্বের সম্পদের বিবরণ

ক)	খ)
গ)	ঘ)
ঙ)	চ)

৪.০২ ঃ বর্তমান সম্পদের বিবরণ

ক)	খ)
গ)	ঘ)
ঙ)	চ)

৫.০০ ঃ মুসলিম এইডের বিনিয়োগের টাকা কি কাজে খাটিয়েছেন?

ব্যবসা ☐ ঋণ পরিশোধ ☐ ভরণ পোষন ☐ আয় বর্ধনমূলক কাজে ☐ অন্যান্য

৫.০১ ঃ কিস্তির বিবরণ - দৈনিক ☐ সাপ্তাহিক ☐ মাসিক ☐ এককালীন ☐ অন্যান্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫.০২ ঃ আপনার সংস্থার এই ঋন ব্যবস্থা কি আপনার দারিদ্র্য বিমোচনে কোন কাজে লেগেছে ? হ্যাঁ ☐ না ☐।

৫.০৩ ঃ এই সংস্থাকে কেন আপনার ভাল লাগে?

ইসলামের কথা বলে ☐ ইসলামের কথা বলে না ☐ কর্মকর্তাদের ব্যবহার ভাল ☐ সহজ শর্ত ☐ আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় ☐ অন্যান্য ☐।

৬.০০ ঃ ইসলাম সম্পর্কে আপনি কেমন জানেন?

ভাল জানি ☐ মোটামুটি জানি ☐ তেমন জানি না ☐ মোটেও জানি না ☐ অন্যান্য।

৬.০১ ঃ ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনে কতটুকু ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করেন?

পুরোপুরি ☐ মোটামুটি ☐ তেমন না ☐ মোটেও না ☐।

Dhaka University Institutional Repository

এম, ফিল গবেষনা

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষনার শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের দরিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ভূমিকা ঃ ইসলামী পদ্ধতির একটি সমীক্ষা

সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নমালা

১) সমিতির নাম ঃ -- ঠিকানা ঃ ------------------------------সংগঠিত হবার সন ঃ --।

২) সদস্য সংখ্যা ঃ পুরুষ ------------------------ মহিলা --------------------- মোট -------------------

৩) সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাঃ পুরুষ -------------------- মহিলা ---------------- মোট

৪) সংগঠনের সদস্য সংখ্যাঃ পুরুষ ---------- মহিলা -------- মোট --------

৫) সংগঠনের আওতাভুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ ঃ

উন্নয়ন পনিকল্পনা	শুরু হবার সন	সমাপ্ত	অসমাপ্ত
ক)			
খ)			
গ)			
ঘ)			

৬।যে সকল পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়নি তার কারনঃ-

১)
২)
৩)
৪)

৭। কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমি ঃ-

শিক্ষা	সংখ্যা	পদ	শিক্ষা	সংখ্যা	পদ
নিরক্ষর			উচ্চ মাধ্যমিক		
অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন			মাদ্রাসা		
প্রাইমারী			অন্যান্য		
মাধ্যমিক					

৮।পেশা

পেশা	সংখ্যা	পদ	পেশা	সংখ্যা	পদ
কৃষি			ভ্যানচালক		

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা
মজুরী
কারিগর

শিক্ষকতা
অন্যান্য

৯। মাসিক আয়

ক) ১,০০০ নীচে খ) ১,০০০-১,৩০০
গ) ১,৩০০-১৫০০ ঘ) ১,৫০০-১,৮০০
ঙ) ১,৮০০-২০০০ চ) ২,০০০-২,৫০০
ছ) ২,৫০০-৩০০০ জ) ৩,০০০- উপরে

মাসিক ব্যায়

ক) ১,০০০ নীচে খ) ১,০০০-১,৩০০
গ) ১,৩০০-১,৫০০ ঘ) ১,৫০০-১,৮০০
ঙ) ১,৮০০-২,০০০ চ) ২,০০০-২,৫০০
ছ) ২,৫০০-৩,০০০ জ) ৩,০০০- উপরে

১০। আপনার সংস্থায় কোন শ্রেণীর লোক বেশী জড়িত?
গ্রামের দরিদ্র্য শ্রেনী□গৃহস্থ মধ্যম শ্রেনী □ ধনী শ্রেনী □ অন্যান্য □।

১১। আপনাদের সংস্থা ছেড়ে কেউ কি অন্য সংস্থায় চলে গেছে? হ্যাঁ□না □ হ্যাঁ হলে কত জন------

১২।চলে যাবার কারন----------

১৩। একই সময়ে অন্য সংস্থায় কোন সদস্য কি আপনার সংস্থার সদস্য হতে পারে? হ্যাঁ□ না □।

১৪। না হলে কারন কি? আদর্শিক□ ঋন চক্রে আবদ্ধ হওয়া □ ঋন আদায়ের অসুবিধা □অন্যান্য□

১৫।আপনাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচী একক□সমন্বিত □।

১৬।এই পদ্ধতির অগ্রগতি চিহ্নত করুন? আর্থিক □ সামাজিক□ সাংস্কৃতিক □নৈতিক □ ধর্মীয় □অন্যান্য□।

১৭।এই পদ্ধতির প্রতি জনগনের মনোভাব কি ধরনের?
বিরূপ□ সাড়া নেই□ স্বতস্ফুর্ত□স্বাভাবিক□অন্যান্য□।

১৮।এই পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নে কতখানি ভুমিকা রাখবে বলে মনে করেন ------

Dhaka University Institutional Repository

এমফিল গবেষনা

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষনা শিরোনামঃ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইডের ভূমিকা ইসলামী পদ্ধতির একটি সমীক্ষা।

প্রশ্নমালা ২ ঃ মুসলিম এইডের কর্মকর্তাদের।

১। উত্তর দাতার নাম ---
২। উত্তর দাতার ঠিকানা -
৩। উত্তর দাতার পদবী-
৪। ম্যাব এর কর্ম এলাকার নাম?
৫। এই সব এলাকা পছন্দের কারন? কখন থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে? বর্তমানে কতটি শাখা আছে?
৬। কোন শ্রেনীর লোকদের মাঝে আপনারা কাজ করেন?
৭। এদের বেছে নেওয়ার কারন কি?
৮। আপনাদের তহবিলের উৎস ? বিদেশী হলে কোন কোন খাতে পাওয়া যাচ্ছে?
দান ☐ অনুদান ☐ যাকাত ☐ সাদাকা ☐ কোরবানী ☐ ফেৎরা ☐ ওশর ☐
অন্যান্য ☐ দেশী হলে খাতঃ সরকারী ☐স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ☐ এনজিওর ☐ বিনিয়োগ ☐দরিদ্রদের সঞ্চয় ☐
৯। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আপনাদের চলতি কর্মসূচী কি কি?
১০। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আপনারা কোন পদ্ধতিতে কাজ করছেন? সুদভিত্তিক ☐ মুনাফা ভিত্তিক করজে হাসানা ☐ এককালীন দান ☐ অন্যান্য ☐
১১। এই পদ্ধতি কি একটি ব্যবসায়ীক পদ্ধতি? হাঁ ☐ না ☐ উত্তর হাঁ হলে, এতে দারিদ্র্য পুরোপুরি বিমোচন হচ্ছে ☐ চরম দারিদ্র্যবস্থার হাত থেকে আপাতত রক্ষা করা যাচ্ছে ☐ দারিদ্র্যবস্থা থাকছে ☐
১২। আপনাদের গৃহীত পদ্ধতি অন্যান্য সংস্থা যেমন ব্রাক, গ্রামীনব্যাংক, আশা, প্রশিকার থেকে কোন কোন দিকে থেকে ব্যতিক্রম
১৩। অন্য সংস্থা ছেড়ে কেউ কি আপনার সংস্থায় এসেছে ঃ হাঁ ☐ না ☐
১৪। হাঁ হলে কত জন ---------- আসার কারন ----------
১৫। আপনাদের সংস্থা ছেড়ে কেউ কি অন্য সংস্থায় চলে গেছেঃ হাঁ ☐ না ☐
১৬। উত্তর হাঁ হলে কত জন ----------
১৭। চলে যাবার কারন কিঃ ।
১৮। একই সময়ে অন্য সংস্থার কোন সদস্য কি আপনাদের সংস্থার সদস্য হতে পারে? হাঁ ☐ না ☐
১৯। না হলে কি কারন ঃ আদর্শিক ☐ ঋনচক্রে আবদ্ধ হওয়া ☐ ঋনআদায়ের অসুবিধা ☐ অন্যান্য ☐
২০। আপনাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ঃ একক ☐ সমন্বিত ☐
২১। আপনাদের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির উদ্দেশ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করুন ঃ আর্থিক ☐ সামাজিক ☐ সাংস্কৃতিক ☐ নৈতিক ☐ ধর্মীয় ☐ অন্যান্য ☐
২২। আপনাদের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির প্রতি জনগনের মনোভাব কেমন ঃ বিরূপ সাড়ানোই ☐স্বাভাবিক ☐ স্বতস্ফূর্ত ☐ অন্যান্য ☐
২৩। এই পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নে কতখানি ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন
২৪। এই পদ্ধতির সফলতা বর্ননা করুন ।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যানুয়াল
মুসলিম এইড বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা
- ১.০০ - লক্ষ্য
- ২.০০ - উদ্দেশ্য
- ৩.০০ - কর্মসূচী
- ৪.০০ - কর্মসূচী বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ সমুহ
- ৫.০০ - ফিল্ড পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো
- ৬.০০ - কার্য এলাকা নির্ধারন

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সমিতি গঠন ও পরিচালনা
- ১.০০ - সমিতি গঠন পদ্ধতি
- ২.০০ - সদস্য হওয়ার যোগ্যতা
- ৩.০০ - সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ৪.০০ - সদস্য পদ প্রত্যাহারের নিয়ম
- ৫.০০ - সদস্য পদ বাতিল
- ৬.০০ - নূতন সদস্য অন্তভূক্তি
- ৭.০০ - সদস্য অন্তভূক্তি প্রক্রিয়া
- ৮.০০ - সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া
- ৯.০০ - সমিতির কার্য্যাবলী
- ১০.০০ - সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি
- ১১.০০ - কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ১২.০০ - সভা ও ফোরাম
- ১৩.০০ - সাপ্তাহিক সভার কর্মসূচী
- ১৪.০০ - সঞ্চয় তহবিল ব্যবহার
- ১৫.০০ - সঞ্চয়ের উপর বার্ষিক মুনাফা প্রদান

তৃতীয় অধ্যায় ঃ- বিনিয়োগ
- ১.০০ - বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে করনীয়
- ২.০০ - বিনিয়োগ প্রাপ্তি নির্বাচন
- ৩.০০ - বিনিয়োগ অনুমোদন প্রক্রিয়া
- ৪.০০ - বিনিয়োগ প্রদান
- ৫.০০ - বিনিয়োগ প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি সমুহ
- ৬.০০ - কিস্তি পরিশোধ
- ৭.০০ - বিনিয়োগের খাত সমুহ
- ৮.০০ - কিস্তি খেলাফী ঃ কারন ও প্রতিকার

চতুর্থ অধ্যায় ঃ- উদ্যোক্তা সমিতি
- ১.০০ - সমিতির নাম

Dhaka University Institutional Repository

২.০০ - সমিতির এলাকা
৩.০০ - সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব
৪.০০ - সমিতির সদস্যদের গুনাবলী
৫.০০ - সমিতির গঠন পদ্ধতি
৬.০০ - সমিতির পরিচালনা প্রক্রিয়া
৭.০০ - সাপ্তাহিক সঞ্চয়
৮.০০ - সঞ্চয় উত্তোলন, সমন্বয়
৯.০০ - বিনিয়োগ প্রদান ঃ আদায় প্রক্রিয়া
১০.০০ - বিশেষ জামানত তহবিল
১১.০০ - হিসাব রক্ষন পদ্ধতি
১২.০০ - অন্যান্য নিয়ম

পঞ্চম অধ্যায় ঃ- আর্থিক হিসাব প্রক্রিয়া

১.০০ - সংস্থার নামে হিসাব খোলা
২.০০ - হিসাব পরিচালনায় স্বাক্ষরকারী
৩.০০ - চেক ইস্যু ও চেক বই সংরক্ষন
৪.০০ - টাকা উত্তোলন
৫.০০ - টাকা সংরক্ষনের দায়িত্ব
৬.০০ - বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের জন্য বিল পরিশোধ
৭.০০ - বিনিয়োগের টাকা বা সামগ্রী বিতরন
৮.০০ - টাকা স্থানান্তর
৯.০০ - অফিস ভাড়া
১০.০০ - বেতন ভাতা
১১.০০ - দৈনিক লেনদেন
১২.০০ - সাধারন খতিয়ান
১৩.০০ - ক্যাশ ফ্লো
১৪.০০ - বিল ভাউচার
১৫.০০ - বাজেট / পরিকল্পনা প্রনয়ন
১৬.০০ - ইনফাক
১৭.০০ - হিসাব চুরান্ত, করন
১৮.০০ - অন্যান্য
১৯.০০ - সাপ্তাহিক সঞ্চয়
২০.০০ - বাৎসরিক ভাতা
২১.০০ - দৈনিক ক্যাশ লেনদেন
২২.০০ - স্বাক্ষর
২৩.০০ - ব্যাংক হিসাব তালিকা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ- বেতন ভাতা ও অফিস ব্যবস্থাপনা

১.০০ - বেতন ভাতা
২.০০ - কর্মীদের টি,এ,ডি,এ,
৩.০০ - অফিস ঘর ভাড়া নেয়া ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া
৪.০০ - বিদ্যুৎ বিল ও কেরোসিন বিল
৫.০০ - পেপার বিল

Dhaka University Institutional Repository

৬.০০ আসবাব পত্র
৭.০০ একটি অফিসের আসবাব পত্রের রেট, সংখ্যা ও নমুনা
৮.০০ - সাইন বোর্ড
৯.০০ - প্রতিটি অফিসের খাতা পত্রের তালিকা
১০.০০ - অফিস সামগ্রীর তালিকা
১১.০০ - আপ্যায়ন খরচ
১২.০০ - টেলিফোন ও ডাক খরচ
১৩.০০ - মেহমান, বিছানা

সপ্তম অধ্যায়ঃ- প্রশাসনিকক বিষয়বলী
১.০০ - নিয়োগ সংক্রান্ত
২.০০ - বদলী
৩.০০ - শাস্তি/ অব্যাহতি
৪.০০ - ছাড়পত্র / যোগদান
৫.০০ - ছুটি সংক্রান্ত
৬.০০ - দৈনিক হাজিরা
৭.০০ - আসবাব পত্র ও অফিসের রেকর্ড পত্র সংরক্ষন
৮.০০ - অফিসের সময় সূচী
৯.০০ - কর্মী মূল্যায়ন
১০.০০ - অপরাধ ও শাস্তি

অষ্টম অধ্যায়ঃ- বিভিন্ন ব্যক্তিদের দায়িত্ব
১.০০ - ফিল্ড ওয়ার্কার
২.০০ - প্রজেক্ট ইনচার্জ
৩.০০ - আই, জি, পি কোঃ অর্ডিনেটর

নবম অধ্যায়ঃ- বিভিন্ন ধরনের ফরমের তালিকা
১.০০ - বিভিন্ন ধরনের ফরমের তালিকা
২.০০ - বিভিন্ন ধরনের ফরম

Dhaka University Institutional Repository

লেকচার মডিউল
মুসলিম এইড বাংলাদেশ

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	আখলাক	১
২	ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব	৩
৩	ব্যক্তি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৫
৪	হালাল হারাম	৬
৫	তাওহীদ	৭
৬	শিরক	৯
৭	আখিরাত	১০
৮	নামাজ	১১
৯	রোজা	১৩
১০	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল	১৪
১১	ইসলাম ও বদান্যতা	১৫
১২	ইসলাম ও মেহামানদারী	১৭
১৩	ইসলাম ও মঙ্গল সম্পদ	১৯
১৪	ইসলাম ও কৃষি	২০
১৫	ইসলামে চেষ্টা ও অধ্যাবসায়	২১
১৬	ইসলামের দৃষ্টিতে উৎপাদনশীলতা	২২
১৭	আমানতদারীতা	২৪
১৮	শিশু ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন	২৫
১৯	ব্যবসায় ও সুদ	২৬
২০	পরিবার গঠন	২৭
২১	জবাবদিহিতাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন	২৯
২২	সমবেত প্রচেষ্টা ও ইসলাম	৩০
২৩	জাহেলিয়াত	৩২
২৪	শিরকত	৩৪
২৫	পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য	৩৬
২৬	আয়োডিন ঘাটতি জনিত রোগ ও প্রতিরোধ	৩৭
২৭	শাক সব্জির গুরুত্ব	৩৮
২৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কয়েকটি নির্দেশিকা	২৯
২৯	বিবাহ ও যৌতুক	৪০
৩০	রিসালাত	৪২
৩১	আল্লাহর হক ও বান্দার হক	৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম এইড বাংলাদেশ (ম্যাব)
ইনকাম জেনারেটিং প্রোগ্রাম ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন
(দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী)

(একরার নামা)

এই চুক্তিপত্র ১৯৯ ---- সালের তারিখ নিম্ন লিখিত পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত হলো

প্রথম পক্ষ
নামঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ
ঠিকানঃ

দ্বিতীয় পক্ষ
নামঃ
পত্রিকার নামঃ
গ্রামঃ পোঃ
থানা ঃ জেলাঃ

আমি (২য় পক্ষ), প্রথম পক্ষের নিকট থেকে নিম্নে বর্নিত নীতিমালা ও শতসাপেক্ষে মোট টাকা (কথায়ঃ) মূল্যের দ্রব্য বহন করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করলাম।

নীতিমালা ও শর্তাবলীঃ

১। প্রকাল্পের নামঃ
২। বিনিয়োগের পরিমানঃ
৩। কিস্তির সংখ্যাঃ লাভ
৪। কিস্তির পরিমানঃ ফাল
৫। কিস্তি ফেরৎ দানের শেষ তারিখ ঃ টাকা
৬। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রথম পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের অধিকার সংরক্ষন করেন।
৭। কিস্তি সম্পূর্ন পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকাল্পের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সংস্থায় থাকবে।
৮। বিনিয়োগ গহীতা কিস্তি প্রদান ব্যর্থ হলে গ্রুপের সদস্যগন কিস্তির টাকা ফেরত দানে বাধ্য থাকবেন এবং উক্ত গ্রুপের কোন সদস্যই নতুন কোন বিনিয়োগ সুবিধা পাবেননা। এই অঙ্গিকার নামায় আমি সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিস্কে স্বাক্ষর করলাম।

১। প্রোগ্রাম ইনচার্জ ২। প্রোগ্রাম/ ফিল্ড এসিস্টেন্ট ৩। বিনিয়োগ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ

তারিখঃ তারিখঃ

স্বাক্ষীঃ

১। গ্রুপ সভাপতি তারিখঃ
২। গ্রুপ সেক্রেটারি তারিখঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৬৪

Bismillahir Rahmanir Rahim

Muslim Aid Bangladesh

2/5, Nawab Habibullah Road (2nd Floor)
Shabag, Dhaka – 1000. Tel # 861046

Daily Collection Seet

Sommitee :-
Field Program Assistant :-

IGP :-
Date :-

Sl	Member's name	Target	Saving	Instalment			Infaq	Total
				Basic	Profit	Total		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
	Total =							

TK. ---------- In Words taka ----------

(President / Secretary) (Program Incharge) (Field / program Assistant)

Activity Report
Month --------
Branch -------
Muslim Aid Bangladesh

Date:

SI No	Particulars	BF.	This Month / Quarter	Total	Date of Achievement
12	Audit & Inspection				
13	Tour:				
	i. Central Tour				
	ii. Local Tour				
	iii. Other				
14	Correspondence:				
	i. Letter				
	ii. Letter received				
	iii. Telephone				
	iv. Fax				

15	Nature of Investment: Person Taka:	B.F			This Month/Quarter			Total	Rate of Achievement
		No	Taka	Person	No	Taka	Person		
	i. Rickshaw								
	ii. Van								
	iii. Small Trade								
	vi. Beef fattening								
	v. Cow rearing								
	vi. Goat rearing								
	vii. Fishing net								
	viii. Boat								
	ix. Agi- loan								
	x. Handloom								
	xi. Hockery								
	xii. Mobile business								
	xiii. Poultry								
	xiv. Carpentry								
	xv. Others								
	xvi.								
	xvii.								
	xviii.								

Dhaka University Institutional Repository

সমিতি ভিত্তিক আর্থিক হিসাব
আই,জি,পি,পি,এ
মুসলিম এইড বাংলাদেশ

১	২	৩			৪			৫	৬	৭			৮			৯				
নং	সমিতির নাম	ঋণপ্রদান			কিস্তি আদায়			বাকী (৩-৪)	বকেয়া কিস্তি	আদায় যোগ্য			কিস্তি বকেয়া			সঞ্চয়				
		জের	এ মাসে	মোট	জের	এ মাসে	মোট			জের	এ মাসে	মোট	জের	এ মাসে	মোট	জের	এ মাসে	মোট	ফেরত	ব্যালান্স

স্বাক্ষর
(ফিল্ড অফিসার)

স্বাক্ষর
(প্রজেক্ট সহকারী)

স্বাক্ষর
(প্রজেক্ট সমন্বয়কারী)

Dhaka University Institutional Repository

Activity Report
Month ----------
Branch ----------
Muslim Aid Bangladesh

Date :-

Sl No	Particulars		B.F	This Month / Quarter	Total	Rate Of Achievement
1	No.Of Group					
2	No. Of Group Members :	i. Male				
		ii. Female				
3	Savings					
4	Investment :	i. Amount				
		ii. Person				
5	Recovery :	i. Basic				
		ii. Profit				
		iii. Total				
6	Dues :	i. Basic				
		ii. Profit				
		iii. Total				
7	Administrative Cost :	i. Recurring				
	Assets	ii. Fixed				
8	Group Meeting :	i. No				
	Attendance	ii. % Of				
9	Meetings :	i. Staff				
	Wishers	ii. Well-				
	Ordination	iii. Dist. Co-				
		iv. Others				
10	Training Programs : I. Staff					
	Leaders	ii. Group				
	Members	iii. Group				
11	Fund Raising :	i. Land				
		ii. Cash				

Dhaka University Institutional Repository

Activity Report
Month --------
Branch -------
Muslim Aid Bangladesh

Date:

SI No	Particulars	B.F. No	This Month \ Quarter	Total No	Rate of Achievement
16.	Socio-religio and economic impact:				
	i. Prayer Habit				
	ii. Recitation				
	iii. Smoking				
	iv. Arrange marriage				
	v. Dowry				
	vi. Sanitary latrine				
	vii. Tube-Well				
	viii. Plantation				
	a) person				
	b) Number				
	ix. Goat rearing				
	x. Literacy				
	xi. Health consciousness				
	xii. Family environment				
	xiii. Other				

17. Problems:
18. Suggestions:

Signature of Project In charge

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Monthly Financial Budget

Month –

Income Generating Program For Poverty Alleviation (IGPA)

Muslim Aid Bangladesh

Branch :

Receip

Payment	Taka
Opening Balance	
Cash In Bank	
Cash At Hand	
Total (OB)	
Installment Collection	
Basic	
Profit	
Sub – Total	
Selling Pass Book	
Selling Form	
Admission Fee	
Bank Profit	
Savings Collection	
Infaq	
MAB – Head Office	
Miscellaneous	
Local Donation	
Quard – Hassana	
Advance (Person)	
Advance (Rent)	
Others	
Basic	
Profit	
Grand Total	

Payments

Particulars	Taka
Administrative Expenses	
Administrative Expenses :-	
Salary And Allowances	
Bonus	
Over Time	
Office Rent	
Office Maintenance	
Printing & Stationary	
Entertainment	
Telephone	
Elec. Gas & Water	
News Paper	
Repair & Maintenance	
Fuel & Conveyance	
Central Tour	
Local Tour	
Training	
Audit Fee	
Warm Cloth	
Bank Charge / T.T. Charge	
Miscellaneous	
Sub Total	
Profit On Savings	
Saving Return	
Infaq	
Quard	
K. G. & L.	
Fixed Assets :-	
Bicycle / Vehile	
Furniture & Fixture	
Advance Rent	
Sub – Total	
Closing Balance :-	
Cash In Hand	
Cash At Bank	
Total (C.B)	
Grand Total	

Signature
Field Asst.

Signature
Project In Charge

Signature
Accounts Officer
Programme Officer

Approved by Director
MAB